বনৌষধি-দর্পণ

রাজবৈদ্য বিরজাচরণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ কৃত



প্রকাশক—
ডাঃ—শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর গুপ্ত,
এম্, বি,

প্রাপ্তিস্থান—
সংস্কৃত বুক্ ডিপো,
২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।



বনৌষধিদর্পণ।

বনৌষধির সার্থকপর্য্যায়, গুণ, বর্ণন, ঔষধার্থ ব্যবহৃতাংশ, মাত্রা, উৎপত্তি
প্রচার, বাণিজ্য ও প্রাচীন নবীনমতানুসার যোজনাবিধিসমন্বিত

অভিনব নিঘণ্টু।

রাজবৈদ্য শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ কৃত।

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

বঙ্গাব্দ ১৩২৪।

वनौषधिदर्पणः ।

वनौषधीनां गुणमालावर्णनोत्पत्ति-प्रचार-प्राचीन-नवीनमतानुसार-
योजनादिभिः समलंकृतः

अभिनवो निघण्टुः ।

राजवैद्यश्रीविरजाचरणगुप्त काव्यतीर्थ कविभूषण कृतः

श्रीपार्वतीशङ्करगुप्तेन

प्रकाशितश्च ।

द्वितीयं संस्करणम् ।

शकाब्दाः १८३९ ।

কলিকাতা,
১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "গোবৰ্দ্ধন প্রেসে"
শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

নিঘণ্টু ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

(১) "হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃড়্‌দাহস্বেদজিৎ"। অমুক দ্রব্য শীত বলিলে এই বুঝাইবে যে উহা হ্লাদন অর্থাৎ সুখকারী, স্তম্ভন, অর্থাৎ অতিসার ও রক্ত প্রবৃত্তি রোধক, এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রশমন।

(২) "উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ"। অমুক দ্রব্য উষ্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে তে উহা শীতের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ উহা সুখকারী বা অতিসারাদির রোধক নহে, অপিচ মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্মজনক এবং ব্রণাদিকে পাকাইয়া থাকে।

(৩) "স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা"। যে বস্তু স্নেহ ও মৃদুত্বের কারণ এবং বল ও বর্ণোৎপাদক তাহাকে স্নিগ্ধ বলে।

(৪) "রূক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ"। রুক্ষ স্নিগ্ধের বিপরীত গুণান্বিত অর্থাৎ অমুক বস্তু রুক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কর্কশতা ও কাঠিন্যের জনক, বল ও বর্ণের হ্রাসকারী এবং বিশেষতঃ খর ও স্তম্ভক।

ভাবমিশ্র বলেন—"স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্। রূক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্। যে বস্তু স্নিগ্ধ তাহা বায়ু নাশক, কফজনক, বৃষ্য এবং বলবর্দ্ধক। যাহা রুক্ষ তাহা বায়ু জনক, এবং অত্যন্ত কফহর।

(৫) "পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ"। যে দ্রব্য পিচ্ছিল গুণান্বিত তাহা জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারক, বলজনক, সন্ধান অর্থাৎ ভগ্ন ও ছিন্নের সংযোজক, শ্লেষ্মজনক এবং গুরু।

(৬) "বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ"। বিশদগুণ পিচ্ছিলের বিপরীত অর্থাৎ উহা অজীবন অসন্ধান, অবল্য, লঘু এবঃ শ্লেষ্মজনক নহে। অপিচ বিশদগুণ ক্লেদাচূষণ অর্থাৎ ক্লেদশোষক—আর্দ্রভাবের নাশক এবং ক্ষতের পূরক।

(৭) "দাহপাককরস্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণো" কোন বস্তু তীক্ষ্ণ বলিলে এই বুঝায় যে উহা দাহজনক, ব্রণাদি পাকাইতে পারে এবং লালা ও রসাদি স্রাব করায়। ভাবমিশ্র বলেন—

"তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ"। তীক্ষ্ণবস্তু প্রায় পিত্তজনক, লেখন এবং কফবাতহর।

(৮) "মৃদুরন্যথা।—মৃদু বা মন্দ গুণ তীক্ষ্ণগুণের বিপরীত অর্থাৎ ইহা দাহকর, ব্রণাদির পাচক বা লালাদি স্রাবকারী নহে।

(৯) **"সাদোপলেপবলকৃদ্ গুরু স্তর্পণোবৃংহণ:"**। অমুক বস্তু গুরু বলিলে এই বুঝায় যে উহা সাদকৃৎ অর্থাৎ অঙ্গগ্লানিজনক, উপলেপকৃৎ অর্থাৎ মলবৃদ্ধিকারী, বলকৃৎ, তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক এবং বৃংহণ অর্থাৎ দেহ বৃদ্ধিকর।

(১০) **"লঘুস্তদ্বিপরীত: স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা"**। লঘুগুণ গুরুর বিপরীত অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু তাহা, তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও বলকৃৎ নহে। অপিচ উহা লেখন এবং ক্ষত রোপণ।

ভাবমিশ্র বলেন—**"লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ। গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।** লঘুবস্তু বিশেষতঃ পথ্য, কফঘ্ন এবং শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরুবস্তু বাতহর, পুষ্টিপ্রদ এবং শ্লেষ্মজনক। অপিচ ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১১) **"দ্রব: প্রক্লেদন: সান্দ্র: স্থূল: স্যাদ্বন্ধকারক:"**। দ্রবাদি গুণচতুষ্টয় উপচয়কর। ভাবমিশ্র বলেন—**"স্থূল: স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসা মবরোধকৃত্। দ্রব: ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্বিপরীতক:"**।

(১২) **"শ্লক্ষ্ণ: পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়:"**। শ্লক্ষ্ণগুণ পিচ্ছিলতুল্য। ভাবমিশ্র অন্য অর্থ করেন—**"শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাত্ কঠিনোঽপি হি চিক্কণ:"**।

(১৩) **"কর্কশো বিশদোযথা"**।—কর্কশগুণ বিশদের তুল্য।

(১৪) **"সুখানুবন্ধী সূক্ষ্মশ্চ সুগন্ধো রোচনো মৃদু:"**। কোন বস্তু সুগন্ধ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা সুখানুবন্ধী অর্থাৎ সুখোৎপাদক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ অনবগাহ, রুচিপ্রদ এবং মৃদু।

(১৫) **"দুর্গন্ধো বিপরীতোঽস্মাদ্হৃল্লাসারুচিকারক:"**।—দুর্গন্ধগুণ সুগন্ধের বিপরীত, অপিচ উহা বিবমিষা বা বমন এবং অরুচিকর। রোচনের বিপরীত বলিলেই অরুচি লব্ধ হয় তথাপি পুনঃ অরুচি শব্দ প্রয়োগদ্বারা দ্বিবিধ অরুচির গ্রহণ বুঝিতে হইবে। এক প্রকার অরুচিতে আহারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; অপরে আহার করিলেও বিরসতা প্রাপ্ত হয়। দুর্গন্ধ বস্তু এই দ্বিবিধ অরুচি আনয়ন করে।

(১৬) **"সরোঽনুলোমন: প্রোক্ত:"**। কোন বস্তু সর বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা অপান বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ অপান বায়ু সরল করে এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি জন্মায়।

(১৭) **"মন্দো যাত্রাকর: স্মৃত:"**।—মন্দগুণ যাত্রাকর অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহকারী।

(১৮) "**পূর্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি। ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনশ্চাহি সমুদ্ভবম্।** সাধারণতঃএই নিয়ম যে ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য **ব্যবায়ী** তাহারা অপক্কাবস্থাতেই সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যেমন ভাঙ্, আফিম।

(১৯) "**বিকাসী বিকসন্নেবং ধাতুবন্ধান্ বিমোচয়েৎ**"। যে দ্রব্য **বিকাসী** তাহাও ব্যবায়ী দ্রব্যের মত পরিপাক পাইবার পূর্ব্বেই অখিল দেহ ব্যাপ্ত হয়, অধিকন্তু ইহা ধাতু শৈথিল্য জন্মাইয়া থাকে।

(২০) "**আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ**"। তৈল যেমন জলে দ্রুত ব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ যে বস্তু অতিসত্বর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে **আশুকারী** বলা হয়। ব্যবায়ী, বিকাসী ও আশুকারী এই তিনটী বিশেষতঃ বিষের গুণ।

(২১) "**সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ**"। যে বস্তু নিজ সূক্ষ্মত্বগুণে সত্বর শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্রোতঃ সমূহ অনুসরণ করে তাহাকে **সূক্ষ্ম** বলে।

(২২) "**পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্ দীপনং তদ্ যথা মিষিঃ**"। যে বস্তু পাচকাগ্নি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না তাহাকে **দীপন** বলে, যেমন—মৌরী।

(২৩) "**পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাৎ যৎ তদ্ধি পাচনম্**"। যে বস্তু আম পরিপাক করে, কিন্তু পাচকাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে না তাহাকে **পাচন** বলে, যেমন—নাগকেসর।

(২৪) "**ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি। সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ শমনং তৎ যথাঽমৃতা**"॥ যে বস্তু, দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফকে ঊর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা অপসারিত করে না, সমানমানে স্থিত দোষকে প্রকুপিত করে না, কিন্তু বর্দ্ধিত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে **শমন** বলে। যেমন—গুলঞ্চ।

(২৫) **কৃত্বা পাকং মলানাং যৎ ভিত্বা বন্ধ মধো নয়েৎ। তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী**॥ যে বস্তু অপক্ক দোষের পাক করিয়া, রুদ্ধ বায়ুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ দ্বারা মল পাতিত করে তাহাকে **অনুলোমন** বলে। যেমন—হরীতকী।

(২৬) "**পক্তব্যং যদপক্কৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্। নয়ত্যধঃ স্রংসনন্তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকঃ**"॥ কোষ্ঠে স্থিত অপক্ক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপক্কাবস্থাতেই যে বস্তু অধোমার্গে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে **স্রংসন** বলে। যেমন—সোঁদাল।

(২৭) **"मलादिकमबद्धं यद्बद्धं वा पिण्डितं मलैः। भित्त्वाधः पातयति यद्भेदनं कटुकी यथा"॥** যে বস্তু অবদ্ধ (পাৎলা), বদ্ধ (গাঢ়), কিংবা বায়ুদ্বারা পিণ্ডিত অর্থাৎ গুট্লে মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে **ভেদন** বলে। যেমন—কট্‌কী।

(২৮) **"विपक्वं यदपक्वं वा मलादिं द्रवतां नयेत्। रेचयत्यपि तत् ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा"॥** যে বস্তু পক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রব করিয়া অধঃপাতিত করে তাহাকে **রেচন** বলে। যেমন—তেউড়ী।

(২৯) **"अपक्वं पित्तश्लेष्मानचयमूर्द्ध्वं नयेत्तु यत्। वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा"॥** যে বস্তু অপক্ক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন মুখমার্গ দ্বারা প্রবর্ত্তিত করায় তাহাকে **বমন** বলে। যেমন—মদনফল।

(৩০) **स्थानाद्वहिर्नयेदूर्द्ध्वमधो वा मलसञ्चयम्। देहसंशोधनं तत् स्याद् देवदालीफलं यथा"।** যে বস্তু দেহের সঞ্চিত মল, স্বস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উর্দ্ধ বা অধঃপাতিত করে তাহাকে **সংশোধন** বলে। যেমন—দেবদালী।

(৩১) **"दीपनम्पाचनं यत्स्यादुष्णत्वाद्द्रवशोषकम्। ग्राहि तच्च यथा शुण्ठी जीरकं गजपिप्पली"॥** যে বস্তু, দীপন, পাচন এবং উষ্ণত্বহেতু শরীরের দ্রববস্তুকে শোষণ করিয়া থাকে তাহাকে **গ্রাহি** বা সংগ্রহি বলে। যেমন—শুঁঠ, জীরা, গজপিপ্পলী।

(৩২) **"रौक्ष्याच्छैत्यात् कषायत्वाल्लघुपाकाच्च यद्भवेत्। वातकृत् स्तम्भनं तत् स्यात् यथा वत्सकटुण्टुकौ"।** রুক্ষত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোমভাবে বায়ুপ্রকোপকারী হইয়া অধোগামী মলাদির রোধ জন্মায় তাহাকে **স্তম্ভন** বলে। যেমন—কুটজ ও শোণাক।

সুশ্রুত টিপ্পনকার **শ্রীব্রহ্মদেব** সংগ্রাহি ও স্তম্ভনের পার্থক্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—**'संग्राहिस्तम्भनाभिन्नं यथा तदभिदध्महे। आग्नेयगुणभूयिष्ठं तोयांशं परिशोष्य यत्। संगृह्णाति मलं तत् स्याद् ग्राहि शुण्ठ्यादयो यथा। समीरगुणभूयिष्ठं शीतत्वात् यन्नभस्वतः। विधाय वृद्धिं स्तभ्नाति स्तम्भनं तद् यथा वटः'।**

(৩৩) **"श्लिष्टान् कफादिकान् दोषानुन्मूलयति यद्बलात्। छेदनं तद् यथा क्षारा मारिचानि शिलाजतु॥** যে বস্তু বলপূর্ব্বক জমাট কফাদিকে অপসারিত করে তাহাকে **ছেদন** বলে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

(২৪) "ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ"। যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কৃশ করে তাহাকে কায়চিকিৎসকগণ **লেখন** বলেন। যেমন—মধু, উষ্ণজল, বচ ও যব। শল্যতন্ত্রে লেখন শব্দের অর্থ—চর্ম্ম বা ব্রণের কিঞ্চিৎ দারণ।

(২৫) "যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ। যথাঽশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী"। যে বস্তু নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণসামর্থ্য জন্মায় কিংবা যাহা বীজ অর্থাৎ শুক্র বর্দ্ধিত করে তাহাকে **বাজীকরণ** বলে যেমন—অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী। বাজীকরণ তিন প্রকার—(১) জনক (২) প্রবর্ত্তক (৩) জনক-প্রবর্ত্তক। শ্রীব্রহ্মদেব বলেন—"তত্র 'জনকং' মাংসঘৃতাদিকং যৎ রসাদিধাতুক্রমেণ পরিণতং প্রধানধাতুপুষ্টিং করোতি। 'প্রবর্ত্তকং' গুঞ্জাচূর্ণাদিকং শুক্রবিরেচনকরম্। ন চ তস্য বৈরেচনিকোক্ত্যা শুক্রক্ষয়কারিত্বং স্যাৎ। যতো বিরেচনং শুক্রস্য পাতনযাভিমুখীভাবমাত্রকরণম্। 'জনকপ্রবর্ত্তকং' তু ক্ষীরগব্যঘৃতগোধূমমাষকা-কাণ্ডফলাদিকম্। জনক—ঘৃতমাংসাদি। প্রবর্ত্তক—গুঞ্জাদি। জনকপ্রবর্ত্তক—দুগ্ধঘৃত—গোধূম, মাষকলাই প্রভৃতি।

(২৬) "যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ শুক্রলং হি তদুচ্যতে। যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যু বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্"। যে দ্রব্য শুক্রধাতু বর্দ্ধিত করে তাহাকে **শুক্রল** বলে। যেমন—নাগবলা ও আলকুশীবীজ।

(২৭) "রসায়নন্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্। যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্‌গুলুশ্চ হরীতকী"। যে বস্তু সেবন করিলে শরীর সতত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে এবং যাহা অকালজরা উপস্থিত হইতে দেয় না তাহাকে **রসায়ন** বলে। যথা—গুড়ূচী, রুদন্তী, গুগ্‌গুল, হরীতকী। রুদন্তী অধুনা অপরিচিত। ইহার পরিচয়ার্থ নরহরি লিখিয়াছেন—"চণপত্রসমং পত্রং ক্ষুপশ্চৈব তথাবিধঃ শৈশিরে জলবিন্দূনাং স্রবন্তীতি রুদন্তিকা।

(২৮) "সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎকরোতি বিকাশি তৎ। বিশ্লেষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ"॥ শরীরের সমস্ত ধাতু হইতে ওজোধাতুকে শোষণ পূর্ব্বক যে দ্রব্য সন্ধিবন্ধগুলিকে শিথিল করে তাহাকে **বিকাশি** বলে। যেমন—সুপারিও কোদ্রব।

(২৯) "বুদ্ধিং লুম্পতি যৎ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে। তমোগুণপ্রধানঞ্চ

যথা মদ্যং সুরাদিকম্ ॥ যে বস্তু তমোগুণপ্রধান এবং সেবন করিলে বুদ্ধি লোপ পায় তাহাকে **মদকারি** বা মাদক বলে। যেমন—সুরা প্রভৃতি।

(৪০) **নিজবীর্য্যেন যদ্দ্রব্যং রুদ্ধা রসবহাঃ শিরা। ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি ॥"** পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্বহেতু যে দ্রব্য রসবহা সিরাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায় তাহাকে **অভিষ্যন্দি** বলে। যেমন—দধি।

(৪১) **"বিদাহী দ্রব্যমুদ্গার মম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ"।** যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা এবং বুকজ্বালা উপস্থিত হয় ও যাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে **বিদাহি** বলে।

(৪২) **"গৃহ্লাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্। পচ্যমানং যথৈতন্মধুজল-তৈলাজ্যসূতলৌহাদি"।** **যোগবাহি** দ্রব্য, সংসর্গিবস্তুর অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত পাক করা হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মধুর অগ্নিসহযোগে পাক নিষিদ্ধ, সুতরাং পচ্যমান শব্দ মধুর সহিত অন্বিত নহে।ভাবমিশ্রকৃত এই যোগবাহি লক্ষণটী সংশয়চ্ছেদী নহে। এস্থলে "গৃহ্লাতি" পদ লইয়াই যত সন্দেহ। **শ্রীকণ্ঠ দত্ত** সিদ্ধযোগের টীকায় এসম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি—তাহার মতে যোগবাহীর লক্ষণ এই—যে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয় সেই দ্রব্যের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে যোগবাহী বলে। যোগবাহীর এই লক্ষণ স্বীকার করিলে যোগবাহি দ্রব্যের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। মধু যদি মদনফলের সহিত সংযুক্ত হইয়া মধুর নিজের স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনফলের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মধুসংযুক্ত মদনফল প্রয়োগ না করিয়া কেবল মদনফল প্রয়োগ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে—মধুর সংযোগ নিষ্প্রয়োজন। অতএব এ লক্ষণ অসৎ। কেহ বলেন, যে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া সেই অন্য দ্রব্যের শক্তির উৎকর্ষসাধন করে সেই দ্রব্যকে যোগবাহী বলে। অনেক দ্রব্যইত দ্রব্যান্তরের সহিত মিলিত হইয়া সেই দ্রব্যের শক্তির উৎকর্ষ জন্মাইয়া থাকে, তবে কেবল মধু, তৈল, পারদাদিকেই যোগবাহী বলা হয় কেন? যোগবাহীর এই লক্ষণ অশ্রুত অতএব অলক্ষণ বলিয়া অগ্রাহ্য। কেহ বলেন, যে দ্রব্য বিপরীত গুণযুক্ত অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভৃত্যের মত সেই দ্রব্যের গুণানুযায়ী কার্য্য করে অথচ সেই দ্রব্যের অবিরুদ্ধভাবে নিজের কার্য্যও কিছু করিয়া থাকে তাহাকে যোগবাহী বলে। যেমন মধু মদনফলের সহিত সংযুক্ত হইয়া মদনফলের অনুরূপ কার্য্য—বমন করাইয়া থাকে, বমন নিবারণরূপ নিজের কার্য্য করে না। মধু হরীতকীর সহিত মিলিত হইয়া হরীতকীর কার্য্য যে বিরেচন তাহাই করায় নিজের কার্য্য যে স্তম্ভন তাহা

করে না। যদি কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে তুমি বলিতেছ মধু মদনফলের সহিত মিলিত হইয়া মধুর কার্য্য যে বমন নিবারণ তাহা না করিয়া মদনফলের কার্য্য যে বমন তাহাই করিল অতএব এস্থলে ভৃত্যবৎ কার্য্য করিল বলিয়া মধু যোগবাহী। আমি বলিব মদনফলের এমন শক্তি আছে যে সে মধুর কার্য্যকে পরাভব করিয়া স্বীয় কার্য্য প্রকাশ করিল। এরূপ বলিতে পার না। কেন না, মধু না দিয়া, ত্রিবৃৎ যদি এস্থলে মদনফলের মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ত্রিবৃৎকার্য্য বিরেচন এবং মদনফল কার্য্য—বমন উভয়ই দেখা যায়, কেবল বমন বা কেবল বিরেচন হয় না। অর্থাৎ মধু যেমন মদনফলের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় বমন-নিবারণ কার্য্যের পরিবর্ত্তে মদনফলের কার্য্য বমন করাইয়া থাকে, ত্রিবৃৎ যোগ-বাহী হইলে এস্থলে তাহারও নিজকার্য্য বিরেচনের পরিবর্ত্তে,মদনফল-কার্য্য বমন করানই উচিত ছিল—তাহা যখন করিতে পারে না অতএব ত্রিবৃতাদির যোগবাহিত্ব নাই, মধুর তাহা আছে। অপর পক্ষে যদি বল মধু স্তম্ভন-ধর্ম্ম হইলেও, হরীতকীর এমন শক্তি আছে যে, হরীতকী মধুর স্তম্ভন ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া স্বীয় বিরেচন গুণ প্রকাশ করিল, এ কথা বলা যায় না, কেন না, হরীতকী মধু ভিন্ন অপর স্তম্ভন-ধর্ম্মী বস্তু সুধা (চূণ) বা ক্ষারের সহিত মিলিত হইলে, যখন তাহার বিরেচন গুণের অপকর্ষ দেখা যায় কিন্তু মধুর সহিত মিলিত হইলে তাহার রেচনীশক্তির কিঞ্চিৎমাত্র অপকর্ষ লক্ষিত হয় না তখন মধু প্রভৃতির যোগ-বাহিত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (শ্রীকণ্ঠ—ব্যাখ্যা কুসুমাঞ্জলি—ব্রণশোথ চিঃ)।

(৪৩) স্থির:—"স্থিরো বাতমলস্তম্ভী" ।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মল রোধ করে তাহাকে **স্থির** বলে।

(৪৪) সর:—"সরস্তেষাং প্রবর্ত্তক:" ।—যে বস্তু অপানবায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক তাহাকে **সর**—অর্থাৎ সারক বলে। সৃষ্টমল শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৪৫) দারণম্—"দারণং বিদারণং পক্বশোফস্য" (শ্রীকণ্ঠ: ।—যাহা লেপন করিলে পক্ব স্ফোটক ফাটিয়া যায় তাহাকে **দারণ** বলে। দারণ দুই প্রকার সুকুমার ও দারুণ। কপোতবিষ্ঠা প্রভৃতি সুকুমার দারণ এবং ক্ষার দারুণ দারণ।

(৪৬) পীড়নম্—"পীড়নমৌষধৈ: পবনং" (ডল্বণঃ)—যে দ্রব্যের লেপ দিলে ব্রণের পূয়াদি নির্গত হয় তাহাকে **পীড়ন** বলে। লেপের নিয়ম—**"ব্রণমুখং বহিস্কৃত্য লেপয়েৎ। লিপ্তা চ শোষয়েৎ। শুষ্কং সৎ পীড়নং ভবতি।"** স্ফোটকের মুখ ফাঁক রাখিয়া লেপন করিবে—যত শুষ্ক হইবে ততই পূয়াদি আকর্ষণ করিবে। উদাহরণ—শেলু, শাল্মলী, বটাদি।

(৪৭) গ্লপনং—হর্ষক্ষয়করং অবৃষ্যম্—যাহা অবৃষ্য বা হর্ষক্ষয়কারী তাহাকে **গ্লপন** বলে।

(৪৮) বিচারণম্—"মনসোঽনেকবিকল্পকরণম্" (ডল্বণঃ)। যে দ্রব্য সেবন করিলে মনে বিবিধ অভিনব চিন্তার আবির্ভাব হয় তাহাকে বিচারণ কহে। যেমন পরিমিত মাত্রায় আফিম।

(৪৯) সন্ধানম্—"ঘাতবিশেষাৎ দ্বিধাভূতস্য অবয়বস্য ঐক্যভাবঃ" (ডল্বণঃ)। শরীরের ভিতর কোন স্থান ছিন্ন হইলে যে বস্তু তাহা সংযোজিত করিতে পারে তাহাকে সন্ধান বলে। যেমন—লাক্ষা, উরঃসন্ধানকারী, বব্বূল ভগ্নসন্ধানকারী।

(৫০) জীবনীয়ম্—"জীবনে হিতঃ জীবনীয়ঃ, জীবনীয়শব্দেন ইহ আয়ুষ্যত্বমভিপ্রেতম্, মূর্চ্ছিতস্য সংজ্ঞাজনকত্বেঽপি জীবনীয়ত্বং ব্যাখ্যেয়ং"।

যাহা আয়ুর পক্ষে হিতকর তাহাকে জীবনীয় বলে। কোথাও মূর্চ্ছিতের জ্ঞানোৎপাদক অর্থেও জীবনীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৫১) তৃপ্তিঘ্নম্—"তৃপ্তিঃ শ্লেষ্মবিকারো, যেন তৃপ্তমিব আত্মানং মন্যতে, তদ্ঘ্নং তৃপ্তিঘ্নং" (চক্রপাণিঃ)।

ভোজন না করিয়া ভুক্তের ন্যায় পরিতোষকে তৃপ্তি বলে। তৃপ্তি শ্লেষ্মবিকার। যে বস্তু এই তৃপ্তিকে বিনষ্ট করে তাহাকে তৃপ্তিঘ্ন বলে। যেমন—চঞি, চিতা, বিড়ঙ্গ, গুড়ূচী।

(৫২) বিরেচনোপগঃ—"বিরেচনক্রিয়ায়াং সহায়ত্বেন উপগচ্ছতীতি"। (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু বিরেচনক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাকে বিরেচনোপগ বলে। যেমন—দ্রাক্ষা, গম্ভারী, অভয়া। স্বেদোপগ বমনোপগ প্রভৃতির অর্থও এইরূপ।

(৫৩) পুরীষবিরজনীয়ঃ—"পুরীষস্য বিরজনং দোষসম্বন্ধনিরাসং করোতীতি"। (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু মলকে দোষ সম্বন্ধ বর্জ্জিত করে তাহাকে পুরীষবিরজনীয় বলে। এখানে চক্রপাণির উক্তি স্পষ্ট নহে—দোষ সম্বন্ধ নিরাস কি ? কি দোষ ? টীকাকার স্পষ্ট বলেন নাই। আমায় বোধ হয় যে দ্রব্য মলের শুভ্র কৃষ্ণাদি বর্ণ দূরীভূত করিয়া মলকে স্বাভাবিক (ঈষৎ পীতাভ) বর্ণে রঞ্জিত করে তাহাই পুরীষবিরজনীয়। মূত্রাবরজনীয় শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৫৪) শোণিতাস্থাপনম্—শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিমপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তি শোণিতাস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)। রক্তের দোষ বিনষ্ট করিয়া যে বস্তু রক্তকে প্রকৃতিস্থ করে, কায় চিকিৎসায় তাহাকে শোণিতাস্থাপন বলে। যেমন,—মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম। শল্যতন্ত্রোক্ত শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ **"শোণিতাতিপ্রবৃত্তিস্তম্ভনম্"**

(ডল্বণঃ) যাহা ভূরি রক্তস্রাব রোধ করে। শল্যতন্ত্রের মতে **শোণিতাস্থাপনং চতুর্বিধং যথা —"সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা"।**

(৫৫) বেদনাস্থাপনম্—"বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)। সঞ্জাত বেদনাকে বিনষ্ট করিয়া যাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে তাহাকে **বেদনাস্থাপন** বলে।

(৫৬) প্রজাস্থাপনম্—"প্রজোপঘাতকং দোষং হত্বা প্রজাং স্থাপয়তীতি (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু গর্ভাশয়ের সন্তান বিনাশকারী দোষ দূর করিয়া উহাকে সন্তানস্থিতির অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করে তাহাকে **প্রজাস্থাপন** বলে।

(৫৭) শোণিতপ্রসাদনম্—ইহা শোণিতাস্থাপনের পর্য্যায়।

(৫৮) নির্ব্বাপণম্—পাকাভিমুখিনো ব্রণশোথস্য দাহতোদপ্রশমনং। যে বস্তু পাকাভিমুখী স্ফোটকের দাহ বেদনার উপশম করে তাহাকে **নির্ব্বাপণ** বলে। যেমন—পঞ্চবল্কল, বালা, হোগ্‌লা প্রভৃতি।

(৫৯) সংজ্ঞাস্থাপনম্—"সংজ্ঞাং জ্ঞানঞ্চ স্থাপয়তীতি" (চক্রপাণিঃ)। যে বস্তু লুপ্তসংজ্ঞের জ্ঞান আনয়ন করে তাহাকে **সংজ্ঞাস্থাপন** বলে। যেমন হিঙ্গু।

(৬০) বয়ঃস্থাপনম্—"বয়স্তরুণং স্থাপয়তীতি বয়ঃস্থাপনম্" (চক্রপাণিঃ)। যে দ্রব্যের গুণে মানুষের তারুণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাকে **বয়ঃস্থাপন** বলে। যেমন—শালপর্ণী, মণ্ডূকপর্ণী, পুনর্নবা প্রভৃতি।

(৬১) বিম্লাপনম্—"অঙ্গুল্যাদিমর্দ্দনেন বিলয়নম্" (ডল্বণঃ)। শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—**"বিম্লাপনমিহ কেবল মঙ্গুষ্ঠাদিমর্দ্দনে ন পরিভাষিতং গ্রাহ্যং, কিন্তু বিম্লাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহির্মার্জ্জনরূপে শমনে শোফবিলয়করে প্রলেপন-পরিষেকাভ্যঙ্গাদাবপি বর্ত্ততে।**

অঙ্গুল্যাদি দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক কাঁচা ফোড়াকে বসাইয়া দেওয়াকে **বিম্লাপন** বলে। এমন অনেক দ্রব্য আছে যদ্দ্বারা অপক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে স্ফোটক বিলীন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায়। এইরূপ দ্রব্যকেও **বিম্লাপন** বলে। যেমন গন্ধবিরজা প্রভৃতি।

(৬২) পাচনঃ—"পাচনঃ দোষাময়োঃ শোথস্য বা" যে বস্তু বাত, পিত্ত, কফ, আম কিম্বা শোথের পরিপাক জন্মায় তাহাকে **পাচন** বলে।

(৬৩) জরণঃ—"জরণঃ আহারস্য" যে বস্তু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে তাহাকে **জরণ** বলে।

(৬৪) তর্পণ:—তৃপ্তিজনকো ধাতুবর্দ্ধনশ্চ। তৃপ্তিজনক ও রসধাতুবৃদ্ধিকর বস্তুকে **তর্পণ** বলে। যেমন—দ্রাক্ষাদি।

(৬৫) বৃংহণ:—বৃংহস্থূলকর:।, ধাতুবলবৃদ্ধিকর বস্তুকে **বৃংহণ** বলে। উপচয় ইহার পর্য্যায়। কায় চিকিৎসায় বৃংহণের বিপরীতার্থে লেখন শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(৬৬) পুংস্ত্বোপঘাতি—শুক্রক্ষয়করং। যে বস্তু শুক্রক্ষয়কর তাহাকে পুংস্ত্বোপঘাতি বলে। যেমন—ক্ষারাদি ও খাঁখস (পোস্তর ঢেঁড়ি)। এমন অন্নপান আছে যদ্দারা শুক্রক্ষয় হইতে পারে। বৃন্দ বলিয়াছেন—"**অন্নৈরম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈ: সৌম্যধাতুক্ষয়ো দৃষ্ট:—**"। সৌম্যধাতু শুক্র।

(৬৭) মার্গবিশোধন:—"মূত্রনাড়ীব্রণাদিমার্গবিশোধন:" (ডল্বণ:)।

(৬৮) কোষ্ঠবিদাহী—যে বস্তু অতিমাত্রায় সেবন করিলে উদরের অভ্যন্তরে জ্বালা অনুভূত হয় তাহাকে **কোষ্ঠবিদ্দাহী** বলে।" যেমন অম্ল।

(৬৯) কফবিলয়নম্—যে বস্তু সেবন করিলে অতিশুষ্ক শ্লেষ্মা তরলতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে **কফবিলয়ন** বলে। যেমন—অতিমাত্রায় ভুক্ত অম্লরস।

(৭০) অনাগতাবাধপ্রতিষেধ:—যে বস্তু 'অনাগত' যাহা সংপ্রতি নাই, এরূপ 'আবাধ' পীড়া, 'প্রতিষেধ' নিবারণ করে, তাহা অনাগতাবাধপ্রতিষেধ। যেমন লোধ্র অনাগত চক্ষুপীড়ার এবং ভৃঙ্গরাজ অনাগত পলিতের প্রতিষেধ।

(৭১) মূত্রবিরেচনীয়:—"মূত্রস্য বিরেচনং করোতীতি" (চক্রপাণি:)।
যাহা মূত্রের স্রাব করায় তাহাকে **মূত্রবিরেচনীয়** এবং যাহা মূত্রের উৎপাদক তাহাকে **মূত্রজনন** বলে। গোক্ষুর মূত্রবিরেচনীয় এবং ইক্ষু মূত্রজনন। পুরীষ বিরেচনীয় এবং পুরীষজনন যেমন এক নহে, তদ্রূপ মূত্রবিরেচনীয় ও মূত্রজনন শব্দ একার্থবাচী নহে। মূত্রবর্দ্ধন শব্দ মূত্রজননের এবং মূত্রল শব্দ মূত্রবিরেচনীয় শব্দের পর্য্যায়।

(৭২) শ্লেষ্মপ্রসেকি—যে বস্তু শ্লেষ্মা স্রাব করায় তাহাকে **শ্লেষ্মপ্রসেকি** বলে। যেমন—আর্দ্রমরিচ। 'কফোৎসারি' এবং 'কফনির্হরণ'—ইহার পর্য্যায়স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

স্তন্যজননং—যে বস্তুর বাহ্য বা অভ্যন্তর যোজনা প্রভৃতির স্তনে বহু পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে তাহাকে স্তন্যজনন বলে।

স্তন্যশোধনং—যে বস্তু সেবন করিলে স্তনদুগ্ধের দোষ বিনষ্ট হইয়া স্তন্য বিশুদ্ধ হয় তাহার নাম স্তন্যশোধন।

(৭৩) **উৎক্লেশকারি**—যে বস্তু সেবন করিলে উৎক্লেশ 'বমি হয় হয়' এই ভাব আনয়ন করে তাহাকে **উৎক্লেশকারি** বলে। যেমন—চোক্ (হিঃ)।

(৭৪) **কণ্ঠ্য প্রভৃতি**। যে সকল বস্তু কণ্ঠরোগ বা স্বর, নেত্র, কেশ, ত্বক্, দন্ত, মেধা ও আয়ুরপক্ষে হিতকর তাহাদিগকে যথাক্রমে কণ্ঠ্য, নেত্র্য বা চক্ষুষ্য, কেশ্য, ত্বচ্য, দন্ত্য, মেধ্য এবং আয়ুষ্য বলে। স্বর্য্য ও স্বরশোধিনী কণ্ঠ্যের পর্য্যায়।

(৭৫) **ক্ষবণঃ**—যে বস্তু হাঁছি জন্মায় তাহাকে ক্ষবণ বলে। যেমন—কট্ফল প্রভৃতি।

ভেষজকল্পনা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

ক্বাথঃ—চতুরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ং। দত্ত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। ভেষজদ্রব্যের ষোড়শগুণ জলদ্বারা সাধিত এবং চতুর্ভাগাবশিষ্ট কল্পনার নাম ক্বাথ। শৃত ইহার পর্য্যায়। যতগুলি দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে সেইগুলি মিলিত হইয়া দুই তোলার অধিক হইবে না। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া থাকিবে। পাচন মাটীর পাত্রে কাঠের মৃদুজ্বালে পাক করিতে হয়।

শীতকষায়ঃ—"শীতঃ সর্ব্বরীমুষিতোমতঃ"। দ্রব্যাদাপোত্থিতাত্ তোয়ে প্রতপ্তে নিশিসংস্থিতাত্। কষায়ো যোঽভিনির্য্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ"।

কুট্টিত ভেষজ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া এক রাত্রি অধিবাসিত করিলে **শীতকষায়** প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ছয় গুণ জল দিতে হইবে অর্থাৎ দ্রব্য ১ তোলা হইলে জল ৬ তোলা হইবে।

ফাণ্টঃ—"ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে"। ভেষজদ্রব্য উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎকাল ঢাকিয়া রাখিয়া পরে মর্দ্দন ও বস্ত্রপূত করিয়া লইলে **ফাণ্ট** প্রস্তুত হয়।

স্বরসঃ—" স্বরসঃ স্বো রসঃ প্রোক্তঃ"। আর্দ্রদ্রব্য হইতে যে রস গালিত হয় তাহাকে **স্বরস** বলে।

কল্কঃ—কোন দ্রব্যকে চূর্ণ বা শিলায় পেষণ করিলে সেই দ্রব্যের **কল্ক** প্রস্তুত হয়।

পানীয়ম্—"কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েত্ প্রাস্থিকেঽম্ভসি। ভেষজদ্রব্য দুই তোলা এবং জল দুই সের সহ পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে অবতারিত করিলে পানীয় প্রস্তুত হয়। যেমন—জ্বরের পিপাসাদি নিবৃত্তির জন্য ষড়ঙ্গপানীয়।

ক্ষীরপাকঃ—"দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ"। যে দ্রব্যের ক্ষীরপাক করিতে হইবে তাহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারিত করিলে **ক্ষীরপাক** নির্ব্বাহ হয়।

ভাবনা—"দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তম্—। "সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ"। ক্বাথে বা রসে কোন ঔষধকে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করাকে **ভাবনা** বলে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ ৭ বার ঐরূপ আপ্লুত ও রৌদ্রশুষ্ক করিতে হয়।

পুটপাকঃ—"দ্রব্য মাপোত্থিতং জম্বুবটপত্রাদিসম্পুটে। বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা। মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্। দহেৎ পুটান্তরাদগ্নৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা"। যে দ্রব্যের পুটপাক করিতে হইবে তাহাকে জলে ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিবে। পরে জাম ও বটের পাতা বেষ্টন করিয়া উহার উপরি ১ বা ২ অঙ্গুলি পুরু মাটীর লেপ দিবে। এই মৃৎপিণ্ড ঘুঁটের আগুণে তাবৎ দগ্ধ করিবে যাবৎ মৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ না হয়। অতঃপর অগ্নি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্তরস্থ ভেষজ গ্রহণ পূর্ব্বক রস নিষ্কাশিত করিবে। এই কল্পনার নাম **পুটপাক**।

কাঞ্জিকম্—"আশুধান্যং ক্ষোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ। কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ। তাবৎ সন্ধায় সংরক্ষেদ্ যাবদম্লত্বমাগতম্। কাঞ্জিকং তত্তু বিজ্ঞেয় মেতৎ সর্ব্বত্র পূজিতম্"। আউশ ধান কুটিয়া ও কচি মূলা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া /২ সের লইবে এবং /৮ সের জলের সহিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিবে। যতদিন না জল অম্লরস হয় ততদিন রাখিতে হইবে। অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম **কাঞ্জিক**।

আরণালম্—"তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলস্য। প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্বিধায়। দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্য মথ ত্রিযামম্। তৎসপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ। তত্রৈব কল্কং সকলং নিরস্যেৎ। তৎ কাঞ্জিকং কথ্যতে আরণালম্।" ষষ্টিক ধানের অন্ন পাক করিয়া ঐ অন্ন সাড়ে বার সের, বত্রিশ সের জলের সহিত একুশদিন আবৃত মুখ মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে **আরণাল** প্রস্তুত হয়। ভাবমিশ্র বলেন—খোসা ছাড়ান, কাঁচা বা সিদ্ধ গোধুম ঐরূপে স্থাপন করিলেও আরণাল প্রস্তুত হয়।

তুষাম্বু বা তুষোদকম্—"ভ্রষ্টান্ মাষতুষান্ ভিন্নান্ যবাংস্তু চূর্ণসংযুতান্।

आम्लतानभ्यथा तद्वत् जातं तच्च तुषोदकम्"। तुषोदकं यवै रामै: सतुषै: शकलीकृतैः। মাষকলায়ের ভাজা খোসা এবং সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত যব জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া যাবৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত না হয় তাবৎ স্থাপন করিবে। কিংবা খোসা সহিত কাঁচা যব কুট্টিত করিয়া জলসহ অম্লভাবাবধি স্থাপন করিলে **তুষাম্ব** প্রস্তুত হয়।

सौवीरम्—"सौवीरन्तु यवै रामै: पक्वैर्वा निस्तुषैः कृतम्। गोधूमैरपि सौवीर माचार्य्याः केचिदूचिरे"। খোসাছাড়ান কাঁচা কিংবা খোসাছাড়ান সিদ্ধ যব বা গোধূম জলে আবৃতমুখ পাত্রে সন্ধিত করিলে অর্থাৎ গাঁজাইলে যে **সৌবীর** প্রস্তুত হয় তাহাকে যথাক্রমে যব সৌবীর ও গোধূম সৌবীর বলে।

शुक्तं चुक्रम्—"यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सगुड़क्षौद्रकाञ्जिकम्। यथर्त्तु धान्यराशिस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते" মস্তুপ্রভৃতির মাত্রা যথা:—**"गुड़माक्षिकधान्याम्ल मस्त्वम्बु द्विगुणं क्रमात्। संघन्ति चुक्रसिद्ध्यर्थं—"।** গুড়, মধু, কাঞ্জিক, মস্তু অর্থাৎ দ্বিগুণবারি যুক্ত দধি, ও জল ক্রমশঃ দ্বিগুণ (অর্থাৎ গুড়ের দ্বিগুণ মধু, মধুর দ্বিগুণ কাঁজি ইত্যাদি) মাত্রায় লইয়া পরিস্কৃত মৃৎপাত্রে আহরণ করিয়া যে ঋতুতে প্রস্তুত করা হইবে সেই ঋতুতে সন্ধিত হইবার জন্য যতদিন রাখা উচিত ততদিন ধান্য রাশির ভিতর রাখিলে শুক্তচুক্র প্রস্তুত হইবে। কোন ঋতুতে কতদিন রাখিতে হয় তাহার বিধি—**"घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धानं षड्‌दिनं भवेत्। हेमन्ते शिशिरे स्थाप्यं भिषक् द्वषदि तेन वै। प्रावृड़्‌वसन्ते सन्धानं भवेदष्टदिनेन वै"।** বিশেষ উক্তি না থাকিলে সন্ধান-বর্গোক্ত যাবতীয় সন্ধান সন্ধিত করিবার এই বিধি বুঝিতে হইবে।

आसवः—यदपक्वौषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः। সুরাতে বিবিধ কুট্টিত দ্রব্য ভিজাইয়া আবৃতমুখ পাত্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া লইলে আসব প্রস্তুত হয়। ইহা আত্রেয়সংহিতার মত। বৃদ্ধসুশ্রুত বলেন—অনুক্ত স্থলে আসবের জলাদি-দান বিধি এই—জল ৩২ সের, গুড় সাড়ে বার সের, মধু ৬ সের এক পোয়া, ঔষধদ্রব্য ১ সের এক পোয়া। আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে রাখিয়া সন্ধিত করিবে।

अरिष्टम्—पक्वौषधाम्बुसिद्धं यत् मद्यं तत् स्यादरिष्टकम्। অরিষ্ট প্রস্তুত প্রণালী আসবের তুল্য—কেবল ইহাতে কুট্টিত ভেষজদ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঔষধদ্রব্যের ক্বাথ দিতে হয়।

शीधुः—शीधुरिक्षुरसैः पक्वैरपक्वैरासवोभवेत्। পক্করস ও শীতরস ভেদে শীধু দ্বিবিধ—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া তাহাতে ঔষধদ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধিত করিলে পক্করস শীধু এবং কাঁচা ইক্ষুরসে সাধিত সীধুকে শীতসীধু বলে।

আস্তুতম্—কন্দমূলফলাদ্যন্তু লবণোদকসংযুতং। সন্ধানাচ্চিরকালাম্ল-মাস্তুতং পরিকীর্ত্তিতম্। কোন কন্দ বা মূল বা ফলকে পেষণ করিয়া লবণ মিশ্রিত জলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আস্তুত।

প্রমথ্যা—প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্যং পলমাত্রং সুকল্কিতং। কিঞ্চিদন্যেন সংযুক্ত মথবান্যবিবর্জ্জিতং। তোয়ে চাষ্টগুণে সাধ্যং—॥ অতি উত্তমরূপ পিষ্ট যে কোন দ্রব্য ৮ তোলা (ইহার সহিত অন্য দ্রব্য থাকুক বা না থাকুক) ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ইহার নাম প্রমথ্যা।

রসক্রিয়া, অবলেহ, প্রাশ:। ক্বাথাদের্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া। ক্বাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে 'রসক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলেহ ও প্রাশ নামেও কথিত হইয়া থাকে।

লেপ:—লেপস্য দ্বৌ ভেদৌ আলেপঃ প্রদেহস্য। তয়োরালেপঃ আর্দ্রমাহিষচর্ম্ম-বচ্ছীতলঃ তনুর্বিশোষী চ। প্রদেহ আর্দ্রঃ ঘন উষ্ণশ্চেতি। আলেপ ও প্রদেহ ভেদে লেপ দ্বিবিধ—পিষ্ট শীতল বস্তু আর্দ্র-মহিষচর্ম্মের মত পুরু করিয়া লেপন করিলে আলেপ এবং উহা উষ্ণ ও আলেপ অপেক্ষা পুরু করিয়া লেপন করিলে প্রদেহ বলিয়া কথিত হয়।

পরিষেচনম্—ব্রণবেদনোপশমনার্থং সুখোষ্ণক্বাথসেচনং। ব্রণের বেদনাদি প্রশমনার্থ উষ্ণ ক্বাথ সেচনকে পরিষেচন বলে।

অবচূর্ণনং গুণ্ডনঞ্চ—যবাদি চুর্ণ দ্বারা পূরণ করাকে অবচূর্ণন বলে। গুণ্ডন অর্থাৎ গড়ান যেমন শূলরোগীর উদরোপরি তিলগুড়িকা গুণ্ডনের উপদেশ আছে।

উদ্বর্ত্তনং—কল্কচূর্ণাভ্যাং গাত্রমর্দ্দনং। কোন ঔষধদ্রব্যের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাকে উদ্বর্ত্তন বলে। যেমন পিষ্টহরিদ্রার দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিলে কণ্ডু, গাত্রের বিবর্ণতা ও রুক্ষতা বিনাশ পায়।

পিচুধারণম্—ভেষজসাধিতক্বাথস্নেহাপ্লুতস্য তূলকস্য বস্ত্রখণ্ডস্য বা যোনী স্থাপনং। স্নেহে বা কোন দ্রব্যের ক্বাথে তূল বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শিরঃ, যোনি প্রভৃতি অঙ্গে স্থাপন করাকে পিচুধারণ বলে।

কবলঃ, গণ্ডূষঃ—মুখে ঔষধ ধারণাত্মক কল্পনা বিশেষ। যতটুকু তরলদ্রব্য মুখে রাখিলে মুখ নাড়িতে পারা যায় না তাহাই গণ্ডূষের এবং যতটুকু রাখিলে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা কবলের, মাত্রা।

অঞ্জনকর্ম—ঔষধদ্রব্য মধ্বাদিযোগে ঘর্ষণ করিয়া 'কাজল পরার মত' অঙ্গুলি বা

শাস্ত্রোক্ত সংস্কারযুক্ত শীসক শলাকাযোগে চক্ষুতে ব্যবহার করার নাম **অঞ্জন**। লেখন রোপণ এবং প্রসাদন ভেদে অঞ্জন দ্রব্য তিন প্রকার।

আশ্চ্যোতনম্—উন্মিলিতে দৃঙ্মধ্যে ক্বাথক্ষৌদ্রাসবস্নেহবিন্দূনাং পাতনম্। ক্বাথ, মধু, আসব ও স্নেহাদি বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে পাতিত করাকে **আশ্চ্যোতন** বলে। মাত্রা—লেখনার্থ ৮ বিন্দু, স্নেহনার্থ ১০ বিন্দু, রোপণার্থ ১২ বিন্দু।

বিড়ালকঃ—ষালাক্ষ্যোঽক্ষ্ণোর্বহির্দত্তো লেপোবিড়ালকোমতঃ—অক্ষির বহির্ভাগে প্রদত্ত লেপকে বিলাক বলে।

পিণ্ডঃ—পিণ্ডোনাম সূক্ষ্মবস্ত্রোপরি নিমীলিত চক্ষুষি ধার্য্যো ভেষজপিণ্ডঃ। পিষ্টভেষজ বস্ত্রান্তরিত করিয়া, রোগী, মুদ্রিত নেত্রে নেত্রের উপরি ধারণ করিবে। এই কল্পনার নাম **পিণ্ড**।

বস্তিঃ—চর্ম্মপুটকদ্বারেণ গুদাধ্বনা ক্বাথাদিপ্রদানরূপঃ কর্ম্মবিশেষঃ। স দ্বিবিধঃ অনুবাসননিরূহভেদাৎ। স্নেহবস্তিরনুবাসনং কষায়বস্তি নিরূহঃ। নিরূহ ও অনুবাসন ভেদে বস্তি দুই প্রকার। স্নেহ দ্রব্য দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে অনুবাসন এবং ক্বাথ, দুগ্ধ, তৈল দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরূহ বলে। অনুবাসনকে মাত্রাবস্তি এবং নিরূহকে আস্থাপন বলে।

শিরোবস্তি—শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণঃ স্যাদ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুলঃ। শিরঃপ্রমাণস্তং বদ্ধা মস্তকে মাষপিষ্টকৈঃ। সন্ধিরোধং বিধায়াস্য স্নেহৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ। তাবদ্ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যান্নাসাকর্ণমুখস্রুতিঃ। একখণ্ড দ্বাদশাঙ্গুল চর্ম্মকে মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া মস্তক ও চর্ম্মের সন্ধি পিষ্ট মাষকলায় দ্বারা রোধ করিবে। এই চর্ম্মকৃত গুহা ঈষদুষ্ণ তিল তৈলে পূর্ণ করিয়া যাবৎ নাসা কর্ণ মুখ হইতে স্রাব না হয় তাবৎ ধারণ করাকে **শিরোবস্তি** বলে।

স্বেদঃ—যোজনার প্রণালী ভেদে স্বেদ চতুর্বিধ—যথা তাপস্বেদ, উপনাহ স্বেদ, দ্রব-স্বেদ ও বাষ্পস্বেদ। প্রয়োগ বিধি যথা—

'তপ্তৈঃ সৈকতপাণিকাংস্যবসনৈঃ স্বেদোঽথ বাঙ্গারকৈঃ। লেপাদ্বাতহরৈঃ সহাম্ল-লবণস্নেহৈঃ সুখোষ্ণৈ স্তথা। এবং তপ্তপয়োঽম্বুবাতশমনক্বাথাদিষেকাদিভিঃ। তপ্তৈস্তোয়নিষেচনোদ্ভববহদ্বাষ্পৈঃ শিলাদ্যৈঃ ক্রমাৎ'।

তপ্ত বালুকা, পাণি, কাংস্যপাত্র কিংবা বস্ত্রের বা খদিরাদি অঙ্গারের স্বেদকে **তাপ-স্বেদ** বলে। অম্ল, লবণ ও স্নেহযুক্ত, ঈষদুষ্ণ, বাতহর ভেষজের লেপকে **উপনাহ** স্বেদ অর্থাৎ পুল্টিশ্ এবং তপ্ত দুগ্ধ, জল ও বাতহর ক্বাথাদি পরিষেচন বা তাহাতে অবগাহন করাকে **দ্রবস্বেদ** বলে। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত শিলাদি ক্বাথাদি দ্বারা সেচন করিলে যে বাষ্প

উত্থিত হয়, তদুত্থিত স্বেদের নাম **বাষ্পস্বেদ**। ইহাকে গ্রাম্যলোকে 'ভাপ্‌রা' বলে। সঙ্কর, প্রস্তর, নাড়ী, পরিষেক, অবগাহন, জেন্তাক, অশ্মঘন, কর্ষূ, কুটী, ভূ, কুম্ভী, কূপ ও হোলাক এই ত্রয়োদশবিধ স্বেদের বিবরণ চারক সূত্রস্থানের ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

নস্যং—**নস্যং তত্ কথ্যতে ধীরৈ র্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধং। প্রতিমর্ষোঽবপীড়শ্চ নস্যং প্রধমনন্তথা। শিরোবিরেচনঞ্চেতি নস্তঃ কর্ম্ম চ পঞ্চধা।** নাসিকা দ্বারা ঔষধ গ্রহণের নাম নস্য। প্রতিমর্ষাদি ভেদে ইহা ৪ প্রকার।

দ্রব্যবিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

দ্রব্য ত্রিবিধ—জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ্‌ ও পার্থিব। যাহাদের গতিশক্তি আছে তাহারা জঙ্গম। ঔষধার্থ ব্যবহারের জন্য জঙ্গম অর্থাৎ প্রাণী হইতে যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে সেগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সাক্ষাৎ সেই প্রাণী যেমন—রক্তমোক্ষণ জন্য জলোকাযোজনা, যক্ষ্মরোগীর ছাগসেবা ইত্যাদি। (২) মৃত প্রাণী বা প্রাণ্যঙ্গাদি যেমন—প্রবাল, কড়ি, শঙ্খ, মুক্তা, শুক্তি, মাংস, রক্ত, বসা, মজ্জা, চর্ম্ম, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, ক্ষুর, জিহ্বা, অন্ত্র, কেশ ইত্যাদি। (৩) প্রাণিদেহসমুদ্ভূত ও (৪) প্রাণিদ্বারা রচিত—প্রাণিদেহজাত যথা—বিষ্ঠা, মূত্র, পিত্ত, লালা, দুগ্ধ, ডিম্ব, গরল, কস্তূরী ইত্যাদি। প্রাণিদ্বারা রচিত যথা—মধু, লাক্ষা ইত্যাদি। উদ্ভিদ্‌ হইতে কন্দ, মূল, ত্বক্‌, সার, কাষ্ঠ, নির্য্যাস (আঠা), পত্র, ক্ষার (যবক্ষারাদি), ক্ষীর, ফল, পুষ্প, শুঙ্গ (অবিকশিত পত্রমুকুল) অঙ্কুর ইত্যাদি এবং পার্থিব দ্রব্যের মধ্যে মৃত্তিকা, প্রস্তর, পারদ, স্বর্ণাদিধাতু, মনঃশিলা, হরিতাল লবণ, ফটকিরি, সোহাগা, হিরাকস, স্বর্ণমাক্ষিক, তুত্থ, সর্জ্জিকা ইত্যাদি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে ঔদ্ভিদ্‌ দ্রব্যের গুণাদি লিখিত হইয়াছে এবং "রসৌষধিদর্পণে" জাঙ্গম ও পার্থিব দ্রব্যের গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে।

জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ, পার্থিব এই ত্রিবিধ দ্রব্য নরজাতির ব্যাধিপ্রশমন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যথোপযুক্ত যোজনা দ্বারা মনুষ্যের হিতসাধন হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"তস্যোপকরণমন্যৎ"—মনুষ্য উপকার্য্য এবং এই ত্রিবিধ দ্রব্য তাহার উপকরণ। অর্থাৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নরায়ুর্ব্বেদের এইরূপ নরপক্ষপাতিত্ব শোভা পাইতে পারে কিন্তু অখণ্ড আয়ুর্ব্বেদ (নরায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যাহার শাখামাত্র) একথা বলিতে পারেন না। মাংসবিশেষ ভোজনে মানুষের কোন ব্যাধি প্রশমিত হয় বলিয়া মাংসকে যদি মানুষের উপকরণ বল, তাহা হইলে বৃক্ষের বহু পীড়া মাংস

ব্যবহারে প্রশমিত হয় বলিয়া * মাংসকে বৃক্ষের উপকরণ বলিবে না কেন? শূকর মাংস অবস্থা বিশেষে মানুষের হিতকর হয় বলিয়া, শূকর যদি মানুষের উপকরণ হয়, তাহা হইলে মানুষের বিষ্ঠা ভোজনে শূকর পুষ্টিলাভ করে বলিয়া মানুষকেও শূকরের উপকরণ বলিতে হয়। বৃক্ষ লতাদির ত্বক্‌পত্রে মানুষের উপকার হয় বলিয়া বৃক্ষলতাদিকে যদি মানুষের উপকরণ বলি তাহা হইলে মানুষের পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ু গ্রহণ করিয়া বৃক্ষলতাদি পুষ্ট হইতেছে বলিয়া মনুষ্যই বা বৃক্ষলতাদির উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? অতএব অখণ্ড আয়ুর্ব্বেদ, মানুষ উপকার্য্য আর ধরণীর যাবতীয় দ্রব্য তাহার উপকরণ একথা না বলিয়া, ভূতগণ পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্য উপকরণ এই কথই বলিবেন। তবে মানুষের বাতব্যাধি হইলে ছাগ হত্যা করিয়া তাহার যেমন ছাগলাদ্যঘৃত প্রস্তুত করিবার শক্তি আছে, বৃক্ষের ত্বক্‌পত্র ক্রিমি-ভক্ষিত হইলেও প্রাণি-হত্যা করিয়া তাহার স্বীয় রোগপ্রতীকারের শক্তি নাই বলিয়াই যদি মানুষকে উপকার্য্য আর বৃক্ষকে তাহার উপকরণ বলা হয়, তাহা হইলে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? যাহা হউক এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

যাবতীয় দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক হইলেও যে দ্রব্যে যে ভূতের উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তদনুসারেই সেই দ্রব্যের নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যেমন পঞ্চভূতারব্ধ হইলেও যে দ্রব্যে ক্ষিতির উৎকর্ষ থাকে তাহাকে পার্থিব, যাহাতে জলের তাহা আপ্য, যাহাতে তেজের তাহা তৈজস এবং যাহাতে বায়ুর তাহা বায়বীয় এবং যাহাতে আকাশের তাহা আকাশীয় দ্রব্য নামে অভিহিত হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এই পার্থিবাদি অন্যতম ভেদের অন্তর্গত। দ্রব্যের গুণ এবং কর্ম্ম দেখিয়া পার্থিব আপ্য প্রভৃতি ভেদ নির্ণয় করিতে হয়। নিম্নে পার্থিবাদি দ্রব্যের গুণ, কর্ম্ম লিখিত হইতেছে।

যে দ্রব্যগুণ স্থূল, সার, সান্দ্র (গাঢ়) মন্দ (তীক্ষ্ণ বিপরীত) স্থির, খর, গুরু (চিরপাকি) কঠিন, গন্ধবহুল ঈষৎ কষায় রস এবং প্রধানতঃ মধুর ও যাহার কার্য্য স্থিরত্বকর, বলকর, কাঠিন্যজনক, স্থূলতা সম্পাদক এবং বিশেষতঃ অধোগতি-স্বভাব তাহা পার্থিব দ্রব্য। যে দ্রব্য গুণে শীত, স্তিমিত (আর্দ্র), স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সর, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, স্বাদে ঈষৎ অম্ল, ঈষৎ কষায়, ঈষৎ লবণ ও প্রধানতঃ মধুর এবং যাহা কার্য্যে স্নিগ্ধকর, প্রহ্লাদজনক, ক্লেদজনক, বন্ধনকর ও বিষ্যন্দনকর তাহা আপ্য। যে দ্রব্য গুণে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদ, রূপগুণ বহুল, ঈষৎ অম্লরস, ঈষৎ লবণ, প্রধানতঃ কটুরস ঊর্দ্ধগতি স্বভাব এবং যাহা কার্য্যে—দহন (ভস্মসাৎ করণ), পচন (আহারাদির), দারণ (ব্রণাদির), তাপন (শরীরের) প্রকাশন (অভিব্যক্ত), প্রভাও গৌরাদিবর্ণকর তাহা তৈজস। যে দ্রব্যগুণে—

* বিড়ঙ্গতণ্ডুলোপেতং মৎস্যং মাংসং হি দোহদম্। সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃক্ষাণাং রোগমর্দ্দনম্। অগ্নিপুরাণে—বৃক্ষায়ুর্ব্বেদঃ।

সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, শিশির, লঘু, বিশদ, স্পর্শবহুল, ঈষৎ তিক্ত প্রধানতঃ কষায় রস এবং যাহা কার্য্যে বৈশদ্যজনক, লঘুতোৎপাদক, অবৃষ্য, রুক্ষতাজনক এবং মনে নানাবিধ চিন্তা জন্মাইতে পারে তাহা বায়বীয়। যে দ্রব্য গুণে—শ্লক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মৃদু, ব্যবায়ি, বিশদ, বিবিক্ত অব্যক্ত রস ও শব্দ বহুল এবং যাহা কার্য্যে মার্দ্দবকর, ছিদ্রোৎপাদক ও লাঘবকর তাহা আকাশীয় দ্রব্য।

এক্ষণে দেখা গেল যে "অনেন নিদর্শনেন নানৌষধীভূতং জগতি কিঞ্চিদ্‌দ্রব্য মস্তি" এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের যাবতীয় দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিকএবং সমস্ত দ্রব্যই ঔষধ। পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যেরই রোগপ্রশমন ও স্বস্থানুবর্ত্তনের শক্তি আছে—কেবল বুঝিয়া যোজনা করিতে জানিলেই কর্ম্মকর হয়। অযথা প্রযুক্ত হইলে উহারাই আবার বিবিধ দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেন—কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতুপ্রদূষণম্। স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিত্ত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে"। কোন দ্রব্য কুপিত বায়ুপিত্তকফ প্রশমিত করে, কোন দ্রব্য শরীরের প্রকৃতিস্থ রসরক্ত মাংসাদিকে বিকৃত করে আবার কোন দ্রব্য শরীরের স্বস্থতা রক্ষা করে। দ্রব্য যদ্দ্বারা (রস, বীর্য, প্রভাব) কার্য্য করে তাহাই দ্রব্যের বীর্য্য বা শক্তি। যেরূপে (সংস্কার বা কল্পনাদ্বারা) কার্য্য করে তাহাকে উপায় বলে। রসবীর্য্যাদির বিষয় পরে বলিব! সংপ্রতি সংস্কার ও কল্পনা দ্বারা দ্রব্যের যে কর্ম্ম ভেদ অর্থাৎ গুণান্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

(১) **কাল**—আবস্থিক ও নিত্যগ দ্বিবিধ কাল দ্রব্যের গুণান্তরের কারণ—আবস্থিক যথা—কাঁচাবেল, কাঁচাকুমড়ার এক গুণ, পরিপুষ্ট বা পরিপক্ক বিল্ব ও কুষ্মাণ্ডের অন্যগুণ। নূতন ঘৃত বা গুড়ের সহিত পুরাণ ঘৃত বা গুড়ের গুণের বহু পার্থক্য আছে। টাটকা জিনিষের একগুণ বাসি জিনিষের অন্যগুণ। নিত্যগ যথা—ঋতু বিশেষে ওষধির রুক্ষ স্নিগ্ধত্বাদি গুণান্তর। (২) **সংস্কার ও কল্পনা**। সংস্কার ও কল্পনা বিশেষ দ্রব্যের গুণান্তর জন্মাইয়া থাকে। ধান হইতে সংস্কার বিশেষে প্রস্তুত তণ্ডুল, চিড়া, চাল ভাজা, মুড়ি, খৈ প্রভৃতির গুণান্তরের বিষয় আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। একই দ্রব্যের শীত কষায়, ফাণ্ট, কাথ ও স্বরসের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। বাহ্য প্রয়োগে কুলথ ঘর্ম্মরোধ করে এবং ভক্ষিত হইলে ঘর্ম্মপ্রদ। (৩) **অঙ্গবিশেষে** গুণান্তর, একই পটোল ক্ষুপের মূল বিরেচক, পত্র পিত্তঘ্ন, নাড়ী কফঘ্ন এবং ফল ত্রিদোষনাশক। (৪) **সংযোগে**—সংযোগে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যেমন মৎস্যের সহিত দুগ্ধ, তুল্য পরিমাণ মধু ও ঘৃত ইত্যাদি। (৫) **দেশ**—দেশেভেদেজাত একই দ্রব্যের গুণান্তর অনুভব সিদ্ধ ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ যথা—দেশান্তরের দাড়িম মধুর, বঙ্গের দাড়িম কষায়াম্ল এবং যাস ও ধন্বযাস, লোধ্র ও শাবর লোধ্র প্রভৃতির গুণ ভিন্ন।

রস বীর্য্য বিপাক প্রভাব বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

রসের লক্ষণ "রসনার্থোরস" দ্রব্যের যে গুণ আমরা জিহ্বা দ্বারা জানিতে পারি তাহাকে **রস** বলে।

স্থূলতঃ রসভেদ—রস ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়। ক্ষার রস নহে। এই মধুরাদি রস দ্রব্যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কোন দ্রব্যের (শুষ্ক বা আর্দ্র) জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবামাত্র যে রসের উপলব্ধি হয় বা আস্বাদ অন্তে বহু পশ্চাৎ যে রস অনুভূত হয়,তাহা উহার ব্যক্তরস, যেমন যষ্টিমধুর মধুরত্ব জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ মাত্র ব্যক্ত এবং ঈষৎ তিক্তত্ব আস্বাদান্তে ব্যক্ত। অনেক দ্রব্যে এইরূপ একাধিক ব্যক্ত রস অনুভূত হইয়া থাকে। উদাহরণ—পক্কাম্র, আমলকী, রসোন প্রভৃতি। জিহ্বার সহিত পক্ক আম্রাদির সম্পর্ক স্থাপিত হইবা মাত্রই যুগপৎ রসযুগলের অনুভূতি হয় সুতরাং এই সকল দ্রব্যের দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত বলিতে হইবে। পরিপক্ক আম্রের মধুর ও অম্ল এবং আমলকীর অম্লও কষায় এই দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত। আচার্য্যগণ অনেকস্থলে দ্রব্য বিশেষের এমন রসের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অস্মদীয় জিহ্বার বিষয়ীভূত নহে। উদাহরণ—আমলকীর রস নির্দ্দেশে সুশ্রুত বলিয়াছেন "অম্লং সুমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং"—(সুঃ ৪৬ অঃ) আমরা পক্কাপক্ক কোন আমলকী ফলেই তিক্ত বা কটু রস অনুভব করিতে পারি না। আমলকীগত এই তিক্ত ও কটুরসই আমলকীর অব্যক্ত রস বা অনুরস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের অনুরস কর্ম্মদর্শন দ্বারা অনুমিত হয়। অনুরসের এই অর্থ করিলে বিপাকের সহিত ভেদ থাকে না এই জন্য কেহ কেহ বলেন দ্রব্যের আর্দ্রাবস্থায় যে রস অনুভূত হয় কিন্তু শুষ্কাবস্থায় অনুভূত হয় না তাহাই অনু বা অব্যক্ত রস। পিপ্পলীর আর্দ্রাবস্থায় মধুর রস ব্যক্ত থাকে কিন্তু শুষ্কাবস্থায় থাকে না, তখন কটু হয়। অতএব পিপ্পলীর 'অনুরস মধুর, ব্যক্ত রস কটু।

অতঃপর ভূতসংসর্গে **রসের উৎপত্তি** লিখিত হইতেছে। **মধুরঃ—'भूम्यम्बुगुणबाहुल्यात् मधुरः'**—মধুররস, ভূমি ও অম্বুগুণ বাহুল্যে জাত। **अम्लः—'भूम्यग्निगुणबाहुल्यात् अम्लः'**—অম্লরস, পৃথিবী এবং অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত। **लवणः—'तोयाग्निगुणबाहुल्यात् लवणः'**—লবণ রস,জল এবং অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত **कटुकः—'वाय्वग्निगुणबाहुल्यात् कटुकः'**—কটুরস, বায়ু ও অগ্নিগুণ বাহুল্যেজাত। **तिक्तः—वाय्वाकाशगुणबाहुल्यात् तिक्तः'**—তিক্তরস, বায়ু ও আকাশগুণ বাহুল্যেজাত। **कषायः—'पृथिव्यनिलगुणबाहुल्यात् कषायः'**—কষায়রস, পৃথিবী ও বায়ুগুণ বাহুল্যেজাত। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা

হইতে পারে যে যদি জল ও অগ্নি গুণবাহুল্যে লবণ রস হয় এবং ভূমিও অগ্নি গুণবাহুল্যে অম্লরস হয় তাহা হইলে উষ্ণ জলের লবণাস্বাদ এবং উত্তপ্ত মৃৎকপালের অম্লাস্বাদ হয় না কেন? তাহা হইতে পারে না। যে কোনরূপে ভূতদ্বয়ের সংযোগেই রসোৎপত্তি হয় না। বিশিষ্ট পরিণতি অপেক্ষা করে। এই বিশিষ্ট পরিণতি মনুষ্য-সাধ্য নহে—বিভিন্ন উদ্ভিদ্ দেহে এই বিশিষ্ট পরিণতি বিচিত্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, অতএব একই ক্ষিতি জল উত্তাপাদির সাহায্যে ইক্ষুদণ্ডে মধুর নিম্ববৃক্ষে তিক্ত এবং নিম্ববৃক্ষ অম্লরসের উৎপত্তি হইতেছে।

উক্ত ছয়টী রস পরস্পর সংযোগে ৬৩ প্রকার হয় যথা—

স্বাদুরম্লাদিভি র্যোগং শেষৈরম্লাদয়: পৃথক্। যানি পঞ্চদশৈতানি দ্রব্যাণি দ্বিরসানি তু। পৃথগম্লাদিযুক্তস্য যোগ: শেষৈ: পৃথগ্‌ভবেৎ। মধুরস্য তথাম্লস্য লবণস্য কটোস্তথা। ত্রিরসানি যথাসংখ্যং দ্রব্যাণ্যুক্তানি বিংশতি:। বক্ষ্যন্তে তু চতুষ্কেণ দ্রব্যাণি দশপঞ্চ চ। স্বাদ্বম্লৌ সহিতৌ যোগং লবণাদ্যৈ: পৃথগ্‌গতৌ। শেষৈ: পৃথগ্ পৃথগ্ যাতশ্চতুষ্কং রসসংখ্যয়া। সহিতৌ স্বাদুলবণৌ তদ্বৎ কট্বাদিভি: পৃথক্। যুক্তৌ শেষৈ: পৃথগ্ যোগং যাত: স্বাদূষণৌ তথা। কট্বাদ্যৈরম্ললবণৌ সংযুক্তৌ সহিতৌ পৃথক্। যাত: শেষৈ: পৃথগ্ যোগং শেষৈরম্লকটূ তথা। যুজ্যেতে তু কষায়েণ সতিক্তৌ লবণোষণৌ। ষট্‌তু পঞ্চরসান্যহুরেকৈকস্যাপবর্জ্জনাৎ। ষট্ চৈবৈকরসানি স্যু রেকং ষড়রসমেব তু। ইতি ত্রিষষ্টির্দ্রব্যাণাং নির্দ্দিষ্টা রসসংখ্যয়া।

রসের লক্ষণ—সুলভ প্রতীতির জন্য রসের কর্ম্মাখ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে।

"মধুর:"—য: পরিতোষ মুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্পয়তি, জীবয়তি, মুখাবলেপং জনয়তি শ্লেষ্মাণং চাভিবর্দ্ধয়তি স মধুর:। "অম্ল:"—যো দন্তহর্ষ মুৎপাদয়তি, শ্রদ্ধাঞ্চোৎপাদয়তি সোঽম্ল:। "লবণ:"—যো ভক্তারুচিমুৎপাদয়তি কফপ্রসেকং জনয়তি মার্দ্দবঞ্চাপাদয়তি স লবণ:। "কটুক:"—যো জিহ্বাগ্রং বাধতে, উদ্বেগং জনয়তি, শিরো গৃহ্ণাতি, নাসিকাঞ্চ স্রাবয়তি স কটুক:। "তিক্ত:"—যো গলে চোষমুৎপাদয়তি, মুখবৈশদ্যং জনয়তি, ভক্তারুচিং চাপাদয়তি হর্ষঞ্চ স তিক্ত:। "কষায়:"—যো বক্ত্রং পরিশোষয়তি, জিহ্বাং স্তম্ভয়তি, কণ্ঠং বধ্নাতি, হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়:।

রসের গুণনির্দ্দেশ। 'মধুরাম্ললবণা: বাতঘ্না:'—মধুর, অম্ল ও লবণরস বায়ু প্রশমন। **কটুতিক্তকষায়া বাতবর্দ্ধনা:**—কটুতিক্ত কষায়রস বায়ু বর্দ্ধক। **'মধুর-তিক্তকষায়া পিত্তঘ্না:'**—মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তপ্রশমন। **কটুকাম্ললবণা:**

पित्तवर्द्धनाः—কটু, অম্ল, লবণরস পিত্তবর্দ্ধক। 'कटुतिक्तकषायाः श्लेष्मघ्नाः'—কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস শ্লেষ্ম প্রশমন। मधुराम्ललवणाः श्लेष्मवर्द्धनाः—মধু, অম্ল, লবণ রস কফবর্দ্ধক।

"मधुरः" रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जौजःशुक्रस्तन्यवर्द्धनः, चक्षुष्यः, केश्यः, वर्ण्यः, बलकृत्, सन्धानः, शोणितरसप्रसादनः, बालवृद्धक्षतक्षीणहितः, षट्पदपिपीलिकानां इष्टतमः, तृष्णामूर्च्छादाहप्रशमनः, षड़िन्द्रियप्रसादनः, क्रिमिकफकरश्च'। स एवं गुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानः कासश्वासालसकवमथुवदनमाधुर्य्य स्वरोपघातक्रिमिगलगण्डानापादयति। तथार्वुद श्लीपदवस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्द-प्रभृतीन् जनयति। "अम्लो" जरणः, पाचनः, पवननिग्रहणः, अनुलोमनः, कोष्ठविदाही, बहिःशीतः, क्लेदनः प्रायशो हृद्यः'। स एवंगुणोप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो दन्तहर्ष-नयनसम्मीलन-रोमसम्वेजन-कफविलयन-शरीरशैथिल्यानापादयति। तथाचताभिहतदग्धदष्टभग्नशूलरुग्नप्रच्युतावमूत्रित-विसर्पित च्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात् परिदहति कण्ठमुरोहृदयञ्चेति। "लवणः" संशोधनः, पाचनः, विश्लेषणः क्लेदनः, शैथिल्यकृत्, उष्णः, सर्व्वरसप्रत्यनीकः, मार्गविशोधनः सर्व्वशरीरावयवमार्दवकरः'। स एवं गुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकण्डूकोठ शोफवैवर्ण्य-पुंस्त्वोपघातेन्द्रियोपतापान् तथा मुखाक्षिपाकं रक्तपित्तवातशोणिताम्लीका-प्रभृतीनापादयति। "कटुको" दीपनः, पाचनः, रोचनः, शोधनः, स्थौल्यालस्यकफक्रिमिविषकुष्ठकण्डूप्रशमनः, सन्धिवन्धविच्छेदनः, अवसादनः स्तन्यशुक्रमेदसां उपहन्ता। स एवं गुणोप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो भ्रममदगलताल्वोष्ठशोषदाह-सन्ताप-वलविघात-कम्पतोदभेदकृत्। करचरण-पार्श्व-पृष्ठ-प्रभृतिषु वातशूलानापादयति। "तिक्तः" छेदनः रोचनः, दीपनः, शोधनः, कण्डूकोठतृष्णामूर्च्छाज्वरप्रशमनः, स्तन्यशोधनः, विण्मूत्रक्लेदमेदोवसापूयोपशोषणश्च। स एवं गुणोप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तम्भाक्षेपकार्द्दितशिरःशूलभ्रमतोदभेदास्यवैरस्यानापादयति। "कषायः" संग्राहकः, रोपणः स्तम्भनः, शोधनः, लेखनः शोषणः पीड़नः, क्लेदोपशोषणश्च। स एवं गुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो हृत्पीड़ास्यशोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायनाकुञ्चनाक्षेपणप्रभृतीनापदयति।

রসের বীর্য্য নির্দ্দেশ।—'तिक्तकषायमधुराः शीताः' सौम्याश्च।—

তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীত ও সৌম্য **'তিক্তকটুকষায়াঃ রূক্ষা আগ্নেয়াশ্চ'**—তিক্ত, কটু ও কষায় রস রুক্ষ ও আগ্নেয়। এই রসত্রয় **'বদ্ধবিন্মূত্র মারুতাঃ'**, ভোজনে মল, মূত্র ও অপানবায়ু রোধ করে। **'লবণাম্লমধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ সৃষ্টবিন্মূত্রমারুতাঃ'**—লবণ অম্ল ও মধুর রস স্নিগ্ধগুণ; সেবনে মল, মূত্র, অপানবায়ু সুখে নির্গত হয়।

'লবণকষায়মধুরাঃ গুরবঃ'—লবণ, কষায় ও মধূর রস গুরু এবং **'অম্লকটুতিক্তাঃ লঘবঃ'** অম্ল, কটু ও তিক্তরস লঘু।

"মধুরঃ" স্নিগ্ধঃ শীতঃ গুরুশ্চ'—মধুর রস,—স্নিগ্ধ,শীত ও গুরু। **"লবণঃ" গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ'**—লবণরস—গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। **"কটুকঃ" লঘুঃ উষ্ণঃ রূক্ষঃ**—কটুরস—লঘু উষ্ণ ও রুক্ষ। **"অম্লঃ" লঘুঃ উষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ'**—অম্লরস,—লঘু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ **"তিক্তঃ" রূক্ষঃ শীতঃ লঘুঃ'**—তিক্তরস—রুক্ষ, শীত ও লঘু। **"কষায়ঃ" রূক্ষঃ শীতঃ গুরুঃ'**—কষায়রস—রুক্ষ, শীত, গুরু।

দেখা যাইতেছে কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটী রসই রুক্ষ বীর্য্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে রুক্ষত্বের কি ন্যূনাধিক্য আছে ?- মুনি বলেন **'রৌক্ষ্যাৎ কষায়ো রূক্ষাণামুত্তমো মধ্যমঃ কটুঃ। তিক্তোঽবরঃ।** অর্থাৎ রুক্ষবীর্য্যে কষায়রস শ্রেষ্ঠ, কটুরস মধ্যম এবং তিক্তরস অধম। লবণ, অম্ল এবং কটু এই তিনটী রসই উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু ইহাদের উষ্ণত্বের তারতম্য আছে কি? মুনি বলেন **তথোষ্ণানামুষ্ণত্বাল্লবণঃ পরঃ। মধ্যোঽম্লঃ কটুকশ্চান্ত্যঃ।** অর্থাৎ লবণরস প্রধান উষ্ণ, অম্লরস মধ্যম উষ্ণ এবং কটুরস অধম উষ্ণ। মধুর, অম্ল, লবণ, এই তিনটী রসই স্নিগ্ধ বীর্য্য কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্নিগ্ধত্ব সম্পর্কে উত্তমাধম কে ? মুনি বলেন **স্নিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ। মধ্যোঽম্লো লবণশ্চান্ত্যঃ।'** অর্থাৎ মধুররস প্রধান স্নিগ্ধ, অম্লরস মধ্যম স্নিগ্ধ এবং লবণরস অধম স্নিগ্ধ। মধুর, তিক্ত, কষায়, তিনটী রসই শীতগুণ কিন্তু **'তিক্তাৎ কষায়ো মধুরঃ শীতাচ্ছীততরঃ পরঃ'** শীতগুণে তিক্তরস অপেক্ষা কষায়রস এবং কষায়রস অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠতর। মধুর লবণ ও কষায় এই তিনটী রসই গুরু কিন্তু **'স্বাদুর্গুরুত্বাদধিকঃ কষায়াল্লবণোঽবরঃ'**—গুরুত্বে মধুর রস প্রধান, কষায়রস মধ্যম এবং লবণরস অধম। অম্ল, কটু, তিক্ত এই তিনটী রসই লঘু কিন্তু—**'অম্লাৎ কটুস্ততস্তিক্তো লঘুত্বাদুত্তমোমতঃ'** লঘুত্বে অম্লাপেক্ষা কটু এবং কটু অপেক্ষা তিক্ত শ্রেষ্ঠতর। কাহার মতে লঘুত্বে লবণরস অধম।

রসের বিশেষ বীর্য্য যাবতীয় তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতবীর্য্য কিন্তু—**'মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং তিক্তমেবচ। যথা মহৎ পঞ্চমূলং যথাচানূপমামিষম্'**

তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য কুত্রাপি উষ্ণবীর্য্যও হইয়া থাকে, যথা—মহৎপঞ্চমূল ও অনূপমাংস। যাবতীয় লবণ ও অম্লরস উষ্ণবীর্য্য কিন্তু—'**লবণং সৈন্ধবং নোষ্ণ মম্লমামলকন্তথা**'। সৈন্ধবলবণ লবণরস এবং আমলকী অম্লরস হইয়াও উষ্ণ নহে। যাবতীয় তিক্তরস শীতগুণ কিন্তু –'**অর্কাগরুগুড়ূচীনাং তিক্তানামৌষ্ণ্যমিষ্যতে**' আকন্দ, অগরু এবং গুড়চী তিক্তরস হইলেও উষ্ণবীর্য্য।

তত্র প্রায়ো মধুরং শ্লেষ্মলমন্যত্র পুরাণশালিযবগোধূমমুদ্গমধুশর্করাজাঙ্গল-মাংসাৎ। প্রায়োঽম্লং পিত্তলমন্যত্র দাড়িমামলকাৎ। প্রায়োলবণমচক্ষুষ্য মন্যত্র সৈন্ধবাৎ। প্রায়স্তিক্তকটুকং বাতলমবৃষ্যং চান্যত্রামৃতাপটোলনাগর-পিপ্পলীলশুনাৎ। প্রায়ঃ কষায়ং শীতং স্তম্ভনং চান্যত্র হরীতক্যাঃ'।

মধুররস শ্লেষ্মবর্দ্ধক বটে কিন্তু—পুরণ শালিধান্য, পুরাণ যব, পুরাণ গোধূম, পুরাণ মুদ্গ, পুরাণ মধু, শর্করা (সিতোপলা) এবং জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস শ্লেষ্মজনক নহে। অম্লরস পিত্ত-বর্দ্ধক বটে কিন্তু দাড়িম ও আমলকীতে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। লবণরস চক্ষুর হিতকর না হইলেও সৈন্ধবলবণ নেত্রহিতকর। তিক্ত ও কটুরস বায়ুবর্দ্ধক এবং অবৃষ্য বটে কিন্তু গুড়ূচী, পটোলের নাড়ীও পত্র, তিক্ত হইলেও এবং শুণ্ঠী,পিপ্পলী ও রসোন কটু হইলেও বাতল ও অবৃষ্য নহে। কষায়রস শীতগুণ ও স্তম্ভন বটে, কিন্তু হরীতকী স্তম্ভন নহে—রেচন। '**কিঞ্চিদম্লং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদম্লং ভিনত্তি চ। যথা কপিত্থং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা**'। কোন কোন অম্লরসান্বিত বস্তু সংগ্রাহি যেমন কপিথ। আবার কোন কোনটী বা ভেদি, যেমন আমলকী। অতএব সর্ব্বত্র রসানুসারে দ্রব্যের গুণনির্দ্দেশ করা যায় না। রসপ্রধান দ্রব্য খাদ্য এবং বীর্য্যপ্রধান দ্রব্য ঔষধ।

বীর্য্য।—বীর্য্য কি? "—**বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া। নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতা ক্রিয়া**॥

'যেন,' যে রস দ্বারা, বিপাক দ্বারা কিংবা প্রভাব দ্বারা কিংবা গুরু প্রভৃতি গুণ দ্বারা; 'যা' যে তর্পণ, হ্লাদন, শমনাদি ক্রিয়া, কৃত হয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রিয়ায় সেই রসাদির নাম বীর্য্য। অর্থাৎ এই অর্থে বীর্য্য ও শক্তি অভিন্ন। বৈদ্যকে "**রসবিপাক-প্রভাতিরিক্তো প্রভূতকার্য্যকারিণি গুণে বীর্য্যমিতিসংজ্ঞা**" রস, বিপাক, প্রভাব ভিন্ন দ্রব্যের যে প্রভূতকার্য্যকারি গুণ তাহার নাম বীর্য্য। ইহা বীর্য্যের পারিভাষিক লক্ষণ।

কাহার মতে বীর্য্য অষ্টবিধ যথা—মৃদু, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ ও শীত। কাহার মতে দ্বিবিধ শীত ও উষ্ণ। অষ্টবিধ বীর্য্যবাদিগণ বলেন—মৃদু আদি শীতলান্ত এই অষ্টবিধ গুণের রস লঙ্ঘন পূর্ব্বক রস ব্যতিরিক্ত কার্য্যকারিত্ব আছে, কিন্তু পিচ্ছিল বিশদাদি

গুণের রস বিপরীত কার্য্যকারিত্ব প্রায় দৃষ্ট হয় না, সুতরাং রসাদির উপদেশ দ্বারাই পিচ্ছিলাদি কথিত হইয়াছে। পিচ্ছিলাদিগুণ—বীর্য্য নহে। অতএব বীর্য্যের অষ্টবিধত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বীর্য্য যে রসকে নিরাশ করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সুশ্রুতাচার্য্যও একথা বলিয়াছেন—

'কেচিদষ্টবিধমাহুঃ—উষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রুক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীক্ষ্ণং চেতি। এতানি বীর্য্যাণি স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি'। বীর্য্য অর্থাৎ মৃদুতীক্ষ্ণাদি অষ্টবিধ গুণ, কিরূপে ছয় রসকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে সংপ্রতি তাহাই কিঞ্চিৎমাত্র উদাহৃত হইতেছে—কুলথ কষায়, কষায়রস বাতবৃদ্ধি করে, কিন্তু কুলুথ গত স্নিগ্ধবীর্য্য কষায় রসকে অভিভূত করিয়া স্নেহভাবাৎ বায়ুশমন করে। পলাণ্ডু কটুরস, কটুরসের ক্রিয়া বাতবৃদ্ধি, কিন্তু পলাণ্ডু গত স্নিগ্ধবীর্য্য কটুরসকে অভিভূত করিয়া স্নিগ্ধবীর্য্য হেতু বায়ু প্রশমন করে। ইক্ষুরস মধুর, মধুর রসের কার্য্য বায়ুশমন, কিন্তু ইক্ষুগত শীতবীর্য্য মধুর রসকে অভিভূত করিয়া শীতবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুবৃদ্ধি করে। আমলকীফল অম্ল, অম্ল রসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ, কিন্তু আমলকীগত মৃদু শীতবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ নিরাশ করিয়া মৃদু শীতবীর্য্য হেতু পিত্ত প্রশম করে। সৈন্ধব লবণরস, লবণ রসের কার্য্যে পিত্তবর্দ্ধন, কিন্তু সৈন্ধবগত মৃদুশীত বীর্য্য অম্ল রসের কার্য্য পিত্তবর্দ্ধনকে অধঃকৃত করিয়া মৃদুশীতত্ব হেতু পিত্তপ্রশম করে। কাকমাচী তিক্ত, তিক্তরস পিত্তপ্রশমন, কিন্তু কাকমাচী গত উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরসের কার্য্য পিত্ত প্রশমনকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম পিত্তবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্ল, অম্লরস শ্লেষ্মবর্দ্ধন কিন্তু কপিত্থগত রুক্ষবীর্য্য অম্লরসের কার্য্য শ্লেষ্মবর্দ্ধনকে দূরীকৃত করিয়া, আত্মকর্ম্ম শ্লেষ্মপ্রশমন দর্শাইয়া থাকে। এস্থলে বীর্য্যকৃত রসাভিভবের নিদর্শন মাত্র প্রদর্শিত হইল।

দ্রব্যাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম প্রদর্শিত হইল সংপ্রতি রসাশ্রিত বীর্য্যকর্ম্ম কথিত হইতেছে।

মধুর, অম্ল এবং লবণ রস বাত প্রশমন, কি যদি উহারা রুক্ষ, লঘু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে বায়ু প্রশমিত করিতে পারে না। মধুর, তিক্ত, কষায় রস পিত্ত প্রশমন ; কিন্তু যদি উহারা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং লঘু বীর্য্য হয় তাহা হইলে পিত্ত শমন করিতে পারে না। কটু, তিক্ত, কষায় রস, শ্লেষ্মপ্রশমন কিন্তু যদি উহারা স্নিগ্ধ, গুরু এবং শীত বীর্য্য হয় তাহা হইলে উহারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে। বীর্য্যের লক্ষণ ও কর্ম্ম কথিত হইল। সংপ্রতি জিজ্ঞাসা, বীর্য্যের উপলব্ধি কিরূপে হয় ? মুনি বলেন—'বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে।' (চরকঃ)।

'যাবৎ অধীবাস' ও 'নিপাত' বীর্য্যোপলব্ধির হেতু। অধীবাস কি ? একত্র অবস্থানকে অধীবাস বলে। 'যাবৎ অধীবাস' যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্র অবস্থান করে। অর্থাৎ কোন বস্তুর বীর্য্য, সেই বস্তু ভক্ষণের পর হইতে উহা পরিপাকের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। যেমন আনূপ মাংসের বীর্য্য (উষ্ণতা), উহা ভোজনের পর হইতে পরিপাক শেষ হওয়া

পর্য্যন্ত থাকে। ইহাকেই "যাবদধীবাস" বলে। নিপাতের অর্থ শরীর সংযোগ। কোন কোন দ্রব্যের বীর্য্য শরীরের সহিত সেই সেই দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই উপলব্ধি হয়, যেমন মরিচাদির তীক্ষ্ণত্বাদি। মরিচাদি দীপনীয় বস্তুর বীর্য্য, নিপাত ও অধীবাস উভয় দ্বারাই উপলব্ধ হয়। ক্বচিৎ অনুমানে বীর্য্যানুভব হয়, যেমন সৈন্ধবগত শৈত্য। ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা বীর্য্য অনুমান হয়, যেমন রাজিকার তীক্ষ্ণতা ঘ্রাণে জানা যায়। সহজ ও কৃত্রিম ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ। মাষের গুরুত্ব, মুদ্গের লঘুতা স্বাভাবিক বীর্য্য এবং খৈএর লঘুত্ব কৃত্রিম বীর্য্য।

বিপাক।

আমাদের খাদ্য এক, দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চ বা ষট্ রসের যে কোন রসাশ্রিত হউক না কেন গলাধঃকরণের পর আমাশয়, গ্রহণী ও পক্বাশয়ের স্থান-সম্বন্ধ-মহিমায় প্রধানতঃ মধুর অম্ল ও কটু হইয়া থাকে। ষট্ রসাশ্রিত ভুক্ত বস্তুর এই আদৌ মধুর মধ্যে অম্ল ও শেষে কটুত্বে পরিণতি রূপপাকত্রয়কে অবস্থা পাক বলে। অবস্থাপাক দ্বারা ভুক্ত বস্তু রস রূপে পরিণত হয় সেই রসরূপী ভুক্ত দ্রব্যের জাঠরাগ্নি কর্ত্তৃক পুনঃ পাক হইয়া থাকে। এই পুনঃ পাকই বিপাক বা নিষ্ঠাপাক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

জাঠরেনাগ্নিনা যোগাদ্যদুদেতি রসান্তরম্। রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই—ছয় রসাশ্রিত অন্ন যদি অবস্থাপাকে মধুর, অম্ল, কটু এই রসত্রয়ে পরিণিত হয়, তবে প্রাকৃত কষায়াদিরসের বাতাদি জনকত্বের অবসর কোথায় ? বস্তুত অবস্থা পাকে প্রাকৃত রসের সর্ব্বথা অভিভব হয় না। বিপাক কত প্রকার ? কেহ বলে, আমরা দেখিতে পাই দুগ্ধকে পাক করিলে তাহার স্বাদের পরিবর্ত্তন হয় না, ক্ষেত্রে যব বপন করিলে যবই হয়মুদ্গ হয় না অতএব আমরা যে রসের বস্তু ভোজন করি তাহার বিপাক ও সেইরূপ হয় অর্থাৎ মধুর রসের বিপাক মধুর অম্লের বিপাক অম্ল কটুর বিপাক কটু ইত্যাদি। কেহ বলে বিভিন্ন রসের বস্তু একত্র মিশ্রিত করিলে আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি যে, মিশ্রিত বস্তুতে যে রসের প্রাধান্য থাকে মিশ্রিত বস্তুর আস্বাদ সেইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুর্ব্বল বলবানের বশীভূত হয় বিপাক সম্বন্ধেও এই নিয়ম ভুক্ত। বস্তুর মধ্যে যে রস বলবান্ হয় তদনু-সারেই বিপাক বুঝিতে হইবে। কেহ বলে দোষানুসারে বিপাক—কফ বা বায়ুকফ হইতে মধুর বিপাক, পিত্তকফ হইতে অম্ল বিপাক এবং বাতপিত্ত কফ হইতে কটু বিপাক হয়। রসসম বিপাক কিম্বা বলবৎ পরাধীনতা এই দুই পক্ষ নিষ্ঠাপাকে চিন্তনীয় নহে কেন না রসের গুণাদি বলাতেই উহাদের বিষয় বলা হইয়াছে। দোষাবস্থা জন্য বিপাক প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই এবং শাস্ত্রে ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই সুতরাং এই মতকে সর্ব্বথা উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। চরকের মতে বিপাক তিন প্রকার—মধুর, অম্ল ও কটু

কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ। অম্লোঽম্লং পচ্যতে স্বাদুর্মধুরং লবণস্তথা। সুশ্রুতের মতে বিপাক দ্বিবিধ মধুর ও কটু। বিপাক ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ যাহাই হউক আদৌ বিপাক সম্ভব কিনা তাহাই চিন্তনীয়। অবস্থাপাকের চরমাবস্থায় ছয়রসান্বিত আহার কটু রসে পরিণত হইয়া থাকে সুতরাং তখন তিক্ত ও কষায় রস কোথায় যে তাহার বিপাক নির্দ্দেশ করিতেছ? পাক শব্দের অর্থ তেজঃ সংযোগ সুতরাং দ্রব্যেরই পাক হয় রসের পাক সম্ভব নয়। অবস্থাপাকের পর রসকারণভূত কটু তিক্ত কষায় দ্রব্যের যে পুনঃ পাক হয় তাহাই বিপাক। সুতরাং বিপাকের অনুপপত্তির আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। এতগুলি বিপাক স্বীকারের প্রয়োজন কি? কেবল রসের বিপরীত বিপাক (যেমন লবণের মধুর, তিক্তকষায়ের কটু) স্বীকার করিলেই হয়। রস-সমানবিপাক (যেমন অম্লের অম্ল মধুরের মধুর কটুর কটু) স্বীকারের প্রয়োজন কি? এস্থলে রসের গুণানুসারেই বিপাক জ্ঞান হইবে। সমরস বিপাক স্থলেও অনুগুণ বিপাকের উল্লেখ করিতে হইবে। নচেৎ লবণের মধুরবিপাকের ন্যায় সমরসবিপাক স্থলেও বিসদৃশ রসান্তরের উৎপত্তির শঙ্কা হইতে পারে। রসস্বভাব, অবস্থা পাক ও নিষ্ঠাপাক বা বিপাক পরস্পর বাধক না হইয়া কিরূপে স্বস্ব কার্য্য করে অতঃপর তাহাই আলোচিত হইতেছে। মধুর, অম্ল ও লবণ রস স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে। মধুরাম্ল লবণরসাশ্রিত বস্তু ভুক্ত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থাপাকে মধুর ও অম্ল হওয়ায় প্রাকৃতরসের অনুগুণ হইল অর্থাৎ মধুরাম্ল লবণরস যেমন স্বভাবতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধক উহাদের অবস্থাপাক মধুর অম্ল ও তদ্রূপ শ্লেষ্মবর্দ্ধক হইল। ইহার ফলে বহু শ্লেষ্মা জন্মিবে নিশ্চয় হইল। তারপর তৃতীয় অবস্থাপাকে উহাদের কটুপাক হওয়ায় এই তৃতীয় অবস্থাপাক প্রাকৃতরসের অনুগুণ হইল না। ইহার ফলে কটুরসের কার্য্য বায়ুবৃদ্ধি বহু পরিমাণে না হইয়া অত্যল্প পরিমাণে হইবে, কেন না প্রাকৃতরস মধুরাম্ললবণ বায়ুবর্দ্ধনের পক্ষে বিরুদ্ধ। সর্ব্বশেষে এই মধুরাম্ল লবণের বিপাক চিন্তা করা যাউক—মধুরের বিপাক মধুর অম্লের বিপাক অম্ল এবং লবণের বিপাক মধুর সুতরাং প্রাকৃত রসত্রয়ের বিপাক মধুর ও অম্ল হইতেছে। এই মধুরাম্ল ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক সুতরাং রস স্বভাব অবস্থা পাক এবং বিপাক পরস্পরের বাধক না হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে দেখা গেল। এক্ষণে কটুতিক্ত কষায় রস লইয়া দেখা যাউক। কটুতিক্ত কষায় রস বাতবর্দ্ধক। ইহারা প্রথম অবস্থাপাকে মধুর হওয়ায় প্রাকৃত রসের বিপরীতগুণ হইল ইহার ফলে ভুক্ত কটুতিক্ত কষায় রসাশ্রিত দ্রব্য তাদৃশ বায়ুবর্দ্ধক হইবে না; কারণ অবস্থাপাকজ মধুররস বাত প্রশমন। দ্বিতীয় অবস্থাপাকে অম্লপাক হইবে, অম্লরস বায়ুপ্রশমক সুতরাং এস্থলেও বহু বায়ুবর্দ্ধক হইতে পারিল না। তৃতীয় অবস্থাপাক ও বিপাকে উহারা কটু হওয়ায় বায়ু বহুল বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং কটুতিক্তকষায় রসাশ্রিত বস্তু স্বভাবতঃ প্রথমে যেমন বাতবর্দ্ধক ছিল বিপাকে অনুগুণ হওয়ায় তাহাদের সেই গুণ বর্দ্ধিত হইবে ইহাই বুঝিতে পারা গেল।

বিপাকাখ্য রস বিশেষ যখন জিহ্বাগ্রাহ্য নহে তখন বিপাক কিরূপে বুঝা যাইবে ? **"বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া"** কর্ম্ম দেখিয়া বিপাক অনুমান করিতে হয়। শুণ্ঠী রসে কটু, বীর্য্যে উষ্ণ। কটু বস্তু অবৃষ্য, শুণ্ঠী কিন্তু কটু হইলেও বৃষ্য। এই বৃষ্যরূপ কর্ম্ম দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে শুণ্ঠী বিপাকে মধুর। মধুরাদি বিপাকের লক্ষণ কি ? মধুর বিপাক হইলে মল মূত্র সুখে নির্গত এবং কফও শুক্রবর্দ্ধিত হয়। অম্লবিপাক হইলে পিত্তবর্দ্ধিত, শুক্রনাশ এবং মল মূত্রের অক্লেশে নির্গম হয়। কটু বিপাক হইলে অপান বায়ু মল মূত্রের রোধ ও শুক্রনাশ হয়। দ্রব্যের বিশিষ্টত্ব ভেদে বিপাক লক্ষণের অল্প ভূয়িষ্ঠতা হইয়া থাকে। দ্রব্য মধুর মধুরতর বা মধুরতম হইলে বিপাকও হীন মধ্যমোত্তম হইবে।

প্রভাব।

প্রভাব কি ?—**'প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে' (চরকঃ)।** রস, বীর্য্য বিপাকের অতীত দ্রব্যগত শক্তিকে প্রভাব বলে **'রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্'** দুইটীবস্তু রস, বীর্য্য ও বিপাকে পরস্পর তুল্য হইলেও একাপেক্ষা অপরের যে গুণ বিশিষ্টত্ব লক্ষিত হয় তাহা প্রভাব কৃত বুঝিতে হইবে। উদাহরণ—**'দন্তীরসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী। মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্'। (বাগ্‌ভটঃ)**

দন্তী এবং চিতার রস, বীর্য্য, বিপাক তুল্য হইলেও দন্তী বিরেচন, চিতা নহে। যষ্টিমধু এবং দ্রাক্ষা রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা বিরেচন, যষ্টিমধু নহে। ঘৃত এবং দুগ্ধ রসাদিতে তুল্য হইলেও ঘৃত দীপন দুগ্ধ নহে। অতএব দন্তী ও মৃদ্বীকার রেচনত্ব এবং ঘৃতের দীপনত্ব প্রভাবকৃত। যে দ্রব্যের রস, বীর্য্য, বিপাকের উৎকর্ষ অসম্ভব—পরস্পর সমভাবে স্থিত, সেখানে কে কার্য্যকারি ? মুনি বলিয়াছেন—**"রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্যপোহতি। বলসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্।"** বিপাক রসকে, বীর্য্য রস ও বিপাককে এবং প্রভাব, রস, বিপাক ও বীর্য্যকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে।

প্রশস্তভূমি—যত্রতত্র জাত উদ্ভিদ্ হীন গুণান্বিত হয়, অতএব ঔষধকার্য্যে ব্যবহার করা বিধি নহে। কিরূপ ভূমিতে জাত ভেষজদ্রব্য বীর্য্যবান্ ও ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত সংপ্রতি তাহাই লিখিত হইয়াছে। যে ভূমিতে গর্ত্ত, খোলাম কুচি', কাঁকর, পাষাণ, বালুকা উইঢিপি নাই, যাহা উচ্চ নহে, যাহার নিকটেও শ্মশান, দেবালয় ও বধস্থান নাই, যে ভূমি ক্ষারান্বিত নহে, যাহা চিক্কণ, যাহার নিকট জলাশয় আছে, যাহা অঙ্কুর প্ররোহ জননের অনুকূল, কোমল, স্থির, সমতল বর্ণতঃ কৃষ্ণ, স্বর্ণবর্ণ বা লোহিত, এইরূপ ভূমি ভৈষজ্যোদ্যানের জন্য নির্ব্বাচন করিবে। অতঃপর বিশেষবিধি কথিত হইতেছে। যে ভূমিজাত বৃক্ষ ও শস্য স্থূল হইয়া থাকে সে ভূমি **ক্ষিতিগুণ** ভূয়িষ্ঠ, যে ভূমি চিক্কণ, শীতল, জলসন্নিহিত, শুক্ল এবং যদুপরি জাত শস্য ও তৃণ স্নিগ্ধ এবং যাহা কোমল বৃক্ষ বহুল সেই ভূমি **অম্বুগুণ** ভূয়িষ্ঠ। যাহা নানা বর্ণ,

ক্ষুদ্র পাষাণময়, যাহা প্রবিরল, অল্প, পাণ্ডুবর্ণ বৃক্ষ ও লতা বহুল, তাহা **অগ্নিগুণ** ভূয়িষ্ঠ। যাহা রুক্ষ, ভস্ম এবং গর্দ্দভতুল্য বর্ণ, ক্ষীণ, রুক্ষ, কোটরযুক্ত ও অল্পরস বৃক্ষ সমন্বিত, তাহা **বায়ুগুণ** ভূয়িষ্ঠ। যাহা কোমল, সমতল, বিবরান্বিত, যাহার জল অব্যক্তরস, যাহাতে অসার বৃক্ষ জন্মে এবং যাহা মহাপর্ব্বত ও বৃক্ষ বহুল তাহা **আকাশগুণ** ভূয়িষ্ঠ। ক্ষিতি ও অম্বুগুণ ভূমিতে জাত বিরেচন দ্রব্য, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণ ভূমিতে জাত সংশমন দ্রব্য বলবত্তর হইয়া থাকে। প্রশস্ত ভূমি, সামান্য ও বিশেষভাবে কথিত হইল। অতঃপর কিরূপ ওষধি ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত তাহাই কথিত হইতেছে। যে উদ্ভিদ্ প্রশস্ত ভূমিতে জাত, অথবা কৃমি ভক্ষিত, বিষদিগ্ধ বা শস্ত্রক্ষত নহে, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী বলবত্তর বৃক্ষ দ্বারা আক্রান্ত নহে অর্থাৎ 'আওতায়' জন্মে নাই, যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ যাহার যতটুকু বাড়িবার বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ রস, সম্পূর্ণ বীর্য্য ও সম্পূর্ণ গন্ধাদিযুক্ত, কাল, রৌদ্র, অগ্নি, জল, বায়ু ও কীট, যাহার গন্ধ, বর্ণ, রস, স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত করে নাই এইরূপ উদ্ভিদ্ ঔষধার্থ প্রশস্ত জানিবে।

ঔষধ সংগ্রহের কাল দৃঢ়বল বলেন—শাখা ও পত্র বর্ষা ও বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে। শীতকালে পত্র পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিবে। ত্বক, কন্দ এবং আঠা শরৎকালে এবং হেমন্তে সার এবং যে ঋতুতে যাহার পুষ্প ফল হইয়া থাকে সেই ঋতুতে তাহার পুষ্প ফল গ্রহণ করিবে।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।



বনৌষধিদর্পণ।



অগরু—अगरु।

अगरु (अगुरु), लोहम्, जोङ्गकम्। Aquilaria Agallocha, A. Ovata.

"उत्पत्तिबोधिका संज्ञा"—"क्रिमिजम्," "क्रिमिजग्धम्"। "गुणप्रकाशिका संज्ञा।"—"वर्णप्रसादनम्"।

कटु तिक्तोष्णमगरु स्निग्धं वातकफापहम्। श्रुतिनेत्ररुजं हन्ति माङ्गल्यं कुष्ठनुत् परम्। "धन्वन्तरीयनिघण्टुः"॥ स्वादु "स्त्वगरुसारः" स्यात् सुधूम्यो गन्धधूमजः। स्वादुः कटुकषायोष्णः सधूमामोदवातजित्। "कृष्णागरु" कटूष्णञ्च तिक्तं लेपे च शीतलम्। पाने पित्तहरं किञ्चित्त्रिदोषघ्न मुदाहृतम्। "काष्ठागरु" कटूष्णञ्च लेपे रूक्षं कफापहम्। "दाहागरु" कटुकोष्णं केशानां वर्द्धनञ्च वर्ण्यञ्च। अपनयति केशदोषानातनुते सततञ्च सौगन्ध्यम्। "मङ्गल्यागरु" शिशिरं गन्धाढ्यं योगवाहिकम्। "राजनिघण्टुः॥" अगरूष्णं कटु त्वच्यं तिक्तं तीक्ष्णञ्च पित्तलम्। लघु कर्णाक्षिरोगघ्नं शीतवातकफप्रणुत्। कृष्णं गुणाधिकं तत्तु लौहवद्वारि मज्जति। अगरुप्रभवः स्नेहः कृष्णागरुसमो मतः। "भावप्रकाशः"॥ अगरु व्रणजित्तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्। "राजवल्लभः"॥

वैद्यके व्यवहारः—(१) हिक्कायां काललोहम्—"मधुना संयुतं लेह्यं चूर्णं वा काललोहजम्" (चिः २१ अः)। "चरकः"॥ (१) लवणमेहे अगरु—

"লবণমেহিনং পাঠাগরুকষায়ম্" (চি: ১১ অ:)। (২) দদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু অগরুসারস্নেহ:—"শিংশপাগরুসারস্নেহা দদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু" (চি: ৩১ অ:)। "সুশ্রুত:" ॥ (১) কাসে অগরু—"মধুনৈবচ জোঙ্গকম্" (চি: ৩ অ:)। (২) হিক্কাশ্বাসয়ো: অগরু—"গুরু বাগরু" (চি: ৪ অ:)। "বাগ্‌ভট:" ॥

অগরুর অন্বর্থসংজ্ঞা।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"ক্রিমিজ," "কৃমিজগন্ধ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বর্ণপ্রসাদন"।

অগুরুর ভাষানাম—বাঙ্‌লা—অগুরু; হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতি, কর্ণাটী ও তামিলী ভাষায় "অগর্" নামে প্রখ্যাত। ইং—এলোউড্, সিংহলী—অগিল্।

অগুরুর উৎপত্তি কথা—শ্রীহট্টে অগুরু বৃক্ষ জন্মে*। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। অগুরুসংগ্রাহকগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অগুরুর বৃক্ষ অন্বেষণ পূর্ব্বক ছেদন করে। এবং কাণ্ড ও শাখার অসার কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারবান্ কাষ্ঠই অগুরু নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থানে সংগ্রাহকেরা অগুরুবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক, মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে। দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকায়, কাষ্ঠের অসার ভাগ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন উত্তোলন পূর্ব্বক, অস্ত্রদ্বারা সহজে সারভাগ পৃথক্ করিয়া লয়। অগুরু বৃক্ষের সর্ব্বত্র নির্য্যাসবৎপদার্থ সঞ্চিত হয় না; বৃক্ষ যে যে স্থানে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রায় সেই সেই স্থলেই উহা সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এবং এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা অগুরুকে "ক্রিমিজগন্ধ" ও "ক্রিমিজ" বলিতেন।

নানা প্রকার অগুরু—রাজ নিঘণ্টুকার—৪ প্রকার অগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন—(১) কৃষ্ণাগুরু (২) কাষ্ঠাগুরু (৩) দাহাগুরু (৪, মঙ্গল্যাগুরু। ইহাদের মধ্যে দাহাগুরু গুর্জ্জরে এবং মঙ্গল্যাগুরু কেদারে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিঘণ্টুকারের মতে মঙ্গল্যাগুরু শ্রেষ্ঠ। রাজনিঘণ্টু রচয়িতা, প্রোক্ত অগুরুচতুষ্টয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা

---

* আসাম প্রদেশ প্রাচীনকাল হইতে অগুরু বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন "চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর:। তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈ: সহ কালাগুরুদ্রুমৈ:। (রঘু, ৪র্থ সর্গ)।

স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণাগুরুর "কৃষ্ণকাষ্ঠ" ও "গন্ধরাজ" নাম এবং তিক্ততা, কাষ্ঠাগুরুর "পীতক" ও "অসার" নাম, দাহাগুরুর "তৈলাগুরু" নাম এবং "আতনুতে সততঞ্চ সৌগন্ধ্যম্" পাঠ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ অনুমান করা যাইতে পারে। **ভাবপ্রকাশ-কার** অগুরুর চারি প্রকার ভেদ স্বীকার করেন নাই। নব্য লেখকেরা কৃত্রিম অকৃত্রিম নানা প্রকার অগুরুর বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **ডিমকের** পুস্তক পাঠ করিবেন।

অগুরুর পরীক্ষা—যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয় তাহা উত্তম, যাহা অর্দ্ধনিমজ্জিত হয় তাহা মধ্যম এবং যাহা ভাসিয়া থাকে তাহা অধম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এইরূপেই অগুরুর উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করিতেন। **ভাবপ্রকাশে** লিখিত আছে—"কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি।" **উত্তম অগুরুর স্বরূপবর্ণন**—অগুরু কাষ্ঠখণ্ডের আকৃতি ও বর্ণ নানা প্রকার। সঞ্চিত নির্য্যাসবৎ পদার্থের ন্যূনাধিক্যানুসারে কোনটী ধূসর, কোনটী কটা রঙের, কোনটী বা কাল। শেষোক্তের নাম কৃষ্ণাগুরু—ইহাই উৎকৃষ্টতম। নির্য্যাসবৎ পদার্থ ত আর কাষ্ঠের সর্ব্বত্র সমভাবে সঞ্চিত হয় না; সুতরাং যে যে স্থলে নির্য্যাসবৎপদার্থবিহীন কাষ্ঠ থাকে, সংগ্রাহকেরা তত্তৎ স্থল বর্জ্জন করিবার জন্য কাষ্ঠের স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে; অতএব অত্যুত্তম অগুরু কাষ্ঠের অঙ্গে বহু বিবর দৃষ্ট হয়। **পরীক্ষা**—যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া ধরে, যাহার স্বাদ কষায় ও তিক্ত, পেষণ করিলে যাহা চোঁচের মত না হইয়া একবারে চূর্ণ হইয়া যায়, যাহার গন্ধ মনোরম এবং দগ্ধ করিলে সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, সেই অগুরুই সর্ব্বোত্তম। শ্রীহট্ট-জাত অগুরুর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার নাম "ঘরকি"। শ্রীহট্টে এই ঘরকির সের, বার হইতে ষোল টাকা। অধুনা জনসাধারণের নিকট অগুরু নিতান্ত অপরিচিত বস্তু। বণিক্‌গণ যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে অগুরু বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এবং লোকেও তুষ্ট হইয়া তাহাই অগুরু ভ্রমে ব্যবহার করে। অনেকে "অগুরুচন্দন"ও বলে। বলা বাহুল্য অগুরু ও চন্দন সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নির্য্যাসবৎ পদার্থ সমন্বিত কাষ্ঠ ও তৈল। **মাত্রা**—কাষ্ঠচূর্ণ এক হইতে দুই আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা। তৈল—৩০—৮০ বিন্দু।

বৈদ্যকে অগুরুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কায় কৃষ্ণাগুরু—হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ সেবন করাইবে। (চিঃ ২১ অঃ)। **সুশ্রুত—লবণমেহে অগুরু**—যাহার

লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে পাঠা ও অগুরুর ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিমরোগে** অগুরু তৈল—দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিম নামক চর্ম্মরোগে অগুরু তৈল অভ্যঙ্গ করিতে দিবে। (চিঃ ৩১ অঃ)। **বাগ্ভট—কাসে** অগুরু—কাসরোগী মধুর সহিত অগুরু চূর্ণ সেবন করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **হিক্কাশ্বাসে** কৃষ্ণাগুরু –হিক্কা ও শ্বাসরোগী উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুলেপন জন্য এবং ঔষধার্থ অগুরু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাবধিই যে ইহা মূল্যবান্ এবং দুর্লভ ছিল, একথা অগুরুর "রাজার্হ" এই নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়। **চরকের** সূত্র স্থানের ৩য় অধ্যায়ে শিরোবেদনাহর এবং শীতহর প্রলেপে অগুরুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **চরকোক্ত** শীতঋতুচর্য্যায় অগুরু অনুলেপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। **সুশ্রুত** ব্রণধূপন দ্রব্যের মধ্যে অগুরু পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৬ অঃ)। অগুরুর তৈল পীতবর্ণ। ইহাও অগুরুবৎ সুগন্ধি। **ভাবপ্রকাশকার** বলেন অগুরু তৈলের গুণ কৃষ্ণাগুরুর তুল্য—"অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমো মতঃ"। উত্তম অগুরুকাষ্ঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে অনুলেপন করিলে, বর্ণ উজ্জ্বল হয়; এই জন্য অগুরুর একটী নাম "বর্ণপ্রসাদন।

Constituents—A Volatile Oil.

Actions and uses.—Used as perfume and as stimulant, cholagogue also deobstruent. It is an ingredient in various nevine tonic, carminative and stimulant preparations. It is used in gout and rheumatism, also to check vomiting. A paste of agara and Sapasanda, with brandy, is applied to the chest in bronchitis of children and to the head in headache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., P. 535).

নব্যমত—অগুরু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয়; অধিকন্তু ইহা উষ্ণ ও পিত্তনিঃসারক। নার্ভের বলকারক, পাচক এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে অগুরু বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগুরু আমবাতে হিতকর, বমন নিবারণার্থও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কফীয় বেদনা এবং শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ ফলপ্রদ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃঃ।)

অগস্তি—अगस्तिः ।

अगस्तिः, मुनिद्रुमः, कुम्भयोनिः । Sesbania Grandiflora. Aeschynomene Grandiflora.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"वक्रपुष्पः," "दीर्घफलकः" "शीघ्रपुष्पः" । "गुणप्रकाशिका संज्ञा"—"व्रणारिः" ।

सितपीतनीललोहितकुसुमभेदाच्चतुर्विधोऽगस्तिः । मधुरः शिशिरस्त्रिदोषश्रमकासविनाशनश्च भूतघ्नः । तथाच—अगस्त्यं शिशिरं गौल्यं त्रिदोषघ्नं श्रमापहम् । वलासकासवैवर्ण्यं भूतघ्नञ्च वलापहम् ॥ "राजनिघण्टुः" ॥ अगस्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थकहरो हिमः । रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥ "भावप्रकाशः" ॥ अगस्तिकुसुमं शीतं चातुर्थकनिवारणम् । नक्तान्ध्यनाशनं तिक्तं कषायं कटुपाकि च । पीनसश्लेष्मपित्तघ्नं वातघ्नमिति कीर्त्तितम् । "मुनिशिम्बी" सरा प्रोक्ता बुद्धिदा रुचिदा लघुः । पाककाले तु मधुरा तिक्ता चैव स्मृतिप्रदा । त्रिदोषशूलकफहृत् पाण्डुरोगविषापनुत् । शोषगुल्महरा प्रोक्ता सा पक्वा रूक्षपित्तला । "वृहन्निघण्टुरत्नाकरः" ॥

अगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते "सुश्रुतः"—(सूः ४६ पुः वः) ।

वैद्यके व्यवहारः—(१) निशान्ध्ये अगस्तिपत्रम्—"भ्रष्टं घृतं कुम्भयोनेः पत्रैः पाने च पूजितम्" (उः १३ अः) । वाग्भटः । (१) "अपस्मारे अगस्तिपत्रम्"—अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परिपेषितम् । नस्ये शस्तमपस्मारं हन्ति शीघ्रं नरस्य तु" (चिः १८) । (२) वालानामपस्मारे अगस्तिपत्रम्—"रसश्चागस्तिपत्रस्य मरिचैः प्रतियोजितम् । एतेन प्रतिसौख्यं स्यात्—" । (चिः ४२) । "हारीतः" ॥ चातुर्थकज्वरे अगस्तिपत्रम्—"नस्यं चातुर्थकं हन्ति रसो वागस्त्यपत्रजः" (ज्वरचिः) । चक्रदत्तः ॥ (१) वातरक्ते अगस्तिपुष्पम्—"अगस्ति-

পুষ্পচূর্ণেন মাহিষং জনয়েদ্দধি। তদুত্থনবনীতেন হৃদ্গতং স্ফুটনং জয়েৎ” (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

অগস্তির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা। “বক্রপুষ্পঃ,” “দীর্ঘফলক,” “শীঘ্রপুষ্পঃ”। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—“ব্রণারি”। **অগস্তির ভাষা-নাম**—বাঃ—বকফুলের গাছ, বাস্‌কোনা ফুলের গাছ। হিঃ—অগস্তিয়া, হেতিয়া, হদগা। মঃ—অগস্তা, হদগা। গুঃ—অগথিয়ো। কঃ—অগসেয় মরণু। তেঃ—অনীসে, অবিসি। তাঃ—অর্গতি। সিংহলী—কতুরু মুরুঙ্গা।

বর্ণন—বকফুলের গাছ সাধারণের নিকট সুপরিচিত। ইহা পল্লিমধ্যে ইতস্ততঃ এবং উদ্যানে জন্মে। বৃক্ষ অতি সত্বর বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হয়। গাছ ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। **কাণ্ড** সরল, ৮।৯ হাত দীর্ঘ। **শাখা** ঘন সন্নিবিষ্ট নহে—ফাঁক ফাঁক। দীর্ঘবৃন্তের দুই পার্শ্বে জোড়া জোড়া **পাতা** থাকে। পাতা সংখ্যায় ৮—১২ জোড়া বা তদধিক দৃষ্ট হয়। **ফুল**—বড়, শুভ্র বা রক্তবর্ণ, এবং কোরকিতাবস্থায় চন্দ্রকলার মত বক্র থাকে। শ্রীহর্ষ কবি যথার্থই বলিয়াছেন “মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ সিতদ্যুতি। র্বনেঽমুনামন্যত সিংহিকাসুতঃ। তমিস্রপক্ষত্রুটিকূটভক্ষিতঃ। কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্॥—নৈষধচরিত। বকফুলের **দলের** বিষয়ে কিছু বলিব। একটী গোলাপ ফুল ও একটী ধুতুরা ফুল লইয়া দেখ, উভয় ফুলের দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি এক রকম নহে। গোলাপ ফুলের দলগুলি পৃথক্ পৃথক্; এজন্য প্রস্ফুটিত গোলাপফুল পরিম্লান হইলে এক একটী পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে। ধুতুরাফুলের দল পৃথক্ নহে—মিলিত, দেখিতে কল্‌কের মত। গোলাপফুল পৃথক্‌দল। ধুতুরা ফুল মিলিতদল। সকল ফুলই, হয় পৃথক্‌দল নয় মিলিতদল হইয়া থাকে। একটী চাঁপা ফুল আর একটী বকফুল লইয়া দেখ, উভয় ফুলই পৃথক্ দল বটে; কিন্তু উভয় পুষ্পের দলের আকৃতি কি একই প্রকার? না। চাঁপাফুলের দলগুলি দেখিতে একই প্রকার বটে; কিন্তু বকফুলের পাঁচটী দল ত এক রকমের নহে—কতকগুলি বড়, কতকগুলি অতি ছোট,কোনটী বেশী চৌড়া কোনটীবা অল্প চৌড়া। তাহা হইলে পৃথক্‌দলফুল দুই প্রকারের হইল। এক প্রকারের দলগুলি সমাকৃতি আর এক প্রকারের দলগুলি বিষমাকৃতি। যত পৃথক্‌দল ফুল আছে, তাহাদের দল, হয় সমাকৃতি, নয় বিষমাকৃতি হইয়া থাকে। বকফুলের দল বিষমাকৃতি। বকফুলের গাছে শুঁটী হয়। এই শুঁটী লম্বা, পেনেকলমের মত মোটা। আবার কতকগুলি গাছের শুঁটী চ্যাপ্টা হয়—যেমন পলাশ, কাঞ্চন, অপরাজিতা ইত্যাদি। শুঁটী যেমনই হউক, যে যে গাছের শুঁটী হয়, প্রায়ই তাহাদিগের ফুলে বকফুলের মত পাঁচটী পৃথক্ ও বিষমাকৃতি দল

থাকে। এস্থলে মিলিতও পৃথক্‌দল পুষ্প এবং একজাতীয় পুষ্পের সহিত একজাতীয় ফলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হইল। অগস্তির পুষ্প ও শিম্বি মানুষের ভক্ষ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, শিম্বি।

বৈদ্যকে অগস্তির ব্যবহার।

সুশ্রুত—অগস্তির পুষ্প নাতিশীতোষ্ণ। ইহা নক্তান্ধদিগের (রাতকাণাদিগের) পক্ষে হিতকর (সুঃ ৪৬ অঃ পুষ্প বর্গ)। **বাগ্‌ভট—নক্তান্ধ্যে** অগস্তি পত্র—অগস্তি পত্র শিলায় পেষণ পূর্ব্বক, গব্যঘৃত সহ পাক করিয়া, সেই ঘৃত নক্তান্ধদিগকে পান করিতে দিবে (উঃ ১৩ অঃ)। **পাক করিবার প্রণালী**—গব্যঘৃত একসের, শিলাপিষ্ট অগস্তিপত্র ১ পোয়া, নীরস না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভর্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্রপূত ঘৃত পান করিবে। **মাত্রা** ¼ তোলা হইতে ½ তোলা। **হারীত—অপস্মারে** অগস্তি পত্র—অগস্তিপত্র বহু, মরিচচূর্ণ অল্প, গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, নস্যার্থ অপস্মার রোগীকে প্রয়োগ করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **শিশুর অপস্মারে**—মরিচচূর্ণ সহ অগস্তি পত্রের রসের নস্য দিবে। রসে তুলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট স্থাপন করাই ভাল। **চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে**—অগস্তি পত্র—যাহার ২ দিন ছাড়া জ্বর হয় তাহাকে অগস্তি পত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবে। (জ্বরচিঃ)। জ্বরাগমন দিবসে নস্য লইতে হইবে। প্লীহাযকৃদ্বিবর্জ্জিত চাতুর্থক জ্বরে প্রযোজ্য। **ভাবপ্রকাশ—বাতরক্তে** অগস্তি পুষ্প—বকফুল চূর্ণ করিয়া, মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে, বাতরক্ত জন্য গা ফাটা ভাল হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকের পুষ্পবর্গে অগস্তির উল্লেখ নাই। অথবা কেবল পুষ্পবর্গে কেন সমগ্র **চরক** অনুসন্ধান করিয়াও অগস্তির নাম পাওয়া যায় নাই। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার** অগস্তির গুণ বিবৃত করেন নাই। **রাজবল্লভে** অগস্তিপুষ্পের গুণ বর্ণিত হইয়াছে—পত্র ও শিম্বির গুণ লিখিত হয় নাই। **ভাবপ্রকাশকার** বলেন অগস্তির পত্র প্রতিশ্যায় অর্থাৎ তরুণসর্দ্দি নিবারক। **বৃহন্নিঘণ্টুকারের** মতে অগস্তির শিম্বি "সরা" অর্থাৎ রেচক।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ স্বীয় পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪৬২ পৃষ্ঠায় অগস্তির সংস্কৃত নাম "স্থূলপুষ্প" লিখিয়াছেন। প্রচলিত কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে অগস্তির এ নাম পাওয়া যায় না। **ডিমকের** মতে অগস্তি পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের (Eastern Islands) বৃক্ষ।

ভারতে এ বৃক্ষ ছিল না—পরে আনীত হইয়া ভারতের উদ্যানে প্রতিপালিত এবং এক্ষণে সম্পূর্ণ এতদ্দেশজাতের মত হইয়া পড়িয়াছে। একথা অমূলক। বিজ্ঞলোকেরা স্থির করিয়াছেন সুশ্রুতসংহিতা নিতান্ত ন্যূন পক্ষে ২,৪০০ বৎসরের পুস্তক। এই সুশ্রুতে অগস্তির উল্লেখ রহিয়াছে। ডিমকও স্থানে স্থানে বস্তু বিশেষকে এতদ্দেশ জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কেননা প্রাচীনগ্রন্থ সুশ্রুতে উহার উল্লেখ আছে। যদি তাহাই হয়, তবে অগস্তি এতদ্দেশজাত হইবে না কেন ?

Constituents—Tannin and gum.

Actions and uses—The root expectorant. The bark astringent bitter tonic. The juice of leaves and flowers is blown up the nostils in nasal catarrh and headache with relief. The juice of the root is given with honey in catarrh. A paste of the root with the stramonium root is applied to painful swellings. (*Materia Medica of India* — R. N. Khory, Part II., p. 229-30).

নব্যমত—অগস্তির মূল কফনিঃসারক। ত্বক্‌,—কষায়, তিক্ত, বলকারক। পত্র ও পুষ্পের রস নস্য করিলে পীনস, প্রতিশ্যায় ও শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা লঘু হয়। মূলের রস মধুসহ তরুণকফরোগে প্রয়োজ্য। অগস্তির মূল ও ধুতুরার মূল সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক বেদনাযুক্ত স্ফীতঅঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি কৃত ২য় খণ্ড, ২২৯—৩০পৃঃ)।

অঙ্কোট—অঙ্কোটঃ।

अङ्कोटः (ठः), अङ्कोलः। Alangium Lamarkii. Alangium hexapetalum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दृढ़कण्टकः," लम्बपर्णः," "गन्धपुष्पः", "ताम्रफलः"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"रेची," "विषघ्नः," "वामकः, गुमस्नेहः"। **पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्**—"अङ्कोटः संग्राही चिरितखलपत्रः अङ्कोल्ल इति लोके"। **डल्वणः**—(सुः टीः सूः ३६)।

अङ्कोलः स्निग्धतीक्ष्णोष्णः कटुको वातनाशनः। कुकुराखुविषं हन्ति ग्रह-जन्तुविषापहः। भूतहृद्विषहृच्चैव कण्ठशूलस्य शोधनः। निघण्टुः। अङ्कोलः कटुकः स्निग्धो विषलूतादिदोषनुत्। कफानिलहरः सूतशुद्धिकृद्रेचनोयकः। राजनिघण्टुः। अङ्कोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्णः स्तुवरो लघुः। रेचनः क्रिमि-शूलामशोफग्रहविषापहः। विसर्पकफपित्तास्र मूषिकाहिशिषापहः। तत् "फलं" शीतलं स्वादु श्लेष्मघ्नं बृंहणं गुरु। वल्यं विरेचनं वातपित्तदाहक्षया-स्रजित्। भावप्रकाशः॥ रसोवान्तिकरश्चास्य विषदोषकफापहः। वातशूल-शोथक्रिमिग्रहपीड़ामपित्तहा। रक्तदोषविसर्पघ्नः श्वानाखुविषनाशनः। श्रोतोविषं कटीशूलमतिसारञ्च नाशयेत्॥ बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—(१) "दन्तकाष्ठगते विषे" अङ्कोटमूलम्—"अथवाङ्कोठ-मूलानि" (कल्प १ अः)। (२) अञ्जने विषसंसृष्टे अङ्कोटपुष्पम्—"एकैकं कारयेत् पुष्पं वन्धूकाङ्कोठयोरपि" (कल्प १ अः) सुश्रुतः॥ आखोर्विषे अङ्कोल-मूलम्—"अङ्कोलमूलकल्को वा वस्तमूत्रेण कल्कितः। पानालेपनयोर्युक्तः सर्व्वा-खुविषनाशनः" (उः ३८ अः)। वाग्भटः। (१) "अतिसारे" अङ्कोठमूलम् —तण्डुलजलपिष्टाङ्कोठमूलकर्षार्द्धपानमपहरति। सर्व्वातिसारग्रहणीरोगसमूहं महाघोरम् (अतिसार चिः)। (२) गरदोषे अङ्कोटमूलम्—"अङ्कोटमूल-निःक्वाथं फाणितं सघृतं लिहेत्। तैलाक्तः खिन्नसर्व्वाङ्गो गरदोषविषापहः (विष चिः)। चक्रदत्तः॥ श्वविषे अङ्कोटमूलम्—"क्षीरेण परिपेषिता अङ्कोठवंशजा वापि श्वविषघ्नी प्रयत्नतः" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः।

অঙ্কোটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দৃঢ়কণ্টক," "লম্বপর্ণ," "গন্ধপুষ্প," "তাম্রফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রেচী," "বিষঘ্ন," "বামক," "গুপ্তস্নেহ"। অঙ্কোটের ভাষানাম—বাঃ—আঁকোড়, ধল্ আঁকোড়। হিঃ—ঢেরা টেরা। মঃ—অঙ্কোলী বৃক্ষ। গুঃ অঙ্কোল্য। কঃ—অঙ্কুলে। তৈঃ—উড়ীকে। সিংহলী—রুক্ অসূণা।

বর্ণন—অঙ্কোট অযত্নসম্ভূত আরণ্য বৃক্ষ। এঁটেল মাটীতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর জন্মে। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে ইহার উৎপত্তি। মেদিনীপুরে বড় আমগাছের মত উচ্চ আঁকোড় গাছ দেখিয়াছি। **পাতা** লম্বা চৌড়ায় প্রায় আমের পাতার মত। পাতায় বর্ত্তুলকাতি শূন্যগর্ভ স্ফীতি দৃষ্ট হয়। গাছের গুঁড়িতে বা ডালে তীক্ষ্ণাগ্র কিছু থাকিলেই তাহাকে লোকে কণ্টক বলিয়া থাকে; কিন্তু গাছের ছাল তুলিলে যাহা ছালের সহিত উঠিয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে তাহাই কণ্টক, আর ত্বক্ অপসারিত করিলেও, যাহা কাণ্ড বা শাখার অঙ্গীভুত হইয়া থাকে, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা বলে। বৃহতীর কণ্টক আছে। বিল্বের তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে বলিতে হইলে, অঙ্কোটেরও **তীক্ষ্ণাগ্র শাখা** আছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে **ফুল** হয়। পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষে পত্র থাকে না। আবার অঙ্কোটের কাণ্ড এমন, যে দেখিলেই শুষ্ককাষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; এজন্য দূর হইতে পত্রহীন, পুষ্পিত অঙ্কোট বৃক্ষ দেখিলে মনে হয়, কেহ যেন শুষ্ক কাষ্ঠে কৃত্রিম পুষ্পের সন্নিবেশ করিয়াছে। বৈশাখী উষায় দূরাগত অঙ্কোট পুষ্পের সৌরভ অতি হৃদ্য। এই "গন্ধপুষ্প" বৃক্ষ, সর্ব্বথা উদ্যানে পালিত হইবার যোগ্য। ইহার পুষ্প শুভ্র বর্ণ। **ফল** দেখিতে প্রায় ভাঁটার মত। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকে, বর্ণতঃ প্রায় কালজামের মত। বিশেষ কোন স্বাদ নাই। সামান্য মিষ্ট বলা যায়। পাকা ফল মৎস্যগন্ধি, অর্থাৎ উহাতে আঁসটে গন্ধ আছে। বালকে পাকা অঙ্কোট ফল খায়। ছোট ছোট আঁকোড় গাছে পল্লীগ্রামের লোকেরা ছড়ি তৈয়ার করে। অঙ্কোট মূলত্বক্ অতি তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ ও পুষ্প। **মাত্রা**—মূলত্বক্ চূর্ণ ½ আনা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত। ২ ½ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় বমন কারক।

বৈদ্যকে অঙ্কোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত—দন্তকাষ্ঠগতবিষে অঙ্কোটমূল—দন্তকাষ্ঠ বিষযুক্ত হইলে, জিহ্বা, দাঁতের মাঢ়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, স্ফীত স্থানে মধুর সহিত আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে, কিম্বা প্রলেপ দিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) **অঞ্জনগতবিষোপদ্রবে** অঙ্কোটপুষ্প—বিষাক্ত অঞ্জনব্যবহারে অন্ধত্ব জন্মে, ইহার প্রতিকারার্থ অঙ্কোট পুষ্পের অঞ্জন ব্যবহার করাইবে (কঃ ১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূষিকবিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ছাল, ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিকবিষ বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—অতিসারে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ত্বক্ ১ তোলা, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। (২) **গরদোষে** অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূল-ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। এই ফাণিতাকার ক্বাথ গব্যঘৃত সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে। ইহা গরদোষ নাশক (বিষ চিঃ)। উপবিষ সেবনজন্য উপদ্রবকে গরদোষ বলে।

ভাবপ্রকাশ—কুকুর বিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলত্বক্ গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহা কুকুরবিষ নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকে অঙ্কোট ফলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"শ্লেষ্মলং গুরু বিষ্টম্ভি চাঙ্কোটফলমগ্নিজিৎ" (সূঃ ২৭ অঃ)। **চরকোক্ত** বিষচিকিৎসায় অমৃতঘৃতের কল্কে "পাঠাঙ্কোটাশ্বগন্ধার্ক" পাঠে অঙ্কোটের ব্যবহার দেখিতে পাই মাত্র। এতদ্ভিন্ন সমগ্র বিষচিকিৎসায় আর অঙ্কোট শব্দই নাই। **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মূষিককুক্কুরাদির বিষচিকিৎসা লিখিত আছে। **সুশ্রুতের** শ্ববিষ-চিকিৎসায় অঙ্কোট ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু মূষিকবিষকিৎসায়, মূষিকদষ্ট রোগীকে বমন করাইবার জন্য অঙ্কোট প্রয়োগ করা হইয়াছে—"ছর্দ্দনং জালিনীক্বাথৈঃ শুকাখ্যাঙ্কোটয়ো রপি (কঃ ৬ অঃ)। অঙ্কোটের একটী নাম "বামক"। **চরকের** বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** সূত্র স্থানের ৩৯শ অধ্যায়ে বিরেচক ও বামক দ্রব্যের তালিকা আছে। এই তালিকায় অঙ্কোটের নাম নাই। **চরক ও সুশ্রুতোক্ত** কুষ্ঠ, অতিসার এবং গ্রহণীর চিকিৎসায় অঙ্কোটের নামোল্লেখ নাই। **সুশ্রুতের** অশ্মরী চিকিৎসাধ্যায়ে অঙ্কোট ফলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "পিচুকাঙ্কোলকতকশাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ। চূর্ণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করানাশনং পিবেৎ" (চিঃ ৭ অঃ)। **নিঘণ্টুকার** অঙ্কোটফলকে "গুপ্তস্নেহ" বলিয়াছেন। **চরকের** সূত্র স্থানের ১৩শ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** চিকিৎসিত স্থানের ৩১শ অধ্যায়ে উক্ত, স্থাবরস্নেহযোনি ফলের মধ্যে অঙ্কোটের উল্লেখ নাই। **নিঘণ্টুকার** অঙ্কোটের একটী নাম লিখিয়াছেন "রেচী"; কিন্তু **ডল্বণ** অঙ্কোটকে "সংগ্রাহী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। **চক্রদত্ত ও বঙ্গসেন** (বঙ্গসেন সঙ্কলিত "চিকিৎসাসার সংগ্রহ"—শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ৮১ পৃঃ দেখ) উভয়েই অতিসারের চিকিৎসায় সংগ্রাহী রূপে অঙ্কোট ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অঙ্কোট রেচী কি সংগ্রাহী ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

নব্যমত সমালোচনা—ওয়াইট্ সাহেব কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্ল্যাণ্টস্" নামকপুস্তকের ১ম খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় অঙ্কোট বৃক্ষের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই অঙ্কনে কিঞ্চিৎ ত্রুটি রহিয়াছে। ইহাতে অঙ্কোটের কণ্টক এবং পত্রস্থিত অর্ব্বুদাকৃতি স্ফীতি অঙ্কিত হয় নাই। **ডিমাকের** পুস্তকে (২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ) অঙ্কোটের ফল কষায় ও অম্লস্বাদ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা পক্ক অঙ্কোটফলের আস্বাদ লইয়া যেমন বুঝিয়াছি তদ্বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

Constituents—Non-crystallizable, bitter alkaloid, alangine. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 322).

Mr. Moodin Sheriff has drawn attention to the emetic properties of the bark in the *Pharmacopœia of India.* He says—"It has proved itself an efficient and safe emetic in doses of fifty grains ; in smaller doses it is nauseant and febrifuge. The bark is very bitter, ahd its repute in skin diseases is not without foundation. If it is continued for a sufficient period its influence over them is greater than that of *calotropis gigantea.*" Mr. Moodin Sheriff, in a further report upon this drug (1883), states —"It is a good substitute for Ipecacuanha, and proves useful in all diseases in which the latter is indicated, except dysentery. As a diaphoretic and antipyretic it has been found useful in reliving pyrexia. Dose as a nauseant, diuretic and febrifuge, 6 to 10 grains of the root bark ; as an alterative, 2 to 5 grains, it is given it leprosy and syphilis ; the natives consider it to be alexiteric, especially in cases of bites from rabid animals."—(*Pharmacographia Indica*—W. Dymock, Part II., p. 165).

নব্যমত—মুদেন্ সেরিফ্ বলেন—অঙ্কোঠ মূলত্বক্ ৫০ গ্রেণ মাত্রায়, যে, ফলপ্রদ এবং নিরাপদ বমনকারক ইহা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদপেক্ষা অল্পমাত্রায় বিবমিষা-জনক এবং জ্বরঘ্ন। অঙ্কোঠমূলত্বক্ অতি তিক্ত। চর্ম্মরোগনাশক বলিয়া ইহার যে খ্যাতি আছে, তাহা অমূলক নহে। যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে চর্ম্মরোগ প্রশমন পক্ষে, ইহা আকন্দের অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অঙ্কোঠমূলত্বক্ ইপিকাকুয়া-নার উত্তর প্রতিনিধি। আমাতিসার, রক্তাতিসার ভিন্ন যে সকল রোগে ইপিকাকুয়ানা

প্রয়োজ্য, তন্তাবৎ রোগেই অঙ্কোঠ ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। জ্বর থাকিতে ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় অঙ্কোঠমূলত্বকচূর্ণ সেবন করিলে, ঘর্ম্ম হয়, জ্বরের ভোগকাল মন্দীভূত এবং শীতপিপাসাদাহাদি জ্বরলক্ষণ প্রশমিত হয়। ইহা ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় বিবমিষাজনক। ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় রসায়ন (alterative)। এতদ্দেশীয় লোকে অঙ্কোঠকে ক্ষিপ্তজন্তুদংশনজন্য বিষদোষনাশক বলিয়া জানে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডব্লিউ ডিমক্ কৃত, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)।

অতসী—अतसी।

रुद्रपत्नी, अतसी, उमा। Linum Usitatissimum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नील पुष्पिका"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"पिच्छिला", "तैलफला"। पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"अतसी मशिना इति लोके प्रसिद्धा" डल्वण: (सु: टी: सू: ३६ अ:)। "अतसी तिसीति विख्याता" चक्रपाणि:—(सु: टी: सू: ३६ अ:)।

रुद्रपत्नी तु मधुरा पित्तहा वलकारिका। कफवातकरी चेषत् पित्तहृत् कुष्ठवातजित्। अन्यच्च—अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरु:। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी॥ धन्वन्तरीय—निघण्टु:। अतसी मदगन्धास्यान्मधुरा वलकारिका। कफवातकरी चेषत् पित्तहृत् कुष्ठवातनुत्। राजनिघण्टु:॥ अतस्युष्णा च तिक्ता च वातघ्नी श्लेष्मपित्तला। स्वाद्वम्लमतसी—"तैलं" वीर्य्योष्णं कटुपाकि च। राजवल्लभ:। अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरु:। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी। भावप्रकाश:। पाके कट्वी च तिक्ता च कफवातव्रणापहा। पृष्ठशूलञ्च शोथञ्च पित्तं शुक्रं दृशञ्जयेत्। "पर्ण"मस्या: कासकफवातनुच्छ्वासहृत्तथा। वृहन्निघण्टुरत्नाकर:।

वैद्यके व्यवहार:—(१) 'व्रणोपनाहने' अतसी—* "सातसीवीजदध्यम्ला शक्तुपिण्डिका। * शस्ता स्यादुपनाहने" (चि: १२ अ:)। (२) 'पक्वशोथप्रभेदने'

अतसी— "* * उमाथ गुग्गुलुः * *। द्रव्युत्ती भेषजगणः "पक्वाशोथप्रभेदनः" (चिः १२ अः)। (२) वातप्रधानव्रणालेपने अतसी—"सदाह्ना वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तराः। तेषां तिलान्युमाश्चैव भृष्टान् पयसि निर्व्वृतान्। तेनैव पयसा पिष्ट्वा कुर्य्यादालेपनं भिषक्" (चिः १२ अः)। चरकः॥ वाताधिक-वातरक्ते उमा—"क्षीरपिष्टमुमालेपं * *। कुर्य्याच्छूलनिवृत्त्यर्थं * *" (चिः २९ अः)। (२) प्रमेहे उमातैलम्—"कुसुम्भसर्षपातसी * * स्नेहाः प्रमेहिषु" (चिः २१ अः)। सुश्रुतः।

অতসীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"নীল পুষ্পিকা"। গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পিচ্ছিলা," "তৈলফলা"। অতসীর ভাষানাম—বাঃ—মসিনা। হিঃ—তিসি, অলসী। মঃ—জবস, অঠ্ঠশী। গুঃ—অলসী। কঃ—অসগে। তৈঃ—নল্লপগশী চেট্টু। ফাঃ—তুখ্‌মেকতান।

বর্ণন—অতসী ফলপাকান্ত। অতসীর পাতা সরু। ফুল—নীলবর্ণ। তৈলের জন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে মশিনার আবাদ হয়। এদেশে তিন প্রকার মশিনা দেখা যায়—শাদা, লাল ও কটা রঙের। বিশুদ্ধ মশিনার তৈল দেখিতে জলের মত। তবে যে মশিনার তৈল পীতবর্ণ দেখায় তাহার কারণ উহার সহিত অন্য তৈল ভেজাল দেয়। মশিনা পিষিয়া শতকরা ৩০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার।—অতসীর বীজ, তৈল ও পত্র।

বৈদ্যকে অতসীর বিবরণ।

চরক—ফোড়া পাকাইবার জন্য মশিনা—মশিনা—জলে পেষণ পূর্ব্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ যবের ছাতু মিশাইয়া, অম্লদধিসহ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) ফোড়া ফাটাইবার জন্য মশিনা—মশিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) বাতপ্রধান ব্রণে মশিনা—দাহ ও বেদনান্বিতব্রণে, তিল ও মশিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গো দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতাধিকবাতরক্তে মশিনা—বাতাধিকবাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ মশিনা দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্রমেহে** মশিনার তৈল—মশিনার তৈল প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৩১ অঃ)। **মাত্রা**—½—১ তোলা।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুতে উপনাহস্বেদের (যাহাকে ইংরাজিতে পুল্টিশ্ বলে) উপাদান স্বরূপ অতসী ব্যবহৃত হইয়াছে—"উমযা কুষ্ঠতৈলাভ্যাং যুক্তয়াচোপনাহয়েৎ" (চরক সূঃ ১৪ অঃ)। "তিলাতসীসর্ষপকল্কৈস্তনুবস্ত্রাবনদ্ধৈঃ স্বেদয়েৎ" (সুশ্রুত চিঃ ৩২ অঃ)। নিঘণ্টু গ্রন্থে মশিনাতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে – "বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাসকৃৎ" (**ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু**) ("মধুরস্তৎসী তৈল পিচ্ছিলঞ্চানিলাপহম্। মদগন্ধি কষায়ঞ্চ কফকাসাপহারকম্") (**রাজনিঘণ্টু**)

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খঃ, ২৩৯ পৃঃ) বলিয়াছেন,—হিন্দুরা, মশিনা ঔষধার্থে অতি অল্পই ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ডিমকোক্তির অসারতা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Constituents—The seed-nucleus contains a fixed oil 30 to 35 p. c. the epithelium contains muci'age 15 p. c., proteid 25 p. c., amygdalin, resin, wax, sugar and ash 3 to 5 p. c. The ash contains phosphates, sulphates and chlorides of potassium, calcium and magnesium—(*Materia Media of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 150).

Physiological action—Demulcent, expectorant, diuretic and emollient. In large doses it is laxative. In small doses it stimulates the kidneys. It is oxidized in the system and excreted as a resinoid body in the urine. Its infusion is given in inflammation of the mucous membranes of the respiratory, digestive and urinery orgrns ; also in vesical and renal irritation.—(*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 151).

Therapeutics—As it is contains a mucilaginous principle and a little oil it is given with honey in coughs and catarrh. As a demulcent and diuretic it is given in renal colic, cystitis, vesical irritation, strangury, vesical catarrh and calculi. Fumigation with the smoke of linseed-

oil is used for colds in the head and hysteria. The decoction, owing to the oil it contains is useful enema. Ground meal is chiefly used for poultices applied to enlarged glands, boils, gouty and rheumatic swellings, to the chest in pneumonia &c. The oil is laxative and given in piles. Locally made into a emulsion with lime water it is a valuable non-oil irritant application in burns and scalds. * * The oil is often added to purgative enemata instead of the castar-oil. Liber fibres are cooling to the body and lessen perspiration, and hence used as an article of dress.—*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 151.

নব্যমত—মশিনা, স্নিগ্ধতা-সম্পাদক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় মৃদুরেচক। অল্প মাত্রায় সেবনে বৃক্কদ্বয়ের অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবৃদ্ধি হয়। মশিনা, পিচ্ছিল ও স্নেহান্বিত বলিয়া মধুসহ কফকাসে প্রয়োজ্য। স্নিগ্ধ ও মূত্রকরহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শর্করা এবং শূলরোগে হিতকর। মশিনাতৈলের ধূমগ্রহণ শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা ও মূর্চ্ছার পক্ষে হিতকর। মশিনার ক্বাথে তৈল থাকে বলিয়া, এই ক্বাথ অনুবাসনবস্তিরূপে (Enema) ব্যবহৃত হইতে পারে। পিষ্টমশিনা, ফোড়া, বাতের বেদনা, এবং কফরোগে বক্ষোবেদনায় পুল্‌টিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মশিনার তৈল মৃদুরেচক অর্শরোগীর গাঢ়বিট্‌কতা থাকিলে মশিনার তৈল সেবন করান হয়। চূণের জলের সহিত এই তৈল মিশাইয়া, অগ্নি কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ স্থানে লেপন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ ক্ষোরি কৃত, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

অতিবিষা—अतिविषा।

अतिविषा, अरुणा। Aconitum Heterophyllum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"श्वेतकन्दा", "भङ्गुरा", "घुणवल्लभा"। **गुण-प्रकाशिका संज्ञा**—"अतिसारघ्नी", "शिशुभैषज्यम्"।

अटूष्णाऽतिविषा तिक्ता कफपित्तज्वरापहा। आमातिसारकासघ्नी विष-च्छर्दिविनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टू च॥ विषा सोष्णा

कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत्। कफपित्तातिसारामविषकासवमिक्रिमीन्। भावप्रकाश:॥ पाचन्यतिविषा तिक्ता ग्राहिणी दोषनाशिनी। राजवल्लभ:॥

वैद्यके व्यवहार:—आमातिसारे अतिविषा—"दद्यात् सातिविषां पेयां साम्ले साम्लां सनागराम् (सू: २ अ:)। (२) दीपनाद्यर्थेषु अतिविषा—"अतिविषा दीपनीयपाचनीयसंग्राहकसर्व्वदोषहराणाम्" (सू: २५ अ:)। चरक:॥ सर्व्व-कुच्छ्रामये अतिविषा—"अङ्कोटस्य त्रयोभागा भागस्त्वेकोऽरुणाभव:। तण्डुलो-दकसम्पीत: सर्व्वकुच्छ्रामयापह: (जो: सं १२१ पृ:)। (२) शिशो:कासज्वर-च्छर्द्दिषु अतिविषा—"कासज्वरच्छर्द्दिभिरर्द्दितानां समाक्षिकाञ्चातिविषां तथै-काम्" (जी: सं ८१६ पृ:)। वङ्गसेन:॥

অতিবিষার অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শ্বেতকন্দা", 'ভঙ্গুরা' "ঘুণবল্লভা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অতিসারঘ্নী", "শিশুভৈষজ্য"। **অতিবিষার ভাষানাম**—বাঃ—আতইচ্। হিঃ—অতীস্। মঃ—অতিবিষ। গুঃ—অতলসণীকলী। কঃ—অতিবিষা। তৈঃ—অতিবাসা।

বর্ণন—অতিবিষার **ক্ষুপ** হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে জন্মে। ইহার **পাতা** নাক-দোনার পাতার মত; কিন্তু চৌড়ায় কিছু ছোট। **শাখা** চ্যাপ্টা। পত্রবৃন্তের মূল হইতে **পুষ্পদণ্ড** নির্গত হয়। **পুষ্পদণ্ড** (পুষ্পদণ্ডের ব্যাখ্যা "আরগ্বধ" দেখ) পত্রবৃন্ত হইতে দীর্ঘতর। প্রস্ফুটিত **পুষ্প** দেখিতে যেন টুপির মত। ঈষদ্দীর্ঘকন্দের গাত্র হইতে **মূল** নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে বিখ্যাত। **রাজনিঘণ্টুর** যে আদর্শ কাশী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"ত্রিবিধাতিবিষা জ্ঞেয়া শুক্লকৃষ্ণারুণা তথা"। মদনবিনোদের মতে "শ্যামকন্দাচাতিবিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্বিধা। রক্তা শ্বেতা ভৃশংকৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ"। তাহা হইলে রাজনিঘণ্টুর মতে, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এই তিনপ্রকার এবং মদনবিনোদের মতে, রক্ত, শ্বেত, অত্যন্তকৃষ্ণ এবং পীত এই চারি প্রকার অতিবিষা আছে। অধুনা কেবল একপ্রকার মাত্র আতইচ্ বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ইহা কটা রঙ্গের, ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। স্বাদ অতিতিক্ত।

মাত্রা—চূর্ণ২—৪ আনা। **নব্যগণের** মতে আধ আনা হইতে দেড় আনা মাত্রায় বল্য। ¼ আনা হইতে ½ আনা মাত্রায় ক্রিমিঘ্ন এবং ২ আনা হইতে ১৩ আনা, কাহার মতে ১১ আনা মাত্রায় জ্বরপ্রতিষেধক।

৩

বৈদ্যকে অতিবিষার ব্যবহার।

চরক—আমাতিসারে অতিবিষা—আতইচ্ ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, /২ জলে সিদ্ধ করিয়া /১ থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া, এই জলে অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা কিঞ্চিৎ দাড়িমরসযোগে অম্লাস্বাদ করিয়া আমাতীসারীকে সেবন করাইবে (সূঃ ২ অঃ) (২) **অগ্নিবৃদ্ধিকর,** পাচক এবং সংগ্রাহক দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** অতিবিষা—অঙ্কোঠমূলের ত্বক্ ৩ ভাগ এবং অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয় (জীঃ সং ১২১ পৃঃ)। (২) **শিশুর কাস** জ্বর বমনে অতিবিষা—শিশুর কাস জ্বর এবং বমন প্রতীকারার্থ অতিবিষা চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে (জীঃ সং ৮১৬ পৃঃ)।

বক্তব্য—চরকের চিকিৎসিতস্থানের ২৫ শ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবর বিষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। **চরকোক্ত** মূলবিষের এবং **সুশ্রুতের** মূলবিষ বা কন্দবিষের নামমালায় অতিবিষার নামোল্লেখ দেখা যায় না। উপবিষের মধ্যেও ইহাকে পাঠ করা হয় নাই। সুশ্রুত ও চরকে যে সকল স্থাবর বিষের উল্লেখ দেখা যায় উহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার **ডল্বণ** লিখিয়াছেন "মূলাদিবিষাণাং যত্নপরৈরপি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তত্র তানি হিমবৎপ্রদেশে কিরাতশবরাদিভ্যো জ্ঞেয়ানি" (কঃ স্থাঃ ২য়ঃ অঃ টীঃ)। **মদনপাল,** বর্ণভেদে অতিবিষার গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন। **রাজনিঘণ্টুকার** স্বীকার করেন নাই। **রাজ-নিঘণ্টুতে** অতিবিষাকে "কফপিত্তজ্বরাপহা" "আমাতীসারকাসঘ্নী" এবং 'বিষচ্ছর্দ্দি-বিনাশিনী" বলা হইয়াছে। **মদনপাল** বলেন, অতিবিষা, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ-নাশিনী, রসায়নী এবং "লেপাচ্ছ্বয়থুনাশিনী"। **সুশ্রুতোক্ত** অতিসার চিকিৎসায় এবং **চক্রদত্তের** অতিসার জ্বরাতিসার ও গ্রহণী চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরসহ পুনঃ পুনঃ অতি-বিষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **চরকসুশ্রুতোক্ত** জীর্ণজ্বর চিকিৎসায় কেবল অতিবিষার প্রয়োগ নাই। চরকে কলিঙ্গকস্বামলকী সারিবাতিবিষা স্থিরা" (চিঃ ৩ অঃ) পাঠে এবং সুশ্রুতে "পিপ্পল্যতিবিষাদ্রাক্ষা" (উঃ ৩৯ অঃ) পাঠে বিষমজ্বরহরঘৃতে অন্যান্য বহু বস্তুর সহিত অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়াছে। **চরকসুশ্রুত** এবং **বাগ্‌ভটোক্ত** গ্রহণী ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কেবল অতিবিষার ব্যবহার দেখা যায় না।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খণ্ড, ১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"The earliest notices of Ativisha are to be found in Hindu works on Materia Medica, Sarangadhara and Chakradatta" এতৎপাঠে প্রতীতি জন্মে যে

নিঘণ্টু গ্রন্থ, শার্ঙ্গধর এবং চক্রদত্ত অপেক্ষা প্রাচীনতম পুস্তকে অতিবিষার উল্লেখ নাই। চক্রদত্তাদি অপেক্ষা শতগুণে প্রাচীন চরকাদ্দিতে যে অতিবিষার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে তৎসমুদায় ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।

Constituents.—An intensely bitter alkaloid—Atisine, Aconitic acid, Tannic acid, Pectous substance, abundant starch, fat, a mixture of oleic, palmitic-stearic glycerides, vegetable mucilage, cane-sugar and ash, 2 p.-c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 3).

Actions and uses—Bitter, stomachic, aphrodisiac, tonic and antiperiodic, given during convalescence from such debilitating diseases as fevers, acute, inflammatory affections, etc., used also in cough, dyspepsia and diarrhœa depending thereupon, in which case it is given in combination with aromatics, bitters and astringents such as Tinospora, Bonduc-nuts, Holarrhena etc. It has been given as an antiperiodic in Malarial fevers with some success, but is much inferior to quinine. Combined with Vavading (বিড়ঙ্গ) it is given to expel worms (Do. II. 3). Dr. M. Sheriff considers that the ordinary doses are only useful as a tonic and that two drams or more should be given as an antiperiodic. (*Pharmacographia, Indica*—W. Dymock, I, p. 16.)

নব্যমত—অতিবিষা, তিক্ত, পাচক, বৃষ্য, বলকারক এবং জ্বর-প্রতিষেধক। জ্বরাদি রোগাবসানে, দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়। কাস, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যেও অতিবিষা প্রয়োগ করা যায়। এই সকল রোগের উপসর্গভূত অতিসারে, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং কষায় দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার করিবে। ম্যালেরিয়া জ্বরে, জ্বর প্রতিষেধকরূপে অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ ফলও পাওয়া যায় বটে কিন্তু কুইনাইনের মত ফলপ্রদ নহে। অতিবিষা বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৩ পৃঃ)। **মুদেন্ সেরিফ্** বলেন—জ্বর প্রতিষেধক রূপে সচরাচর যে মাত্রায় (২—৩ আনা) অতিবিষা প্রয়োগ করা হয় তাহা বলসঞ্জননার্থ প্রয়োগ করা উচিত। জ্বর প্রতিষেধার্থ ১১ আনা বা তদধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম খণ্ড ১৬ পৃঃ)।

অপরাজিতা—अपराजिता।

Cletoria Ternatia.

श्वेतपुष्पाया नाम—श्वेता गिरिकर्णिका, अश्वखुरा। नीलपुष्पाया नाम—नीला गिरिकर्णिका, विष्णुक्रान्ता।

"गिरिकर्णीद्वयं" तिक्तं पित्तोपद्रवनाशनम्। चक्षुष्यं विषदोषघ्नं त्रिदोषशमनञ्च तत्॥ गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी। विषनेत्र—विकारांश्च हन्ति कुष्ठरुजापहा॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी। चक्षुष्या विषदोषघ्नी त्रिदोषशमनी च सा। "नीलाद्रिकर्णी" शिशिरा सतिक्ता रक्तातिसारज्वरदाहहन्त्री। विच्छर्द्दिकोन्मादमदभ्रमार्त्तिश्वासातिकासामयहारिणी च॥ राजनिघण्टुः॥ अपराजिते कटू मेध्ये शीते कण्ठ्ये सुदृष्टिदे। कुष्ठशूलत्रिदोषामशोथव्रणविषापहे। कषाये कटुके पाके तिक्ते च स्मृतिबुद्धिदे॥ भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—सर्पविषे अपराजिता—"सिन्धुवारस्य मूलञ्च श्वेता च गिरिकर्णिका। पानं दर्व्वीकरैर्दष्टे * *" (चिः २५ अः)॥ चरकः। भूतोन्मादे अपराजिता—"साज्यं भूतहरं नस्यं श्वेताज्येष्ठाम्बुनिर्म्मितम्॥ (उन्माद चिः)। (२) "गलगण्डे" अपराजिता—"घृतमिश्रं पीतमिव श्वेतगिरिकर्णिकामूलम्। (गलगण्ड चिः)। चक्रदत्तः॥ परिणामशूले अपराजिता—"विष्णुक्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षौद्रयुतैर्घृतम्। परिणामभवं शूलं नाशयेत् सप्तभिर्दिनैः"॥ (२ खः ५ अः)॥ शार्ङ्गधरः। शोथे अपराजिता—"कल्को वा गिरिकर्ण्याश्च पीतः शोथविनाशनः"। (जीः सं ५१८ पृः)। वङ्गसेनः॥ वल्मीकश्लीपदयोः गिरिकर्णिका—"गिरिकर्णिका मूलञ्च—। पिष्ट्वा प्रलेपनं कार्य्यं वल्मीकश्लीपदस्य च"॥ (चिः ३६ अः)। हारीतः।

অপরাজিতার অন্বর্থসংজ্ঞা।—**গুণপ্রকাশিকাসংজ্ঞা**—"বিষহন্ত্রী," "ছর্দ্দিকা" [**রাজনিঘণ্টু**,—**কাঃ আঃ**]

শ্বেতঅপরাজিতার সংস্কৃতনাম—"শ্বেতা গিরিকর্ণিকা"। "অশ্বক্ষুরা"।

নীল অপরাজিতার নাম—"নীলা গিরিকর্ণিকা," "বিষ্ণুক্রান্তা"। **অপরাজিতার ভাষানাম**—বাঃ—অপরাজিতা। হিঃ—সফেদ্ কোয়ল, নীলীকোয়ল। মঃ—গোকর্ণী, কাষ্ঠী, পাণ্ঢরী। গুঃ—গরণী। কঃ—বিলীয় গিরিকর্ণিকে, নীলগিরিকর্ণিকে। তৈঃ—নীলগণ্টুনা। অঃ—মজীরযুতএর্হিদী।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। ইহা বৃক্ষাশ্রিতা, **লতা**। প্রায়ই উদ্যানবৃতির শোভার্থ পালিত হয়। অপরাজিতার **পাতা** ছোট ছোট, প্রায় গোল। অপরাজিতার পত্র সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ বিচিত্রতা আছে। দেখ—অপরাজিতা লতা হইতে একটী লম্বা বোঁটা (ইহাকে সাধারণবৃন্ত বলিতে পারি) নির্গত হইয়াছে, যাহা হইতে জোড়া জোড়া, ক্ষুদ্রবৃন্তসমন্বিত পত্র এবং সর্ব্বাগ্রে একটী অযুগ্মপত্র বাহির হইয়াছে। অপরাজিতার পত্র প্রায়ই ২—৩ জোড়া হইয়া থাকে এবং অগ্রভাগে একটী বেজোড় পাতা থাকিতে দেখা যায়। যাবতীয় অপরাজিতার পত্র গণনা কর, কুত্রাপি এইপ্রণালীর ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। যুগ্মপত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, ৩ জোড়ার স্থলে ৪ জোড়া হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রের অযুগ্ম পত্রটী থাকিবেই। বিল্ব, বরুণ প্রভৃতি ত্রিপত্র বৃক্ষের পত্রসন্নিবেশপ্রণালীও অপরাজিতার মত, কেবল উহাদের যুগ্মপত্রের সংখ্যার স্থিরত্ব লক্ষিত হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আবার কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের পত্রসন্নিবেশ অপরাজিতারই মত, কেবল তাহাদের সর্ব্বাগ্রে অযুগ্ম পত্র নাই—সমস্ত পত্রই জোড়া জাড়া থাকে, যেমন বকফুলের পাতা। বকফুলের গাছের সমস্ত পাতা গণনা করিয়া দেখ, কুত্রাপি অগ্রভাগে অযুগ্মপত্র পাইবে না। অগস্তি ও অপরাজিতার পত্রের সাধারণ বৃন্তের শাখা নাই—অশাখ; কিন্তু এমন কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের সাধরণবৃন্তপার্শ্বে ক্ষুদ্রপত্রগুলির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতর পত্রসমন্বিত শাখা থাকে—যেমন বাব্লার পাতা। বাব্লার সাধারণ পত্রবৃন্ত সশাখ। জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসাবর্দ্ধনের জন্য এস্থলে কএক প্রকার মাত্র পত্রসন্নিবেশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। অপরাজিতার **ফুল**, তফাতে তফাতে এক একটী হয়। অপরাজিতার **শিম্বি** চ্যাপ্টা, শিম্বির ভিতর বীজ থাকে—**বীজ** চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্। **মাত্রা**—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

চরক—দর্বীকর সর্পদিষ্টে অপরাজিতা—দর্বীকরসর্প (ফণাধরা সাপ) কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে নিসিন্দারের মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করাইবে (চিঃ ২৫ আঃ)। **চক্রদত্ত—ভূতোন্মাদে** অপরাজিতা—শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত যোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) **গলগণ্ডে** অপরাজিতার মূল—অপরাজিতার মূল গব্যঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে পান করাইবে (গলগণ্ড চিঃ)। **শার্ঙ্গধর—পরিণামশূলে** অপরাজিতা—চিনি, মধু ও গব্যঘৃত যোগে নীল অপরাজিতার মূলত্বক্ সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল নিবৃত্তি পায়। **বঙ্গসেন—শোথে** অপরাজিতা—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলত্বক্ উষ্ণজলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়। **হারীত—শ্লীপদে** অপরাজিতা—শ্লীপদে, অপরাজিতামূলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৬ অঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুতে দর্ব্বীকরসর্পের বিষচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্বেতা গিরিহ্বা কর্ণিহী সিতাচ" (কঃ ৫ অঃ)। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ ও উন্মাদ চিকিৎসায় অপরাজিতার উল্লেখ নাই। **সুশ্রুতের** সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ে বামকদ্রব্যের যে তালিকা আছে তাহাতে অপরাজিতার নাম নাই; কিন্তু শিরোবিরেচকবর্গে অপরাজিতার উল্লেখ আছে। "করবীরাদীনামর্কান্তানাং মূলানি" বাক্যে অপরাজিতার মূলই শিরোবিরেচক বুঝিতে হইবে। **চরকোক্ত** বান্তিকর দ্রব্যের মধ্যে অপরাজিতা পঠিত হয় নাই (বিঃ ৮ অঃ)। **চরক**ও সুশ্রুতবৎ ইহাকে শিরোবিরেচকবর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। **চরকোক্ত** শোথচিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। উন্মাদ চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। **চক্রদত্তের** শোথ ও শূল চিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ নাই।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক (১মঃ খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন অপরাজিতার সংস্কৃত নাম "গোকর্ণ"। প্রচলিত কোনও বৈদ্যকগ্রন্থে এ নাম পাওয়া যায় না। হয়ত "গিরিকর্ণিকা" ভ্রমে "গোকর্ণ" লিখিত হইয়াছে। "গোকর্ণী" অপরাজিতার মহারাষ্ট্রী নাম। নব্য লেখকেরা সকলেই একবাক্যে কালাদানার সহিত অপরাজিতাবীজের অতিসাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, কালাদানার গাত্র ''টোল্‌খাওয়া" এবং বর্ণ রুক্ষকৃষ্ণ। অপরাজিতাবীজের গাত্র কুঁচের মত মসৃণ এবং বর্ণ চিক্কণকৃষ্ণ।

Constituents.—The root bark contains starch, tannin and resins. The seeds contain a fixed oil, a bitter resin which is the active principle, tannic acid, glucose a light-brown resin, and ash, 6 p. c.

Actions and uses.—The root is demulcent, diuretic and laxative, and is given in fever croup, chronic bronchitis, ascites, dropsy and enlargements of the abdominal viscera. As an demulcent the infusion is used to relieve irritation of the bladder and urethra and also given in bronchitis. The juice of fresh root is blown up the nostrils in Hemicrania. The extract is a brisk purgative—a good substitute for Kaladanah, gulbas bija and jalap. (*R. N. Khory*—II. 206.). **Ainslie** mentions the use of the root in croup, given with the object of causing nausea and vomiting. The anthor of the *Bengal Dispensatory* after extensive experiments denies its emetic properties, but says that an alcoholic extract proved a brisk purgative in doses of from 5 to 10 grains ; he found it however to give rise to griping and tenesmus and does not recommend its use. (*Pharmacographia Indica.*—W. Dymock, I., 459.)

নব্যমত—অপরাজিতার মূল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক, এবং মৃদুবিরেচক। ইহা, জ্বর, ঘুংড়ি-কাসি, পুরাণকাস, জলোদর, শোথ এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। অপরাজিতার মূলের কাথ স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে ব্যবহার করা যায়। অর্দ্ধাবভেদ অর্থাৎ "আধ-কপালে" রোগে আর্দ্রমূলের রস নস্য করিতে হয়। অপরাজিতামূলের এক্সট্রাক্ট ত্বরিতবিরেচক। ইহা কালাদানা, গুল্‌বাস্‌বীজ এবং জোলাপের উত্তম প্রতিনিধি। মেটিরিয়ামেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড ২০৬ পৃঃ)।

এন্‌স্লি বলেন, বিবমিষাজননার্থ কিম্বা বমন করাইবার জন্য ঘুংড়িকাসিতে অপরাজিতা মূল ব্যবহার করা যাইতে পারে। "বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী" নামক পুস্তকের রচয়িতা বহু পরীক্ষার পর অপরাজিতার বান্তিকরত্বগুণ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন অপরাজিতা মূলের "এল্কোহলিক্" এক্সট্রাক্ট ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় ত্বরিত বিরেচক বটে, কিন্তু ইহা সেবন করিলে রোগীর পেট কামড়ায় এবং বারম্বার মাল ত্যাগের ইচ্ছা ও বহু কুন্থনে অল্প মল নির্গত হইতে থাকে ; সুতরাং তিনি ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন না। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা —১খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ)।

অপামার্গ—अपामार्गः।

अपामार्गः, शिखरी, मयूरकः, प्रत्यक्पुष्पी, किणिही। Achyranthes Aspera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"प्रत्यक्पुष्पी" "खरमञ्जरी" "मयूरकः", "पंक्तिकण्टकः"; रक्तापामार्गस्य—"रक्तविन्दुः", "अल्पपत्रकः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"क्षवकः", "किणिही"।

अपामार्गस्तु तिक्तोष्णः कटुश्च कफनाशनः। अर्शःकण्डूदरामघ्नो रक्तहृद् ग्राही वान्तिकृत्। "रक्तापामार्गकः" शीतः कटुकः कफवातनुत्। व्रणकण्डूविषघ्नश्च संग्राही वान्तिकृत् परः॥ धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ अपामार्गः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः। पाचनो रोचनश्छर्द्दिकफमेदोऽनिलापहः। निहन्ति हृद्रुजाध्मार्शःकण्डूशूलोदरापचीः। अपामार्गो "ऽरुणो" वातविष्टम्भी कफकृद्धिमः। रूक्षः पूर्व्वगुणै न्यूनः कथितो गुण-वेदिभिः। "अपामार्गफलं" स्वादु रसे पाके च दुर्ज्जरम्। विष्टम्भि वातलं रूक्षं रक्तपित्तप्रसादनम्। भावप्रकाशः॥ अपामार्गोऽग्निवत्तीक्ष्णः क्लेदनः स्रंसनः परः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—शिरोविरेचने अपामार्गतण्डुलः—"प्रत्यक्पुष्पी शिरोविरेचनानाम्" (सूः २५ अः)। "चरकः"॥ अर्शःसु अपामार्ग-मूलम्—"अपामार्गमूलञ्च तण्डुलोदकेन सक्षौद्रमहरहः" (चिः ६ अः)। (२) क्रिमिषु अपामार्गः—"ततः शिरीषकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिवेत्" (उः ५४ अः)। सुश्रुतः॥ सद्योव्रणेषु रक्तस्रुतौ अपामार्गपत्रम्—"अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा। सद्योव्रणेषु रक्तन्तु प्रवृत्तं परितिष्ठति।" (व्रणशोथ चिः)। (२) कर्णनादवाधिर्य्ययोः अपामार्गक्षारः—"मार्गक्षारजले तत्कृतकल्केण साधितं तिलजम्। अपहरति कर्णनादं वाधिर्य्यञ्चापि पूरणतः॥" (कर्णरोगचिः)।

(৩) নবে লোচনোত্কোপে অপামার্গমূলম্—"শিখরিমূলং তাম্রভাজনে স্তোক-সৈন্ধবোন্মিশ্রম্ মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরনাদ্ধরতি নবং লোচনোত্কোপম্" ॥ (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তঃ ॥ বিসূচীকায়াং অপামার্গমূলম্—"জলপীতমপামার্গ-মূলং হন্যাদ্বিসূচীকাম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ) ॥ "ভাবপ্রকাশঃ। রক্তার্শঃসু অপামার্গবীজম্—"অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা। পীতোরক্তা-র্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ" ॥ (দ্বিঃ খঃ ৫মঃ অঃ)। শার্ঙ্গধরঃ ॥ উন্মাদে অপামার্গমূলম্—"সিতকুসুমবলায়াঃ সার্দ্ধকষত্রয়ং যঃ। শিখরি-চরণকোলং ক্ষীরপাকেন পক্কম্। পিবতি তদনু শীতং প্রাতরুত্থায় নিত্যম্। জয়তি ঝটিতি ঘোরং ব্যাধিমুন্মাদমুগ্রম্ ॥ "(উন্মাদ চিঃ)। (২) "আগন্তুব্রণ-রোপণার্থম্ অপামার্গমূলম্—"বলাশিখরিকামূলং পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। নূতনতৈলমিতি খ্যাতং—" ॥ (আগন্তুব্রণাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ ॥ নিদ্রানাশে অপামার্গঃ—"কাকজঙ্ঘাত্বপামার্গঃ * *। ক্বাথোনিদ্রাকরঃ শীঘ্রং—" ॥ (চিঃ ১৬ অঃ)। (২) শোথে অপামার্গঃ—"সংস্বেদনক্রিয়া কার্য্যা * * *। * * ময়ূরে। কোকিলাক্ষৈশ্চ—"। (চিঃ ২৬ অঃ)। হারীতঃ।

অপামার্গের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ময়ূরক" "প্রত্যক্পুষ্পী" "খরমঞ্জরী" "পংক্তিকণ্টক"। **রক্তাপামার্গের**—"রক্তবিন্দু" "অল্পপত্রক"। **গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষবক" "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)। **অপামার্গের ভাষানাম**—বাঃ আপাঙ্। হিঃ চিরচিটা, লটজীরা, ওঙ্গা। মঃ—আঘাড়া। গুঃ—অঘেড়ো। কঃ—উত্তরণে, চিচিরা। তৈঃ—দুচ্চিনিকে। ফাঃ—খারবাস্‌গোতা। অঃ—অৎকম্।

বর্ণন—অপামার্গ ক্ষুপ ফলপাকান্ত। পল্লীগ্রামে অতি সুলভ। ইহা নিম্নভূমিতে জন্মে না। অপামার্গ, বর্ষার প্রথম বারিপাতে অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত, শীতে পুষ্পফলে শোভিত এবং নিদাঘের রৌদ্রে পরিপক্ব ফল সহ শুষ্ক হইয়া থকে। **ক্ষুপ** ২।৩ হাত দীর্ঘ হয়। পাতার বোঁটা ছোট, পত্রপ্রান্ত সামান্য ঢেউখেলান। পাতায় অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ রোম আছে। রক্ত অপামর্গের পাতায় রক্তবিন্দুর মত দাগ থাকে। শাখা চাপ্টা, চৌকোণা। **রক্ত** অপামার্গের শাখা রক্তবর্ণ। উভয়েরই **মঞ্জরী** দীর্ঘ, কর্কশ এইজন্য "খরমঞ্জরী" নাম। **ফুল** ছোট—রঙ, লাল ও বেগুণেরঙে মিশ্রিত, যেন ময়ূরকণ্ঠের মত, এই জন্য

"ময়ূরক" নাম। অপামার্গের ফুল, ফুটবার সময় উপরমুখে থাকে—পরে কিছু পাশের দিকে বাঁকে, শেষে পরিপক্ক ফল নিম্নমুখে ঝুলিয়া, একবারে মঞ্জরীর গায়ে লাগিয়া যায়। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্য ইহার নাম দিয়াছেন "প্রত্যক্‌পুষ্পী"। অন্‌চ্‌ ধাতুর অর্থ গতি। ফলের ভিতর কটারঙের লম্বা **বীজ** থাকে—ইহারই নাম "অপামার্গতণ্ডুল"। অপামার্গতণ্ডুলের স্বাদ তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাখা পত্র, মূল, বীজ। **মাত্রা**—পত্রের রস ১ তোলা। ক্বাথ একছটাক হইতে আধপোয়া। মূল—চারি আনা হইতে আধতোলা। বীজচূর্ণ—চারি আনা হইতে ছয় আনা।

বৈদ্যকে অপামার্গের ব্যবহার।

চরক—শিরোবিরেচনে অপামার্গতণ্ডুল—শিরোবিরেচক (যে বস্তুর নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাকে শিরোবিরেচক বলে) বস্তুর মধ্যে অপামার্গ-তণ্ডুল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ১৫ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্শে** অপামার্গমূল—প্রত্যহ অপামার্গমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক মধুসহ পান করিবে। চিঃ ৬ অঃ)। টীকাকার **ডল্লণ** বলেন—"অপামার্গমূলযোগঃ পিত্তরক্তার্শসি। **গয়দাসস্তু** কফানুবন্ধরক্তজেষু"। পিত্ত-রক্তার্শ বা কফানুবন্ধরক্তার্শোরোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। (২)**ক্রিমিতে** অপামার্গ—স্নেহবস্তির অনন্তর শিরীষ ও অপামার্গের রস মধুসহ পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—সদ্যোব্রণের রক্তস্রাবে** অপামার্গ—কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপামার্গ পত্রের রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষতমুখে সেচন করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **কর্ণনাদ ও বধিরতায়** অপামার্গ ক্ষার—অপামার্গের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নষ্ট হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৩) **নূতনলোচনোৎ-কোপে** অর্থাৎ "চোকউঠায়" অপামার্গমূল—তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে অপামার্গমূল ঘর্ষণ করিবে। এই বস্তুদ্বারা পূরণ করিলে, নূতন "চোকউঠা" ভাল হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিসূচীকায়** অপামার্গমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচীকায় অপামার্গমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। **শার্ঙ্গধর—রক্তার্শে** অপামার্গের বীজ—অপামার্গের বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি পায়—এবিষয়ে সংশয় নাই। **বঙ্গসেন উন্মাদে** অপামার্গ—শ্বেতবেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গ মূল ২ তোলা। একত্র কুট্টিত করিয়া /৷৷৷/০ জল এবং /৷৷/০ গব্যদুগ্ধ সহ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

/১/০ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পেয়। ইহা প্রবল উন্মাদরোগে প্রাতে সেব্য (উন্মাদ চিঃ)। (২) **আগন্তুব্রণে** অপামার্গ—বেড়েলা এবং অপামার্গমূলকল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল আগন্তুব্রণের রোপক (আগন্তব্রণাধিকার)। **হারীত—নিদ্রা-নাশে** অপামার্গ—কাকজঙ্ঘা ও আপমার্গের ক্বাথ সেবনে নষ্টনিদ্রের নিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ) (২) **শোথে** অপামার্গ—অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের ক্বাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ কিম্বা উহাদের পিণ্ডস্বেদ শোথরোগীর হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

বক্তব্য—চরক সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন ও বমনোপগবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। **চরকোক্ত** অর্শশ্চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। শোথে "ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং" পাঠে অপামার্গের প্রয়োগ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ চিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চক্রদত্তের** লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসায় ও ভল্লাতকলৌহে অপামার্গের ব্যবহার আছে। শোথে অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চরক,** বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়োক্ত বাস্তিকরদ্রব্যমধ্যে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। বিমানের ৭ম অধ্যায়ে ক্রিমিহর পথ্যোপদেশকালে অপামার্গের স্বরসে শালিতণ্ডুলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। **চরকোক্ত** উন্মাদ চিকিৎসায় "পিষ্ট্বা তুল্যমপামার্গম" ইত্যাদি পাঠে অঞ্জনার্থ অপামার্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেবনার্থ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতের** উন্মাদ চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচনবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)। **সুশ্রুত,** সূত্রস্থানের ১১শ অধ্যায়ে ক্ষার প্রস্তুত জন্য যে সকল উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে অপামার্গের উল্লেখ আছে। অপামার্গ ব্রণে হিতকর ; অতএবই হার নাম "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) "অধ্বশল্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"Roadside rice" অর্থাৎ পথিপার্শ্বস্থ তণ্ডুল। শল্য শব্দের অর্থ তণ্ডুল নহে—যাহা কিছু শরীরের পীড়া প্রদ তাহাকেই শল্য বলে। **ডল্বণ** বলেন—'যৎকিঞ্চিৎ অবাধকরং শরীরে তৎসর্ব্বমেবপ্রবদন্তি শল্যম' (সূঃ টীঃ ১মঃ অঃ)। অপামার্গের মঞ্জরী কর্কশ, বস্ত্র বা গাত্র স্পৃষ্ট হইলে ক্লেশপ্রদ এইজন্য উহাকে পথ্যেরশল্য বলা হইয়াছে। **ক্ষোরি** (১মঃ খঃ, ৫০৪ পৃঃ) অপমার্গের অর্থ করিয়াছেন "Apa or Ab water and Marga a washerman"। এ অর্থ অপূর্ব্ব। মার্গ শব্দের রজক অর্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উপরি লিখিত কল্পিত অর্থ নির্দ্দেশ দ্বারা ক্ষোরি এই বুঝাইতে চাহেন যে অপমার্গ—ক্ষার দ্বারা রজকেরা বস্ত্র পরিষ্কার করিত। অমরকোষের টীকাকার **ভানুজিদ্দীক্ষিত** কৃত "অপমার্জ্জন্ত্যনেন" এই অর্থদ্বারাই যখন ক্ষোরির উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, তখন তিনি কেন এ কল্পিত অর্থ রচনায় ক্লেশ-স্বীকার করিলেন ?

Constituents.—The fruit contains a large percentage of alkaline ash containing potash. (*Materia Medica of India.*—R.N. Khory, II.504).

Actions and uses.—Astringent, diuretic and alterative ; given in Menorrhagia, Diarrhœa and Dysentery. Khar is largely used in Anasarca Ascites and Dropsy. It is also given in cutaneous affections and enlargements of glands, and to loosen expectoration in cough. It has a great reputation in dog-bites, and bites of snakes and other venomous reptiles, for which purpose it is given internally and also applied externally. The juice is sometimes applied in toothache and the paste as eye-salve (anjan) in opacity of the cornea. A medicated oil is dropped into the ear in deafness and noises in the ears. (Do, II, 504-5).

The diuretic properties of the plants are well-known to the natives of India, and European physicians agree as to its value ln dropsical affections ; one ounce of the plant may be boiled in ten ounces of water for 15 minutes, and from 1 to 2 ounces of the decoction be given 3 times a day. (*Pharmacographia Indica.*—W. Dymock, III., p. 136).

নব্যমত—অপামার্গ, সঙ্কোচক, মূত্রকারক ও রসায়ন। ইহা রজঃস্রাব, অতিসার এবং আম ও রক্তাতিসারে সেব্য। অপামার্গক্ষার, অগম্ভীর শোথ, শোথ, জলোদর, চর্ম্মরোগ ও গলগণ্ডাদি রোগে প্রযোজ্য। অপিচ শুষ্ককাসে সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল করে। অপামার্গ, সর্প, কুক্কুর কিম্বা অন্যান্য বিষধর প্রাণী কর্ত্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদর্থে উহা সেবন ও লেপন উভয়তঃই ব্যবহৃত হয়। অপামার্গের স্বরস দন্তশূল নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্পষ্টদৃষ্টিতে অপামার্গ কল্কের প্রলেপ হিতকর। অপামার্গ-সাধিত তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ, বধিরতা ও কর্ণনাদের পক্ষে প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫০৪ পৃঃ)। অপামার্গের মূত্রকরত্বগুণ, এতদ্দেশীয়গণের নিকট সুপরিচিত, য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণও শোথরোগে অপামার্গের উপকারিতা স্বীকার করেন। মূল শাখা পত্র সহিত অপামার্গ আধছটাক, পাঁচছটাক জলে ১৫ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া আধছটাক হইতে একছটাক মাত্রায় দিনে৩ বার সেব্য। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

অম্লবেতস—অম্লবেতসম্।

অম্লবেতসম্। Rumex Vesicarius.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুল্মহা", "শঙ্কুদ্রাবি", "মাংসদ্রাবি", "রক্তস্রাবি"।

কষায়ং কটুরুক্ষোষ্ণমম্লবেতসকং বিদুঃ। ভেদকফানিলজন্ত্বর্শোহৃদ্বাধাশ্মরী-গুল্মজিৎ॥ ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ অম্লবেতসমত্যম্লং কষায়োষ্ণঞ্চ বাত-জিৎ। কফার্শঃ শ্রমগুল্মঘ্নমরোচকহরং পরম্॥ রাজনিঘণ্টুঃ॥ অম্লবেত-সমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্। হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্। রুক্ষং বিণ্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্। হিক্কানাহারুচিশ্বাসকাসাজীর্ণব-মিপ্রণুৎ। কফবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ। চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লৌহসূচীদ্রবত্বকৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ অম্লবেতসমত্যম্ল মানাহকফবাতজিৎ। তদেব সিদ্ধং দোষঘ্নং শ্রমঘ্নং গ্রাহি গুর্ব্বপি॥ রাজবল্লভঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—"অম্লবেতসং ভেদনীয়দীপনীয়ানুলোমিকবাতশ্লেষ্মপ্রশমনা-নাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। চরকঃ॥ প্লীহ্নি অম্লবেতসম্—"অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্কাথঃ সসৈন্ধবঃ। পীতঃ প্লীহোদরং হন্তি পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ"। (উদর চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

অম্লবেতসের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুল্মহা," "শঙ্খদ্রাবী," "মাংসদ্রাবী" "রক্তস্রাবী"। অম্লবেতসের ভাষানাম—বাঃ—থৈকড়। হিঃ—অমল্‌বেত্। মঃ—চুকা। গুঃ—অম্লবেত। ফাঃ—তুর্ষক্।

বর্ণন—অম্লবেতসের বৃক্ষ ফলের জন্য উদ্যানে রক্ষিত হয়। ফলকে থৈকল বলে। হুগলী অঞ্চলে যে গাছকে মাদারের গাছ এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে ডাঁফল বা ডহুয়ার গাছ বলে অম্লবেতসের গাছ কতকটা সেইরূপ। গাছ বড় হয়, পাতা বড়, চৌড়া ও কর্কশ। আষাঢ়মাসে ফুল হয়—ফুল শাদা। শরৎকালে ফল পাকে। কাঁচা থৈকল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। আকারে নাশপাতির মত; কিন্তু তদপেক্ষা ত্রিচতুর্গুণ বৃহৎ হয়।

কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র অম্লবেতসের বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। রাজনিঘণ্টুকার যথার্থই বলিয়াছেন "ভোটদেশে প্রসিদ্ধম্"। আমাদের দেশে যেমন আমের আম্‌শী করে কোচবিহারের লোক সেইরূপ পাকা থৈকল কাটিয়া শুষ্ক করিয়া রাখে। কেহ কেহ ঐ শুষ্ক থৈকল সর্ষপতৈলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, ঐ তৈল বায়ুপ্রশমনার্থ ব্যবহার করে। শুষ্কথৈকল বড় চিম্‌শে— সহজে চূর্ণ করা যায় না। থৈকল অত্যন্ত অম্লাস্বাদ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল।

বৈদ্যকে অম্লবেতসের ব্যবহার।

চরক—ভেদনীয়, দীপনীয়, অনুলোমক এবং বাতশ্লেষ্মপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে অম্লবেতস শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। **বঙ্গসেন—প্লীহায়** অম্লবেতস—সজিনামূলের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে বহু থৈকল চূর্ণ এবং অল্প পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহোদরীকে সেবন করাইবে (উদর চিঃ)।

বক্তব্য—চরক অম্লবেতসকে হৃদ্যবর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। **চরকের** গুল্মচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অম্লবেতস বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা— (১) "পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতস"—।—(২) "তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৈঃ"। (৩) "শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতস"—"(চিঃ ৫ অঃ)। **সুশ্রুতোক্ত** গুল্মচিকিৎসায় বারম্বার অম্লবেতসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—(১) "হিঙ্গুসৌবর্চ্চল * * অম্লবেতসৈঃ"। "হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী—"উঃ ৩২ অঃ)। অগ্নিমান্দ্যাধিকারের প্রসিদ্ধ 'ভাস্করলবণে" অম্লবেতস পঠিত হইয়াছে। **চক্রোক্ত** —গুল্মাধিকারের "হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ," "কাঙ্কায়ন গুড়িকা" ও "রসোনাদ্যঘৃতে" অম্লবেতস ব্যবহৃত হইয়াছে।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ **উদয়চাঁদ,** এবং **রক্সবর্গ,** উভয়েই অম্লবেতসের বাঙ্‌লানাম "চুকাপালং" লিখিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় উদয়চাঁদ অম্লবেতসের উল্লেখই করেন নাই ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তল্লিখিত চুক্রের অম্লবেতসার্থে প্রয়োগ গৌণ, চুক্রের মুখ্যার্থ চুকাপালং। যদি উদয়চাঁদোক্ত সংস্কৃত নাম চুক্র এবং বাঙ্‌লা নাম চুকাপালং ঠিক্ রাখিতে হয় তাহা হইলে লাটিন নামে ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি লাটিন নাম ঠিক্ রাখা যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত নাম চুক্র বরং রাখা যায় (অম্লবেতস বলিলেই ঠিক্ হয়) কিন্তু বাঙ্‌লা নাম থৈকল অবশ্য লিখিতে হইবে।

অর্ক—अर्कः ।

अर्कः, रूपिका। श्वेतपुष्पस्य—अलर्कः। Calotropis Jigantea, Calotropis Procera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षीरदलः", "क्षीरकाण्डकः", "तूलफलः", "शुक्रफलः"। राजार्कस्य—"सदापुष्पः"। शुक्लार्कस्य—"सुपुष्पः", "वृत्तमल्लिका"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"खर्ज्जूघ्नः"।

अर्कस्तिक्तो भवेदुष्णः शोधनः परमः स्मृतः। कण्डूव्रणहरो हन्ति जन्तुसंहतिमुद्धताम्। अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातहृद्दीपनः सरः। शोफव्रणहरः कण्डूकुष्ठप्लीहक्रिमीञ्जयेत्। "राजार्कः" कटुतिक्तोष्णो वीर्य्यमेदोविषापहः। वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातजिद्दीपनीयकः। शोथव्रणहरःकण्डूकुष्ठक्रिमिविनाशनः। श्वेतार्कः कटुतिक्तोष्णोमलशोधनकारकः। मूत्रकृच्छ्रास्रशोफार्त्तिव्रणदोषविनाशनः। "राजार्कः" कटुतिक्तोष्णः कफमेदोविषापहः वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। "श्वेतमन्दारको"ऽत्युष्णस्तिक्तो मलविशोधनः। मूत्रकृच्छ्रव्रणान् हन्ति क्रिमीनत्यन्तदारुणान्॥ राजनिघण्टु॥ "अर्कद्वयं" सरं वातकुष्ठकण्डूविषव्रणान्। निहन्ति प्लीहगुल्मार्शःश्लेष्मोदरशकृत्क्रिमीन्। "अलर्ककुसुमं" वृष्यं लघु दीपनपाचनम्। अरोचकप्रसेकार्शःश्वासकासनिवारणम्। "रक्तार्कपुष्पं" मधुरं सतिक्तं कुष्ठक्रिमिघ्नं कफनाशनञ्च अर्शोविषं हन्ति च रक्तपित्तं संग्राहि गुल्मे श्वयथौ हितन्तत्। "क्षीर"मर्कस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवणं लघु। कुष्ठगुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्॥ भावप्रकाशः॥ अर्कः क्रिमिहरस्तीक्ष्णःसरोऽर्शःकफदोषजित्॥ तत् 'पयः' क्रिमिदोषघ्नं हितं कुष्ठोदरार्शोजित्। राजवल्लभः॥ अर्कमूलत्वचा स्वेदकरी श्वासनिवर्हणी। उष्णा च वामिका चैव फिरङ्गरोगनाशनी॥ इति कश्चित्।

वैद्यके व्यवहारः—(१) वमने सविरेचने अर्कक्षीरम्—"क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने (सू: १ अ:)। (२) अर्शःसु अर्कमूलम्—अर्कमूलं शमीपत्र-मर्शोभ्यो धूपनं हितम् (चि: ८ अ:)। (३) व्रणाच्छादनार्थं अर्कपत्रम्—व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चादिशेत् (चि: १३ अ:)। (४) उरुस्तम्भे शाकार्थं अर्कपत्रम्—"शाकैरलवणैरद्याज्जलतैलोपसाधितैः। सुनिषण्णकनिम्बार्क * * * पल्लवैः" (चि: २७ अ:)। चरकः॥ जातसत्त्वे कुष्ठे अर्कमूलम्—"क्वाथं वार्कालर्कसप्तच्छदानाम् जातसत्त्वः पिवेत्। (चि: ८ अ:)। (२) कर्णशूले अर्काङ्कुरः—"अर्काङ्कुरानम्लपिष्टां स्तैलाक्तान् लवणान्वितान्। सन्निदध्यात् स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदावृते। पुटपाकक्रमस्विन्नान् पीड़येदार-सागमात्। सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्छूलशान्तये" (उ: २१ अ:)। (३) श्वासे अर्काङ्कुरः—"पिवेत् सचूर्णं मधुना धानाश्चाप्यथ भक्षयेत्। अर्काङ्कुरै-र्भावितानां यवानां साध्वनेकशः" (उ: ५१ अ:)। (४) आलर्के विषे अर्कक्षीरम्—"पललं तिलतैलञ्च रूपिकायाः पयो गुड़ः। निहन्ति विषमालर्कं मेघवृन्दमिवानिलः" (कल्प ६ अ:)॥ सुश्रुतः॥ दन्तगतक्रिमिशूले अर्कक्षीरम्—सप्त-च्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित् (उ: २२ अ:)। वाग्भटः॥ वृद्ध्रा-मये अर्कमूलम्—"निष्पिष्टमारणालेन रूपिकामूलवल्कलम्। लेपोच्चवृद्ध्रामयं हन्ति वद्धमूलमपि दृढ़म् (वृद्धि-चि:)। (२) श्लीपदे अर्कमूलम्—"निष्पिष्ट मारणालेन रूपिकामूलवल्कलम्। प्रलेपात् श्लीपदं हन्ति वद्धमूलमपि दृढ़म्।" (श्लीपद-चि:)। (३) वृश्चिकदंशने अर्कपत्रम्—पुरधूपपूर्व्वमर्कच्छदमिव पिष्ट्वा कृतो लेपः" (विष चि:)॥ चक्रदत्तः॥ प्लीह्नि अर्कपत्रम्—"अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धं सुचूर्णितम्। निहन्ति मस्तुना पीतं प्लीहान मतिदारुणम्॥ (च: ख: ३ भा: प्लीह-चि:)। (२) मेढ्रपाके अर्कपत्रम्—"जयाजात्यश्वमारार्कसम्पाकानां दलैः पृथक्। कृतं प्रक्षालनं क्वाथं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्।" (म: ख: ४ भा: उपदंश-चि:)। भावप्रकाशः॥ वातश्लेष्मजेऽर्शसि अर्कपत्रम्—"लवणान्यर्क-पत्राणि विनीय तरुणानि च। तैलेनाम्लेन युक्तानि युक्त्या चारं दहेद्भिषक्।

উষ্ণোদকেন মদ্যৈর্বা রসৈরম্লৈস্বলাভতঃ। পীতঃ প্রশময়ত্যেষ ঘোরোঽর্শো বাতসম্ভবম্॥ (অর্শোঽধিকারে)। (২) মুখকার্ষ্ণ্যে অর্কক্ষীরম্—"অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দয়িত্বা প্রলেপনাত্। মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥ (ক্ষুদ্ররোগাধিকারে)। (৩) নয়নাময়ে অর্কমূলম্—"আর্কস্য মূলমাপোথ্য মুহূর্তং বারিণি ন্যসেত্। এতদাশ্চ্যোতনং দৃষ্টং নয়নাময়নাশনম্। (নেত্ররোগাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ॥

অর্কের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষীরদল," "ক্ষীরকাণ্ডক," "তূলফল" "শুকফল," **রাজার্কের**—"সদাপুষ্প," **শুক্লার্কের**—"সুপুষ্প," "বৃত্তমল্লিকা"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"খর্জ্জুঘ্ন" (কণ্ডূনাশক)।

অর্কের ভাষানাম—সং—অর্ক, রূপিকা; **শ্বেতপুষ্পের** নাম—অলর্ক। বাঃ—আকন্দ, শ্বেতআকন্দ। হিঃ—মন্দার, লালআক, সাফেদআক। মঃ—রুই, পাণ্ঢরী রুই। কঃ—যক্কে, মন্দার যক্কে। তৈঃ—নীলজিল্লোডে, ঘোলী, তেলাজিল্লোডে, জিল্লেট্টুং চেট্টু। গুঃ—আকডো, ভোলো আকডো। ফাঃ—মুর্ক, দুধ। অঃ—উষর। সিংহলী—ওয়ারা।

বর্ণন—আকন্দের **গাছ** ২—৬ হাত উচ্চ হয়। উচ্চ, শুষ্ক ও উষর ভূমিতে জন্মে। **কাণ্ডের** ও প্রধান শাখার ত্বক্, অতি লঘু, শোলার মত নরম এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। **কোমল শাখা,** ধোনা তূলার মত ঘন লোমে আবৃত এবং চ্যাপ্টা। **পাতা** লম্বা, অগ্রভাগের নিকট চৌড়া, বৃন্তের নিকট সামান্য সরু। **পত্রবৃন্ত** এত ছোট যে, পাতা যেন শাখাতেই লাগিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। পাতার সোজাদিকে বৃন্তের নিকট দলবদ্ধ তাম্রবর্ণ কর্কশ লোম আছে। পাতার সোজা দিক্‌কে উদর এবং উল্টা দিক্‌কে পৃষ্ঠ বলে। অর্কপত্রোদরে তূলার মত পাৎলা লোম আছে। পত্রের ঐ লোম অতি ঘনব্যাপ্ত; এজন্য পত্রপৃষ্ঠ শুভ্র দেখায়। শ্বেত আকন্দের **ফুল** একবারে দুধের মত শাদা নহে; কিন্তু উপর ঈষৎ পীত অর্থাৎ নবনীত বর্ণের হইয়া থাকে। **রক্ত আকন্দের** ফুল বেগুণে রঙের হয়। অর্কের পুষ্পাবির্ভাবকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন, চৈত্র। আকন্দের ফলের ভিতর **তূলা** থাকে। **ফলের** অগ্রভাগ দেখিতে পক্ষীর ঠোঁটের মত। কোমল শাখাগ্র ও পত্র ভগ্ন করিলে আঠা বাহির হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ক্ষীর, মূল, পত্র, অঙ্কুর, পুষ্প। **মাত্রা—মূলত্বক্** ½ আনা—১ আনা। **শুষ্ক আঠা** ½ আনা ১ আনা। **অন্তর্ধূমদগ্ধ পত্র**—২

আনা—৪ আনা। **পত্রের রস** ২—৬ বিন্দু। **অঙ্কুর, পুষ্প** বা **মূলের ক্বাথ** ½ ছটাক। ৩ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় অর্কমূলত্বক্ বান্তিকর।

বৈদ্যকে অর্কের ব্যবহার।

চরক—আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বমন ও বিরেচন হয় (সুঃ ১ অঃ)। (২) **অর্শে** অর্কমূল—অর্শের বলির পক্ষে আকন্দের মূল এবং শমীপত্রের ধূম হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **ব্রণপ্রচ্ছাদনে** অর্কপত্র—অর্কপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **উরুস্তম্ভ** রোগীর শাকার্থ অর্কপত্র—উরুস্তম্ভ রোগীকে, তৈলাক্তজলে সিদ্ধ অলবণ অর্কপত্র সেবন করাইবে। (চঃ ২৭ অঃ)। **সুশ্রুত—কুষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে** অর্কমূলত্বক্—জাতসত্ব অর্থাৎ যাহার কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে অর্ক, অলর্ক (শ্বেতপুষ্প অর্ক) এবং ছাতিমের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **কর্ণশূলে** অর্কাঙ্কুর—আকন্দের পুষ্প ও পত্রাঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া, কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ সংযোগ করিয়া, একটী মনসার (স্নুহীর) ডাঁটাকে কুরিয়া উহার ভিতর রাখিবে। এই ডাঁটাকে আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। স্নুহীকাণ্ডগর্ভ হইতে নিষ্কাসিত অর্কাঙ্কুরের রস ঈষদুষ্ণাবস্থায় বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে, কান কট্‌কটানি (কর্ণশূল) নিবৃত্তি পায়। (উঃ ২১ অঃ)। (৩) **শ্বাসে** অর্কপত্র ও পুষ্প—আকন্দের পাতা ও ফুলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বারম্বার (সাতবার) খোসা ছাড়ান ভর্জ্জিত যব ভাবনা দিয়া, চূর্ণ করিয়া, মধু সহ (২ আনা হইতে ৪ আনা মাত্রায়) শ্বাস রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) **কুক্কুরদংশন বিষে** অর্কক্ষীর—উত্তমরূপ কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের আঠা একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কল্প ৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—দন্তগতক্রিমিশূলে** অর্কক্ষীর—কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত দন্তবিবরে আকন্দের কিম্বা ছাতিমের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া পূরণ করিবে, রোগীকে নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করিতে নিষেধ করিবে। ইহা দন্তশূলনাশক (উঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে অর্কমূল—আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি প্রবৃদ্ধ কুরণ্ডও বিনষ্ট হয় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** অর্কমূল—আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবৃদ্ধ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ বিনাশ পায় (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** অর্কপত্র—বৃশ্চিক দংশন করিলে, প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া লেপ দিলে দংশন জন্য জ্বালা

নিবৃত্তি পায় (বিষ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—প্লীহায়** অর্কপত্র—মাটীর হাঁড়িতে শুষ্কীকৃত আকন্দপত্র এবং পাতার ¼ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। এই ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবনে বৃহৎ ও দৃঢ় প্লীহা কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় (প্লীহাধিকার)। (২) **মেঢ্রপাকে** অর্কপত্র—মেঢ্রপাকে আকন্দ পাতার ক্বাথ দ্বারা মেঢ্র প্রক্ষালন করিবে (উপদংশ চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতজ অর্শে** অর্কপত্র—আকন্দের কুট্টিত কোমল পত্র যত, মিলিত পঞ্চলবণ উহার ¼ ভাগ কিঞ্চিৎ তিলতৈল এবং আমরুলশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার উষ্ণোদকের সহিত, বাতজ অর্শরোগী পান করিবে (অর্শ চিঃ)। (২) **মুখকার্ষ্ণ্যে** অর্কক্ষীর—হরিদ্রাচূর্ণের সহিত আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া মুখের কাল দাগ লিপ্ত করিবে। যদি ঐ কাল দাগ দীর্ঘকালের হয় তাহা হইলেও ভাল হইবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। (৩) **নয়নাময়ে** অর্কমূল—১ তোলা আকন্দের মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। চক্ষু লাল, ভারি, বেদনান্বিত, ক্লেদবহুল এবং চুলকাইতে ইচ্ছা থাকিলে, এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুর ভিতর দিবে (নেত্ররোগাধিকার)।

বক্তব্য—অর্কের ভেদ চরকে এক প্রকার **সুশ্রুতে** অর্ক এবং অলর্ক (শ্বেতার্ক) এই দুই প্রকার, **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** অর্ক এবং রাজার্ক, **রাজনিঘণ্টুতে** অর্ক, শ্বেতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই চারি প্রকার এবং **ভাবপ্রকাশে** শ্বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার অর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সচরাচর দুই প্রকার আকন্দ দেখা যায়—এক প্রকারের ফুল নবনীত বর্ণ, ইহাই শ্বেতার্ক। আর এক প্রকারের ফুল বেগুণে রঙের হয়, ইহাই রক্তার্ক। কিন্তু ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টূক্ত রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক কি ? রাজার্কের পর্য্যায়ে **রাজনিঘণ্টুকার** লিখিয়াছেন "রাজার্কো বসুকোঽলর্কো মন্দারো গণরূপকঃ" সুতরাং জানা যাইতেছে অলর্ক এবং মন্দার বা মন্দারক রাজার্কেরই নামান্তর। অরুণদত্ত বলেন "মন্দারকঃ শ্বেতপুষ্পঃ (বাগ্‌ভটটীকা সূঃ ১৫ অঃ) অতএব রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই দুই প্রকার অর্ককে শ্বেতার্কেরই ভেদ বিশেষ বলিতে পারা যায়। **রাজনিঘণ্টুতে** রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেতমন্দারককে "দীর্ঘপুষ্প" বলা হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে যে শ্বেত আকন্দ দেখিয়া থাকি উহারা "সদাপুষ্প" নহে—ফাল্গুন চৈত্র মাসেই পুষ্পিত হয়। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, যে জাতীয় শ্বেতার্কের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতেও ফুল হয় তাহাই রাজার্ক এবং যে শ্বেতার্কের পুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাই শ্বেতমন্দারক। রক্তার্ক অপেক্ষা শ্বেতার্কের আঠা বেশী।

সুশ্রুত টীকাকার **ডল্বণ** বলেন "অলর্কো মন্দারকঃ, যস্য ক্ষীরং ন বিনশ্যতি" (সু টী ৩৮ অঃ অর্কাদি-বঃ)। **চরকের** কুষ্ঠ চিকিৎসায়, কেবল অর্ক ব্যবহৃত হয় নাই, দ্রব্যান্তরের সহিত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"বৃষকত্রিবৃদর্কনাগরকং," "কুষ্ঠার্কতুথ,-" "কুষ্ঠার্কমূলসর্ষপ,-" "সপ্তচ্ছদার্কপল্লব।" **চরকের** শ্বাসচিকিৎসায়, কেবল মাত্র মুক্তাদ্যচূর্ণ° নাম ঔষধে অর্কের উল্লেখ দেখা যায়। **চরকে** কুক্কুর বিষের পৃথক্ চিকিৎসা নাই। **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "শৃগালশ্বতরক্ষ্বৃক্ষ" হইতে "স্বস্থস্ত্রস্তো ন সিধ্যতি" পর্য্যন্ত গ্রন্থে উন্মত্ত শৃগাল কুক্কুরাদির লক্ষণ, তৎকর্ত্তৃক দষ্টের লক্ষণ এবং জলত্রাসাদি অরিষ্ট লক্ষণ অতি উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের চিকিৎসক ও ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত এম, বি, মহাশয় উহা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময় বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় "স্বাস্থ্য" নাম মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন। **চরকে** "মৃতসঞ্জীবনী" ও "অমৃতঘৃত" এবং বৃশ্চিকবিষ চিকিৎসায়, দ্রব্যান্তরের সহিত অতি অপ্রধানরূপে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। **চরকে** প্লীহোদর চিকিৎসায় অর্কের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। **বাগ্‌ভটে** কুক্কুরবিষ চিকিৎসায় সুশ্রুতোক্ত অর্কক্ষীর প্রয়োগ বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে (উঃ ৩৮ অঃ)। **চরকোক্ত** গ্রহণী অধিকারের "ক্ষারগুড়িকা" নাম ঔষধে প্রচুর পরিমাণে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। **বাগ্‌ভট** গ্রহণী চিকিৎসায় অবিকল উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। **সুশ্রুতোক্ত** প্লীহোদর ও গ্রহণী চিকিৎসায় অর্কের প্রয়োগ নাই। **চরক,** অর্ককে ভেদনীয়, স্বেদোপগ এবং বমনোপগ বর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)। স্বেদোপগ বমনোপগ শব্দের অর্থ, যে সকল বস্তু স্বেদন ও বমন ক্রিয়ার সহায়তা করে। **সুশ্রুত** ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে অর্থাৎ বামক-দ্রব্যের তালিকায় অর্কের উল্লেখ করেন নাই। অধোভাগহর বর্গে অর্থাৎ বিরেচক দ্রব্যের তালিকায় অর্ক পাঠ করিয়াছেন। "শেষাণাং ক্ষীরাণি" বাক্যে আকন্দের ক্ষীরই বিরেচক বুঝিতে হইবে (সূঃ ৩৯ অঃ)। বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে **সুশ্রুত** "সদাপুষ্পী" পাঠ করিয়াছেন ইহা হইতে প্রতীতি জন্মে সুশ্রুতও অর্ককে বমনোপগ বলিয়া স্বীকার করেন।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ **উদয়চাঁদ** বলিয়াছেন (হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা, ১৯৭ পৃঃ) সংস্কৃত লেখকেরা অর্ক ও অলর্ক এই দুই প্রকার অর্ক জানিতেন। পাঠক এ কথা অবশ্য অমূলক বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। **ডিমকোক্ত** Calotropis Gigantia কে **রক্সবর্গ** Asclepias Gigantea নাম দিয়াছেন। উভয়েই বলিয়াছেন (রক্সবর্গ ২৫১ পৃঃ, ডিমক ২য় খণ্ড, ৪২৮ পৃঃ) এই অর্ক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ। **ওয়াইট্** Calotropis Procera নামক অর্কের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (ফিগাস অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্ ৪ খণ্ড, ১২৭৮ পৃঃ) সেই চিত্র, বঙ্গদেশে সচরাচর দৃষ্ট অর্কের মত নহে। এই চিত্রের

বক্তব্যে **ওয়াইট্** লিখিয়াছেন, বেরিলী জেলায় এই প্রকার অর্ক প্রচুর পরিমাণে জন্মে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকার লোকে ইহার পরিবর্ত্তে C. Gigantea ব্যবহার করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, বঙ্গদেশে যে অর্ক সচরাচর দেখা যায় তাহাকে C. Gigantea বলাই সঙ্গত। C. Proceraকে সংস্কৃতে কি বলা উচিত উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদেরা মীমাংসা করিবেন। রায় বেরিলী নিবাসী আমার একটী ছাত্রের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে রায় বেরিলীজাত অর্ককে শ্বেত মন্দারক বলা যায়।

Constituents—Mudarine, caoutchouc, yellow bitter acrid resin. Mudarine an active principle, soluble in alcohol and ether, insoluble in cold water, and olive oil, possesses the singular property of congealing by heat and becoming again fluid on exposure to cold. (*Materia Medica of India*,—R N. Khory, Part II,, p. 395).

Actions and uses,—An an alterative the root with calomel and antimonial powder is given internally, and the bark made into paste applied to the legs and scrotum, in elephantiasis, to leprous ulcers, leucoderma and other skin diseases. The root-bark powdered, soaked in the milky juice, dried and made into cigars, is smoked as an inhalation in cough and asthma. Dried bark is an emetic, a very good substitute for ipecacuanha and with opium it is used like Dover's powder in dysentery. The leaves are deobstruent, with rock salt are roasted in a close vessel and the ashes given with whey by the natives in enlargement of the liver and spleen, in intestinal worms, ascites anasarca, and in dysentery. As rubefacient the leaves are smeared with oil, and used as varalians, to relieve colicky pain and tympanitis. As a poultice they give relief to inflammatory swellings. The flowers are tonic, stomachic and digestive and used in cough and asthma etc. The juice is drastic, purgative and caustic, in combination with the juice of Euphorbia Neriifolia applied to carried teeth to relieve pain and dropped into the ear in ear-ache. Also applied to the cervix to procure abortion, Given in rheumatism, malarial and

low hectic fevers ; and largely used in syphilis, hence known as vegetable mercury. The juice mixed with powdered wood of Berberis Asiatica and the juice of Euphorbia Neriifolia made into tents and introduced into the recum to relieve tenesmus. In scorpion and insect bites, it relieves the pain and burning. As a depilatory it is used by tanners, and also by women for removing hair from the pubes and other parts. It is a useful local applicatiou for the reliet of painful joints and swellings, and for ringwo.m of the scalp. In combination with the juice of Nateio Thuhar and with the wood of Berberis Asiatica it is used as a caustic for closing sinuses and fistula in ano. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 396).

"Modern physiological research has shown that the juice applied to the skin acts as an irritant, the practice of applying it with salt to bruises and sprains to remove pain is therefore rational ; also the application of the fresh bark in chronic rheumatism, given internally in small doses the drug stimulates the capillaries and acts powerfully upon the skin, it is therefore likely to be useful in elephantiasis and leprosy (*Casonora*). The benefit derived from the administration of the flowers in asthma is probably due to their nauseant action. In large doses Calotropis causes vomiting and purging acting as an irritant emeto-Cathartic (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 434).

নব্যমত—অর্কমূলত্বক্, ক্যালোমেল্ ও এণ্টিমোনিয়েল্ পাউডারের সহিত সেবন করিলে দোষের সংশোধন করে। ইহার প্রলেপ, বৃদ্ধি, শ্লীপদ কুষ্ঠক্ষত এবং বিবিধ চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকর। অর্কমূলত্বক্ চূর্ণ, আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া, উহার চুরুট প্রস্তুত করিবে। অগ্নি সংযোগে ইহার ধূম পান করিলে শ্বাসের কষ্ট নিবৃত্তি পায়। শুষ্ক অর্কমূলত্বক্ বামক। ইহা ইপিকাকুয়ানার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্কমূলত্বক্ অহিফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমরক্তাতিসারে "ডোভার্স পাউডারের" মত প্রয়োগ করা যায়। কোনও অঙ্গ **অর্কপত্র** দ্বারা অধিককাল আচ্ছাদিত রাখিলে, সেই অঙ্গের লৌহিত্য জন্মে কিন্তু ফোস্কা পড়ে না। অর্কপত্রের এই গুণ

থাকাতে, উদরাধ্মানে কিম্বা শূলবৎ বেদনায়, উদরে তৈলাক্ত অর্কপত্র স্থাপন করিলে শান্তি লাভ হয়। অর্কপত্রের প্রলেপ বেদনা ও স্ফীতির পক্ষে হিতকর। অর্কপুষ্প বলকারক; পাচক এবং কাসশ্বাসের পক্ষে হিতকর। আকন্দের আঠা অতিবিরেচক, উষ্ণ ও ক্ষতোৎপাদক (caustic)। সিজের আঠার সহিত ইহা ক্রিমিভক্ষিত দন্তে ও কর্ণশূলে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। আকন্দের আঠা, যোনিতে প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হয়। অধিকন্তু ইহা বাত, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং মৃদু "হেক্‌টিক্" জ্বরে ব্যবহৃত হয়। ফিরঙ্গরোগে (syphilis) আকন্দের ক্ষীরের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এজন্য ইহাকে উদ্ভিজ্জ পারদ (vegetable mercury) বলে। সিজের আঠা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণের সহিত আকন্দের আঠার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে, অতি কুন্থনের সহিত বারম্বার মলত্যাগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়। বৃশ্চিক কিম্বা অন্যান্য কীটদংশনে, অর্কক্ষীর দ্বারা দষ্ট স্থান লিপ্ত করিলে দংশন জ্বালা প্রশমিত হয়। লোমোৎপাটনার্থ, চর্ম্মব্যবসায়ীরা অর্কক্ষীর ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গের লোমোৎপাটনার্থ নারীগণও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে কিম্বা কেশদদ্রুতে অর্কক্ষীরের প্রলেপ বিশেষ হিতকর। অর্কক্ষীর, দ্রবান্তরের সহিত, ভগন্দর কিম্বা নাড়ীব্রণের মুখবন্ধ হইলে, সেই রুদ্ধমুখ খুলিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্কক্ষীর অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, অতি—বমন ও অতিবিরেচন হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।

অর্জ্জুন—अर्ज्जुनः।

अर्ज्जुनः, ककुभः। Terminalia Arjuna, Pentaptera Arjuna.

अर्ज्जुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो व्रणशोधनः। पित्तश्रमतृषार्त्तिघ्नो मारुतामयकोपनः। 'धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च'॥ ककुभः शीतलोहृद्यः क्षतक्षयविषास्रजित्। मेदोमेहव्रणान् हन्ति तुवरः कफपित्तहृत्। 'भावप्रकाशः'॥ पार्थःपथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनकृच्छ्रयोः। 'राजवल्लभः'।

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते अर्ज्जुनत्वक्—"धनञ्जयोदुम्बर * निर्य्यासस्थिता वा खदिरसौक्ता वा कल्कीकृता वा स्वदिता स्मृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा रक्तं

सपित्तं शमयन्ति योगाः। (चिः ४ अः)। (२) व्रणाच्छादनार्थं अर्ज्जुनपत्रम् —"कदम्बार्ज्जुन *। व्रणप्रच्छादने विद्वान् *।" (चिः १२ अः)॥ 'चरकः' शुक्रमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"शुक्रमेहिनं ककुभचन्दनकषायं वा" (चिः ११ अः)। 'सुश्रुतः'॥ (२) मूत्राघाते अर्ज्जुनत्वक्—"कषायं ककुभस्य वा" (चिः ११ अः)। (३) व्यङ्गेषु अर्ज्जुनत्वक्—"व्यङ्गेषु चार्ज्जुनत्वग्वा" (उः ३२ अः)। वाग्भटः॥ रक्तातिसारे अर्ज्जुनत्वक्—"* अर्ज्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः (अतिसार चिः)। (२) हृद्रोगे अर्ज्जुनत्वक्—"अर्ज्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये" (हृद्रोग-चिः)। (३) वलसञ्जननार्थं अर्ज्जुनत्वक्—"ककुभस्य च वल्कलम्। रसायनं परं वल्यं *"। (हृद्रोग चिः)। (४) अस्थिभग्ने अर्ज्जुनत्वक्—"सघृतेन * अर्ज्जुनम्"। सन्धियुक्तोऽस्थिभग्ने च पिवेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न-चिः) 'चक्रदत्तः'॥ क्षयकासे अर्ज्जुनत्वक्—"चूर्णं काकुभमिष्टं वासकरसभावितं वहुवारान्। मधुघृतसितोपलाभि र्लेह्यं क्षयकासरक्तहरम्। (मः खः द्विः भाः)। (२) मूत्ररोधज उदावर्त्ते अर्ज्जुनत्वक्—"मूत्ररोधजनिते * कषायं ककुभस्य च"। (मः खः तृः भाः)। 'भावप्रकाशः'॥ पूयमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"* पूयमेहे कषायश्च धवार्ज्जुनस्य" (चिः २८ अः)। "हारीत"। ग्रहण्यां अर्ज्जुनक्षारः— "केशराजोऽर्ज्जुनक्षारं प्रातः पीतश्चमस्तुना। निहन्ति साममत्यर्थमचिराद् ग्रहणीरुजम्॥ (ग्रहण्यधिकारे) 'वङ्गसेनः'।

অর্জ্জুনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অর্জ্জুন ও ককুভ নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—অর্জ্জুন, অর্জ্জুন গাব। হিঃ—কোহ, কৌহ। মঃ—সারঢোল। গুঃ—কড়ায়ো। তৈঃ—মড্ডিচেট্টূ। কঃ—তোরেমত্তি। আঃ—ত্তর্জ্জুন। উঃ—হঞ্জল। সিংহলী—কুম্বুক্।

বর্ণন—অর্জ্জুন গাছ ৩০৩২ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। কাণ্ড অতিস্থূল হয়। বঙ্গদেশের বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্য বৃক্ষ। পত্রের আকৃতি নরজিহ্বাবৎ। পত্রপৃষ্ঠে বৃন্ত সন্নিকটে দুইটী অর্ব্বুদাকৃতি গ্রন্থি এমন ভাবে থাকে, যে পাতার উপর দিক্ দেখিয়া উহারা যে আছে এরূপ বোধ হয় না। পত্র প্রান্ত অতি সামান্য খাঁজ কাটা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ফুল হয়। ফুল খুব ছোট, হরিদাভ শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত। কেশবৎ

সূক্ষ্ম কেসরগুলি উচ্চ হইয়া থাকে। **ফল** অগ্রহায়ণ পৌষে পাকে। ফল দেখিতে কামরাঙ্গার মত শির উঠা, কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি এবং তাদৃশ মাংসল নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র। **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে অর্জ্জুনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে অর্জ্জুন—অর্জ্জুন ছাল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, অর্জ্জুন ছালের রস বা অর্জ্জুন ছাল জলে বাটিয়া, কিম্বা অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **ব্রণাচ্ছাদনার্থ** অর্জ্জুনপত্র—অর্জ্জুনপত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শুক্রমেহে** অর্জ্জুনত্বক্—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তহোকে অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করাইকে (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রাঘাতে** অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ হইলে অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ) (২) **ব্যঙ্গে** অর্জ্জুনত্বক্—ব্যঙ্গ (মেচেতা) নাম রোগের প্রতীকারার্থ অর্জ্জুনত্বক্ মধুসহ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিবে। (উঃ ৩২ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল, ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহাতে অতিসারের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **হৃদ্রোগে** অর্জ্জুনত্বক্—কুট্টিত অর্জ্জুন ছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড়পোয়া। ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। এই ক্বাথ হৃদ্রোগে সেব্য (হৃদ্রোগ চি)। (৩) **বললাভার্থ** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক, দুগ্ধ যোগে পান করিলে, বললাভ হয় (হৃদোগ চিঃ)। (৪) **অস্থিভগ্নে** অর্জ্জুনত্বক্—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অর্জ্জুনত্বক্ চূর্ণ পান করিতে দিবে (ভগ্নচি)। **ভাবপ্রকাশ—ক্ষয়কাসে** অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুনের ছাল গুঁড়া করিয়া বাসকের পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, মিছরি, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা সরক্তক্ষয়কাসহর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) **মূত্ররোধজ** উদাবর্ত্তে অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ জন্য উদাবর্ত্তে অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)। **হারীত—পূয়মেহে** অর্জ্জুনত্বক্—পূয়মেহীকে ধব ও অর্জ্জুনত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ২৮ অঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** অর্জ্জুনক্ষার—কেশরাজ এবং অর্জ্জুন ছালের অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার, মস্তুর সহিত পান করিবে। ইহা বেদনাবহুল আমগ্রহণীর পক্ষে হিতকর (গ্রহণী চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে উদর্দ্দপ্রশমন বর্গে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে (সূঃ ৪ অঃ)। এবং পিত্তমেহে "নিম্বার্জ্জুনাম্রাতনিশোৎপলানাং" "শিরীষসর্জ্জার্জ্জুনকেশরানাং," কফমেহে

"বিড়ঙ্গপাঠার্জ্জুনধন্বনাশ্চ," কফবাতজমেহে "বচাপটোলার্জ্জুন" পাঠে প্রমেহে দ্রব্যান্তরের সহিত অর্জ্জুনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **চক্রদত্তের** হৃদ্রোগ চিকিৎসা পাঠ করিয়া বোধ হয়, অর্জ্জুন, হৃদ্রোগহর দ্রব্যের রাজা; কিন্তু **চরক সুশ্রুতোক্ত** হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অর্জ্জুনের নাম পর্য্যন্ত নাই। চরকে "উদুম্বারাশ্বথবটার্জ্জুনাখ্যে" পাঠে হৃদ্রোগে যে অতি সামান্যাকারে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। **চরক সুশ্রুতোক্ত** ক্ষয়কাসের চিকিৎসাতেও অর্জ্জুনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। রক্তাতিসারে চক্রোক্ত অর্জ্জুনের প্রয়োগ, সুশ্রুতোক্তির অবিকল প্রতিলিপি (সুঃ উঃ ৪০ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains 34 p. c. of almost pure calcium carbonate. The bark also contains tannin.

Actions and uses.—Astringent and tonic, given in heart disease. Locally used as a wash for wounds ulcers, contusions and specially used in promoting union of fractures and dispersion of ecchymosis; internally largely used by the natives in hæmorrhagic and other fluxes and as a lithontriptic. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 258.)

নব্যমত—অর্জ্জুনত্বক্, কষায় ও বলকারক। ইহা হৃদ্রোগরোগীর সেব্য। অর্জ্জুনত্বকের ক্কাথ দ্বারা ক্ষতধৌতি প্রশস্ত। পিষ্ট অঙ্গে, অস্থিভগ্নে কিম্বা "কাল্‌সিটা পড়া ফুলায়" (Ecchymosis) অর্জ্জুনত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। এতদ্দেশীয় লোকে রক্তস্রুতি কিম্বা অন্যান্য স্রাবেও (যথা প্রবাহিকার শ্লেষ্মস্রাব, প্রদরের পূয়স্রাব ইত্যাদি) অর্জ্জুনত্বক্ সেবনার্থ প্রয়োগ করে। অপিচ ইহা অশ্মরী শর্করাদি প্রতিষেধক রূপেও ব্যবহৃত হয় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ)।

অলাবু—अलाबु।

स्वादुनः संज्ञा—अलाबु। 'कटुनः' संज्ञा—कटुकालाबु, इक्ष्वाकुः।

Cucurbita Lagenaria.

स्वादुनोभेदौ—गोरक्षतुम्बी (कुम्भतुम्बी), क्षीरतुम्बी। कटुनोभेदः—भूतुम्बी।

कासश्वासच्छर्द्दिहरा विषार्त्ते कफकर्षिते। इक्ष्वाकुर्वमने शस्ता * *। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ "कटुतुम्बी" कटुस्तीक्ष्णा वान्तिकृच्छ्वासकासजित्। "कुम्भ-तुम्बी" समधुरा शिशिरा पित्तहारिणी। गुरुः सन्तर्पनी रुच्या वीर्य्यपुष्टिवल-प्रदा। 'तुम्बी' (क्षीरतुम्बी) समधुरा स्निग्धा पित्तघ्नी गर्भपोषकृत्। वृष्या वातप्रदा चैव वलपुष्टिविवर्द्धनी। "भूतुम्बी" कटुकोष्णाच सन्निपातापहारिणी। दन्तार्गलादन्त-रोधधनुर्वातादिदोषनुत्॥ राजनिघण्टुः॥ अलावुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्त्तूला। "मिष्टतुम्बीफलं" हृद्यं पित्तश्लेष्मापहं गुरु। वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविवर्द्धनम्। "इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात् सा तुम्बी च महाफला। 'कटुतुम्बी' हिमा हृद्या पित्तकासविषापहा। तिक्ता कटुर्विपाके च वातपित्त-ज्वरान्तकृत्। भावप्रकाश॥ अपुष्पस्य प्रवालानां मुष्टिं प्रादेशसंमितांम्। क्षीरप्रस्थे शृतं दद्यात् पित्तोद्रिक्ते कफज्वरे। फलस्वरसभागञ्च त्रिगुणक्षीर-साधितम्। उरःस्थिते कफे दद्यात् स्वरभेदे सपीनसे। हृतमध्ये फले जीर्णे स्थितं क्षीरं यदा दधि। जातं स्यात् कफजे कासे श्वासे वम्यञ्च तत् पिवेत्। मस्तुना फलमध्यं वा पाण्डुकुष्ठविषार्द्दितः। तेन तक्रं विपक्वं वा सक्षौद्रलवणं पिवेत्। तुम्बयाः फलरसैः शुष्कैः सपुष्पैरवचूर्णितम्। च्छर्द्दयेन्माल्यमाघ्राय गन्धसम्पत्सुखोचितः। चरकसंहिता कल्पः ३ अः [दृढ़वलः]।

वैद्यके व्यवहारः—अश्मर्य्यां तुम्बीवीजम्—"नृत्यकुण्डलवीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्। अविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरीपातनम्॥" "तुम्बीवीजानां चूर्णं माक्षिकान्वितमविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरीपातनम्" (अरुणदत्तः)। (चिः ११ अः)। वाग्भटः॥ अश्मर्य्यां तिक्तालावुरसः क्षारः सितायुक्तोऽश्मरीहरः" (अश्म—चिः। (२) गलगण्डे तिक्तालावु—'तिक्तालावुफले पक्वे सप्ताहमुषितं जलम्। मद्यं वा गलगण्डघ्नं पानात् पथ्यानुसेविनः"। (गलगण्ड—चिः)। (३) अर्शःसु तिक्ता-लावुवीजम्—"तुम्बीवीजं सौद्भिदन्तु काञ्जिपिष्टं गुड़ीत्रयम्। अर्शोहरं गुदस्थं स्याद्दधिमाहिषसम्भृतः (अर्शः—चिः)। चक्रदत्तः॥ प्रदरे अलावु—

"অলাবুফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ। মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদর-শান্তয়ে"। (ম: খ: ৪র্থ ভা:)। (২) যোনিরোগে তিক্তালাবুপত্রম্—"তুম্বী-পত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ। তেন লেপো ভগে কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্‌যোনি-রক্ষতা"। (ম: খ: ৪ ভা:)। (৩) দশনক্রিমিষু তিক্তালাবুমূলম্—"* * কটুতুম্বীমূলম্। সচূর্ণং দশনবিধৃতং দশনক্রিমিনাশনং প্রাহুঃ"। ভাবপ্রকাশঃ॥ শোথে কটুতুম্বী—"লোমশা কটুতুম্বীচ কাঞ্জিকেন জলেন বা। নিঃক্বাথ্য চাপি সংস্বেদ স্তথৈবোষ্ণেন তেন চ" (চি ২৬ অ:)। (২) কর্ণরোগে কটুকালাবু—"তুম্বী-রসন্ব ধার্য্যেত কর্ণরোগে প্রশস্যতে" (চি: ৪২ অ:)। হারীতঃ।

বিবিধ অলাবুর নাম—মিষ্ট লাউকে সংস্কৃতে তুম্বী, অলাবু এবং তিক্ত লাউকে কটুকালাবু ও ইক্ষ্বাকু বলে। মিষ্টলাউ দুই প্রকার, যথা—গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী। কটুকালাবুর ভেদ—ভূতুম্বী।

তুম্বীর ভাষানাম—বাঃ—লাউ, কদু। হিঃ—কদ্দূ, তোম্বী, লম্বা, লৌয়া। মঃ—দুধ্যা, ভোম্পঠ্‌ঠা। গুঃ—দুধীয়ুং দুধনুং। কঃ—কণ্ডউবলকায়ি। তৈঃ—তীয়াতুথড়িকায়া। ফাঃ—কুদু শিরিম্ কুদুএদরোজ্। অঃ—যুক্তি নেহলুকরা। সিংহলী—লাবু।

ইক্ষ্বাকুর ভাষানাম—বাঃ—তেঁতোলাউ। হিঃ—তিৎলোকী, কড়বীতোম্বী। মঃ—কড়ূভোম্পঠ্‌ঠা। গুঃ—কড়বী তুম্বড়ী। কঃ—কহীসোরে। তৈঃ—চেতিআনব। ফঃ—কটু দুতলথ। অঃ—করউলুমুর। সিংহলী—তিক্ত লাবু।

বর্ণন—বঙ্গদেশে নানা আকৃতির মিঠালাউ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাঙ্‌লায় আকৃতি ভেদে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম নাই। সকলকেই লাউ বা কদু বলে। রাজ-নিঘণ্টূকার গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী এই দুই প্রকার মিষ্ট অলাবুর গুণ বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের কোন ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্নের উল্লেখ করেন নাই, কেবল ভাষানাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। রাজনিঘণ্টূক্ত ভাষানাম গুলিকে কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—"ব্যক্তিঃ কৃতাত্র কর্ণাটমহারাষ্ট্রীয়ভাষয়া"। কাশী হইতে সংগৃহীত রাজনিঘণ্টূর আদর্শ পুস্তকে, গোরক্ষতুম্বীর ভাষানাম "গোরখহৰ্দ্দিকে" এবং ক্ষীরতুম্বীর ভাষানাম "হালুগুম্বলু" লিখিত আছে। ভূতুম্বীর ভাষানাম "নেলসারে"। কুম্ভতুম্বী গোরক্ষতুম্বীর নামান্তর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ, ফল।

বৈদ্যকে অলাবুর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অশ্মরীতে তুম্বীবীজ—লাউবীজচূর্ণ মধুসহ মেষদুগ্ধ যোগে সপ্তাহ পান করিলে সঞ্চিত অশ্মরী মূত্রমার্গ দ্বারা পতিত হয় (চিঃ ১১ অঃ)। চূর্ণমাত্রা ৬—৮ আনা। **চক্রদত্ত—অশ্মরীতে** তিক্তালাবুরস—পাকা তিৎলাউয়ের রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে। ইহা অশ্মরীহর (অশ্ম চিঃ)। মাত্রা—রস ২ তোলা, যবক্ষার ১ আনা, চিনি ॥০ তোলা। (২) **গলগণ্ডে** তিক্তালাবু—পাকা তিৎলাউয়ের ভিতর সপ্তাহকাল জল বা মদ্য রাখিয়া, সেই জল বা মদ্য পান করিবে এবং গলগণ্ড রোগে যাহা পথ্য তাহাই সেবন করিবে। ইহা গলগণ্ডে হিতকর। (৩) **অর্শে** তিক্তালাবুবীজ তিৎলাউয়ের বীজ উদ্ভিদ্ লবণের সহিত কাঁজিতে পোষণ পূর্ব্বক ৩টী গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ত্রয় গুহ্যদেশে ধারণ করিয়া মাহিষ দধিযোগে ভোজন করিবে। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর। **ভাবপ্রকাশ—প্রদরে** অলাবু—অলাবু চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রদর শান্তির জন্য এই মোদক সেব্য (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) **যোনিরোগে** তিক্তালাবুপত্র—প্রসূতির যোনিতে ক্ষত হইল তৎলাউয়ের পাতা এবং লোধ্রত্বক্ সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) **দশনক্রিমিতে** তিক্তালাবুমূল তিৎলাউয়ের মূলচূর্ণে ক্রিমিভক্ষিত দন্তচ্ছিদ্র পূরণ করিবে ইহা দন্তক্রিমিনাশক।

বক্তব্য—ঔষধের গুণান্তরান জন্য অলাবুর মধ্যে স্থাপন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়, যথা—"স্থাপ্যং কটুকালাবুনি তৎসিদ্ধম্" (চরক চিঃ ৭ অঃ)।

Actions and uses.—The pulp of Karavi tumbadi is emetic and purgative. The oil is used as a cooling and emollient application for the head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient in various confe-ctions. head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient in various confections. The seeds are nutritive and diuretic and constitute one of the five cucurbitaceous seeds. (*Materia Medica of India* —R. N. Khory Part II., p. 312).

নব্যমত—তিক্তালাবুর শাঁস বামক ও রেচক। তিক্তালাবুবীজজাতৈল, শীত এবং শিরঃস্নিগ্ধকর। বহু অবলেহ মোদকাদিতে মিষ্টালাবুর শাঁস ব্যবহৃত হয়। মিষ্ট অলাবুর বীজ পোষক এবং মূত্রকারক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)।

অশোক—অশোকঃ।

অশোকঃ। Saraca Indica, Jonesia Asoka.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"রক্তপল্লবকঃ," "মধুপুষ্পঃ", "হেমপুষ্পঃ"।

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—'অশোকঃ লোহিতকুসুমঃ স্বনামখ্যাতঃ' (ডল্বণঃ সুঃ টীঃ সূঃ ৩৮ অঃ)। অশোকঃ শীতলস্বার্দ্রঃ ক্রিমীন্ হন্তি প্রযোজিতঃ। অপচীং নাশয়ত্যেব সর্ব্বব্রণবিনাশনঃ। অশোকো মধুরো হৃদ্যঃ সন্ধানীয়ঃ সুগন্ধিকঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ অশোকঃ শিশিরো হৃদ্যঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ। গুল্মশূলোদরাধ্মাননাশনঃ ক্রিমিকারকঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ। দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ॥ ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অসৃগ্দরে অশোকত্বক্—"অশোকবল্কলক্বাথশৃতং ক্ষীরং সুশীতলম্। যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্।" (অসৃগ্দর—চিঃ)। (২) মূত্রাঘাতে অশোকবীজম্—"জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্" (মূত্রঘাত—চিঃ) "খদিরীবীজমশোকবীজমিত্যাহুঃ" (শিবদাসঃ)। 'চক্রদত্তঃ।

অশোকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা।—"রক্তপল্লব," "মধুপুষ্প" "হেমপুষ্প"। অশোকের ভাষানাম—বাঃ অশোক ফুলের গাছ। হিঃ—অশোগি। মঃ—অশোক। গুঃ—আশুপালো, দেশী পীলাফুলনো। সিংহলী—হোগাশ্।

বর্ণন—অশোক, ইতস্ততঃ বিস্তৃত বহুশাখাসমন্বিত উত্তম ছায়াতরু। সাধারণ বৃন্তের পার্শ্বে ৫।৬ জোড়া পাতা থাকে। পাতা প্রায় ১৮।২০ আঙ্গুল লম্বা। সামান্য চৌড়া। তরুণাবস্থায় রঞ্জিত এবং লম্বিত থাকে। পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত। পুষ্প গুচ্ছাকারে হয়, প্রথমে লেবু রঙের, পরে রক্ত বর্ণের হইয়া থাকে। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়—পুষ্পিত অশোকবৃক্ষ অতি নয়নানন্দকর। "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" পার্ব্বতী চিত্রিত করিবার সময় কালিদাস অশোক পুষ্পকে বিস্মৃত হন নাই। অশোকের চৌড়া শুঁটী হয়। শুঁটীর ভিতর বড় বড় বীজ থাকে। অশোকছালের স্বাদ কষায়। ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, বীজ।

বৈদ্যকে অশোকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তপ্রদরে অশোকছাল—কুট্টিত অশোকছাল ২ তোলা, গব্য-দুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া। দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া, ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে পান করিতে দিবে (অসৃগ্দর চিঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** অশোকবীজ—অশোকবীজ একটী, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরীহর।

বক্তব্য—চরকের চিকিৎসিত স্থানের ৩০ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** শারীর-স্থানের ২য় অধ্যায়ে প্রদরের চিকিৎসা লিখিত আছে; কিন্তু অশোকের নামোল্লেখ নাই। **রাজনিঘণ্টুতেও** অশোকের প্রদরনাশক গুণ স্বীকৃত হয় নাই। **চরক** অশোককে বেদনাস্থাপন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। বেদনাস্থাপন শব্দের অর্থ যন্ত্রণা নিবারক (যাহাকে ইংরাজীতে "এনোডাইন্" বলে)। টীকাকৃৎ **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন "বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্। রক্তপ্রদরে, **কবিরাজেরা** রক্তরোধক বলিয়াই অশোক ব্যবহার করেন, "বেদনাস্থাপন" বলিয়া ব্যবহার করেন না। যে সকল স্থলে হঠাৎ রক্ত রোধ করা অবিধি, তৎ তৎ স্থলে প্রমাদবশাৎ অশোক ব্যবহার করায়, প্রদররোগীর রক্তস্রাব মন্দীভূত হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে, বহুশঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। আমি যে সকল বৈদ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তন্মধ্যে **বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগ** নাম পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথম প্রদরে অশোক ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়াছি। **অশোকঘৃত** কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে ঠিক্ বলা কঠিন। চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধরে অশোকঘৃতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাঢ়ে বহুপ্রচলিত "সারকৌমুদী" নাম সংগ্রহগ্রন্থে এবং **বঙ্গসেন** সঙ্কলিত চিকিৎসাসারসংগ্রহে অশোকঘৃতের উল্লেখ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** বাতব্যাধিতে প্রযুক্ত কল্যাণকলবণের উপাদানের মধ্যে অশোকের উল্লেখ দেখিতে পাই (চিঃ ৪ অঃ)।

Constituents.—Tannin and Catechin.

Actions and uses.—Astringent : the decoction with a number of aromatics is given in uterine affections. Chiefly in menorrhagia. (*Materia Medica of India*—By R. N. Khory, Part II., p. 217).

অশ্বগন্ধা—अश्वगन्धा।

अश्वगन्धा, हयगन्धा, वाजिगन्धा। Withania Somnifera, Physalis Fluxuosa.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"पुष्टिदा", "बल्या", "वातघ्नी", "वाजीकरी"।

अश्वगन्धा कषायोष्णा तिक्ता वातकफापहा। विषव्रणकफान् हन्ति कान्तिवीर्य्यबलप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अश्वगन्धा कटूष्णास्यात्तिक्ता च मदगन्धिका। बल्या वातहरा हन्ति कासश्वासक्षयव्रणान्। राजनिघण्टुः॥ अश्वगन्धानिलश्लेष्मशोफश्वित्रक्षयापहा। बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णातिशुक्रला। भावप्रकाशः॥ अश्वगन्धा जराव्याधिनाशकः सुवरः स्मृतः। धातुवृद्धिकरः किञ्चित् कटुको बलदः स्मृतः। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥ अश्वगन्धापत्रलेपो ग्रन्थिगण्डापचीः हरेत्। शोढ़लनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—श्वासे अश्वगन्धामूलक्षारः—"क्षारञ्चाप्यश्वगन्धाया लेहयेत्-क्षौद्रसर्पिषा" (चिः २१ अः) चरकः॥ शोषे अश्वगन्धा—"क्षीरं पिवेद्वाप्यथवाजिगन्धा—। विपक्कमिवं लभते च पुष्टिम्। तदुत्थितं क्षीरघृतं सिताढ्यम्। प्रातः पिवेद्वाथ पयोऽनुपानम् (उः ४१ अः)। सुश्रुतः॥ वातव्याधौ अश्वगन्धा—अश्वगन्धाकषाये च कल्के क्षीरचतुर्गुणम्। घृतं पक्कन्तु वातघ्नं वृष्यं मांसविवर्द्धनम्। (वातव्याधि—चिः)। (२) उदरोपद्रवभूते शोथे अश्वगन्धा—"गोमूत्रपिष्टामथवाश्वगन्धाम्" (उदर-चिः)। (३) वन्ध्यात्वे अश्वगन्धा—"क्वाथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं पयः। ऋतुस्नाता वाला पीत्वा धत्ते गर्भं न संशयः। (योनिव्यापच्चिः)। (४) शिशोः कार्श्ये अश्वगन्धा—"पीताऽश्वगन्धा पयसार्द्धमासम्। घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा। कृशस्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते। वालस्य शस्यस्य यथाम्बुवृष्टिः"। (रसायनाधिकारे)। चक्रदत्त॥ हृद्गते वायौ अश्वगन्धा—"पिवेदुष्णाम्भसा पिष्टामश्वगन्धाम्।" (मः खः २ भाः)। भावप्रकाशः॥ निद्रानाशे अश्वगन्धा—

চূর্ণং হয়গন্ধায়াঃ সিতয়া সহিতস্য সর্পিষা লীঢম্। বিদধাতি নষ্টনিদ্রে নিদ্রা-মস্যৈব সিদ্ধমিদম্"। (জলদোষাদিযোগাধিকারে) বঙ্গসেনঃ ॥

অশ্বগন্ধার গুণ প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পুষ্টিদা," বল্যা," "বাজীকরী"।

অশ্বগন্ধার ভাষানাম—বাঃ—অশ্বগন্ধা। মঃ—আসকন্দ, অসন্ধ। গুঃ—আখসন্ধ। কঃ—আসান্দু, অঙ্গুর। তৈঃ পিল্লি অাঙ্গা। ফাঃ—মেহেমন্ বররী। হিন্দিনাম—অসগন্ধ। সিংহলীনাম—অসুন্ধা।

বর্ণন—অশ্বগন্ধার ক্ষুপ, ২/২½ হাত উচ্চ এবং শাখাবহুল হইয়া থাকে। পাতা চৌড়া, বোঁটা ছোট, পাতায় লোম আছে। ফুল—ছোট, বোঁটা ছোট, পত্রবৃন্ত মূল হইতে নির্গত হয়, দলবদ্ধ হইয়া থাকে, পীতাভহরিদ্বর্ণ, দেখিতে কল্কের মত। ফল—ছোট, মটরের মত, লাল। মূল—সরু, মূলার মত, কিন্তু ক্ষীণ—উপরে কটারঙ্, ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। কাঁচা মূলে, অশ্বমূত্রের গন্ধ। শুষ্কাবস্থায় গন্ধ থাকে না বা অতি মৃদুভাবে থাকে। মূলের স্বাদ তিক্ত। বীজ অতি ক্ষুদ্র। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল। মাত্রা—মূলচূর্ণ—৪ আনা হইতে ৮ আনা। ক্ষার—২ আনা হইতে ৪ আনা।

বৈদ্যকে অশ্বগন্ধার ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে অশ্বগন্ধামূলক্ষার—শ্বাসরোগীকে ঘৃতমধুসহ অন্তর্ধূমদগ্ধ অশ্বগন্ধার ক্ষার সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। সুশ্রুত—শোষে অশ্বগন্ধা—শোষরোগী, কুট্টিত অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া সহ, দুগ্ধাবশেষ রাখিয়াক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বস্ত্রপূত করিয়া পান করিবে। কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধাক্বাথ মন্থন পূর্ব্বক তদুত্থিত মাখমেরঘৃতপান করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। মাত্রা—½ তোলা হইতে ১ তোলা। চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধার ক্বাথও কল্কে এবং ঘৃত-চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ সহ গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য এবং মাংসবর্দ্ধক। (বাতব্যাধি চিঃ)। উদরোপদ্রবভূতে শোথে অশ্বগন্ধা—উদর রোগে শোথ হইলে, গোমূত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক পান করাইবে (উদর চিঃ)। (৩) বন্ধ্যাত্বে অশ্বগন্ধা—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধার ক্বাথে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্নাতা বন্ধ্যা বালা পান করিবে। ইহা গর্ভপ্রদ (যোনিব্যাপৎ চিঃ)। (৪) শিশুর কৃশতায় অশ্বগন্ধা—শীর্ণ শিশুকে পুষ্ট করিবার জন্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল কিম্বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধা চূর্ণ সেবন করাইবে। (রসায়নাধিকার)। মাত্রা—বয়োঽনুসারে স্থির করিবে।

ভাবপ্রকাশ—হৃদয়গত বায়ুরোগে অশ্বগন্ধা—বায়ু হৃদয়গত হইলে, অশ্বগন্ধা উষ্ণজলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। **বঙ্গসেন—নষ্টনিদ্রের নিদ্রাজননার্থ** অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধাচূর্ণ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ লেহন করিলে, নষ্টনিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ (জলদোষাদি যোগাধিকার)।

বক্তব্য—যে সকল দ্রব্য "সদৈবার্দ্রা প্রযোক্তব্যা" বলিয়া বিধি আছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা অন্যতম। অশ্বগন্ধা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়। **চরকের** বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার ক্বাথে তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ("কল্কোঽয় মশ্বগন্ধায়াঃ" চিঃ ২৮ অঃ)। ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামও নাই। **সুশ্রুতোক্ত** বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **চরকে** অশ্বগন্ধা বল্যবর্গে পঠিত হইয়াছে।

Constituents.—An alkaloid somniferin having hypnotic property, resin, fat and colouring matter. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 452).

Actinns and uses.—Tonic, alterative and sedative ; a paste of the root taken with milk and clarified butter helps the nutrition of children. As an alterative a confection is given in consumption debility from old age and rheumatism. Native women combine it with various restoratives in nervous debility and leucorrhœa ; as a sedative and hypnotic the leaves moistened with castor oil are apdlied to carbuncles. "Narayan tel" (which contains Ashwagandha) is dropped into the nose in deafness, aud as an inunction over the body in hemiplegia, tetanus, rheumatism and lumbago and as an enema in dysentery and anal Fistula. It is given internally in 15 to 60 ms. doses in consumption, emaciation of children, debility from old age, leprosy, nervous diseases and rheumatism (Do. II., p. 452). "The authors of *Bombay flora* say that the seeds are employed to coagulate milk like those of W. Coaguls. We have tried the experiment and find them to have some coagulating power. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 567).

নব্যমত—অশ্বগন্ধা, বল্য, রসায়ন এবং অবসাদক। অশ্বগন্ধামূলচূর্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঘৃত

সহ ক্ষীণ শিশুকে সেবন করাইলে পুষ্টিলাভ হয়। অশ্বগন্ধা রসায়ন (Alterative) বলিয়া, খণ্ড মোদকাদিরূপে ক্ষয়রোগ, জরাকৃত দৌর্ব্বল্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রমণীগণ অন্যান্য বহু পোষকদ্রব্যসহ, বাতজ দৌর্ব্বল্য ও প্রদরে অশ্বগন্ধা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশ্বগন্ধার পত্র এরণ্ড তৈলে সিক্ত করিয়া, স্ফোটকাদির উপর স্থাপন করিলে তদঙ্গ সুপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ স্থলের ত্বক্ স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়। বধিরতায় নারায়ণ তৈলের (অশ্বগন্ধা যাহার অন্যতম উপাদান) নস্য এবং পক্ষাঘাত ধনুস্তম্ভ, বাত এবং কটীশূলে ইহার ইহার অভ্যঙ্গ ও আমরক্তাতিসার বিশেষে ইহার অনুবাসনবস্তি (Enema) প্রয়োগ করা হয়। এই নারায়ণ তৈল ১৫—৬০ ফোঁটা মাত্রায় ক্ষয়, শিশুর কার্শ্য, জরাজন্য দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি এবং বাতরোগে সেব্য (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃঃ)। "বম্বেফ্লোরা" নামক পুস্তক রচয়িতা বলেন অশ্বগন্ধাবীজের দুধ জমাট বাঁধাইবার শক্তি আছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বস্তুতঃই অশ্বগন্ধা বীজে উক্ত শক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃঃ)।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থঃ।

অশ্বত্থঃ, পিপ্পলঃ, বোধিদ্রুমঃ। Ficus Religiosa.

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—"চলপত্রঃ", "গজভক্ষ্যঃ", "সেব্যঃ", "ক্ষীরদ্রুমঃ", "অচ্যুতাবাসঃ", "ধর্ম্মবৃক্ষঃ"। পিপ্পলঃ সুমধুরস্তু কষায়ঃ শীতলশ্চ কফপিত্তবিনাশী। রক্তাদাহশমনঃ স হি সদ্যো যোনিদোষহরণঃ কিল পক্কঃ। অন্যচ্চ—অশ্বত্থবৃক্ষস্য ফলানি পক্কান্যতীব হৃদ্যানি চ শীতলানি। কুর্ব্বন্তি পিত্তাস্রবিষার্ত্তিদাহম্ বিচ্ছর্দ্দিশোষারুচিদোষনাশম্। 'অশ্বত্থিকা' তু মধুরা কষায়া চাস্রপিত্তজিৎ। বিষদাহপ্রশমনী গুর্ব্বিণ্যা হিতকারিণী। রাজনির্ঘণ্টঃ॥ পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষব্রণাস্রজিৎ। গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বাতরক্তে অশ্বত্থত্বক্—"বোধিদ্রুমকষায়ন্তু পিবেত্তং মধুনা সহ। বাতরক্তং জয়ত্যাশু ত্রিদোষমপিদারুণম্। (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) ব্রণাচ্ছাদনার্থম্ অশ্বত্থপত্রম্—"* পিপ্পলস্য চ। ব্রণপ্রচ্ছাদনে বিদ্বান্ (চিঃ ১২ অঃ)।

(३) व्रणे अश्वत्थत्वक्—"ककुभोदुम्बराश्वत्थ—। त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति त्वक्चूर्णै-श्चूर्णिता व्रणाः" ॥ (चिः १२ अः)। चरकः ॥ नीलमेहे अश्वत्थत्वक्—"नील-मेहिनमश्वत्थकषायं वा पाययेत्" (चिः ११ अः)। (२) वाजीकरणार्थम् अश्वत्थफलमूलत्वक्शुङ्गाः—"अश्वत्थफलमूलत्वक्शुङ्गसिद्धं पयो नरः। पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं कुलिङ्ग इव हृष्यति" (चिः २६ अः)। सुश्रुतः ॥ वमने अश्वत्थ-वल्कलम्—"अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्ध्वा निर्व्वापितं जले। तत्तोयपानमात्रेण छर्द्दिं जयति दुस्तराम्" ॥ (२) अग्निदग्धव्रणे अश्वत्थवल्कलम्—"अश्वत्थस्य विशुष्कवल्कलकृतं चूर्णं तथा गुण्डनात्" (व्रणशोथ-चिः)। (३) कर्णशूले अश्वत्थपत्रम्—"अश्वत्थपत्रखल्लम्वा विधाय बहुपत्रकम्। तैलाक्तं मङ्गारपूर्णं विदध्याच्छ्रवणोपरि। यत्तैलं च्यवते तस्मात् खल्लादङ्गारतापितात्। तत्प्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम्"। (कर्णरोग-चिः)। (४) शिशोर्मुखपाके अश्वत्थत्वग्दलम्—"अश्वत्थत्वग्दल क्षौद्रै र्मुखपाके प्रलेपनम्। (वालरोग-चिः)। चक्रदत्तः ॥

অশ্বত্থের অন্বর্থসংজ্ঞা—"চলপত্র," "গজভক্ষ্য," "ক্ষীরদ্রুম," "সেব্য," "ধর্ম্মবৃক্ষ"।

অশ্বত্থের ভাষানাম—বৈদ্যকে অশ্বথ, পিপ্পল ও বোধিদ্রুম নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঃ—আশুদ্ গাছ। মঃ—পীপলো। কঃ—অরলী। তৈঃ— রাইচেট্টু, কুলুজুব্বিচেট্টু। ফাঃ—দরথ্ লরজাং। **हिन्दिनाम—पीपलवृक्ष। सिंहलीनाम—बोधि।**

বর্ণন—অশ্বথ শ্রেষ্ঠতম ছায়াতরু। প্রায়ই পুরাণ ইমারতের উপর অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পক্ষিগণ পক্ক অশ্বথ ফল ভক্ষণ করিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, বিষ্ঠায় যে অবিকৃত অঙ্কুর-জননোপযোগী বীজ থাকে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। চৈত্রে অশ্বথ বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং নিদাঘের প্রথমেই নবীনপত্রে সুশোভিত হইয়া থাকে। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া বৰ্দ্ধিত হয়। **পত্রবৃন্ত** দীর্ঘ ও ক্ষীণ সুতরাং পত্র লম্বিত থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পত্রমুকুল, ত্বক্ ও ফল। **মাত্রা**—ক্বাথ, আধপোয়া।

বৈদ্যকে অশ্বত্থের ব্যবহার।

চরক—বাতরক্তে অশ্বথত্বক্—অশ্বথছালের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দারুণ বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (২) **ব্রণাচ্ছাদনে** অশ্বথপত্র

—অশ্বত্থপত্রে ব্রণপ্রচ্ছাদন করিবে (চিঃ ২৯ অঃ)। (৩) **ব্রণে** অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থছালের গুঁড়াদ্বারা ক্ষত পূরণ করিলে, শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—নীলমেহে অশ্বত্থত্বক্—যাহার নীলমেহ হইয়াছে তাহাকে অশ্বত্থত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **বাজীকরণার্থ** অশ্বত্থফলাদি—অশ্বত্থের ফল, মূলের ছাল এবং শুঙ্গের (পত্র মুকুলের) ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—বমনে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কত্বক্ দগ্ধ করিয়া সেই অঙ্গার জলে নির্ব্বাপিত করিবে। এই জল পান করিলে বমন নিবৃত্তি পাইতে পারে (ছর্দ্দি চিঃ)। (২) **পোড়াঘায়ে** অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থের ছাল গুঁড়া করিয়া পোড়া ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিলে, ঘা ভাল হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (৩) **কর্ণশূলে** অশ্বত্থপত্র—অশ্বত্থপত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা তৈলাক্ত করিয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিলে যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চুয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কানকট্‌কটানি ভাল হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৪) **শিশুর মুখপাকে** অশ্বত্থত্বক্ ও পত্র—শিশুর মুখপাকে অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিবে।

বক্তব্য—অশ্বত্থত্বক্ "পঞ্চবল্কলের" অন্যতম। পঞ্চবল্কলের গুন—"রসে কষায়ঃ শীতঞ্চ বর্ণ্যং দাহতৃষাপহম্। যোনিদোষং কফং শোফং হন্তীদং পঞ্চবল্কলম্" (ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু) "ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ" (ভাবপ্রকাশ)। পঞ্চবল্কলের ক্বাথ যোনিরোগে এবং উহার প্রলেপ বিসর্প রোগে বহুশঃ প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। **চরক** অশ্বত্থকে "মূত্রসংগ্রহণ" বর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং অশ্বত্থত্বক্ সোমরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতজ্বরে অশ্বত্থ পত্রের রস ঔষধ বিশেষের অনুপানরূপে সেবন করান হয়। **সুশ্রুত** ন্যগ্রোধাদিগণে অশ্বত্থ পাঠ করিয়াছেন। (শূঃ ৩৮ অঃ)। চারক সিদ্ধিস্থানে, অতিসারে দেয় যবাগূ পাকার্থ দ্রব্যান্তরের সহিত অশ্বত্থশুঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে—"মসূরাশ্বত্থশুঙ্গৈশ্চ যবাগূঃ স্যাজ্জলে শৃতা"। অবিকসিত পত্রমুকুলকে শুঙ্গ বলে ("শুঙ্গ ইত্যবিকসিতপত্রমুকুলম্"—চক্রসংগ্রহটীকায়াং শিবদাসঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, caouthouc and wax.

Actions and uses.—with honey it is locally applied to aphthæ sore mouth. The powder is given internally in asthma. The medicated oil is used as an astringent injection in leucorrhœa, into the rectum in

dysentery, as a wash for unhealthy ulcers and as a gargle in salivation. *Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 559).

নব্যমত—শিশুর ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু কিম্বা মুখাভ্যন্তরে দধি বিন্দুর মত শুভ্র ক্ষত হইলে বা সাধারণ মুখক্ষতে মধুসহ অশ্বত্থত্বক্‌চূর্ণ প্রলেপ দিবে। অশ্বত্থত্বথচূর্ণ মধুসহ শ্বাসরোগে সেব্য। অশ্বত্থত্বক্ সাধিত তৈল প্রদরে ও আমরক্তাতিসারে অনুবাসন বস্তিরূপে, উহার ক্বাথ, বিকৃত ক্ষতের ধাবনার্থ এবং লালাস্রাবে কবলার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্ ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃঃ)।

অসন—असनः।

असनः, वीजकः। Termenalia Tomentosa, Pentaptera Tomentosa.

वीजकः सकषायश्च कफपित्तास्रनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ असनः कटुरुष्णश्च तिक्तो वातार्त्तिदोषनुत्। सारको गलदोषघ्नो रक्तमण्डलनाशनः। राजनिघण्टुः॥ वीजकः कुष्ठविसर्पश्वित्रमेहगुदक्रिमीन्। हन्ति श्लेष्मास्रपित्तञ्च त्वच्यः केश्यो रसायनः॥ भावप्रकाशः॥ असनस्यतु 'पुष्पाणि' विपाके मधुराणि च। तिक्तानि पाचनीयानि वातलानि भवन्ति हि। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते असनक्षारः—"तथा मधूकस्य तथासनस्य क्षाराः प्रजोज्या विधिनैव तेन" (चिः ५ अः)। चरकः॥ कुष्ठे असनः—"यथा सर्व्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरवीजकौ" (चिः ६ अः)। (२) चक्षुःकामिले असनसारः—"चक्षुःकामः प्राण-कामी वा वीजकसाराग्निमन्थमूलं निःक्वाथ्य माषप्रस्थं साधयेत्। तस्मिन् सिध्यति चित्रकमूलाना मक्षमात्रं कल्कं दद्यात्। आमलकरसचतुर्थभागम्। ततः स्विन्न मवतार्य्य शीतीभूतं मधुसर्पिर्भ्यां संसृज्योपयुञ्जीत यथावलम्। लवणं परिहरेत्। जीर्णे मुद्गामलकयूषेणालवणेन घृतवन्त

মোদনমশ্নীয়াৎ (চিঃ ২৩ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ উপদংশে অসনঃ—"ক্বাথং পিবিত্বা খদিরাসনাভ্যাং। সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলায়ুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ" (উপদংশাধিকারে)। (২) পশ্বাত্তকে অসনপুষ্পম্—"অসনস্যতু পুষ্পাণি শ্লক্ষ্ণ-চূর্ণানি কারয়েৎ। গুটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যস্তাং চ ভক্তস্য বারিণা। এতাং পশ্বা-ত্তকে দদ্যাদ্বালেষু মতিমান্ ভিষক্॥ বঙ্গসেনঃ।

অসনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অসন ও বীজক শব্দে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—পিয়াশাল। হিঃ—অস্‌না, সজ্। উঃ—সহাজু, কলাসহাজু। আঃ—অমরী। বিবঠ্‌ঠা, বিবঠ্‌ঠ্যাচা গোঁদ। গুঃ—বীয়াং, হীরাদখণ, বীয়ানোগুঁদ। কঃ—কোপিন্নহোণে। তৈঃ—মৰ্দ্দি। ফাঃ করমৃকশ্।

বর্ণন—অসন বৃহৎ আরণ্য **বৃক্ষ**। ইহার **ত্বক্** বিদীর্ণ হইয়া থাকে। **পাতা** বৃন্তসন্নিকটে চৌড়া, অগ্রভাগে সরু, পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে। পাতার মাঝের শিরায় বোঁটার কাছে অর্ব্বুদের মত গ্রন্থি আছে। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, বর্ণ—হরিদাভশ্বেত। পুষ্পকাল—বসন্ত। **ফল** শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প, ত্বক্, সারকাষ্ঠ।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে—অসনক্ষার—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধুযোগে রক্তপিত্তে সেবন করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। মাত্রা—২—৪ আনা।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে অসন, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিত্বে** অসনসার—অসনের সারবান্ কাষ্ঠ ৮ তোলা, গণিয়ারী মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত ক্বাথ প্রস্তুত করিবে—চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলায় সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। মাষকলায় বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃতসহ, বলা-নুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলায় জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

বঙ্গসেন—উপদংশে অসনসার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের ক্বাথ, শোধিত গুগ্গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণসহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকারে)।

(২) **পশ্চাত্তকে** নাম বালরোগে অসনপুষ্প—অসনপুষ্পের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া ভক্তবারি (আমানি) দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া, পশ্চাত্তকরোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

বক্তব্য -চরক উদর্দপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** সালসারাদিবর্গে, অসন পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন—"শিরীষ-রোধ্রাসনশাল্মলীনাম্। পুষ্পাণি শিগ্রোশ্চবিচূর্ণ্য লেহো। মধ্বন্বিতঃ শোণিতপিত্তরোগে" (উঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains much potash and tannin.

Actions and uses—Astringent, used in diarrhœa, dyspepsia and leucorrhœa, like the bark of J. Catappa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 263.)

নব্যমত—অসনত্বক্, কষায়। ইহা অতিসার, গ্রহণী এবং প্রদরে ব্যবহৃত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ)।

অস্থিসংহার—अस्थिसंहारः।

अस्थिसंहारः, अस्थिशृङ्खला, वज्रवल्ली। Vitis quadrangularis.

अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वातश्लेष्महरोऽस्थियुक्। उष्णः सरः क्रिमिघ्नश्च दुर्नामघ्नोऽक्षिरोगजित्। रूक्षः स्वादु र्लघु र्वृष्यः पाचनः पित्तलः स्मृतः। भावप्रकाशः॥ वज्रवल्ली सरा रूक्षा क्रिमिदुर्नामनाशिनी। दीपन्युष्णा विपाकेऽम्ला स्वाद्वी वृष्या बलप्रदा। अर्शसान्तु विशेषेण हिता चैवाग्निदीपनी। चतुर्धारा काण्डवल्ली भूतोपद्रवशूलहा। अत्युष्णाध्मानवातांश्च तिमिरं वातरक्तकम्। अपस्मारं वातरोगं नाशयेदिति कीर्त्तितम्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—भग्नरोगे अस्थिसंहारः—"सघृतेनास्थिसंहारं *। सन्धियुक्तेऽस्थिभग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न—चिः)। चक्रदत्तः॥ वायुप्रशमने अस्थिसंहारमज्जा—"काण्डं त्वग्विरहितमस्थिशृङ्खलाया माषार्द्धं द्विदलमकुञ्चकं तदर्द्धम्। सम्पिष्टं तदनु ततस्तिलस्य तैले सम्पक्वं वटकमतीव वातहारि"। भावप्रकाशः॥

অস্থিসংহারের ভাষানাম—বাঃ—হাড়ভাঙ্গা বা হাড়যোড়া। গুঃ—হাড়সাঙ্কিলা, বেধারী, তরধারী, চোধারী। মঃ—কাণ্ডবেল, ত্রিধারী, চৌধারী। তৈঃ—নাল্লেহ। কোঃ—হাড় জোড়া। **হিন্দি—হড়সংহারী, হড়যোড়। সিংহলী—হীরিস্স।**

বর্ণন—অস্থিসংহার বৃক্ষাশ্রয়ী বা ভূলুণ্ঠিত থাকে। **কাণ্ড** শৃঙ্খল বা মালাকৃতি, চারশিরা, কচিৎ ত্রিশিরা। ডাঁটার একটী গ্রন্থি যদি কাটিয়া মাটীতে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে ইহা হইতেই সুদীর্ঘ লতা জন্মিতে পারে; এজন্য ইহার একটী নাম "কাণ্ডবল্লী।" **ফুল** শাদা ও ছোট, **ফল** মটরের মত। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় অস্থিসংহারের প্রতিকৃতি আছে।

বৈদ্যকে অস্থিসংহারের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—ভগ্নরোগে অস্থিসংহার—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে, অস্থিসংহারের কাণ্ড পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে (ভগ্ন চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বায়ুপ্রশমনার্থ** অস্থিসংহারমজ্জা—হাড়যোড়ার ডাঁটার ছাল ছাড়াইয়া লইবে, এই ডাঁটা যত তার অর্দ্ধেক খোসা ছাড়ান যে কোন কলায় (বাতহর বলিয়া মাষকলায়ই ভাল) লইয়া একত্র উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বর্ত্তুলাকার বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক তিল তৈলে ভাজিয়া খাইবে। ইহা অতীব বায়ুনাশক।

বক্তব্য—চরক, রাজনিঘণ্টু ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে অস্থিসংহারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতোক্ত** ভগ্নরোগ চিকিৎসায় অস্থিসংহারের নাম নাই। **চক্রবৎ বৃন্দ** ও ভগ্নাধিকারে অস্থিসংহার ব্যবহার করিয়াছেন। **রাজবল্লভে** লিখিত আছে—"অস্থিভগ্নেঽস্থিসংহারো হিতো বল্যোঽনিলাপহঃ"।

Actions aud uses.—Alterative and stimulant, given in dyspepsia, loss of appetite and Scurvy; also in irregular menstruation. The juice is given mixed with gopi chandan, ghee and sugar. Paste of the fresh stem is astringent and locally applied to dislocations, sores and fractured limbs; juice of the stem is dropped into the ear in otorrhœa and into the nose to check e. istaxis. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory. Part II., p. 136).

নব্যমত—অস্থিসংহার, রসায়ন, উষ্ণ। ইহা গ্রহণী—অগ্নিমান্দ্য এবং "স্কার্ভিরোগে" ব্যবহৃত হয়। অস্থিসংহারের রস, গোপী চন্দন, ঘৃত এবং চিনির সহিত, যে সকল

স্ত্রীলোকের অনিয়মিত ঋতু হয় তাহাদিগকে সেবন করাইবে। আর্দ্র অস্থিসংহার পেষণ পূর্ব্বক অস্থিবিশ্লেষ, অস্থিভগ্ন কিম্বা ক্ষতে প্রলেপ দিবে। পূতিকর্ণে ইহার রসে কর্ণপূরণ করিবে।

আকারকরভ—আকারকরভঃ।

আকারকরভঃ। Anacyclus Pyrethrum.

অক্কোলকরোষ্ণো বীর্য্যেণ বলকৃৎ কটুকো মতঃ। প্রতিশ্যায়ঞ্চ শোথঞ্চ বাতঞ্চৈব বিনাশয়েৎ। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—ফিরঙ্গরোগে আকারকরভঃ—"পারদ ষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদির ষ্টঙ্কসম্মিতঃ। আকারকরভস্যাপি গ্রাহ্য ষ্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ। টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্বে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ। সংমর্দ্দ্য তস্য সর্ব্বস্য কুর্য্যাৎ সপ্তবটী ভিষক্। স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকা মম্বুনা বটীম্। বর্জ্জয়েদম্ললবণং ফিরঙ্গ স্তস্য নশ্যতি"। ভাবপ্রকাশঃ॥

আকারকরভের ভাষানাম—বাঃ, হিঃ—আকরকরা। তৈঃ—অকলকরা। গুঃ—অক্কীরকরম। ইং—স্প্যানিশ্ পেলিটরী।

বর্ণন—আকরকরা (মূল) লম্বা, সঙ্কুচিত, দুই প্রান্ত ক্রমে সরু। উপরের রঙ্ কটা, ভাঙ্গিলে ভিতরে শাদা। চর্ব্বণ করিলে প্রথমে সামান্য মিষ্ট বোধ হয়, পরে ঝাল লাগে, মুখ জ্বালা করে, জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ঠোঁট চিন্‌চিন্ করে। অনেকে 'আকরকরাবচ" বলে; বস্তুতঃ আকরকরা ও বচ ভিন্ন বস্তু। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—শুষ্ক মূল।

বৈদ্যকে আকরকরার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—ফিরঙ্গরোগে আকরকরা—বিশুদ্ধ পারদ আধতোলা, খদিরচূর্ণ আধতোলা, আকরকরাচূর্ণ এক তোলা, মধু দেড়তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে জলসহ এক একটী বটী সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিশ্) বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ পরিত্যাগ করিবে (ফিরঙ্গ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সুশ্রুত বাগ্‌ভট, ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টু, রাজবল্লভে আকরকরার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—Pyrethrin—an acrid brown resin, Pyrenthrine 5 p. c.—an alkaloid, 2 fixed oils, inulin 50 p. c. gum, salts a trace of tannin.

Physiological action.—Stimulant, rubefacient irritant and sialagogue; locally rubefacient. When chewed it at first irritates or stimulates the nerves and vessels of the mouth, salivary and buccal glands and then deadens and blunts their sensibility. In small does it is stimulant and cordial. As a masticatory sialagogue it produces pricking sensation in the tongue with heat pungency and copious flow of saliva, constriction iu the fauces and increased buccal mucus. In large closes it is an irritant mucous membrane of the intestines, causing bloody stools, tetanoid spasms and profounded stupor. The pulse becomes accelerated.

Therapeutics.—The infusion is given with lesser galangal and ginger in low states of the system with drowsiness and lethargy. The tincture is given in neuralgic headache, toothache due to caries, in paralysis of the tongue and in neuralgia of the face. As a local anæsthetic gargle or lotion or a mouth-wash it is used in sore throat, relaxed uvula aphonia etc. As a sternutatory. the powder is inhaled in chronic catarrh of the frontal sinuses. The confection is given in impotence and in chronic seminal weakness. As a sialagogue it is an efficient remedy in chronic iodine poisoning where it secures a prompt and radid elimination." (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 349.)

নব্যমত—আকরকরা, উষ্ণ, উত্তেজক এবং প্রলেপে ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। আকরকরা চর্ব্বণ করিলে জিহ্বা চিন্‌চিন্‌ করে, মুখ গরম ও অসাড় বোধ হয়, ঝাল লাগে এবং প্রচুর লালাস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মধরা কলার (Mucous membrane) উত্তেজনাহেতু রক্তমিশ্রিত মল, বারম্বার মলত্যাগের উদ্বেগ, সংজ্ঞাহীনতা এবং নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় উষ্ণ ও জড়তানাশক। আদার সহিত

আকরকরার ক্বাথ, তন্দ্রা এবং জড়তা বিনাশার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আকরকরার টীংচার শিরোরোগবিশেষে (Neuralgic headache) এবং ক্রিমি ভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু উহা জিহ্বাস্তম্ভ এবং মুখমণ্ডলস্থ নার্ভের বেদনায় হিতকর। আকরকরার টীংচার দ্বারা প্রস্তুত লোশন্ কিম্বা আকরকরার শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া গলক্ষত এবঃ এবং আল্জিব্ বাড়িলে, কিম্বা মূক, মিন্মিন, গদ্গদ ও স্বরভঙ্গাদি রোগে কবল বা মুখধাবনার্থ ব্যবহার করাইবে। ক্ষবথূৎপাদক (হাঁচিকারক) বলিয়া, প্রতিশ্যায় ও পীনসরোগে আকরকরা চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিবে। আকরকরা, খণ্ড মোদকাদিরূপে, ধ্বজভঙ্গ ও পুরাণ শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্যে সেব্য। লালাস্রাবকারী বলিয়া, আকরকরা, আইডিন্জাত পুরাণ বিষরোগের ফলপ্রদ ঔষধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

আত্মগুপ্তা—আত্মगुप्ता।

आत्मगुप्ता, स्वयंगुप्ता, शूकशिम्बी, वानरी, कपिकच्छुः। Mucuna Pruciens, Catpopogan Pruiens. Eng : Cowhage plant.

उत्पत्तिवोधिका संज्ञा—"प्रावृषेण्या" परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कपिरोमफला", "शूकवती"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"सद्यःशोथा", "वृष्या"। कपिकच्छू रसे स्वादु स्तिक्ता शीतानिलापहा। वृष्या पित्तास्रहन्त्री च दुष्टव्रणविनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ कपिकच्छुर्भृशं वृष्या मधुरा वृंहणी गुरुः। तिक्ता वातहरी वल्या कफपित्तास्रनाशिनी। तद्द 'वीजं' वातशमनं स्मृतं वाजीकरं परम्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—वाजीकरणार्थं कपिकच्छुफलम्—स्वयंगुप्ताफलैर्युक्तं माषसूपं पिवेन्नरः" (चिः २६ अः)। सुश्रुतः॥ रक्तपित्ते शूकशिम्बीधान्यं शाकञ्च—"शूकशिम्बीभवं धान्यं रक्ते शाकञ्च शस्यते" (चिः २ अः)। वागभटः। अववाहुके शूकशिम्बीमूलस्वरसः—"तथात्मगुप्तास्वरसं पिवेद्वा *

मासादसौ वज्रसमानवाहुः" (वातव्याधि चिः)। चक्रदत्तः॥ योनिसङ्कीर्णीकरणे कपिकच्छुमूलम्—"कपिकच्छुभवं मूलं क्वाथयेद्विधिना भिषक्। योनिः सङ्कीर्णतां याति क्वाथेनानेन धारयेत् (मः खः ४ भाः । भावप्रकाशः॥

আত্মগুপ্তার উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"প্রাবৃষেণ্যা"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কপিরোমফলা", "শূকবতী"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"সদ্যঃশোথা", "বৃষ্যা"। আত্মগুপ্তার ভাষানাম—বৈদ্যকে "স্বয়ংগুপ্তা", "কপিকচ্ছু", "বানরী" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—আলকুশী, দয়ালের গুঁড়া। কোঃ—বানরবিচা। মঃ—কুহিলিচেম্বীজ। গুঃ—কউচোঁ, ভেরবনী শীগনাম্বী। কঃ—নসুগুন্নী। তৈঃ—পিল্লিঅড়ুগু। তাঃ—পুনাইক, কালি। বম্—কুহিলা। ইং—কাউহেজ্ প্লাণ্ট্।
हिन्दि—कौँछ, किवाँच। सिंहली—वान्दुरमि।

বর্ণন—শূকশিম্বী লতা ফলপাকান্ত। কিছু আশ্রয় পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। স্থূল শাখার গাত্রে সর্ষপাপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতা ও লোম এবং সরু ও কোমল শাখায় কেবল লোম থাকে। আলকুশীর লতা ত্রিপত্র। মধ্যের পত্র অণ্ডাকার, পার্শ্বের পাতা দুটী বৃন্তের দিকে বেশী বিস্তৃত। পত্রোদরে অতি সূক্ষ্ম ছোঠ ছোট এবং পত্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট রৌপ্যবর্ণের রোম দৃষ্ট হয়। শুঁটীর আকার ইতালীয় অক্ষর *f* এর মত। শিম্বির রোম বড় বড় ও তাম্রবর্ণ। ইহা যে "সদ্যঃশোথা," গায়ে লাগিলে একথা বেশ বুঝা যায়। প্রতি শিম্বির ভিরত ৪—৬টী বীজ থাকে। বীজ শিমের বীজের মত। ফুল বড় হয়—রঙ্ ঘোরাল বেগুণে। বর্ষায় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া লতা বর্দ্ধিত হয়—শরৎকালে ফুলে শিম্বিতে শোভিত হয় এবং শীতে শিম্বি পুষ্ট হয়। বীজের বিশেষ কোন স্বাদ নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "কাকাণ্ড" বা "কাকাণ্ডোল" বলে তাহার লতাও আলকুশীর মত। কাকাণ্ডের শুঁটীও আলকুশীর তুল্য, কেবল ইহাতে আলকুশীর শুঁটীর মত রোম নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুঁটীর গায়ে অতি স্পষ্ট লম্বা লম্বা আলির মত উচ্চতা আছে; এজন্য শুঁটীর গাত্র বড়ই উচ্চনীচ হইয়া থাকে। ছাপরা অঞ্চলে লোকে শিমের মত ইহার আবাদ করে এবং শিমের মত ইহাও তরকারীতে খাইয়া থাকে। চরকের সূঃ ২৭ অধ্যায়ের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন "শূকশিম্বসদৃশশিম্বঃ কাকাণ্ডঃ শূকরশিম্বীতিলোকে"। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ। মাত্রা—মূলস্বরস—১ তোলা।

বৈদ্যকে আত্মগুপ্তার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বলাধান ও বাজীকরণার্থ আলকুশী বীজ—আলকুশীবীজ

ভাঙিয়া মাষকলায়ের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বললাভ ও বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে** আলকুশী বীজ ও শাক—আলকুশীর বীজ ভাঙিয়া দালের মত পাক করিয়া কিম্বা আলকুশীর শাক রুচিমত পাক করিয়া রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে** (অববাহুক) আলকুশী-মূল—আলকুশীরমূলের রস প্রত্যহ পান করিলে, এক মাসের মধ্যে অববাহুক নাম বাতব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া রোগীর বাহু বজ্রসমান দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—যোনিসঙ্কীর্ণকরণার্থ** আলকুশী মূল—আলকুশী মূলের ক্বাথে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ঐ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত বল্যবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ঋষভী পাঠ করা হইয়াছে। **চক্রপাণি** অর্থ করেন "ঋষভী শূকশিম্বা"। চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আলকুশী বীজের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **চরকোক্ত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার উল্লেখ নাই, অমৃতাদ্য তৈলে কপিকচ্ছুর উল্লেখ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** রক্তপিত্ত ও বাতব্যাধির চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার নামোল্লেখ দেখা যায় না। আলকুশী বীজের **তৈলের** গুণ—"গুরূষ্ণং স্নিগ্ধমধুরং কষায়ঞ্চাত্মগুপ্তজম্" (ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টু)। আত্মগুপ্তা এবং কাকাণ্ডোলের বীজ খাদ্যৌষধ। **চরক** বলিয়াছেন ইহাদের গুণ মাষকলায়ের তুল্য—"কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ।" (সূ ২৭ অঃ)। আলকুশীর সুপক্ব বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দার মত হইলে, ঘৃতশর্করাদুগ্ধযোগে মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধু মিশাইয়া সেবন করা যায়। ইহা উত্তম বাজীকরণ খাদ্য।

Constituents—Resin. tannin and fat and a trace of manganese.

Actions and uses—The seeds are nervine tonic, emmenagogue and aphrodisiac, used in leucorrhœa, menstrual derangements and paralysis. The confection is given in paralysis and seminal debility. The hairs of the pods are vermifuge and given in round worms. They work mechanically by injuring the worms and promoting their expulsion. When applied to the skin or to the mucous membrane, the hairs produce a painful irritation and eruption, and hence are very dangerous if left in the intestines. In such cases their administration should always be followed by a purge of calomel and jalap. Dose of hairs 1 to 3 grs. (*Materia Medica of Indta*—R. N. Khory, Part II., p. 219).

নব্যমত—আলকুশীর বীজ নার্ভের বলকারক, আর্ত্তব রজঃ স্রাবকারী এবং বৃষ্য। প্রদর, ঋতু কৃচ্ছ্রতা, ঋতুবৈষম্য এবং বাতব্যাধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আলকুশী বীজের খণ্ড পায়সাদি প্রস্তুত করাইয়া বাতব্যাধি ও ক্ষীণশুক্র রোগগ্রস্তকে সেবন করাইবে। শিম্বির লোম চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বৃত্তকৃমি নষ্ট ও নিঃসারিত হয়। শিম্বির লোম ত্বক্ বা শ্লেষ্মধরাকলা স্পৃষ্ট হইলে বিষম কণ্ডূ উৎপন্ন করে। সুতরাং যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায় তাহা হইলে বিষম প্রমাদ ঘটে। এই অনর্থোৎপত্তি নিরাকরণার্থ উহা সেবন করিবার পর—ক্যালোমেল কিম্বা জোলাপ দ্বারা বিরেচন করাইবে। শিম্বি লোমের মাত্রা—১—৩ গ্রেণ (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিকা—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃঃ)।

আমলকী—आमलकी।

आमलकम्, धात्रीफलम्। Phyllanthus Emobhica.

कषायं कटुतिक्तोष्णं स्वादु चामलकं हिमम्। रसं त्रिदोषहृद्वृष्यं ज्वरघ्नञ्च रसायनम्। हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यत:। कफं रुचकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ आमलकं कषायाम्लं मधुरं शिशिरं लघु। दाहपित्तवमीमेहशोफघ्नञ्च रसायनम्। अन्यच्च—कटुमधुरकषायं किञ्चिदम्लं कफघ्नम्। रुचिकरमतिशीतं हन्ति पित्तास्रतापम्। श्रमवमनविबन्धाऽऽध्मानविष्टम्भदोष।—प्रशमनममृताभं चामलक्या: फलं स्यात्। राजनिघण्टु:॥ हरीतकी समं धात्रीफलं किन्तु विशेषत:। रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृष्यं रसायनम्। हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यत:। कफं रुचकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। यस्य यस्य फलस्येह वीर्य्यं भवति यादृशम्। तस्य तस्यैव वीर्य्येण मज्जानमपि निर्द्दिशेत्। भावप्रकाश:॥ आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य प्रशस्यते। निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकीफलम्। राजवल्लभ:॥

वैद्यके व्यवहार:—विसर्पज्वरे आमलकम्—"रसमामलकानाम्बा घृतमिश्रं

प्रदापयेत्। स एव गुरुकोष्ठाय त्रिवृन्मूलयुतो हितः" (चिः ११ अः)। (२) हिक्कायां आमलकम्—"पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः" (चिः १२ अः)। (३) श्वेतप्रदरे आमलकीवीजम्—"जलेनामलकाद्वीजकल्कं वा ससिता-मधु। मधुनाऽऽमलकाच्चूर्णं रसं वा लेहयेत् सिते (चिः ३० अः)। चरकः॥ अर्शःसु आमलकम्—"एष एव * आमलकगुडूचीषु तक्रकल्पः (चिः ६ अः)। (२) वातरक्ते आमलकम्—"सर्व्वेषु पुराणघृतमामलकरसविपक्वं वा पानार्थे" (चिः ५ अः)। (३) प्रमेहे आमलकम्—महाधनो वा श्यामाकनीवारवृत्ति रामलक * फलाहारा मृगैः सह वसेत् (चिः ११ अः)। (४) मूत्रदोषरुजातुरे आमलकम्—"प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुड़वसम्मितं पीत्वागदो भवेज्जन्तु र्मूत्र-दोषरुजातुरः" (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥ कासे आमलकम्—"चूर्णमाम-लकानाम्वा क्षीरपक्वं घृतान्वितम्" (चिः ३ अः)। (२) प्रमेहे आमलकम्—"रसमामलकस्य वा" (चिः १२ अः)। वाग्भटः॥ रक्तपित्ते आमलकम्—"नासाप्रवृत्तं रुधिरं घृतभृष्टं श्लक्ष्णपिष्टमामलकम्। सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूर्द्धनि प्रलेपेन" (रक्तपित्त-चिः)। (२) पित्तशूले आमलकम्—"धात्रीरसं * पिवेत्सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिसूदनम् (शूल-चिः)। (३) शीतपित्ते आम-लकम्—"* गुड़मामलकैः सह" (उदर्द चिः)। चक्रदत्तः॥ मूत्रनिग्रहे आमलकी—"आमलक्याश्च कल्केन वस्तिभागं प्रलेपयेत्। तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमाणमूत्रनिग्रहः"। (२) योनिदाहे अमलकम्—"धात्रीरसं सितायुक्तं योनि-दाहे पिवेत् सदा" (योनिरोग चिः)। भावप्रकाशः॥ वातजायां छर्द्यां आम-लकी—"आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं मधु। गुटिकामलमानेन लेहो हन्ति वमिं ध्रुवम्" (चिः १३ अः)। (२) शिरःक्षते आमलकी—"तथामलक्याः फलमेव पिष्ट्वा घृतेन खण्डेन प्रलेपनञ्च। निवार्य्यते मस्तकजं क्षतञ्च शिरोऽर्त्ति-सङ्घान् विनिहन्ति चैतत्"। (चिः ४२ अः)। हारीतः॥ सरक्ते मूत्रकृच्छ्रे आमलकी—"धात्रीरसं चेक्षुरसं पिवेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते मधुना विमिश्रम्"। (मूत्र-कृच्छ्राधिकारे)। (२) नवहृत्कोपे धात्रीफलम्—"धात्रीफलनिर्य्यासः नवहृत्कोपं

নিহন্তি পূরণাত:"। (নীর-চি:)। (২) শিশৌ বিচ্ছিনামরোগে আমলকী—"আমলক্যা: পত্রাণ্যষ্টৌ গোমূত্রে সপ্ত ভাবয়েৎ। ভাবয়িত্বাऽऽতপে পশ্চাদ্বিচ্ছিলিম্না প্রশাম্যতি" (বালরোগ-চি:) বঙ্গসেন: ॥

আমলকীর ভাষানাম—বৈদ্যকে ধাত্রী শব্দে বহুশঃ প্রযুক্ত। বাঃ—আম্‌লা, মঃ—আম্বঠ্ঠা। গুঃ—আঁবলা। কঃ—নেল্লি। তৈঃ—উসরকায়। উঃ—অওা। ফাঃ—আম্‌লরুং। আঃ—অম্‌লজ্। হিন্দি—আম্‌রা। সিংহলী—নেল্লি।

বর্ণন—আমলকীর বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। ইহা আরণ্য বৃক্ষ, ক্বচিৎ উদ্যানে রক্ষিত হয়। পাতা তেঁতুলের পাতার মত। ছোট ছোট পীতবর্ণ পুষ্প হয়—ফল সকলেরই সুপরিচিত। কাশীর আমলকী বঙ্গদেশের আমলকী অপেক্ষা বৃহত্তর। পুষ্ট আমলকী গন্ধকবর্ণ। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল। মাত্রা—স্বরস ২ তোলা। চূর্ণ—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে আমলকীর ব্যবহার।

চরক—বিসর্পজ্বরে আমলকী—বিসর্পজ্বরে গব্যঘৃত মিশ্রিত আমলকীর রস পান করিবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) হিক্কায় আমলকী—আমলকী ও কয়েদ বেলের (কপিথ) রস পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) শ্বেত-প্রদরে আমলকী বীজ ও আমলকী—শ্বেতপ্রদরে পক্ক আমলকীর বীজ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চিঃ ৩০ অঃ)। সুশ্রুত—অর্শে আমলকী—আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কোন মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। এই পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শোরোগীকে এই ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা অর্শরোগে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (২) বাতরক্তে আমলকী—পুরাণঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া বাতরক্তে পানার্থ প্রয়োগ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) প্রমেহরোগীর আহারার্থ আমলকী—প্রমেহী শ্যামাকনীবারভোজী হইয়া আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) প্রস্রাবের যন্ত্রণায় আমলকী—মূত্রদোষরুজাতুর অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিবে (লঃ ৫৮ অঃ)। বাগ্‌ভট—কাসে আমলকী—কাসরোগী আমলকীচূর্ণ সহ দুগ্ধপাক করিয়া, ঘৃতসহ পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। আমলকীচূর্ণ ২ তোলা দুগ্ধ আধ

পোয়া, জল দেড় পোয়া জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে আধ তোলা গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেব্য। (২) **প্রমেহে** আমলকী—প্রমেহী, মধুসহ আমলকীর রস পান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** আমলকী- নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি রোধ করিবার জন্য ঘৃত ভর্জ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে। (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** আমলকী—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (শূল চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** আমলকী—শীতপিত্ত রোগী পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত আমলকী সেবন করিবে। (উদর্দ্দকোঠাদি চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—মূত্র-রোধে** আমলকী—মূত্ররোধে আমলকী পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশ প্রলিপ্ত করিবে। (২) **যোনিদাহে** আমলকী—যোনিদাহে আমলকীর রস চিনিসহ পেয় (যোনি রোগ-চিঃ)। **হারীত—বাতজবমনে** আমলকী—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে। আমলকীর তুল্য ইহার এক একটী গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মধুসহ সেবন করাইলে বাতজন্য বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **শিরঃক্ষতে** আমলকী—আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়। ইহা শিরঃপীড়ায়ও ব্যবহার করা যায় চিঃ ৪২ অঃ)। মাথার খুস্কি নিবারণের জন্য কিম্বা কেশদদ্রুতেও ইহা প্রয়োজ্য। **বঙ্গসেন সরক্তমূত্রকৃচ্ছ্রে** আমলকী—অতি যন্ত্রণার সহিত রক্তসহ মূত্র নির্গম হইলে ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিবে (মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার)। (২) **নবলোচনকোপে** আমলকী—"চোক উঠিলে" সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে—চোকউঠার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবৃত্তি পায় (নেত্র চিঃ)। (৩) **বিচ্ছি নাম শিশুরোগে** আমলকী—আমলকী চূর্ণ গোমূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া শিশুর বিচ্ছিযুক্ত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (বালরোগাধিকার)।

বক্তব্য—আমলকীর মোরব্বা উত্তম খাদ্যৌষধ। কিন্তু সচরাচর আমলকীর মোরব্বাকে অতি মধুরাস্বাদ করিবার জন্য উচিতাধিক মিষ্ট দেওয়া হইয়া থাকে।

Constituents.—Gallic acid, tannic acid, gum, sugar albumen, cellalose and mineral matter.

Action and uses.—The fresh fruit is refrigerant, diuretic and laxative and is used in chronic constipation. The dried fruit is cooling stomachic and astingent, a powder of the fruit, nilotpala, kesara and rose water is used as a paste to the forehead in cephalagia. It is also

applied to the pubes in irritability of the bladder and in retention of urine. With grapes and honey it is a favourite cooling drink for fever and diarrhœa. An extract, prepared from the wood is astringent like ka'tho. Its branches put into muddy water render the latter clear. It is one of the ingredients in the preparation known as triphala. (*Materia Medica of India*—R. N. Khoıy, Part II., p. 550-1).

নব্যমত—নবীন আমলকীফল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকারক এবং মৃদুরেচক হেতু পুরাণ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আমলকী শীতল, পাচক ও কষায়। শিরঃপীড়ায়, কুঙ্কুম, নীলোৎপল এবং গোলাপ জলের সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র কিম্বা মূত্ররোধ প্রতিকারার্থ বস্তিদেশে আমলকীর প্রলেপ হিতকর। আঙুর এবং মধুর সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক সরবৎ প্রস্তুত করিবে এই সরবৎ জরবিশেষে এবং অতিসারে পানীয়রূপে ব্যবহার করা যায়। খদিরের এক্সট্রাক্টের মত আমলকী কাষ্ঠের এক্সট্রাক্টও স্তম্ভক এবং কষায়। আমলকীর শাখা আবিল জলে স্থাপন করিলে আবিল জল নির্ম্মল হয়। আমলকী ত্রিফলার অন্যতম উপাদান (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০।১ পৃঃ)।

আম্র—আম্রঃ।

আম্রঃ, চূতঃ, সহকারঃ। Mangifera Indica.

রক্তপিত্তকরং 'বালমাপূর্ণং' পিত্তবর্দ্ধনম্। 'পক্ক'মাম্রং জয়েদ্বায়ুং মাংসশুক্রবলপ্রদম্। চরকঃ, সূঃ ২৭ অঃ॥ পিত্তানিলকরং 'বালং' পিত্তলং 'বদ্ধকেসরং'। হৃদ্যং বর্ণকরং রুচ্যং রক্তমাংসবলপ্রদম্। কষায়ানুরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু। পিত্তাবিরোধি "সম্পক্ক" মাম্রং শুক্রবিবর্দ্ধনম্। বৃংহণং মধুরং বল্যং গুরু বিষ্টভ্য জীর্য্যতি। সুশ্রুতঃ, (সূ ৪৬ অঃ)॥ "বালং" কষায়ং কট্বম্লং রুচ্যং বাতাস্রপিত্তকৃৎ। "সম্পূর্ণ"মাম্রমম্লঞ্চ রক্তপিত্তকফপ্রদম্। হৃদ্যং বর্ণকরং রুচ্যং রক্তমাংসবলপ্রদম্। কষায়ানুরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু। পিত্তাবরোধি "সম্পক্ক"-মাম্রং শুক্রবিবর্দ্ধনম্। মধুরং বৃংহণং বল্যং গুরু বিষ্টভ্য জীর্ণকৃৎ। সহকার-

रसोहृद्यः सुरभिः स्निग्धरोचनः। त्वङ्मूलपल्लवं ग्राहि कषायं कफपित्तजित्। "पक्वाम्र" सकषायाम्लं भेदनं कफवातजित्। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसवल-प्रदम्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रोऽम्लः कटुः पाके वीर्य्योष्णोऽथानिलापहः। कफपित्तकरोरुच्यः कुष्ठघ्नो रक्तशोधनः। अथ राजाम्रगुणाः—राजाम्रयुगलं चाम्लमुष्णवीर्य्यञ्चपित्तलम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ आम्रःकषायाम्लरसः सुगन्धिः। कण्ठामयघ्नोऽग्निकरश्च वालः। पित्तप्रकोपानिलरक्तदोषप्रदः पटुत्वादिरुचि-प्रदश्च॥ "वालं" पित्तानिलकफकरं तच्च "वद्धास्थि" तादृक्। पक्वं दोषत्रितयशमनं स्वादुपुष्टिं गुरु च। धत्ते धातुप्रचयमधिकं तर्पणं कान्तिकारि। ख्यातं तृष्णा-श्रमशमकृतौ चूतजातं फलं स्यात्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रमम्लमनिला-पहरं कफार्त्तिपित्तप्रदं गुरु विदाहविशोफकारि। पक्वं भवेन्मधुर मीषद-पारमम्लं पट्वादियुक्तरुचिदीपनपुष्टिवल्यम्। अथ राजाम्रगुणाः—राजाम्राः कोमलाः सर्वे कट्वम्लाः पित्तदाहदाः। सुपक्वाः स्वादुमधुराः पुष्टिवीर्य्यवलप्रदाः। राजनिघण्टुः॥ आम्रपुष्पगुणाः—आम्रपुष्पमतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्। असृ-ग्दुष्टिहरं शीतं रुचिकृद् ग्राहि वातलम्। वालाम्रगुणाः—आम्रं "वालं" कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तकृत्। "तरुणन्तु" तदत्यम्लं रूक्षं दोषत्रयास्रकृत्। आम्रपेषिकागुणाः--आम्रमामं त्वचाहीन मातपेऽतिविशोषितम् अम्लं स्वादु कषायं स्याद् भेदनं कफवातजित्। पक्वाम्रगुणाः—पक्वन्तु मधुरं वृष्यं स्निग्धं वलसुखप्रदम्। गुरु वातहरं हृद्यं वर्ण्यं शीतमपित्तलम्। कषायानुरसं वह्निश्लेष्मशुक्रविवर्द्धनम्। तदेव "वृक्षसम्पक्व" गुरु वातहरं परम्। मधुराम्लरसं किञ्चिद्भवेत् पित्तप्रकोपनम्। आम्रं "कृत्रिमपक्वन्तु" तद्भवेत् पित्तनाशनम्। रसस्याम्लस्य हीनन्तु माधुर्य्याच्च विशेषतः। उषितं तत्परं रुच्यं वल्यं वीर्य्यकरं लघु। शीतलं शीघ्रपाकि स्यात् वातपित्तहरं सरम्। तद्रसो गालितो वल्यो गुरु वातहरः सरः। अहृद्यस्तर्पणोऽतीव वृंहणः कफवर्द्धनः। "आम्रखण्ड" गुरु परं रोचनं चिरपाकि च। मधुरं वृंहणं वल्यं शीतलं वातनाशनम्। वृष्यं वर्णकरं स्वादु "दुग्धाम्र" गुरु शीतलम्। वातपित्तहरं रुच्यं वृंहणं वलवर्द्धनम्

मन्दानलत्वं विषमज्वरञ्च रक्तामयं बद्धगुदोदरञ्च। आम्रातियोगान्नयनामयं वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्। एतदम्लाम्रविषयं मधुराम्लपरं नतु। मधुरस्य परं नेत्रहितत्वाद्या गुणा यतः। शुण्ठ्यम्बसोऽनुपानं स्यादाम्राणा "मति-भक्षणे"। जोरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवर्चलेन वा। आम्रावर्त्तलक्षणं—पक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः। घर्मशुष्को मुहुर्दत्त आम्रावर्त्त इति स्मृतः। तद्गुणाः—आम्रावर्त्तस्तृषाच्छर्द्दिवातपित्तहरः सरः। रुच्यः सूर्य्यांशुभि पाका-ल्लघुश्च स हि कीर्त्तितः। आम्रवीजगुणाः—आम्रवीजं कषायं स्याच्छर्द्यति-सारनाशनम्। ईषदम्लञ्च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्। आम्रपल्लवगुणाः—आम्रस्य पल्लवं रुच्यं कफपित्तविनाशनम्। भावप्रकाशः। आम्रास्थितैलगुणाः—आम्रतैलन्तु तुवरं स्वादु रुक्षञ्च तिक्तकम्। सुगन्धि मुखरोगस्य नाशनं कफ-वातनुत्। आम्रान्तस्त्वग्गुणाः—आम्रान्तस्त्वग्ग्राहिणी तु तुवरा दाहकारिणी। पित्तमेहकफानाञ्च नाशिनी योनिशुद्धिकृत्। आम्रमूलगुणाः—आम्रमूलन्तु तुवरं ग्राहि शीतं रुचिप्रदम्। सुगन्धि कफवातानां नाशनं परिकीर्त्तितम्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे आम्रास्थिरसः—"नस्यं तथाम्रास्थि-रसः" (चिः ४ अः)। (२) पित्तजवमने आम्रपत्रम्—"जम्ब्वाम्रयोः पल्लवजं कषायम्। पिवेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा" (चिः २३ अः)। चरकः॥ रक्ताति-सारे आम्रत्वक्—"* आम्राज्र्जुनत्वचः। पीताः चौरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणित-नाशनाः"। (अतिसार—चिः)। (२) प्लीहोदरे पक्काम्ररसः—"प्लीहव्युपरमो योगः पक्काम्ररसोऽथवा समधुः" (प्लीह-चिः)। चक्रदत्तः॥ मत्स्यभक्षणजे अजीर्णे आममाम्रम्—"आममाम्रफलं मत्स्ये" (मः खः २यः भाः)। (२) मांसभोजनजे अजीर्णे आम्रवीजम्—"तद्वीजं पिशिते हितं" (मः खः २यः भाः)। (३) अतिसारे आम्रमध्यत्वक्—"* तथा मध्यत्वगाम्रजा। अतिसारं व्यथादाहं हन्तेश्वाशु न संशयः"। (मः खः १मः भाः) भावप्रकाशः॥ पक्कातिसारे आम्रपल्लवम्—"नवचूतस्य पर्णानि कपित्थफलमेव च। पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन

পক্কাতিসারশান্তয়ে"। (অতিসার-চিঃ)। (২) শোথে রসালমূলম্—পুনর্ণবা-পত্ররসালমূলং। সংক্ষুদ্য তোয়ার্দ্ধশরাশেষসিদ্ধম্। চতুর্থভাগেন ঘৃতং বিপক্কম্। প্রস্থস্তু তৎকল্কপলাষ্টকেন। সংসেবিতং বাতবলাসরোগান্। সর্ব্বাংশ্চ শোথানপি দুস্তরাংশ্চ। গুল্মোদরপ্লীহগুদোদ্ভবাংশ্চ। নিহন্তি বহ্নিং কুরুতে হি পুংসাম্। (শোথ-চিঃ)। (৩) বালানাং মুখপাকে আম্রসারঃ—"মুখপাকেতু বালানাং আম্র-সারময়ং রজঃ। গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্॥ (বালরোগাধি-কারে)। বঙ্গসেনঃ।

আম্রের ভাষানাম—বাঃ—আম। হিঃ—আম। মঃ—আম্বা। গুঃ—আম্বো। কঃ—মাবিনফল। তৈঃ—মাবিডি। ফাঃ—আম্বা। অঃ—অম্বজ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, ফল, বীজ। **মাত্রা**—আর্দ্রত্বক্ ৮—১২ আনা। বীজশস্য ৪—৮ আনা। ফলরস ২—৫ তোলা।

বৈদ্যকে আম্রের ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** আম্রাস্থি—নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে আমের কুশির (আঁঠির শাঁস) রসের নস্য লইবে (চিঃ ৪অঃ)। (২) **পিত্তজবমনে** আম্রপল্লব—আম ও জামের পাতার ক্বাথ, শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্ত জবমনের নিবৃত্তির জন্য পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে** আম্র-ত্বক্—আমের ছাল ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে রক্তাতিসারের শোণিতস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (অতিসার চিঃ)। (১) **প্লীহায়** পক্কাম্র—মিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্লীহরোগীকে পান করাইবে (প্লীহা চিঃ)। ইহা বায়ুপ্রধান প্লীহোদরে প্রয়োজ্য। **ভাব-প্রকাশ—মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণে** কাঁচা আম—অতিরিক্ত মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণের প্রতীকারার্থ কাঁচা আম সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** আম্রের অস্থি—আমের আঁঠির শাঁস সেবন করিলে মাংসভক্ষণজ অজীর্ণ প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাং)। (৩) **অতিসারে** আম্রমধ্যত্বক্—আমের ছালের উপরের স্তর চাঁচিয়া ফেলিয়া, সেই ছাল গোদধিতে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে অতিসার এবং তজ্জনিত উদরের দাহ ও বেদনা আশু প্রশমিত হয়। **বঙ্গসেন—পক্কাতিসারে** আম্রপল্লব—আম্রের নবীন পত্র এবং কাঁচা কয়েদ্ বেলের শাঁস সমভাগে একত্র পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। ইহা পক্কাতিসার প্রশমক (অতিসার চিঃ)। (২) **শোথে** আম্রমূলত্বক্—পুনর্নবা পত্র ও আম্রমূলত্বক্ প্রত্যেকে ছয়সের এক পোয়া লইয়া কুট্টিত করিয়া,

৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ৪ সের মূর্চ্ছিত ঘৃত ঐ ক্কাথসহ যথারীতি পাক করিবে। আধ সের পুনর্নবা পত্র এবং আধ সের আম্রমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক ১৬ সের জল মিশ্রিত করিয়া, এই জল দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পুনঃ পাক করিতে হইবে। অতঃপর শেষপাক নির্ব্বাহ করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ, গুল্ম অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষে হিতকর (শোথ চিঃ)। (৩) **বালকের মুখপাকে** আম্রসার—বালকের মুখবিবরে ক্ষত হইলে আম্রের সারবান্ কাষ্ঠচূর্ণ, গৈরিক এবং রসাঞ্জন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুসহ লেপন করিবে (বালরোগাধিকার)।

Constituents.—The dried unripe peeled fruit contains water 21 p. c. watery extract 61·5 p. c. cellulose 5 p. c. insoluble ash 1·5, soluble ash 1·9. The soluble ash contains alkalies as potash ½, tartaric and citric acids 7, and malic acid 12·6. The ripe fruit contains yellow colouring matter, chlorophyll product, soluble in ether bisulphide of carbon and benzol, less readily soluble in alcohol. The bark contian tanin. The kernel contains gallic acid and tannin, fat, sugar, gum and ash.

Physiological action.—The bark is astringent and tonic. The ripe fruit is invigorating, refreshing and nutrient also somewhat laxative. The unripe fruit is scid, astringent and antiscorbutic. Ambosi is a valuable antiscorbutic owing to its containing citric acid. The ashes of the leaves are applied to burns and scalds. Tender leaves dried and made into a powder are used in Diabetes. The kernel is astringent and anthelmintic. Amba-no-chik or the gum resin, mixed with lime juice, is used locally in scabies. The bark is astringent anthelminitic and used in nasal Catarrh and for Lumbrici. As an astringent it is given in Diarrhœa, also to cheek Hæmorrhages from the nose, stomach, intestines, uterus and lungs. It also checks profuse muco-purulent discharges as Leucorrhœa, Gonorrhœa &c. (*Materia Medica of India*—R. N Khory, Part II., p. 164).

নব্যমত—আম্রত্বক্ কষায় ও বল্য। পক্কাম্র রসায়ন, তৃপ্তিপ্রদ, পুষ্টিকর এবং কিয়ৎপরিমাণে রেচক। কাঁচা আম, অম্ল, কষায় এবং "স্কার্ভি" রোগের প্রতিষেধক ও প্রশমক।

আম্লীতে সাইট্রিক এসিড্ আছে বলিয়া উহা "স্কার্ভি" রোগপ্রশমন ও প্রতিষেধ পক্ষে অতি প্রশস্ত। আম্র পত্রভস্ম, অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ দ্বারা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। আম্রকিশলয় শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া "ডায়েবিটিশ্" রোগে সেব্য। আম্রের অস্থি (কুশি) কষায়, ও কৃমিঘ্ন। আম্রত্বক্ কষায়, ক্রিমিঘ্ন। আম্রবৃক্ষের নির্য্যাস লেবুর সহিত "স্ক্যাবিশ্" নাম চর্ম্মরোগে প্রলেপ দিবে। আম্রত্বক্ কষায়, ক্রিমিঘ্ন এবং পীনস রোগে প্রয়োজ্য। কষায় বলিয়া অতিসার, এবং নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব কিম্বা প্রদর ও প্রমেহের শ্লেষ্মস্রাব রোধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (ক্লোরি, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)।

আরগ্বধ—आरग्वधः।

आरग्वधः, राजवृक्षः, सम्पाकः। Casia Fistula.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्वर्णपुष्पः", "दीर्घफलः"। गुण प्रकाशिका संज्ञा—"कण्डूघ्नः", "ज्वरान्तकः", "कुष्ठसूदनः", "रेचनः"। आरग्वधो रसे तिक्तो गुरूष्णः क्रिमिशूलनुत्। कफोदरप्रमेहघ्नः कृच्छ्रगुल्मत्रिदोषजित्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः॥ आरग्वधोऽतिमधुरः शीतः शूलापहारकः। ज्वरकण्डूकुष्ठमेहकफ-विष्टम्भनाशनः राजनिघण्टुः॥ आरग्वधो गुरुः स्वादुः शीतलः स्रंसनो गुरुः। ज्वरहृद्रोगपित्तास्रवातोदावर्त्तशूलनुत्। तत् "फलं" स्रंसनं रुच्यं कुष्ठपित्तकफा-पहम्। ज्वरे तत् सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्। भावप्रकाशः॥ राज-वृक्षोऽधिकः पथ्यः मृदुर्मधुरशीतलः। तत् फलं मधुरं वृष्यं वातपित्तहरं सरम्॥ राजवल्लभः॥

वैद्यकं व्यवहारः—ज्वरे आरग्वधफलम्—"आरग्वधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा। * ज्वरितः पिबेत्"। (चिः ३ अः)। (२) रक्तपित्ते आरग्वधफलम्—"* फलान्यारग्वधस्य वा। विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्"। (चिः ४ अः)। (३) पित्तोदरे आरग्वधफलम्—"* सृतेनारग्वधेनवा। * पित्तोदरं जयेत्"। (चः १८ अः)। (४) कामलायां आरग्वधफलम्—"आरग्वधं रसेनेक्षोर्विदार्य्या-

मलकस्य च। * पिवेन्ना कामलापहम्"। (चि: २० अ:)। (५) कुष्ठे आरग्वधपत्रम् -"* राजवृक्षपत्राणि। पिष्ट्वा * चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः।" (चि: ७ अ: । (६) विसर्पे आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्राणि *। पृथगालेपनं कुर्य्यात् * "। (चि: ११ अ:)। (७) ऊरुस्तम्भे शाकार्थं आरग्वधपत्रम्—"शाकैरलवणैरद्याज्जलतैलोपसाधितैः। * वेत्रारग्वधपल्लवैः"॥ (चि: २७ अ:)। चरकः॥ उपदंशे व्रतप्रक्षालनार्थं आरग्वधपत्रम्-"* पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा। प्रक्षालने प्रयोज्यानि *॥" (चि: १९ अ:)। (२) हारिद्रमेहे आरग्वधः—"हरिद्रामेहिनं राजवृक्षकषायं" (चि: ११ अ:)॥ सुश्रुतः॥ कफविद्रधौ आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधाम्बुना धौतं" (चि: १३ अ:)। (२) कफजारोचके आरग्वधः—"* * दीप्यकारग्वधोदकम्" (चि: ५ अ:)। (३) राजयक्ष्मणि आरग्वधः—* विरेचनं दद्यात् त्रिवृच्छ्यामानृपद्रुमान्। शर्करामधुसर्पिर्भिः पयसा तर्पणेन वा" (चि: ५ अ:)। (४) कुष्ठे आरग्वधमूलम्—"आरग्वधस्य मूलेन शतकल्वा शृतं घृतम्। पिवेत् कुष्ठं जयत्याशु भजन् सखदिरं जलन् (चि: १९ अ:)। वाग्भटः॥ आमवाते आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्रानि भृष्टानि कटुतैलतः। आमघ्नानि नरः कुर्य्यात् सायं भक्तावृतानि च। भावप्रकाशः॥ पित्तज्वरे आरग्वधः—"द्राक्षारग्वधयोश्चापि" (ज्वर-चि:)। (२) गण्डमालायां आरग्वधः—"आरग्वधशिफां क्षिप्रं पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा। सम्यङ्नस्यप्रलेपाभ्याङ्गण्डमालाहराः पराः"॥ (गण्डमाला-चि:)। चक्रदत्तः॥ दद्रुकिटिमकुष्ठेषु आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्राणि चारणालेन लेपयेत्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च"॥ वङ्गसेनः॥

আরগ্বধের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্বর্ণপুষ্প," "দীর্ঘফল"। গুনপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কণ্ডূঘ্ন," "জ্বরান্তক," "কুষ্ঠসূদন," "রেচন"।

আরগ্বধের ভাষানাম—বৈদ্যকে, আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—সোণালু, সোঁদাল। কোঃ—কানাইলড়ি, বানরলাঠি। হিঃ—অমলতাস, ঘনবহেড়া, মঃ—বাহবা, বাব্যাচ্যা, সঙ্গাত্তিলগর। গুঃ—গরমালো, গরমালোনো গোল

কঃ—বড়িলু বাহবা হেগকে। তৈঃ—রেল্লকায়া। অঃ—খ্যারেচম্বর। উঃ—সন্দরী সোনরী। আঃ—কানাইলড়ি। **হিন্দি—অমল্‌তাস, ঘনবহেড়া। সিংহলী—এহল।**

বর্ণন—সোণালুর **বৃক্ষ** অযত্নসম্ভূত, যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। **পাতা**, প্রায়ই ৩-৬ জোড়া হইয়া থাকে, অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকে না, পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর মসৃণ, বৃন্ত হ্রস্ব। **পুষ্প** পীতবর্ণ, এবং সুদীর্ঘ, অবনত, অশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **পুষ্পদণ্ড** কি ? পুষ্পদণ্ড কি বলিতে গেলেই পুষ্পবিন্যাস সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয়। গাছে ফুল থাকে ; কিন্তু উদ্ভিদ্ বিশেষে এই থাকার বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। কোনও গাছের ফুল কেবল কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগেই ফুটিয়া থাকে—যেমন গোলাপ ফুল। আবার কোন কোন ফুল, কাণ্ড বা শাখা হইতে নির্গত পত্রের বৃন্তমূল সন্নিকটে ফুটিয়া থাকে—যেমন জবা ফুল। আবার কোন কোন বৃক্ষে এই দুই প্রকারেই ফুল ফুটিয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের ফুল মৃত্তিকাধঃস্থিত কন্দ হইতে নির্গত হয়, যেমন ভূঁইচাপার ফুল। ফুল, কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগ হইতেই বাহির হউক কিম্বা পত্রবৃন্ত সন্নিকট হইতেই বাহির হউক, উহা **নানারকমে** বাহির হইয়া থাকে। কোন গাছের এক একটী ফুল এক একটী বোঁটায় থাকে, আবার কোন গাছের শাখাগ্র বা পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে একটী ডাঁটার মত বাহির হয়, এবং ঐ ডাঁটা ফুল ধারণ করে। এই ডাঁটাকেই **পুষ্পদণ্ড** বলা হয়। কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্পদণ্ডের আবার শাখা প্রশাখা থাকে। পত্রের সাধারণ বৃন্ত যেন অশাখ এবং সশাখ হইয়া থাকে, (অপরাজিতার বর্ণন দেখ), পুষ্পদণ্ডও তদ্রূপ অশাখ এবং সশাখ হয়। আরগ্বধের পুষ্পদণ্ডের শাখা আছে। গণিয়ারীর পুষ্পদণ্ডের শাখা নাই। কোন পুষ্পদণ্ডের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় একটী করিয়া ফুল থাকে—যেমন সেগুণের, আবার কাহারও বা অনেক ফুল থাকে যেমন ধনে ও মৌরীর। অশাখ পুষ্পদণ্ডে—ফুল নানা রকমে থাকে—কোথাও পুষ্পদণ্ডের দুই পার্শ্বে থাকে, কোথাও বা পুষ্পদণ্ডের চারি পাশ ঘিরিয়া থাকে। এই ঘিরিয়া থাকা আবার দুই রকমের দেখা যায়, কোথাও খুব কাছাকাছি থাকে—যেমন কাঁটানটের ফুল, আবার কোথাও বা তফাতে তফাতে থাকে—যেমন তুলসীর ফুল। যে সকল ফুল, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের বৃন্ত প্রায়ই অতি হ্রস্ব, কচিৎ বা তাহারা বৃন্তহীনও হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে মঞ্জরী বলি, তাহা হ্রস্ববৃন্ত বা বৃন্তহীন পুষ্পসমন্বিত পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, পুষ্পবিন্যাসের উপরি কথিত ভেদ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা রচনা আমার অভিপ্রেত নহে। পাঠকের মনে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার স্পৃহা বলবতী করাই আমার উদ্দেশ্য ; সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কথিত পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বারা আমার বক্তব্য দুর্ব্বোধ করার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ সংজ্ঞা আবশ্যক। বস্তুতত্ত্ব, পারিভাষিক

সংজ্ঞার সাহায্য না লইয়াও স্থূলতঃ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পারিভাষিক সংজ্ঞা বিনা বস্তুতত্ত্ব প্রকাশের উদাহরণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। যাহারা সংজ্ঞার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বস্তুতত্ত্বের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বালোচনায় পদে পদে অপ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদে রক্তসম্বহন বা রক্তসঞ্চালন শব্দ নাই, অথচ রক্ত-সম্বহনতত্ত্ব আছে। কথায় কথায় আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি। সোনালু বৃক্ষ যখন পুষ্পিত হয় তখন উহাকে বাস্তবিকই "রাজদ্রুম" বলিতে ইচ্ছা হয়। এমন সুন্দর ফুলকে নির্গন্ধ দেখিয়া কাহার না ক্ষোভ জন্মে? সোণালুর **ফল** নলাকৃতি, হস্তাধিক দীর্ঘ, বৃক্ষে লম্বিত থাকে। ফলের উপরিভাগ মসৃণ, পাকিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। **বীজ**—চক্রাকার, উপরি উপরি মালাকারে সজ্জিত এবং কৃষ্ণবর্ণ অহিফেন-বৎ পদার্থে আবৃত থাকে। **পুষ্পকাল**—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক, পত্র, বীজের আঠা।

মাত্রা—মূলত্বকের ক্বাথ—৫—১০ তোলা। ফলের আঠা ২—৪ আনা; বিরেচনার্থ ½—১ তোলা।

বৈদ্যকে আরগ্বধের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে আরগ্বধ—জ্বররোগীর কোষ্ঠশুদ্ধিজন্য ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধ বা কিসমিসের ক্বাথের সহিত সোণালু ফলের আঠা সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্ত-পিত্তে** আরগ্বধ—সোণালুফলের আঠা প্রচুর মধু ও চিনি সহ ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তীকে, বিরেচনার্থ সেবন করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **পিত্তোদরে** আরগ্বধ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে দুই তোল সোণালু ফলের আঠার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, পিত্তোদরীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) **কামলায়** আরগ্বধ—সোণালু ফলের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাঁচা আমলকীর রসের সহিত কমলারোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২০ আঃ)। (৫) **কুষ্ঠে** সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৬) **বিসর্পে** সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) **উরুস্তম্ভে** শাকার্থ সোণালু পাতা—তিলতৈলাক্ত জলে সোণালুর পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—উপদংশে, প্রক্ষালনার্থ সোণালুর পাতা—জাতি (চামেলী) ও সোণালুর পাতার ক্বাথে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করাইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **হারিদ্রা-**

মেহে আরগ্বধ—সোণালুর পাতার কিম্বা মূলত্বকের ক্বাথ, হরিদ্রামেহী সেবন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফবিদ্রধিতে আরগ্বধপত্র—কফজ বিদ্রধির ক্ষত, সোণালু পাতার ক্বাথ দ্বারা ধৌত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **কফজ অরোচকে** আরগ্বধ—কফজ অরোচকে যমানী ও সোণালু ফলের আঠার ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **রাজযক্ষ্মায়** আরগ্বধ—বহুদোষ, বলবান্ যক্ষ্মারোগীকে, বিরেচনার্থ, মধুচিনিঘৃতসহ কিম্বা দুগ্ধ বা অন্য তর্পকবস্তু সহ সোণালু ফলের আঠা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **কুষ্ঠে** আরগ্বধ মূল—সোণালু মূলের ক্বাথ দ্বারা একশত বার ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কুষ্ঠরোগী পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে স্নান ও পানার্থ খদিরযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—পিত্তজ্বরে** আরগ্বধ—পিত্তজ্বরী সোণালুর আঠা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত পান করিবে। (জ্বর চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** সোণালুমূল—সোণালু মূলের ছাল সদ্য সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে নস্য করাইবে এবং গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে (গলগণ্ড চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—আমবাতে** আরগ্বধ পত্র—সার্ষপ তৈলে সোণালুর পাতা ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিবে। ইহা আমদোষনাশক।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টু রচয়িতার মতে ক্ষুদ্র আরগ্বধের নাম **কর্ণিকার**। এই ক্ষুদ্রত্ব কোন অংশে তাহা জানিতে পারা যায় না। কর্ণিকারের ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত একটী নাম "আরোগ্যশিম্বী" আর **রাজনিঘণ্টূক্ত** অপর নাম "পংক্তিবীজক"। **কালিদাস** বলিয়াছেন—"আক্কষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্"; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি যে কর্ণিকারের ফল শিম্বিবৎ দীর্ঘ, বীজ পংক্তিবদ্ধ থাকে এবং উহার ফুল পীতবর্ণ।

Constituents.—The pulp consists of sugar 60 p. c. mucilage, astringent matter, gluten, colouring matter pectin, calcium oxalate and ash.

Actions and uses.—Laxative—pulp seldom used alone, as it causes colic, griping and flatulence. Used as an adjunct to other purgatives. When given for a long time it tinges thc urine dark-brown. The pulp is employed to adulterate essence of coffee. The seeds are emetic,

Therapeutics.—The bark and leaves mixed with oil, are applied the Pustules. The root is a strong purgative. The pulp recommended to persons of dyspeptic habits. Dose of the pulp as a laxative, 30 to 80 grs. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 200).

নব্যমত—সোণালু **ফলমজ্জা** মৃদুরেচক। শূলবৎ বেদনা, পরিকর্ত্তিকা (পেট-কামড়ানি) ও উদরাধ্মান জন্মায় বলিয়া, কেবল সোণালু ফলমজ্জা কচিৎ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রায়ই অন্যান্য রেচক ভৈষজের উত্তরসাধক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সেবন করিলে মূত্র গাঢ় বাদামী রঙের হয়। "এসেন্স অফ্ কফির" সহিত সোণালু ফলমজ্জা ভেজাল দেয়। সোণালু **বীজ** বমনকারি। সোণালুর **ছাল** ও **পাতা** তৈলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক "পশ্চুল" নামক স্ফোটক বিশেষে প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার **মূল** তীব্রবিরেচক। ইহার ফলমজ্জা সংগ্রহগ্রহণী প্রবণ ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর। ফলমজ্জা ৩০—৮০ গ্রেণ মাত্রায়, মৃদু রেচক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ)।

আদ্র´ক—আর্দ্রকম্।

আর্দ্রকং, শৃঙ্গবেরং। শুণ্ঠ্যা নাম—"বিশ্বৌষধং", "নাগরং", "বিশ্বভেষজং"। Zingiber Officinale.

কটূষ্ণমার্দ্রকং হৃদ্যং বিপাকে শীতলং লঘু। দীপনং রুচিদং শোফকফকণ্ঠাময়াপহম্। কফানিলহরং স্বর্য্যং বিবন্ধানাহশূলজিৎ। কটূষ্ণং রোচনং বৃষ্যং হৃদ্যং চৈবাऽऽর্দ্রকং স্মৃতম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ॥ স্নিগ্ধোষ্ণা কটুকা শুণ্ঠী বৃষ্যা শোথকফারুচীঃ। হন্তি বাতোদরশ্বাসপাণ্ডুশ্লীপদনাশিনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ শুণ্ঠী কটূষ্ণা স্নিগ্ধা চ কফশোফানিলাপহা। শূলবিবন্ধোদরাধ্মানশ্বাসশ্লীপদহারিণী। রাজনিঘণ্টুঃ॥ শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ। স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ। বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাসশূলকাসহৃদামযান্। হন্তি শ্লীপদশোথার্শঃআনাহোদরমারুতান্। আগ্নেয়গুণভূয়িষ্ঠাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ। সংগৃহ্লাতি মলং তত্তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা। বিবন্ধভেদিনী যাতু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ। শক্তি র্বিবন্ধভেদে স্যাৎ যতো ন মলপাতনে। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—মূত্রমার্গাৎ সরুজং রক্তস্রুতৌ নাগরম্—"নাগরকৈঃ শৃতম্বা" (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অর্শঃসু শুণ্ঠী—"সনাগরং চিত্রকং বা সীধুযুতং প্রযোজয়েৎ" (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অতিসারে শুণ্ঠী—"হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং পক্বং

वा पाययेज्जलम्" (चि: १० अ:)। क्षतक्षीणे शुण्ठी—"* कल्पोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चि: १६ अ:)। (५) शोथे आर्द्र कम्—"प्रयोजयेदार्द्र कनागरम्वा तुल्यं गुड़ेनार्द्धपलाभिवृद्धया" (चि: १७ अ:)। (६) उदररोगे आर्द्र कम्—"शृङ्गरेवार्द्र करस: पाने चीरसमो मत:। तैलं रसेन तेनैव सिद्धं दशगुणेन वा"। (चि: १८ अ:)। (७) आमपाचनार्थं शुण्ठी—"नागरञ्चोष्णवारिणा" (चि: १८ अ:)। चरक: ॥ कर्णशूले आर्द्र कम्—"कर्णशूलेतु शृङ्गवेररसं तैलमधुसंसृष्टं सैन्धवोपहितं सुखोष्णं कर्णे दद्यात्" (चि: ५ अ:)। (२) कामलायां शुण्ठी—"* कामलिनां * हिता। * सगुड़ा शुण्ठी"। (उ: ४४ अ:)। (३) गुल्मे शुण्ठी—"पिवेत्त्रिवृन्नागरम्वा"। (उ: ४२ अ:)। सुश्रुत: ॥ सन्निपातज्वरे आर्द्र कम्—"आर्द्र कस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकत्रयम्। आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुन: पुन:।" (ज्वर-चि:)। (२) अतिसारे आर्द्र कम्—"कृत्वालवालं सुदृढ़ं पिष्टैर्वामलकै भिषक्। आर्द्र कस्वरसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्। नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्। (अतिसार-चि:)। (३) ग्रहण्यां शुण्ठी—"घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम्। ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् (ग्रहणी—चि:)। (४) अग्निसन्दीपनार्थं आर्द्रकम्—"भोजनाग्रे सदापथ्यं जिह्वाकण्ठविशोधनम्। अग्निसन्दीपनं हृद्यं लवणार्द्र कभक्षणम् ॥ (अग्निमान्द्य-चि:)। (५) कासे आर्द्र कम्—"स्वरसं शृङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्। पाययेत् श्वासकासघ्नं प्रतिश्यायकफापहम् ॥ (कास-चि:)। (६) ऊरुस्तम्भे शुण्ठी—"* अथ नागरम्। ऊरुस्तम्भे पिवेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा"। (ऊरुस्तम्भ चि:)। (७) आमवाते शुण्ठी—"कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिवेत् सदा। आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम्" (आमवात-चि:)। (८) हृद्रोगे शुण्ठी—"नागरं वा पिवेदुष्णं कषायञ्चाग्निवर्द्धनम्। श्वासकासानिलहरं शूलहृद्रोगनाशनम्। (हृद्रोग-चि:)। (८) शिरोरोगे शुण्ठी—"नागरकल्कमिश्रं चीरं नस्येन योजितं पुंसाम्। नानदोषोद्भूतां शिरोरुजां हन्ति तीव्रतराम्। (शिरोरोग चि:)। चक्रदत्त:। आमातिसारसम्भवायां पीड़ायां शुण्ठी—"चर्णं किञ्चिद्घृताभ्यक्तां शुण्ठ्या एरण्ड-

জৈর্দলৈ। বেষ্টিতং পুটপাকেন বিপচেন্মন্দবহ্নিনা। তত উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং গ্রাহ্যং প্রাতঃ সিতান্বিতম্। তেন যান্তি শমং পীড়া আমাতিসারসম্ভবা (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (২) আমবাতে শুণ্ঠীপুটপাকঃ—"শুণ্ঠীকল্কং বিনিক্ষিপ্য রসৈরেরণ্ডমূলজৈঃ। বিপচেৎ পুটপাকেন তদ্রসঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ। আমবাতসমুদ্ভূতাং পীড়াং জয়তি দুস্তরাম্। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (৩) বৃষণবাতে আর্দ্রকং—"আর্দ্রকস্বরসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো বৃষণবাতনুৎ। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। শাঙ্গর্ধরঃ॥ বিষমজ্বরে শুণ্ঠী—"মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাম্। ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তম্। বিনাশয়েৎ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ।" (মঃ খঃ ১ মঃ ভাঃ)। (২) বিসূচীকায়াং শুণ্ঠী—"বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্যাচ্ছর্দিবিসূচীকাম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)॥ (৩) খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকাতিভক্ষণাজ্জাতে অতিসারে শুণ্ঠী—"খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধম্"। (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৪) হিক্কায়াং শুণ্ঠী—"হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৫) গুল্মে আর্দ্রকম্—"সুবর্চ্চিকা টঙ্কমিতা তৎ সমানার্দ্রিকাঽপি চ। উভে ভুঞ্জীত যুগপদ্ গুল্মাময়নিবৃত্তয়ে"। (মঃ খঃ তৃঃ ভাঃ)। (৬) শীতপিত্তে আর্দ্রকম্—"আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ। শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ।" ভাবপ্রকাশঃ॥

আর্দ্রকের নাম—আদা, বৈদ্যকে অর্দ্রক ও "শৃঙ্গবের" নামে এবং শুঁঠ, "বিশ্বৌষধ", "বিশ্বভেষজ" এবং "নাগর" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। **আদার ভাষানাম**—বাঃ আদা। হিঃ—আদ্ রক্। মঃ—আলং। গুঃ—আদু। কঃ—অল্ল। তৈঃ অল্লং। অঃ—জিঞ্জি বিল্তর। ফাঃ—জিঞ্জি। **শুঁঠের ভাষানাম**—বাঃ—শুঁট। হিঃ—সোঁঠ। মঃ—সুঠ। গুঃ—শুঠ্য। কঃ—শুণ্ঠি। তৈঃ—শোঁঠী। ফাঃ—জঞ্জবীল্। **হিন্দি—আদরক্। সিংহলী—আমু ইঁগুরু, ভিঙ্গিগুরু।**

বর্ণন—এই উদ্ভিদ্ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার কন্দের নাম আদা। বঙ্গদেশে আদার আবাদ হয়। য়ুরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট আর্দ্রক কন্দ উত্তমরূপ ধৌত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে, পরে রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই, শুঁঠ প্রস্তুত হয়। সুবিধার জন্য কৃষকেরা এই প্রণালী অবলম্বন করে; কিন্তু ইহাতে খোসা ভাল করিয়া ছাড়ান হয় না। ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইলে

শুঁঠ দেখিতে উত্তম শুভ্রবর্ণ হয় এবং বহুদিন অবিকৃত থাকে। সম্পূর্ণ ত্বক্ বিবর্জ্জিত শুঁঠকে হিন্দিতে "ভুশুরী শুঁঠ" বলে। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা। চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে আর্দ্রক ও নাগরের ব্যবহার।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে নাগর—মূত্রদ্বার হইতে রক্তপাত হইলে, কুটিত শুঁঠ ১ তোলা, দেড় পোয়া জল, আধ পোয়া গব্যদুগ্ধের সহিত ক্বাথ করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া সেব্য (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অর্শে** শুঁঠ—অর্শোরোগী, চিতামূল ও শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে সীধু নাম মদ্যের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **অতিসারে** শুঁঠ—বালা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারহর (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **ক্ষতক্ষীণে** শুঁঠ—ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ইহা বলারোগ্যপ্রদ (চিঃ ১৬ অং)। (৫) **শোথে** আদা—পুরাণ গুড় ও আদা তুল্যভাগে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া এক মাস সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংস যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহা শ্বাসের পক্ষেও হিতকর। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) **উদররোগে** আদা—আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে সেব্য। কিম্বা দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অভ্যঙ্গ করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **আমপরিপাচনার্থ** শুঁঠ—গরম জলের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিলে আম পরিপাক প্রাপ্ত হয় (চিঃ ১৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে আদা—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া কাণের ভিতর দিবে। ইহাতে কানের বেদনা নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **কামলায়** শুঁঠ—কামলারোগীর পক্ষে, পুরাণ গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) **গুল্মে** শুঁঠ—গুল্মরোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ সেবন করাইবে (উঃ ৪২ অঃ)।

চক্রদত্ত—সন্নিপাতজ্বরে আদা—আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে বুকের, গলার, কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া, লঘুতা জন্মিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** আদা—উত্তানভাবেস্থিত রোগীর নাভীর চতুর্দ্দিকে পিষ্ট-আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া, মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে, ইহা অতিসারের পক্ষে হিতকর (অতিসার চিঃ)। (৩) **গ্রহণীতে** শুঁঠ—শুণ্ঠী কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায়

সেব্য। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং গ্রহণী বিশেষে প্রযোজ্য (গ্রহণী চিঃ) (৪) **ক্ষুধাবৃদ্ধি জন্য** আদা—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৪।৫ টুক্‌রা আদা চিবাইয়া, ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, বেশ অগ্নিবৃদ্ধি করে (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (৫) **কাসে** আদা—আদার রস মধুর সহিত সেবন করিলে নূতন সর্দ্দি এবং শ্বাসকাসের উপশম হয় (কাস চিঃ)। (৬) **উরুস্তম্ভে** শুণ্ঠী—উরুস্তম্ভ রোগী গোমূত্র বা দশমূলের ক্বাথের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৭) আমাবাতে শুঁঠ—আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিবে (আমবাত চিঃ)। (৮) **হৃদ্রোগে** শুঁঠ—শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা হৃদ্রোগ ও কাসাদির পক্ষে ও হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৯) **শিরোরোগে** শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক নস্য করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—আমাতিসারে পেটের ব্যথায় শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া এরণ্ড পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসারের বেদনা নিবৃত্তি পায় (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ)। (২) **আমবাতে** শুণ্ঠীপুটপাক—শুণ্ঠীচূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড এরণ্ড পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল আমবাত জয় করা যায়। (৩) **বৃষণবাতে** আর্দ্রক—আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বৃষণবাত বিনাশ পায় (দ্বিঃ খঃ ১অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে** শুণ্ঠী—পীতপুষ্প বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী সমভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্পদাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **বমন ও বিসূচীকায়** শুঁঠ—বেলশুঠ ও শুণ্ঠীর ক্বাথ পান করিলে বমন ও বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **খেজুর ও পানিফলভক্ষণজ অজীর্ণে** শুঁঠ—খেজুর ও পানিফলের অতিভোজন জন্য জাত অজীর্ণে শুঁঠ সেবন করিবে (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) **হিক্কায়** শুঁঠ - ছাগীদুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুণ্ঠীর ক্বাথ হিক্কানাশক। (৫) **গুল্মে** আদা—সর্জ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। **শীতপিত্তে** আদা—শীতপিত্তরোগে পুরাণ গুড়ের সহিত আদার রস সেব্য।

Constituents.—A volatile oil 2 p. c., fat, a crude liquid oleo resin, gingerol or gingerin, mucilage, resin. starch 20 p. c. ; ash 4 p. c.

Actions and uses.—Dried ginger is aromatic, stimulant and carminative, produces a sensation of warmth at the epigastrium and

১১

expels flatus ; as a carminative it is given in colic ; as a masticatory in relaxed throat and to increase the saliva. Locally it is rubefacient, anodyne and sialogogue. When chewed fresh ginger is stomachic and digestive, The dry rhizome powdered and made into a paste with warm water is used as cataplasm or fomentations to the forehead in headaches, Neuralgia, Colic and toothache ; also given in atonic Dyspepsia loss of appetite, to correct flatulence in Colic Diarrhœa, chronic bronchial Cough, Palpitation of the heart, Dropsy, Cholera and tympanitis, and as a corrective to nauseous medicines and to check griping of purgatives. It is also used as a flavouring adjuvant to bitters. Thə juice is given as an adjuvant to laxatives, as castor oil ; with garlic and honey it is used for Cough and Asthma. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 601)

নব্যমত—শুঁঠ, সুগন্ধি, উষ্ণ ও বায়ুনাশক। সেবন করিলে পেট গরম বা পেট জ্বালা করে এইরূপ অনুভব হয়। ইহা উদরে সঞ্চিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া উদরাধ্মান প্রশমিত করে। বায়ুনাশক বলিয়া শুঁঠ শূলরোগে প্রয়োজ্য। গলরোগ বিশেষে (Relaxed throat) এবং লালাস্রাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য শুঁঠ চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রলেপাদি বাহ্য প্রয়োগে শুণ্ঠী ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক বেদনাহর এবং লালাস্রাবকারী। আর্দ্রক চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পাচক। শুঠচূর্ণ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিরঃ পীড়িত রোগীর ললাটে প্রলেপ দিবে কিম্বা তদ্দ্বারা পিণ্ডস্বেদ দিবে। শুণ্ঠী নার্ভের শূল, শূলরোগ, দন্তশূল, গ্রহণী বিশেষ (Atonic Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, প্রবাহিকা, কাস, "বুক ধড়-ফড় করা," শোথ, বিসূচিকা ও উদরাধ্মান রোগে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ইহা বিবমিষোৎপাদক কিম্বা বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে বিবমিষা ও বিরেচন জন্য পরিকর্ত্তিকা জন্মিতে পারে না। তিক্ত ভেষজ দ্রব্যকে সুগন্ধি করিবার জন্যও শুণ্ঠীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এরণ্ড তৈল প্রভৃতি বিরেচক ভেষজের সহিত আদার রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসোন ও মধুর সহিত শুণ্ঠী কাসশ্বাসে প্রয়োগ করা যায় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর্ এন ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃঃ)।

আস্ফোতা—আস্ফোতা।

আস্ফোতা। Echites Dichotoma.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"আস্ফোতা আফরমালীতি লোকে" শিবদাসঃ। আস্ফোতা বিষকুষ্ঠঘ্নী। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—চিপ্পে আস্ফোতামূলম্—"চিপ্পে সটঙ্কনাস্ফোতামূললেপো নখপ্রদঃ" (ক্ষুদ্ররোগঃ)। চক্রদত্তঃ॥

আস্ফোতার ভাষানাম—বঙ্গভাষায় আস্ফোতাকে হাপরমালী বলে।

বর্ণন—হাপরমালীর **ক্ষুপ** প্রায়ই ভূলুণ্ঠিত থাকে। ইহা শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। শাখার গ্রন্থি হইতে **শিফা** নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। **পাতা** কর্কশ নহে; ইহাতে রোম নাই। পাতার উপরদিক্ চিক্কণ, যেন তৈলাক্ত, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। পাতা ছিঁড়িলে বা কচি ডাল ভাঙ্গিলে খুব শাদা আঠা পড়ে। **ফুল** শাদা—দেখিতে ঠিক্ যেন বাটির মত। চৈত্র, বৈশাখে ফুল হয়। ফুলের গন্ধ বকুল ফুলের মত। রাঢ় দেশে বালিকারা "পুণ্য পুষ্করিণী" ব্রতে হাপরমালীর ফুলে পূজা করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—আঠা, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে আস্ফোতার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—চিপ্পে আস্ফোতা মূল—সোহাগা ও হাপরমালীর আর্দ্র মূলত্বক্ সম ভাগে পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে নখকুনী ভাল হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, মদনবিনোদ, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি প্রাচীন দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থে আস্ফোতার পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনগণ স্ফোতা বা আস্ফোতা শব্দ সারিবার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন এবং আস্ফোতার পৃথক্ অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে, ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার, "আস্ফোতা সারিবা গিরিকর্ণিকা চ" লিখিয়াছেন। **ডল্বণ** যে সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ সারিবা লিখিয়াছেন, সুশ্রুতটীকায় কৃতশ্রম ব্যক্তি তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। বৈদ্যকে শুক্লসারিবা, উৎপলসারিবা শব্দ পাওয়া যায়। হাপরমালী পূর্ব্বে কোন প্রকার সারিবা নামে পরিচিত ছিল কিনা, ইহার বিচার আবশ্যক। সারিবা বিষয়ক প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ হাপরমালী লিখিয়াছেন (অগ্নিমান্দ্যের "ক্ষার গুড়" ও বাতব্যাধির "মজ্জস্নেহোক্ত" আস্ফোতা শব্দের টীকা দেখ) **রাজবল্লভ**, শ্যামালতা, অনন্তমূল এবং অস্ফোতার গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে রাজবল্লভ রচয়িতা, আস্ফোতা ও

সারিবা পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানিতেন। চরকসুশ্রুতোক্ত আস্ফোতার প্রয়োগ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, যেহেতু আমরা এস্থলে আস্ফোতা শব্দ হাপরমালী অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছি। চরকসুশ্রুতাদিবৎ সারিবা অর্থে প্রয়োগ করি নাই।

ইঙ্গুদী—इङ्गुदी।

इङ्गुदी (द:)। Balanites Roxburghii, B. Indica, B. Egyptica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"तीक्ष्णकण्टक:", "तैलफल:", "क्रोष्टुफल:", "पूतिगन्ध:"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"अनिलान्तक:", "शूलारि:"। पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"इङ्गुदी कण्टकीवृक्ष: (डल्वण: सु: टी: ४५ अ:)। इङ्गुद: कुष्ठभूतादिग्रहव्रणविषक्रमीन्। हन्त्युष्ण: श्वित्रशूलघ्नस्तिक्तक: कटुपाकवान्॥ भावप्रकाश:॥ इङ्गुदी मदगन्धी स्यात् कटूष्णा फेनिला लघु:। रसायनी हन्ति जन्तुवातामयकफव्रणान्। राजनिघण्टु:॥

वैद्यके व्यवहार:—कुष्ठेषु इङ्गुदीतैलम्—"* तैलान्यथेङ्गुदीनाञ्च कुष्ठेषु हितान्याहु: *।" (चि: ७ अ:)। चरक:॥ मूषिकविषे इङ्गुद:—"शिरीषेङ्गुदकल्कन्तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्" (कल्प: ६ अ:)। (२) रक्तपित्ते इङ्गुदीफलमज्जा—"मज्जानमिङ्गुदस्यैवं पिबेन्मधुकसंयुतम्"। (उ: ४५ अ:)। सुश्रुत:॥

ইঙ্গুদীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণকণ্টক," "ক্রোষ্টুফল," "তৈলফল," "পূতিগন্ধ"। গুনপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলান্তক" "শূলারি,"। ইঙ্গুদীর ভাষানাম—हि:—हिङ्गन। তৈঃ—নঙ্গনদন্ গরিচেট্টু, রিংগ্রী।

বর্ণন—ইঙ্গুদীর বৃক্ষ ১২।১৪ হাত উচ্চ হয়। পাতা প্রায় কাঁঠাল পাতার মত—চৌড়ায় তদপেক্ষা কিছু কম। অঙ্কোঠের মত ইহার তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। ফুল ছোট, ফুলের বর্ণ—হরিদ্রাভ শ্বেত। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়। বীজ এত শক্ত, যে অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া শস্যনিষ্কাশন পূর্ব্বক, উহাতে বারুদ ভরিয়া বম্ তৈয়ার করে, এইরূপ জনশ্রুতি। ফলে এক রকম কেমন দুর্গন্ধ আছে। ফল স্বাদে তিক্ত, অতি বিরেচক। বঙ্গদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ জন্মে না। দিল্লী সন্নিকৃষ্ট স্থানে, যমুনা তীরে এবং হিমালয়ের পাদদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখা যায়। কালিদাস,

মালিনীতীরশোভী কণ্বের আশ্রম বর্ণনে লিখিয়াছেন "প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ"। ইঙ্গুদীর ফলে তৈল হয়, ঋষিরা এই তৈল ব্যবহার করিতেন। দুষ্মন্তের বিদূষক বলিতেছেন "মা কস্যাপি তপস্বিন ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি"। দেখো শকুন্তলা যেন কোন ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণমস্তক তপোধনের হস্তগতা না হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**— ফলমজ্জা, তৈল।

বৈদ্যকে ইঙ্গুদীর ব্যবহার।

চরক-কুষ্ঠে ইঙ্গুদীতৈল—কুষ্ঠের পক্ষে ইঙ্গুদীতৈল হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত—মূষিকবিষে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা—মূষিকবিষ প্রতীকারার্থ শিরীষ ও ইঙ্গুদীর কল্ক সমভাগে মধুযোগে সেব্য (কল্প ৬ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা—রক্তপিত্তে হিঙ্গুদীফলমজ্জা যষ্টিমধু সহ সেব্য (উঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, ফলবর্গে (সূঃ ২৭ অঃ) বলিয়াছেন "ইঙ্গুদং তিক্তমধুরং স্নিগ্ধোষ্ণং কফবাতজিৎ"। **সুশ্রুত** ইঙ্গুদীত্বকের শিরোবিরেচনত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ইঙ্গুদী—মেষশৃঙ্গীত্বচৌ" (সূঃ ৩৯ অঃ)। কোন ইংরাজ বলিয়াছেন ইঙ্গুদী ফলের মদ নিগ্রোরা পান করে। **চরকের** সূত্র স্থানের ২৫শ অধ্যায়ে, যে সকল পুষ্পফলমূলাদি হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত তৎসমুদায়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে ইঙ্গুদীর উল্লেখ নাই। **সুশ্রুত**, ইঙ্গুদী তৈলকে রেচক, কুষ্ঠ, মেহও শিরোরোগ নাশক বলিয়াছেন (সূঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The bark yields a principle alied to saponin. From the seeds is extracted the oil known as zachum oil or zaitun oil of Africa. The oil resembles that of Arachis hypogœa ; it congeals at zero. It contains fatty acids. It is a slow drying oil, and beccmes white when exposed to the sunlight. The pulp contains an organic acid, saponin, mucilage and sugar.

Actions and uses.—Leaves acrid, purgative, anthelmintic and expectorant, used in Worms in children, cough and irritation of the throat. It is a good emulsifier. In action it resembles senega. The oil expressed from the seeds is applied to burns and excoriations, and also to freckles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 143-4).

নব্যমত—ইঙ্গুদীর পত্র কটু, উষ্ণ, বিরেচক, কৃমিঘ্ন, কফনিঃসারক। ইহা শিশুর কৃমি, কাস ও কণ্ঠোধ্বংসে ব্যবহৃত হয়। ইঙ্গুদী পত্রের গুণ "সিনেগা"র মত। গাত্রের

চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে কিম্বা গ্রীষ্মাতিশয্যে ত্বক্ দগ্ধ প্রাপ্ত হইলে, ইঙ্গুদীবীজজাত তৈল অভ্যঙ্গ করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৪৩·৪ পৃঃ)।

ইন্দ্রবারুণী—इन्द्रवारुणी।

इन्द्रवारुणी, ऐन्द्री, गवाक्षी—Bryonia Scabrella or Cucumis Trigonis. महेन्द्रवारुणी, विशाला--Citrulls Colocynthis, Cacumis Colocynthis. श्वेतपुष्पी विशाला—Trichosanthes Palmata.

इन्द्रवारुण्याः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीतपुष्पी", "क्षुद्रफला", "बालक-प्रिया"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"विषघ्नी"।—विशालायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घवल्ली", "महाफला", चित्रफला", "रम्या"॥ इन्द्रवारुणिकाऽत्युष्णा रेचनी कटुका तथा। क्रमिश्लेष्मव्रणान् हन्ति हन्ति सर्व्वोदराण्यपि॥ इन्द्र-वारुद्वयं तिक्तं कटु पाके रसे लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफश्लीपदनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ इन्द्रवारुणिका तिक्ता कटुःशीता च रेचनी। गुल्मपित्तो-दरश्लेष्मक्रमिकुष्ठज्वरापहा॥ महेन्द्रवारुणी ज्ञेया पूर्व्वोक्तगुणभागिनी रसे वीर्य्ये विपाके च किञ्चिद्दोषा गुणाधिका। राजनिघण्टुः॥ गवादनीद्वयं तिक्तं पाके कटु सरं लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफप्लीहोदरापहम्। कासश्वासा पहं कुष्ठगुल्मग्रन्थिव्रणप्रणुत्। प्रमेहमूढ़गर्भामगण्डामयविषापहम्। भाव-प्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कामलायां गवाक्षी—"* हिता गवाक्षी सगुड़ा *"। (उः ४४ अः)। सुश्रुतः॥ वृद्धौ ऐन्द्रीमूलम्—"ऐन्द्रीमूलभवं चूर्णं रुवुतैलेन मर्द्दितम्। त्र्यहाद् गोपयसा पीतं सर्व्ववृद्धिनिवारणम्"। (वृद्धि—चिः)। (२) गण्डमालायां ऐन्द्री—"ऐन्द्र्या वा * मूलं गोमूत्रयोगतः। गण्डमालां हरेद्घोरां चिरकालोत्थितामपि"। (गलगण्डादि—चिः)। (३) अन्तःशल्यनिर्हरणार्थं

गवाचीमूलम्—"गवाचीमूलतस्तथा" (व्रणशो-चि:। (৪) उन्मादे पङ्क्तीन्द्री-फलम्—"ब्रह्मराक्षसजिन्नस्यं पङ्क्तीन्द्रीफलमूलजम्"। (उन्माद-चि:)। (৫) स्तनोत्थितायां पीड़ायां विशालामूलम्—"विशालामूललेपस्तु हन्ति पीड़ां स्तनोत्थिताम्" (स्त्रीरोग-चि:)। चक्रदत्त:॥ सन्धिवाते इन्द्रवारुणिकामूलम्—"इन्द्रवारुणिकामूलं मागधीगुड़संयुतम्। भक्षयेत् कर्षमात्रन्तु सन्धिवातं व्यपोहति। (म: ख: २य भा:)। भावप्रकाश:॥

ইন্দ্রবারুণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পীতপুষ্পী," "ক্ষুদ্রফলা" "বালকপ্রিয়া"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বিষঘ্নী"। **বিশালার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"দীর্ঘবল্লী," "মহাফলা," "চিত্রফলা," "রম্যা"। **ভাষা-নাম**—ইন্দ্রবারুণীর বাঙ্‌লা নাম—রাখালশশা, **हिन्दि नाम—छोटीइन्द्रायन्।** বিশালার বঙ্‌লা নাম—মাখাল, **हिन्दि नाम—इन्द्रायन् वा बड़िइन्द्रायन्।** মঃ—লঘুইন্দ্রবন, কাঁবউঠ্ঠ। গুঃ—ইন্দর বাণীয়ুঁ। কঃ—হাম্মেকেক। তৈঃ—এতিপুচ্ছা। ফাঃ—খুর্জ্জজাতল্‌থ। অঃ—হঞ্জল। শ্বেতপুষ্পী বিশালাকে বঙ্গে শ্বেতপুষ্প মাখাল বা শ্বেতমাখাল বলে।

বর্ণন ইন্দ্রবারুণী**লতা** গুল্মাদি আশ্রয় করিয়া প্রতান বিস্তার করে। ইহার **পাতা** তেলাকুচার পাতা অপেক্ষা ছোট। পাতার ধার অসমান – ভাগ ভাগ করা, অনেক তফাতে তফাতে এক একটী পাতা থাকে, পাতায় রোম নাই। পাতার বোঁটায় এবং ডাঁটাতে রোম আছে। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্প ও একটী লম্বা আবর্ত্তিতাগ্র আকর্ষণী বাহির হয়। এতদ্বারা লতা আশ্রয় বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। **ফুলের** আকৃতি ঘণ্টার মত, উপরিভাগ পাঁচভাগে খণ্ডিত, হরিদ্রাবর্ণ—পুংপুষ্পের বৃন্ত দীর্ঘ, স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত হ্রস্ব। **ফল** কুলের মত। **মাখালের** (মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালার) লতা দীর্ঘ হয়। **পাতার** ধারে বহু গভীর খাঁজ আছে। পত্রপৃষ্ঠে, পত্রবৃন্তে এবং ডাঁটায় রোম আছে। পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে **পুষ্প** নির্গত হয়। পুষ্পবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, পুষ্প পীতবর্ণ। **ফল** বড় ও গোল, ক্বচিৎ বা অতি অল্প লম্বা। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা থাকে—পাকিলে সিন্দূরবর্ণ হয়। ফলের ভিতর কৃষ্ণবর্ণ শস্যে বীজ থাকে। ফল ও মূল অতি তিক্ত। **শ্বেতপুষ্পা বিশালার** লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। পার্থক্য এই, ইহার পাতা করতলবৎ চোড়া, ফুল শাদা, ফল লেবুর মত। ইহাও পাকিলে লাল হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, ফল। **মাত্রা**—মূলস্বরস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে ইন্দ্রবারুণী ও বিশালার ব্যবহার।

সুশ্রুত—কামলারোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রারুণীর মূলের রস গুড়ের সহিত সেব্য। বিরেচক বলিয়া ইহা কামলারোগে হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)। **চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলচূর্ণ এরণ্ড তৈলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি নিবৃত্তি পায় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূল, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ঘোর গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) **অন্তঃশল্য নির্হরণার্থ** ইন্দ্রবারুণী—অন্তঃশল্য নির্হরণ অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে যদি কাঁকর, কাঁটা কি অন্য কোন বস্তু বিদ্ধ থাকে, তবে তাহা বাহির করিবার জন্য, ইন্দ্রবারুণীর মূল পেষণ পূর্ব্বক সেই শল্যবিদ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে (ব্রণশোথ চিঃ)। (৪) **উন্মাদে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর পাকা ফল গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক নস্য করিলে ব্রহ্মরাক্ষসগৃহীত উন্মাদ জয় করা যায় (উন্মাদ চিঃ)। (৫) **স্তনপীড়ায়** বিশালা—মাথালের মূল পেষণ করিয়া স্তনে লেপ দিলে স্তনপীড়া (ঠুন্‌কো) নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—সন্ধিবাতে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীমূল কিঞ্চিৎ পিপুল ও গুড় সহ পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। ইহা সন্ধিবাতে হিতকর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে, ইন্দ্রবারুণী, মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালা ও শ্বেতপুষ্পী বিশালার এবং রাজনিঘণ্টুতে ইন্দ্রবারুণীর গুণ পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। বাগ্‌ভট-টীকাকার **অরুণ** বাগ্‌ভটের টীকার বহুস্থলে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূক্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাগ্‌ভট সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়োক্ত বর্ষাভূ ও আরুক শব্দের টীকায় "তথাচ নিঘণ্টুঃ" "নিঘণ্টাবুক্তং" বলিয়া **অরুণ** যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত পুনর্নবা এবং আরুকের পর্য্যায় গুণাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই একথার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর রচয়িতা বা বক্তা যে সুশ্রুতগুরু **ধন্বন্তরি**, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অরুণও "তথাচ ধন্বন্তরিরাখ্যং" বলিয়া ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন (বাগ্‌ভট—সূত্রস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৭৮ পৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ)। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, সুশ্রুত টীকাকার **ডল্বণ** এবং বাগ্‌ভট টীকাকার **অরুণের** বহু পূর্ব্বে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুতসংহিতায় উদ্ভিদের যে সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি, স্বগুরুচধন্বন্তরি কথিত নিঘণ্টূক্ত অর্থেই যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ইহা বোধ হয় প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। আমরা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু দর্শনে অবগত হই যে "গবাক্ষী," ইন্দ্রবারুণীর এবং 'মৃগের্ব্বারু," শ্বেতপুষ্পী বিশালার পর্য্যায়; কিন্তু **ডল্বণ** লিখিয়াছেন "মৃগের্ব্বারু রিন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী শ্বেতপুষ্পা ইন্দ্রবারুণী" (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৯ অঃ টীকা)। সুশ্রুতমতসম্বাদী বাগ্‌ভটের "মদনমধুকলম্বানিম্ববিম্বীবিশালা" ও

"নিকুম্ভকুম্ভত্রিফলাগবাক্ষী" পাঠের টীকায় **অরুণ** লিখিয়াছেন "বিশালা ইন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী, বিশালা, দ্বিতীয়েন্দ্রবারুণী" (বাগ্‌ভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ টীকা)। **ডল্লণ** ও **অরুণের** এই ব্যাখ্যা নিঘণ্টু সম্মত না হইলেও **ডল্লণ** ও **অরুণ** তবু ইন্দ্রবারুণী-দ্বয়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়া ছিলেন। **চক্রপাণি** কিন্তু এই পার্থক্যের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। ইনি মৃগের্ব্বারু (মাখাল) ও গবাক্ষী (রাখালশশা) শব্দে একই উদ্ভিদ্ বুঝাইয়াছেন "মৃগের্ব্বারু গোরক্ষকর্কটী," (ভানুমতী সূত্র অঃ)। "গবাক্ষী গোরাক্ষকর্কটী" —(ভানুমতী সূঃ ৩৬ অঃ 'অজগন্ধাজশৃঙ্গীচ গবাক্ষী' ইত্যাদি পাঠের ব্যাখ্যা)। চক্রপাণির পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রচিত যে সকল টীকা আমি পাঠ করিয়াছি তাহাদের কোনটীতেই ইন্দ্রবারুণীদ্বয়ের পার্থক্য রক্ষিত হইতে দেখি নাই। সকলেই গবাক্ষী ও বিশালা উভয়কেই গোরক্ষকর্কটী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের **কুসুমাবলী** নাম টীকা রচয়িতা **শ্রীকণ্ঠদত্ত** উভয়েই যে এই দোষে দোষী এ কথা আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম ব্যক্তির বিলক্ষণ জানা আছে। চক্রপাণি কর্ত্তৃক রক্ষিত এই বহুব্যাপক গোরক্ষকর্কটী নাম, কালক্রমে রাখালশশা এই বাঙ্‌লা নাম ধারণ করিয়া, মহেন্দ্রবারুণীকে (মাখাল) একবারে বাদ দিয়া কতকগুলি ইন্দ্রবারুণীসমদর্শন লতাকে রাখাল-শশা বলিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছে। রাঢ়ে যেগুলি কুঁদরুকি, বন বা তিৎকাঁকড়ি এবং বন-গুমুক্ নামে প্রসিদ্ধ, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে সেই গুলিকেই অজ্ঞলোকে ইন্দ্রবারুণীরূপে ব্যবহার করে। কোচবিহারের লোকে পটোল সদৃশ একপ্রকার লতাকে কেহ কেহ বা "বন শ্যামাস্" (বন্যশশা) কিম্বা "ঘুমার" কে রাখালশশা বা মামা লাড়ু বলিয়া জানে। স্বরূপতঃ যাহা রাখালশশা (ইন্দ্রবারুণী) আমরা শিরোভাগে তাহারই বর্ণন করিয়াছি। ঠিক এইরূপ ভাষানামের দোষেই, স্থূল কন্দ আছে এমন অনেক উদ্ভিদই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদারী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা বিবৃত হইবে।

নব্যমত সমালোচনা—বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকরের সঙ্কলয়িতা **শালিগ্রাম** বৈশ্য ইন্দ্রবারুণীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "ফল সূক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত লাল রংগকা হোতা হৈ"। ইন্দ্রবারুণীর বা মহেন্দ্রবারুণীর ফলে কাঁটা থাকে না। রাঢ়ে মাখাল সদৃশ এক এক প্রকার লতা যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ইহার ফল মহেন্দ্রবারুণীর অর্থাৎ মাখালের ফলাপেক্ষা লম্বা এবং ফলের গায়ে কাঁকরোলের মত কাঁটা থাকে। রাঢ়ে এই ফলকে "রাখালফল" বলে। রাখালফল বিষ। ক্ষিপ্ত কুকুর মারি-বার জন্য পক্ব রাখালফল খাদ্য সহ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বৈদ্যজি বোধ হয় ইহাকেই ইন্দ্রায়ন বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। রাখাল ফলের লাটিন্ নাম Ecballium Elaterium.

Constituents—The pulp contains colocynthin, also colocynthein

(a resin), colocynthitin pectin, gum, no starch, ash II p. c. The seeds contain a fixed oil 17 p. c. albuminoids 6 p. c., and ash 3 p. c. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

Therapeutics.—"A snuff of the powdered root is irritating to the eyes and nostrils. In India the root is given in rheumatism and enlargements of the abdominal viscera in children ; a paste of the fruit or the root with that of Nuxvomica is applied to boils and pimples to hasten maturation. In minute doses, it is very beneficial in colic, Sciatica, ovarian and other Neuralgias ; and also to relieve pain of Glaucoma." (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

নব্যমত—ইন্দ্রবারুণীমূলচূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে হাঁচি হয় এবং চক্ষুর প্রদাহ জন্মে। ইন্দ্রবারুণীমূল, বাতে এবং বালকের প্লীহাযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। ইন্দ্রবারুণীর ফল কিম্বা মূল এবং কুচিলা পেষণ পূর্ব্বক অপক্ব স্ফোটকে প্রলিপ্ত করিলে, শীঘ্র পক্বতা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র-বারুণী অত্যল্প মাত্রায় শূল, বাতব্যাধি বিশেষ (Sciatica), "ওভেরিয়ান্ নিউর‍্যালজিয়া" এবং অন্যান্য "নিউর‍্যালজিয়া" রোগে বিশেষ উপকারী। "গ্লাকোমা" রোগের বেদনা নিবারণার্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ)।

ইক্ষু—इक्षुः।

इक्षुः। Saccharum Officinarum.

इक्षुः सरो गुरुः स्निग्धो बृंहणः कफमूत्रजित्। वृष्यः शीतः पवनजिद्भुक्तो वातप्रकोपनः। अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर एव च। अग्रे त्वचि च विज्ञेय इक्षूणां लवणोरसः। इक्षुयुग्मं रसे स्वादु पित्तघ्नं वृष्यशीतलम्। ग्रन्थान्तरे— गुरु श्लेष्मप्रदं वातरक्तपित्तविनाशनम्। शर्करासमवीर्य्यस्तु 'दन्तनिष्पीड़ितोरसः'। गुरुर्विदाही विष्टम्भी 'यन्त्रकस्तु' प्रकीर्त्तितः।' पक्वोगुरुरसः स्निग्धः सुतीक्ष्णःकफ-वातनुत्। इक्षुविशेषगुणाः—वृष्यः शीतोष्णपित्तं शमयति मधुरो बृंहणः श्लेष्म-कारी। स्निग्धोहृद्योऽयवल्योऽप्यतिशमनपरो मूत्रशुद्धिं करोति। मेदोवृद्धिं विधत्ते शमयति च मलं तर्पणं चेन्द्रियाणाम्। दन्तैर्निष्पीड्य साक्षादमृतमयरसं

भक्षयेदिक्षुदण्डम्। भक्षयेदिक्षुकं काले भोजनस्याग्रतो नरः। स्वभावान्मधुरोऽप्येष भुक्ते वातप्रकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ इक्षवःपञ्चधा प्रोक्ता नानावर्णगुणान्विताः। सितः पुण्ड्रः करङ्केक्षुः कृष्णोरक्तश्च ते क्रमात्। * गुणाः—'सितेक्षुः' कठिनोरूक्षोगुरुश्च कफमूत्रकृत्। दीपनः पित्तदाहघ्नो विपाके कोष्णदः स्मृतः। 'पुण्ड्रो'ऽतिमधुरः शीतः कफकृत् पित्तनाशनः। दाहश्रमहरोरुच्यो रसे सन्तर्पणः परः। 'करङ्कशालि'र्मधुरः शीतलो रुचिकृन्मृदुः। पित्तदाहरोवृष्यस्तेजोवलविवर्द्धनः। 'कृष्णेक्षु'रक्तोमधुरश्चपाके। स्वादुः सुहृद्यः कटुकोरसाढ्यः। त्रिदोषहारी शमवीर्य्यदश्च। सुवल्यदारो वहुवीर्य्यदायी। 'लोहितेक्षु'श्चमधुरः पाके स्याच्छीतलो मृदुः पित्तदाहरोवृष्यस्तेजोवलविवर्द्धनः। * अभुक्ते पित्तहाश्चेति भुक्ते वातप्रकोपनाः। भुक्तमध्ये गुरुतरा इतोक्षूणां गुणास्त्रयः। * * पक्वेक्षुरसः स्निग्धः स्यात् कफवात नाशनोऽतिगुरुः। अतिपाकेन विदाहं तनुते पित्तास्रदोषशोषांश्च। राजनिघण्टु॥ * 'कोशकारो'गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः। 'कान्तारेक्षु'र्गुरु वृष्यः स्लेष्मलो वृंहणः सरः। 'दीर्घपोरः' सुकठिनः सक्षारो 'वंशकः' स्मृतः। 'शतपर्व्वा' भवेत् किञ्चित् कोशकारगुणान्वितः। विशेषात् किञ्चिदुष्णश्च सक्षारः पवनापहः। 'तापसेक्षु'र्भवेन्मृद्वी मधुरा स्लेष्मकोपनी। तर्पणी रुचिकृच्चापि वृष्या च वलकारिणी। एवं गुणैस्तु 'काण्डेक्षुः' स तु वातप्रकोपनः। सूचीपत्रो नीलपोरो नैपाली दीर्घपत्रकः। वातलाः कफपित्तघ्नाः सकषायाः विदाहिनः। 'मनोगुप्ता' वातहरी तृष्णामयविनाशिनी। सुशीता मधुरातीव रक्तपित्तप्रणाशिनी। फाणितलक्षणम्—इक्षोः रसस्तु यः पक्वः किञ्चिद्गाढ़ो वहुद्रवः। स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः पाणितसंज्ञया। तद्गुणाः—'फाणितं' गुर्व्वभिष्यन्दि वृंहणं कफशुक्रकृत्। वातपित्तश्रमान् हन्ति मूत्रवस्तिविशोधनम्। मत्स्यण्डीलक्षणम्—इक्षोरसो यः सम्पक्वो घनः किञ्चिद्द्रवान्वितः। मन्दं यत् स्यन्दते तस्मान्मत्स्यण्डीति निगद्यते। तद्गुणाः—'मत्स्यण्डी' भेदिनी वल्या लघ्वी पित्तानिलापहा। मधुरा वृंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मृता। गुड़लक्षणम्—इक्षोरसः यः सम्पक्वो जायते लोष्ट्रवद्दृढ़ः। स गुड़ो गौड़देशे तु मत्स्यण्डेऽव गुड़ोमतः।

तद्‌गुणाः—गुड़ोवृष्यो गुरुः स्निग्धो वातघ्नो मूत्रशोधनः। नातिपित्तहरो मेदः-कफक्रिमिवलप्रदः। पुराणस्य गुणाः—गुड़ोजीर्णो लघुः पथ्योऽनभिष्यन्द्यग्निपुष्टि-कृत्। पित्तघ्नो मधुरो वृष्यो वातघ्नोऽसृक्‌प्रसादनः। नवीनगुड़गुणाः—गुड़ो नवः कफश्वासकासक्रिमिकरोऽग्निकृत्। श्लेष्माणमाशु विनिहन्ति सदार्द्रऽऽकेण। पित्तं निहन्ति च तदेवहरीतकीभिः। शुण्ठ्या समं हरति वातमशेषमित्थम्। दोष-त्रयक्षयकराय नमो गुड़ाय। खण्डगुणाः—'खण्डन्तु' मधुरं वृष्यं चक्षुष्यं वृंहणं हिमम्। वातपित्तहरं स्निग्धं वल्यं वान्तिहरं परम्। शर्करालक्षणम्—खण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं शर्करा सिता। तद्‌गुणाः—'सिता' सुमधुरा रुच्या वातपित्तास्रदाहहृत्। मूर्च्छाच्छर्दिज्वरान् हन्ति। सुशीता शुक्रकारिणी। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—मूत्रकृच्छ्रे इक्षुः—"इक्षुर्मूत्रजननानाम्"। (सूः २५ अः)। (२) रक्तपित्ते इक्षुः—"मधूदकस्येक्षुरसस्य चैव। पानाच्छमं गच्छति रक्त-पित्तम्"। (चिः ४ अः)। (३) घ्राणमार्गात् रक्तस्रुती इक्षुः—"द्राक्षार-सस्येक्षुरसस्य नस्यम्"। (चिः ५ अः)। (४) ग्रहण्यां इक्षुः—"तद्वद् द्राक्षेक्षु-खर्ज्जुरस्वरसानासुतान् पिवेत्" (चिः १८ अः)। चरकः॥ पाण्डुरोगे इक्षुः—"धात्रीफलानां रसमिक्षुजञ्च। मन्थं पिवेत् क्षौद्रयुतं हिताशी"। (उः ४४ अः)। क्षतोत्थे कासे इक्षुः—"क्षतोत्थे पिवेद् घृतञ्चेक्षुरसे विपक्वम्"। (उः ५२ अः)। सुश्रुतः। अग्निविसर्पे इक्षुः—"सेचयेत् *। * इक्षु रसेन वा। (चिः १८ वाग्भटः।

ইক্ষুর ভাষানাম—বাঃ—আক্, কুশের। হিঃ ইখ্, গন্না, গাঁড়া। মঃ—ঊঁস। গুঃ—শেরড়ী, শেরডেনু মূল। কঃ—কবু, কব্বিন্‌মেরু। তৈঃ—চিরকু। ফাঃ—নেশ্‌কর। অঃ—কম্‌বুস শক্কর। हिः—उख्, गन्ना। सिंहली—उख्।

বৈদ্যকে ইক্ষুর ব্যবহার—

চরক—মূত্রকৃচ্ছ্রে ইক্ষু—মূত্রজনকদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে ইক্ষু—ইক্ষুরস রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইক্ষু—নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ইক্ষুরসের নস্য লইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) গ্রহণীতে ইক্ষু—ইক্ষুরসের আসব গ্রহণীরোগে হিতকর (চিঃ ১৯ অঃ)।

প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া শীতল হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া, গাঁজিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, আবৃতমুখ মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিবে। ইহারই নাম ইক্ষুরসাসব বা আস্থৃত ইক্ষুরস।

সুশ্রুত—পাণ্ডুরোগে ইক্ষু—যব, তণ্ডুল, খৈ ও কলায়ের চূর্ণকে শক্তু বলে। পাণ্ডুরোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল শক্তুর কোনটী কাঁচা আমলকী বা ইক্ষুর রস ও মধু সহ তরল করিয়া সেবন করাইবে (উঃ ৪৪ অঃ)। **টীকাকার** অন্য অর্থও করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল। (২) **ক্ষতোত্থে কাসে** ইক্ষু—ক্ষতোত্থেকাসে চতুগু´ণ ইক্ষুরসে পক্ক গব্যঘৃত পান করিবে (উঃ ৫২ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অগ্নিবিসর্পে** ইক্ষু—অগ্নিবিসর্পরোগে গাত্রে, ইক্ষুরস সেচন করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরকে পৌণ্ড্রক ও বংশক এই দুইপ্রকার (চরক সূঃ ২৭ অঃ) এবং **সুশ্রুতে** পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক নৈপালী, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ এই দ্বাদশ প্রকার (সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ) ইক্ষুর উল্লেখ আছে।

Coustituents—The juice contains saccharine matter, water mucilage, resin, fat, albumen, &c.

Actions and uses.—Preservative, demulcent, antiseptic, aperient dietetic ; sugar cane increases the salubility of lime in water. It is used as a food and nutrient to adipose tissue, hence sugar or sugar forming food is needed in health ; absence of it in dietary leads to rapid emaciation. It is also diuretic, cooling, demulcent and laxative. As a refringerant drink, it is given in beliousness and jaundice. It is a good remedy in cough, hiccough, apthæ and hoarseness and locally in granulation of the eyelids and cornea. (*Materia Medica of India.*—R. N. Rhory, Part II., p. 643).

নব্যমত—ইক্ষুরস, চূণের, জলে দ্রবীভবন ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত করে। ইহা উপাদেয় মেদোবৰ্দ্ধক খাদ্য। অতএব স্বাস্থ্যানুবৰ্ত্তনের জন্য, শর্করা কিম্বা শর্করা যাহার অন্যতম উপাদান এরূপ খাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্যে শর্করার অত্যন্তাভাব ঘটিলে শরীর শীর্ণ হইয়া থাকে। শর্করা ও সিতোপলা (মিছরি) মূত্রকারক, শীত এবং মৃদুরেচক। পিত্তদুষ্টি ও কমলারোগে, শীতপানীয়রূপে শর্করা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতোপলা, কাস, হিক্কা, ও স্বরভেদে হিতকর। অধিকন্তু ইহার বাহ্য প্রয়োগ অক্ষিপল্লব এবং

অক্ষিতারার ক্ষতের রোপক। ক্রিমিরোগে ইহার বস্তি ফলপ্রদ। ইক্ষুর সিরাপ্, বিস্বাদ হেতু বিবমিষাজনক ঔষধের স্বাদ আচ্ছাদিত করিবার জন্য কিম্বা শিশুসেব্য ঔষধকে সুস্বাদু করণার্থই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নচেৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্যাধিপ্রশমনকল্পে ইহার তাদৃশ উপাদেয়তা নাই। ইক্ষুসিরাপ্, বস্তুবিশেষের পক্ষে পচন নিবারক হইলেও ইহা উৎসেচন (fermentation) নিবারক নহে। (আর, এন্, কোরি—মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৪৩ পৃঃ)।

উডুম্বর—उदुम्बरः।

उदुम्बरः, Ficus **G**lomerata. **काकोदुम्बरिकायाः—फल्गुः, मलपूः** F. Oppositifolia, F. Hispida.

उदुम्बरस्य परिचयज्ञापिका संज्ञा—"चीरवृत्त", "जन्तुफलः", "सदाफल", "अपुष्पफलसम्बन्धः", "सितबल्कलः"॥ काकोदुम्बरिकायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"फलसम्भारी" "खरपत्री"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठघ्नी"। उदुम्बरं कषायं स्यात् पक्वं तु मधुरं हिमम्। कृमिकृत्पित्तरक्तघ्नं मूर्च्छादाहतृषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ औदुम्बरं फलमतीव हिमं सुपक्वम्। पित्तापहं च मधुरं श्रमशोफहारि। आमं कषायमतिदीपनरोचनञ्च। मांसस्य वृद्धिकरमस्रविकारकारि। राजनिघण्टुः॥ काकोदुम्बरिका ग्राहिकण्डूकुष्ठव्रणापहा। रक्तपित्तहरा शोफपाण्डुश्लेष्महरा च सा। अन्यच्च—काकोदुम्बरिका शीता पाके शील्याऽम्लिका कटुः। त्वग्दोषरक्तपित्तघ्नी तत्'फलं' चातिसारहृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ काकोदुम्बरिका शीता पक्वाऽम्लिका कटुः। त्वग्दोषपित्तरक्तघ्नी तद्वल्कं चातिसारजित्। उदुम्बर'त्वचा' शीता कषाया व्रणनाशिनी। गुर्विणीगर्भसंरक्षे हिता स्तन्यप्रदायिनी। राजनिघण्टुः॥ उदुम्बरो हिमो रुक्षो गुरुः पित्तकफास्रजित्। मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधनरोपणः। मलपूःस्तम्भकृत्तिक्ता शीतला तुवरा जयेत्। कफपित्तव्रणश्वित्रकुष्ठपाण्ड्वर्शःकामलाः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—श्वित्रे काकोदुम्बरः—"श्वित्रे स्रंसनमग्रं्य मलपूरस दुग्धतो सगुड़ः" (चिः ७ अः)। (२) योनिरोगे उदुम्बरः—"उदुम्बरस्य दुग्धेन षट् कृत्वा भावितांस्तिलान्। तैलं क्वाथे च तस्यैव सिद्धं धार्य्यञ्च पूर्व्ववत्"। (चिः ३० अः)। चरकः॥ रक्तपित्ते उदुम्बरः—"उदुम्बरफलं पिष्ट्वा पिवेत् तद्रसमेव वा" (उः ४५ अः)। सुश्रुतः॥ अत्यग्निप्रशमने उदुम्बरत्वक्—"नारीक्षीरेण संयुक्तां पिवेदौड़म्बरीं त्वचम् (अग्निमान्द्य-चिः)। (२) रक्तपित्ते काकोदुम्बरः—"समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा। पोतोरसः शोणितमाशु हन्ति"। (रक्तपित्त-चिः)। (३) पित्तजतृष्णायां पक्वोदुम्बरफलम्—"पित्तजायान्तु तृष्णायां पक्वोदुम्बरजो रसः। तत् क्वाथो वा हिमस्तद्वत् * (तृष्णा-चिः)। चक्रदत्तः॥ असृग्दरे उदुम्बरफलं—"क्षौद्रयुक्तं फलरसमौदुम्बरभवं पिवेत्। असृग्दरविनाशाय सशर्करपयोऽन्नभुक्" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः॥ वातव्याधौ काकोदुम्बरदुग्धम्—"काकोदुम्बरदुग्धैः सरामठैर्हरेत् सर्व्वयोगविच्च। कपिकच्छुमूलयुक्तैर्नस्यैरववाहुजां पीड़ाम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) योनिगाढ़ीकरणे उदुम्बरफलम्—"पलाशोदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम्। मधुना योनिमालिप्य गाढ़ीकरणमुत्तमम्"। (स्त्रीरोग-चिः)। (३) सारमेयविषे काकोदुम्बरमूलम्—"काकोदुम्बरमूलन्तु धुस्तूरफलकान्वितम्। पिवेत्तण्डुलतोयेन सारमेयविषापहम्"। (विष चिः)। वङ्गसेनः॥

উদুম্বরের ভাষানাম—বঙ্গদেশে যে ডুমুরের তরকারী খায় তাহার সংস্কৃত নাম "কাকোডুম্বরিকা" ফল্গু ও মলপূ ইহার নামান্তর। আর যাহাকে যজ্ঞডুমুর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম "উডুম্বর," কাশীঅঞ্চলে ইহাও ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। **উদুম্বরের হিঃ—गूलर। सिंहली—आट्टिक्का।** মঃ—উম্বর। গুঃ—উম্বরো। কঃ—অত্তি। তৈঃ—বাডুচেট্টু। ফাঃ—অঞ্জীরে আদম্। অঃ—জমীঝ্। কোঃ—ডুম্‌রী। **কাকোদুম্বরের—হিঃ—कठूमर।** মঃ—কাঠ্‌ঠা উম্বর, বোখাডা। গুঃ—টেড উম্বর। কঃ—কাঅত্তি। তৈঃ—ব্রহ্মমেডিচেট্টু, কাকী বাড়ুচেট্টু। ফাঃ—অঞ্জীরেদস্তী। অঃ—তন্‌বর্বি। কোঃ—খোক্‌সা। **যজ্ঞডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষীরবৃক্ষ," "জন্তুফল," "সদাফল," "অপুষ্পফলসম্বন্ধ," "সিতবল্কল"। **ডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ফলসন্তারী," "খরপত্রী"। **গুণপ্রকাশিকাসংজ্ঞা**—"কুষ্ঠঘ্নী"।

বর্ণন—ডুমুরের **গাছ** সুপরিচিত। যজ্ঞডুমুরের গাছ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ইহার কাণ্ড "সিতবল্কল"। যজ্ঞডুমুরের **পাতা** ডুমুরের পাতার মত চৌড়া নহে। ডুমুরের পাতা কর্কশ, যজ্ঞডুমুরের পাতা কর্কশ নহে। ইহাতে শূন্যগর্ভ অর্দ্ধবুদাকৃতি স্ফীতি থাকে। ডুমুরের ফল অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের **ফল** বৃহত্তর। যজ্ঞডুমুরের ফল থাকিলে লাল হয়, পাকাফলের ভিতর পোকা থাকে অতএব "জন্তুফল" নাম। কাঁচাফল কাটিলে আঠা বাহির হয়। যজ্ঞডুমুরের পাকাফল মধুর। গ্রীষ্মকালে, পাকা যজ্ঞডুমুরের ফলের সরবৎ উত্তম পানীয়।

উদুম্বরের ফুল আছে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকে বলে ডুমুরের ফুল নাই। এই ভ্রম অপনোদনার্থ কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ডুমুরের ফুল দেখা যায় না; অতএব ডুমুরের ফুল নাইএরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম। যে সকল ফুলের **পুষ্পাধি** কোষ্ঠাকৃতি অর্থাৎ শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার সেই সকল পুষ্প আমাদের নয়নগোচর হয় না। পুষ্পধি কি? দল, পুংকেসর ও গর্ভকেসর এইগুলি লইয়া পুষ্প। পুষ্পে দল পুংকেশর ও গর্ভকেশর থরে থরে সাজান থাকে—সকলের বাহিরে দলের আবর্ত্ত, দলের আবর্ত্তের পর পুংকেসরের আবর্ত্ত, পুংকেসরের পর অর্থাৎ কেন্দ্র-স্থলে গর্ভকেসরের আবর্ত্ত। সকল পুষ্পেরই যে এই তিনটী আবর্ত্ত থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এমন বহু পুষ্প আছে, যাহাদের দল নাই। দল না থাকিলে পুষ্পত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পুষ্প, উদ্ভিদের জননেন্দ্রিয়; সুতরাং ফলোৎপাদনই পুষ্পের কার্য্য। এই কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পুংকেসর এবং গর্ভকেসরেরই প্রয়োজন। পুংকেসর এবং গর্ভকেসর এতদুভয়ের আবর্ত্তও সকল পুষ্পে থাকে না। পুষ্প চারিপ্রকার; পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প, উভয়লিঙ্গপুষ্প এবং নপুংসকপুষ্প। যে সকল পুষ্পেকেবল পুংকেসর থাকে তাহারা পুংপুষ্প, যাহাতে কেবল গর্ভকেসর থাকে তাহা স্ত্রীপুষ্প, যে পুষ্পে পুংকেসর ও গর্ভকেসর কোনটীই থাকে না তাহা নপুংসক পুষ্প বলিয়া অভিহিত হয়। পুষ্পের আবর্ত্ত একটীই হউক আর তিনটীই হউক, যে স্থানে এই আবর্ত্ত অধিষ্ঠিত থাকে সেই স্থানের নাম পুষ্পধি। বিবিধাকৃতির আধেয় ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইলে, আধারের আকৃতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই পদ্মফুলের পুষ্পধি থালার মত এবং ডুমুরের পুষ্পধি কোষ্ঠাকৃতি। পদ্মফুলের দল ঝরিয়া গেলে নালের অগ্রভাগে, নালের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং অগ্রভাগ থালার মত যে একটী প্রত্যঙ্গ (রাঢ়ে ইহাকে "পদ্মের টাট" বলে) দৃষ্ট হয়, তাহাই পদ্মফুলের পুষ্পধি। আর যাহাকে ডুমুর বলি তাহাই ডুমুরফুলের পুষ্পধি। পুষ্পধি কোষ্ঠাকৃতি হইলেই পুষ্প পুষ্পধির ভিতরে থাকিবে। যে যে উদ্ভিদের পুষ্পধি কোষ্ঠাকার তৎসমুদয়েরই ফুল, পুষ্পধিদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অশ্বত্থ, বট ও পাকুড়ের পুষ্পধি ডুমুরের পুষ্পধির মত কোষ্ঠাকার ও মাংসল; সুতরাং ডুমুরের ফুলের মত উহাদেরও ফুল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়

না। পুষ্পাধ ছেদন করিলে উহার ভিতরে ফুল দেখা যায়। একটী ডুমুর দ্বিধা ছেদন করিয়া দেখ, ডুমুরের মাংসল পুষ্পাধি হইতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকৃতি বস্তু নির্গত হইয়াছে, যাহাদের অগ্রভাগে সর্ষপতুল্য বীজ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই একএকটী বীজ একএকটী ক্ষুদ্রপুষ্পের পরিণতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব উডুম্বরকে "অপুষ্প" না বলিয়া "গুপ্তপুষ্প" বলা উচিত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, ফল, আঠা, বৃক্ষত্বক্।

বৈদ্যকে উডুম্বর ও কাকোডুম্বরিকার ব্যবহার।

চরক—শ্বিত্রে কাকোডুম্বর—শ্বিত্ররোগে, পুরাণ গুড়সহ ডুমুরের রস বিরেচনার্থ সেব্য (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **যোনিরোগে** উডুম্বরক্ষীর ও ত্বক্—যজ্ঞডুমুরের আঠায় তিল ছয়বার ভাবনা দিয়া, এই তিল হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যজ্ঞডুমুরের ছালের চতুর্গুণ ক্বাথ সহ ঐ তৈল পাক করিয়া, পিচ্ছিলাদি যোনিতে ধারণ করিতে দিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তপিত্তে** যজ্ঞডুমুর—রক্তপিত্তরোগী যজ্ঞডুমুরের ফলের রস পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—অত্যগ্নিপ্রশমনার্থ** উডুম্বরত্বক্—যজ্ঞডুমুরের ত্বক্ নারীস্তন্যের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অত্যগ্নি প্রশমিত হয় (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** কাকোডুম্বর—ডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তীর শোণিতনির্গম নিবৃত্তি পায় (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) **পিত্তজতৃষ্ণায়** উডুম্বরফল—যজ্ঞডুমুরের পাকাফলের রস কিম্বা ক্বাথ বা শীতকষায় পিত্তজতৃষ্ণার পক্ষে হিতকর (তৃষ্ণা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রদরে যজ্ঞডুমুর—যজ্ঞডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে প্রদর বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন কালে রোগী শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্ন পথ্য করিবে। (মঃ খঃ৪ ভাঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** ডুমুরের আঠা—যজ্ঞডুমুরের আঠা ও হিঙ্গুর সহিত আলকুশীর মূল উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক অববাহুক রোগীকে নস্য করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) **যোনিগাঢ়ীকরণে** উডুম্বরফল—পলাশবীজ, যজ্ঞডুমুরের ফল, তিলতৈলসহ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে, শিথিল যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। (৩) **সারমেয়বিষে** ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূলত্বক্ ও ধুস্তূর বীজ (শোধিত) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কুক্কুরবিষ বিনষ্ট হয় (বিষ চিঃ)। **মাত্রা**—ডুমুর মূলত্বক্ ৪ আনা, ধুতুরাবীজ ১ আনা।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টুকার তিনপ্রকার ডুমুরের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—উডুম্বর, নদ্যুডুম্বর ও কাকোডুম্বর। আগুদ্বয়ের বিষয় বলিয়াছি। এক্ষণে **নদ্যুদুম্বর** সম্বন্ধে বলিতেছি। কাণ্ড হ্রস্ব, শাখা ক্ষীণ, বিটপাকার, প্রায় শাখোটকবৎ পত্র, ভূলুণ্ঠিত-শাখাগ্র

এবং কেবল জলাসন্ন ভূমিতে কিম্বা অত্যন্ত আর্দ্রস্থলে, যে একপ্রকার ডুমুরের গাছ দেখা যায় তাহাই নদ্যুদুম্বর। কোচবিহারে লোকে ইহাকে খুক্মি বলে। ইহার ফলের অগ্রভাগ স্থূল ও গোল এবং বৃন্তের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ। ফলগাত্রে সর্ষপাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অর্ব্বুদ আছে। কাঁচা-ফল হরিদ্বর্ণ, পক্কফল পীতবর্ণ। পক্কফল অতি কোমল—টিপিলে সঙ্কুচিত হয়—ছেদন করিলে ভিতরে ঠিক্ ডুমুরের মত বীজসন্নিবেশ দৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকে নদ্যুদুম্বরকেই বলাডুমুর বা বলা লতা (ত্রায়মাণার ভাষানাম) ভ্রমে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ইহা ত্রায়মাণা নহে। **রক্সবর্গ** যাহাকে "ফিকাস্ কিউনিয়া" বলেন, কোচবিহারে তাহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ওয়াইট্ কৃত "ফিকাস্ কিউনিয়ার" অঙ্কনের (৬৪৮ পৃঃ) সহিত কোচবিহারে অস্মদ্দৃষ্ট উদ্ভিদের সর্ব্বথা তুল্যত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বাঙ্‌লা নাম অজ্ঞাত। রাঢ়ে এইপ্রকার ডুমুর দেখি নাই। ইহার গাছ শাখাবহুল। শাখা ভূমির দিকে আনত। ফল কাকোদুম্বর-ফলবৎ, কেবল পাকিলে লাল হয়—এবং ফলগাত্রে নদ্যুদুম্বর ফলবৎ অর্ব্বুদ, অধিকন্তু অতি সূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে। ফলের ভিতর রক্তবর্ণ। বীজ সন্নিবেশ সর্ব্বথা ডুমুরের মত। উদুম্বরের ত্বক্ পঞ্চবল্কলের অন্যতম। সেচন ও ধাবনার্থ পঞ্চবল্কলের ক্বাথ বিসর্প ও প্রদরাদিতে প্রযোজ্য।

Constituents.—Tannin, wax and caoutchouc.

Actions and uses.—Astringent, carminative and stomachic; given in hæmaturia, menorrhagia and hæmoptysis. With cumin and sugar the juice from the root is given in gonorrhœa ; a decoction of the root bark with nimado is used as a gargle in salivation, as a wash for ulcers and as an injection in leucorrhœa. The milky juice is given internally as an alterative, tonic and also applied as a lepa to the chest, abdomen and to rheumatic joints, mumps and other glandular enlargements. The application is coverd with a pad of cotton. (*Materia Medica of India*—R. N. Part II., p. 558).

নব্যমত—যজ্ঞডুমুর, কষায়, বায়ুনাশক, আধ্মানহর এবং পাচক। ইহা রক্তমূত্রতা, রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত বা রক্তবমনাদি রোগে সেব্য। **মূলের রস**, চিনি ও কৃষ্ণজীরার সহিত "গণোরিয়া" রোগে সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূলত্বকের ক্বাথ অত্যধিক লালা-স্রুতিতে ("মুখ আসিলে") কবলার্থ, ক্ষত ধাবনার্থ এবং শ্বেতপ্রদরে বস্তিপ্রয়োগার্থ পিচকারী ব্যবহৃত হয়। **আঠা** রসায়ন ও বললাভার্থ সেব্য। সন্ধিগত বাতের স্ফীতি, কর্ণমূলশোথ ও ব্রণাদি রোগে যজ্ঞডুমুরে আঠার প্রলেপ দিয়া তুলার দ্বারা প্রলিপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া— আর, এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৮ পৃঃ)।

উপোদকী—उपोदकी ।

ओपदोकी, उपोदका, पोतकी । Basella Alba. तस्या भेदाः—वनजोपोदकी, क्षुद्रोपोदकी, मूलपोती ।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णणम्—"उपोदिका पोइ" (डल्वणः सुः टीः सूः ४६ अः) । उपोदकी कषायोष्णा कटुका मधुरा च सा । निद्रालस्यकरी रुच्या विष्टम्भश्लेष्मकारिणी । क्षुद्रोपोदक्या गुणाः—रसवीर्य्यविपाकेषु सदृशी पूर्व्वया त्वियं । 'वनजोपोदकी' तिक्ता कटूष्णा रोचनी च सा । 'मूलपोती' त्रिदोषघ्नी वृष्या वल्या लघुश्च सा । वलपुष्टिकरा रुच्या जठरानलदीपनी । राजनिघण्टुः ॥ 'पोतकी' शीतला स्निग्धा श्लेष्मला वातपित्तनुत् । अकण्ठ्या पिच्छिला निद्राशुक्रला रक्तपित्तनुत् । वलदा रुचिकृत् पथ्या वृंहणी । भावप्रकाशः ॥ अर्शःसु अतिप्रवृत्ते रक्ते उपोदकी—"* तक्रेणोपदकां सवदराञ्च" । (चिः ८ अः) । (२) अतिसारे उपोदकी—"उपोदकायाः * । * शाकेन * । दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्" । (चिः १० अः) । चरकः ॥ अर्व्वुदादिषु उपोदका—"उपोदकारसाभ्यक्तस्तत्पत्रपरिवेष्ठिताः । प्रणश्यन्त्यचिरान्नृणां पिड़काश्चार्व्वुदादयः" । (श्लीपदाधिकारे) । वङ्गसेनः ॥

উপোদকীর ভাষানাম—বাঃ পুঁইশাক্। হিঃ—পোইকা শাক্। মঃ—মায়াঠ্ঠু লঘুবথোর। গুঃ—পোথী। सिंहली—निविति । हिः—पोइका शाक । **বর্ণন—রাজনিঘণ্টুকার** উপোদকী, বনজোপোদকী, ক্ষুদ্রোপোদকী ও মূলপোতী এই চারি প্রকার পুঁইশাকের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা আমরা শাকার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যাহা গৃহে গৃহে পালিত হয় যাহার পাতা প্রায় গোল, বর্ণ গাঢ় হরিৎ, যাহার পক্কফল পীড়ন করিলে বেগুণে রঙের রস নির্গত হয়, তাহারই নাম উপোদকী। আর যাহা আরণ্যলতা, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং লাল, তাহার নাম ঈরা (Yerra)। সংস্কৃত নাম কি নিশ্চিত বলা যায় না। বাঙ্‌লা নাম রক্তবনপুঁই। রক্সবর্গ আরও কএক প্রকার আরণ্য ও পালিত পুঁয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন (২৭৫ পৃঃ দেখ)। ক্ষুদ্রোপদকী এবং মূলপোতীর বাঙ্‌লা নাম অজ্ঞাত। **উষধার্থ ব্যবহার**—শাক, মূল।

বৈদ্যকে উপোদকীর ব্যবহার।

চরক—অর্শে উপোদকী—অর্শোরোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে পুঁইশাক ও কুল, ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** উপোদকী—পুঁইশাক, দধি ও দাড়িমসহ সিদ্ধ করিয়া, বহু স্নেহসহ ভোজন করাইবে। ইহা প্রবাহিকায় প্রযোজ্য (চিঃ ১০ অঃ। **বঙ্গসেন**—পিড়কা ও অর্ব্বুদাদিতে, পুঁইশাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। (শ্লীপদাধিকারে)।

বক্তব্য—চরকের কোন নবীন ব্যাখ্যাতার মতে উপোদিকার ভাষানাম পুদিনা। পুঁই বলিবার কারণ—(১) পূর্ব্বাচার্য্য, উপদিকার ভাষানাম পুঁই লিখিয়াছেন। (২) নিঘণ্টুতে উপোদিকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভেদ পুঁইয়েই সঙ্গত হয়—পুদিনা অর্থ করিলে ভেদস্বীকার ব্যর্থ হয়; যেহেতু পুদিনার তত্তৎ ভেদ শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ অজ্ঞাত। (৩) ভাবপ্রকাশকার ইহাকে "পিচ্ছিলা" বলিয়াছেন, পুদিনা পিচ্ছিল নহে। (৪) পুদিনা কটু ও অম্ল; কিন্তু কুত্রাপি উপোদিকাকে কটু বা অম্ল বলা হয় নাই। **চরকোক্ত** কটুকস্কন্ধে মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শিগ্রু, বিবিধ তুলসী পঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপোদকীর উল্লেখ নাই। (৫) আকরে শাকবর্গে উপোদিকার গুণ এইরূপ লিখিত আছে—"মধুরা মধুরাপাকে ভেদিণী শ্লেষ্মবর্দ্ধনী। "স্বাদু পাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা। উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মকরী হিমা" (সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)। পুদিনা কাঁচা খায়—চারক শাকবর্গে উক্ত কোন পত্র শাকেরই কাঁচা খাওয়ার প্রচার আছে বলিয়া জানি না। পক্ষান্তরে মুনি শাকবর্গে শাক পাক করিয়া খাইবারই উপদেশ দিয়াছেন—"স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যন্তৎ প্রশস্যতে"।

উশীরাদি—উশীরাদীনি।

বীরণমূলকম্, উশীরম্। Andropogon Muricatus.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধিমূলকম্"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"জলামোদম্"। উশীরং শীতলং তিক্তং দাহভ্রান্তিহরঞ্চ তত্। বাতঘ্নং জ্বরহৃদ্রোগে হনুদ্রুতং হন্তি যোগতঃ। উশীরং স্বেদদৌর্গন্ধ্যপিত্তঘ্নং স্নিগ্ধতিক্তকম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ উশীরং শীতলং তিক্তং দাহশ্রমহরং পরম্। পিত্তজ্বরার্ত্তিশমনং জলস্বীগন্ধ্যদায়কম্। রাজনিঘণ্টুঃ॥ উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং

लघु तिक्तकम्। मधुरं ज्वरहृद्वान्तिमदनुत् कफपित्तहृत्। तृषास्रविषविसर्प-दाहकृच्छ्रव्रणापहम्। भावप्रकाशः॥ उशीरं स्वेददौर्गन्ध्यदाहपित्तास्ररोग-जित्। राजवल्लभः॥ अथ सुगन्धितृणानां वैद्यकोक्तगुणाः लिख्यन्ते—

१। लामज्जकम्। Andropogon Nardus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुनालम्", "इष्टकापथकम्", "दीर्घमूलम्", "जला-श्रयम्"॥ लामज्जकं भवेत्तिक्तं हिमं चात्यन्तनिश्चते। पित्तप्रशान्तिजननं विष-रक्तविनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ लामज्जकं हिमं तिक्तं मधुरं वात-पित्तजित्। तृड्दाहश्रमसमूर्च्छार्त्तिरक्तपित्तज्वरापहम्। 'राजनिघण्टुः'॥ लाम-ज्जकं हिमं तिक्तं लघु दोषत्रयास्रजित्। त्वगामयस्वेदकृच्छ्रदाहपित्तास्ररोग-नुत्। भावप्रकाशः॥

२। कत्तृणम् रोहिषम्। Andropogon Laniger.

कत्तृणं श्वासकासघ्नं हृद्रोगशमनं परम्। विसूच्यजीर्णशूलघ्नं कफपित्तास्र-नाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कुतृणं दशनामाढ्यं कटुतिक्तकफापहम्। शस्त्रशल्यादिदोषघ्नं बालग्रहविनाशनम्। राजनिघण्टुः॥ रौहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति हृत्कण्ठव्याधिपित्तास्रशूलकासकफज्वरान्। भावप्रकाशः॥

३। अन्यद्रोहिषकम्, दीर्घरोहिषकम्। Andrnpogon, Martine.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घनालम्", "दृढ़च्छदम्", "तिक्तसारम्", कुत्-सितम्"॥ दीर्घरोहिषकं तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्। भूतग्रहविषघ्नञ्च व्रण-क्षतविरोपणम्। राजनिघण्टुः॥

४। कपटम् (कत्तृणभेदः)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"गन्धवधूः"। गुणाः—कफवातहरं चोष्णं दीपनं रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

५। गुण्ठः (कत्तृणभेदः)। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"भृङ्गभेदी"। परि-

चयज्ञापिका संज्ञा—"पृथुकन्दकः"। गुणाः—कषायानुरसः स्वादुः शीतलो मूत्रकृच्छ्रहा। रक्तपित्तहरो गुरुखो रजःशुक्रविशोधनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

६। भूतृणः। Andropogon, Citrarum. परिचयज्ञापिका संज्ञा—"मालातृणः", "प्रलम्बः", "अतिच्छत्रकः", "गुह्यवीजः", "अतिगन्धः", "पुंस्त्वविग्रहः"। उत्पत्तिवोधिका संज्ञा—"शृङ्गरोहः"। भूतृणोलघुरुष्णश्च रूक्षः श्लेष्मामयापहः। अस्य प्रयोगः सहसा हन्ति जन्तून् समुद्गतान्। अन्यच्च—भूतृणः कटुतिक्तश्च वातसन्तापनाशनः। हन्ति भूतग्रहावेशान् विषदोषांश्च दारुणान्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ एतेन राजनिघण्टूक्तोर्गतार्थत्वम्। भूतृणं कटुकं तिक्तं तीक्ष्णोष्णं रेचनं लघु। विदाहि दीपनं रूक्षमनेत्रं मुखशोधनम्। अवृष्यं बहुविट्कञ्च पित्तरक्तप्रदूषणम्। भावप्रकाशः॥

७। सुगन्धभूतृणः। गुणाः—गन्धतृणं सुगन्धिस्यादीषत्तिक्तं रसायनम्। स्निग्धं मधुरशीतञ्च कफपित्तश्रमापहम्। राजनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते उशीरम्—"उशीरकालीयक*। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिका। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां। दाहज्वपीड़ाः शमयन्ति सद्यः। (चिः ४ अः)। (२) छर्द्दां उशीरम्—सोशीरधान्यं चणकोदकं वा (चिः २२ अः)। चरकः॥ ज्वरे उशीरं—उदकाद्द्विगुणं क्षीरं शिंशपोशीरमेव च।, तत्क्षीरशेषं क्वथितं पेयं सर्व्वज्वरापहम्। (ज्वर-चिः)। भावप्रकाशः॥

ভাষানাম—বীরণের মূল বৈদ্যকে উশীর নামে প্রসিদ্ধ। বাঃ—গন্ধবেণার মূল। হিঃ—খশ্, বীরণ, খাওর। মঃ—কাঠ্ঠাবাঠ্ঠা। গুঃ—কালোবালো। কঃ—বালদবেস। তৈঃ—অবরুগড্ডি। তঃ—বেত্তেবের। বম্—খশ্ খশ্। হ্বিঃ—খশ্। সিংহলী—সৈবেন্দরা।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধিমূলক"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"জলামোদ"

বর্ণন—বেণার মূলকে হিন্দিতে খশ্ বলে। খশ্ অনেকেই দেখিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে

ঘরের জানালায় এবং গাড়ির ছাদের উপর ধনিগণ খশের টাটি ব্যবহার করেন। জলসিক্ত হইলে খশের টাটি সৌরভে দিক্ আমোদিত করে। বেণারমূল লম্বা ও পীতবর্ণ। খশের আতর বিলাসীর প্রিয়বস্তু। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে উশীর অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। **ঔষধার্থব্যবহার**—মূল ও তৃণ। **মাত্রা**—ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে উশীরের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উশীর—উশীর এবং শ্বেত চন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক যোগে আপ্লুত করিয়া শর্করাসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয়। (২) **বমনে** উশীর—ছোলাভিজান জলে, উশীর ও ধন্যাক রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ছাঁকিয়া প্রাতে পান করিলে বমন উপশমিত হয়। **ভাবপ্রকাশ জ্বরে** উশীর—শিশুগাছের সারকাষ্ঠ এবং উশীর সমভাগে কুট্টিত করিয়া দ্বিগুণ দুগ্ধসহ মিশ্রিত জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। ইহা পান করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অন্যান্য সুগন্ধি তৃণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। এই প্রবন্ধের শিরোদেশে, লামজ্জক, কতৃণ, দীর্ঘরোহিষক, কপট, গুণ্ঠ, ভূতৃণ ও সুগন্ধভূতৃণ এই সাতপ্রকার সুগন্ধিতৃণের বৈদ্যকোক্তগুণ ও পরিচয়াদিবোধিকা সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। **লামজ্জক**—হিন্দিতেও লামজ্জক বলে। ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন "লামজ্জকমুশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষঃ" লামজ্জক, উশীরের মত পীতবর্ণ তৃণবিশেষ। নিঘণ্টু পাঠে জানা যায়, লামজ্জক "সুনাল", "দীর্ঘমূল" এবং "জলাশ্রয়" অর্থাৎ জলে বা জলাসন্নভূমিতে জন্মে। সুতরাং জানা যাইতেছে, যে বীরণ তুল্য তৃণ, পীতবর্ণ, যাহার উত্তম নাল অর্থাৎ কাণ্ড আছে, যাহার মূল লম্বা হয় এবং যাহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে তাহাই লামজ্জক। শিবদাস বলেন লামজ্জক সুগন্ধি বীরণমূল, উশীর নির্গন্ধ বীরণমূল। এমত আদৃত হইতে পারে না। নিঘণ্টুকারের মতে উশীরের একটী নাম "সুগন্ধিমূলক"। আর নির্গন্ধ বস্তু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু উশীরের অনুলেপনার্থ ব্যবহার কাব্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। **কতৃণ**—ইহার অপর সংস্কৃত নাম "রোহিষ"। হিন্দিতে ইহাকে "রোহিষ্ তৃণ্" বলে। ছাপরা অঞ্চলে "গুলাব্ কাঁড়া" বলে। রোহিষের পত্রে এবং মূলে গোলাপফুলের গন্ধ আছে বলিয়াই "গুলাব্ কাঁড়া" নাম হইয়াছে। রোহিষতৃণ সুরভি বলিয়া উদ্যানে রক্ষিত হয়। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকার **শ্রীকণ্ঠদত্ত** উভয়েই কতৃণ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—গন্ধতৃণ (কাসাধিকারোক্ত "কট্‌ফলাদি" পাচনের টীকা দেখ)। গন্ধতৃণ

শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে পারে না; যেহেতু আমরা দেখিয়াছি বৈদ্যকে নানা প্রকার গন্ধতৃণের নাম লিখিত আছে। আজ কাল রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে লোকে যে সুগন্ধি তৃণকে "গন্ধতৃণ" বলিয়া থাকে, তাহার পাতা মর্দ্দন করিলে লেবুরমত গন্ধ পাওয়া যায়—ইহা রোহিষতৃণ নহে। রোহিষতৃণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মিলেও রাঢ়ে বঙ্গে নিতান্ত সুলভ নহে। **ভূতৃণ**—রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে ইহা গন্ধতৃণ নামে সুপরিচিত। ইহার পাতা মর্দ্দন করিলে ঠিক্ লেবুর তেলের মত গন্ধ বাহির হয়। রাঢ়ে আরণ্যভূতৃণ দেখি নাই সর্ব্বত্রই উদ্যানে যত্নরক্ষিত অবস্থায় দেখিয়াছি। ইহা একবার রোপণ করিলে বহুকাল থাকে এবং ক্রমশঃ স্তবকারিতা প্রাপ্ত হয়। ভূতৃণের পাতা স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ এবং স্পর্শে কিঞ্চিৎ কর্কশ। অবশিষ্ট কপটগুণ্ঠাদি তৃণের ভাষানাম আমার অজ্ঞাত। দ্বারবঙ্গ ও ছাপরা অঞ্চলে এক-প্রকার সুগন্ধি আরণ্যতৃণ জন্মে, ইহাকে "মুটমুড়" বলে। মুটমুড় ঘাসে তত্তৎ অঞ্চলের লোকে গৃহচ্ছাদন করে—ঘর ছাওয়ার পর ১০।১২ দিন বেশ গন্ধ থাকে।

ANDROPOGON MURICATUS.

Constituents.—A volatile oil, a resinous substance of a deep red brown colour, a colouring matter, a salt of lime, oxide of iron and woody matters. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

Actions and uses—Tonic stimulant, antispasmodic, diaphoretic, diuretic and emmenagogue; given in flatulence, fever, deranged menstruation, hysteria, convulsions. Rheumatism, gout, &c.; also used in perfumery. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

ANDROPOGON LANIGER.

Constituents.—The grass contains an essential oil.

Actions and uses.—Tonic, stimulant, diaphoretic and carminative; given in fever, in enlarged glands, dyspepsia, hysteria and cough. A paste of the roots is used as an inunction to the body in fevers. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

ANDROPOGON CITRARUM.

Constituents.—The volatile oil—lemons grass oil, oil of verbena, Indian Melissa oil, contains citrol and is obtained by distillation from the fresh plant. The oil is of a pale sherry colour, and of a pungent and agreeable taste, approaching that of ginger. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

নব্যমত—উশীর (খশ্ খশ্) ...ষ্ণ, আক্ষেপকবায়ুপ্রশমক, ঘর্ম্মপ্রদ, মূত্রকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা উদারা... ...র, রজঃকৃচ্ছ্র, মূর্চ্ছা, অপস্মার, তড়্কা, বাত, আমবাত প্রভৃতি রোগে প্রযো... উশীর হইতে আতরাদি প্রস্তুত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর ...কারি, ২য় খণ্ড, ৬৩৭ পৃঃ)। **রোহিষতৃণ**, বলকারক, উষ্ণ, ঘর্ম্ম প্রদ ও আ... ...ক। ইহা জ্বর, গ্রন্থিস্ফীতিমূলক কর্ণমূলশোথ, ব্রধ্নাদি রোগ, গ্রহণী, মূর্চ্ছা, অপ... এবং কফরোগে ব্যবহৃত হয়। পিষ্ট (জলে বা কাঁজিতে) মূল, জ্বর রোগীর অন...পনার্থ প্রশস্ত। (ঐ ২য় খণ্ড ৬৩৬ পৃঃ)।

এরণ্ড—एरण्डः।

एरण्डः, रुवुः, रुवुकः, उरुबूकः। Recinus Communis.

तद्भेदाः—श्वेतैरण्डः, रक्तैरण्डः, स्थूलैरण्डः। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"उत्तानपत्रकः", "दीर्घदण्डकः", "त्रिपुटीफलः", "चित्रबीजः", "स्नेहप्रदः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातारिः"। एरण्डोऽपि रसे तिक्तः स्वादूष्णोऽनिलनाशनः। उदावर्त्तप्लीहगुल्मवस्तिशूलान्त्रवृद्धिनुत्। गुरुर्वातप्रशमनो विकारान् शोणिताञ्जयेत्। 'फलं' स्वादु च सच्चारं लघूष्णं भेदि वातजित्। एरण्डयुगलं वृष्यं स्वादु पित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ श्वेतैरण्डः स कटुकरसस्तिक्त उष्णः कफार्त्तिं।—ध्वंसं धत्ते ज्वरहरमरुत्कासहारी रसार्हः। 'रक्तैरण्डः' श्वयथुपचनः शान्तिरक्तार्त्तिपाण्डु।—भ्रान्तिश्वासज्वरकफहरोऽरोचकघ्नो लघुश्च। राजनिघण्टुः॥ एरण्डयुग्मं मधुरमुष्णं गुरु विनाशयेत्। शूलशोथकटीवस्तिशिरःपीड़ोदरज्वरान्। व्रध्नश्वासकफानाहश्वासकुष्ठाममारुतान्। 'एरण्डपत्रं' वातघ्नं कफक्रिमिविनाशनम्। मूत्रकृच्छ्रहरञ्चापि पित्तरक्तप्रकोपनम्। 'वातार्य्यग्रदलं' गुल्मवस्तिशूलहरं परम्। कफवातकृमीन् हन्ति वृद्धिं सप्तविधामपि। 'एरण्डफल'मत्युष्णं गुल्मशूलानिलापहम्। यकृत्प्लीहोदरार्शोघ्नं कटुकं दीपनं परम्। तद्व'न्मज्जा' च विड्भेदी वातश्लेष्मोदरापहः। भावप्रकाशः॥ एरण्डतै' [मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्द्धनम्। वातासृग्गुल्महृद्रोगजीर्णज्वरहरं परम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे एरण्डमूलम्—"एरण्डमूलोत्क्वथितं ज्वरात् सपरिकर्त्तिकात्। पयो विमुच्यते पीत्वा *"। (चिः ३ अः)। (२) प्रवाहिकायां एरण्डमूलम्—"शृतमेरण्डमूलेन * पयः। * क्षीरप्रयोगेण रक्तं पिच्छाव-शाम्यति। शूलं प्रवाहिकाचैव विवन्धश्चोपशाम्यति" (चिः १० अः)। (३) उदरे एरण्डमूलम्—"* उरुवूकशृतेन वा—(चिः १८ अः)। (४) कासे एरण्ड-पत्रक्षारः—"एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुड़ान्वितम्। लिह्यात् *"। (चिः २२ अः)। (५) वातरक्ते एरण्डवीजम्—"क्षीरपिष्टं * एरण्डस्य फलानि च। कुर्य्याच्छूलनिवृत्त्यर्थं *"। (चिः २९ अः)। चरकः॥ वृद्धौ एरण्डतैलम्—"सक्षीरं वा पिवेन्मासं तैलमेरण्डसम्भवम्।" (चिः १९ अः)। (२) वाताभिष्यन्दे एरण्डः—"एरण्डपल्लवे मूले त्वचि वाजं पयः शृतम्। * सुखोष्णं सेचने हितम्" (उः ९ अः)। सुश्रुतः॥ रात्र्यान्ध्ये एरण्डपत्रम्—"* पल्लवानि च भक्षयेत्। तथातिमुक्तकैरण्ड *"। (उ १३ अः)। वाग्भटः॥ ज्वरदाहे एरण्डपत्रम्—"ततोदाहे तु सञ्जाते पत्रैरेरण्डसम्भवैः। शीतलैर्दारितैरङ्गे दाहं तस्यापनोदयेत्" (मः खः १म भाः)। (२) कटीशूले गृध्रस्याञ्च एरण्डवीजम्—"निष्क्रुष्यैरण्डवीजानि पिष्ट्वा क्षीरे विपाचयेत्। तत्पानन्तु कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम् (मः खः २य भाः)। (३) आमवाते एरण्डतैलम्—"आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः। एक एव निहन्ताशु एरण्डगजकेशरो—(मः खः २य भाः)। (४) शूले एरण्डमूलम्—"विश्वमेरण्डजं मूलं क्वाथयित्वा जलं पिवेत्। हिङ्गुसौवर्चलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम्। (मः खः २य भाः)। (५) स्थौल्ये एरण्डमूलम्—"यद्वोरुवूकमूलं मधुदिग्धं स्थाप्यते निशां सकलाम्। तस्य सलिलस्य पानाज् जठरे वृद्धिं शमं याति" (मः ३य भाः)। भावप्रकाशः॥ शूले एरण्डतैलम्—"तैलमेरण्डजं वापि मधुकक्वाथसंयुतम्। शूलं पित्तोद्भवं हन्याद् गुल्मं पैत्तिकमेव च"। (शूल-चिः)। चक्रदत्तः॥ मेदोवृद्धिविनाशाय वातारिपत्रक्षारः—"क्षारं वातारिपत्रस्य हिङ्गुयुक्तं पिवेन्नरः। मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तमण्डसमन्वितम्" (मेदोऽधिकारः)। (२) कर्णशूले एरण्डपत्रम्—"एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु।-तुल्यार्द्रकस्य सलिलं मधुकेन मिश्रम्। पक्वा

च तैललवणेन युतं सुखोष्णम्। क...ण हरति तत्क्षणमेव दन्तम् (कर्ण-रोगाधिकार:)। (२) नवट्टक्कोपि...पनम्—"एरण्डपत्रसम्भवरसोऽथवा सैन्धव-संयुक्त:। नवट्टक्कोपशमन:...नरोगाधिकार:)। वङ्गसेन: ॥

এরণ্ডের পরি...জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"উত্তানপত্রক," "দীর্ঘদণ্ডক," "ত্রিপুটীফল," "চি...," "স্নেহপ্রদ"। গুণপ্রকাশিকা-সংজ্ঞা—"বাতারি"। ...নানাম—এরণ্ড, বৈদ্যকে রুবু, রুবুক এবং উরুবূক নামে ভূরি প্রযুক্ত। ...ঃ—তেলভ্যারেণ্ডা। কোঃ—হেণ্ডা। হিঃ—অণ্ডসফেদ, অণ্ডলাল। মঃ—এরণ্ড এরণ্ডোলী। গুঃ—ধোলো এরণ্ড, রাতোএরণ্ড। কঃ—এরণ্ডু, আণ্ডলকে। তৈঃ—আমুডামু, আমিদপু চেট্টু। ফাঃ—বেন্দজীর্, স্থখেমাবেন্দজীর। অঃ—খির্বা, হবুল খিরূবা। हि:—अण्ड सफेद, अण्ड लाल। सिंहली—एँडरु।

বর্ণন—এরণ্ডের গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। কোমলকাণ্ডে ও পত্রবৃন্তে শুভ্রধূলিবৎ বস্তু লিপ্ত থাকে। ইহার পাতা খুব চৌড়া এবং দেখিতে পঞ্চাঙ্গুলসনাথ পাণির ন্যায়। পত্রবৃন্ত অতি দীর্ঘ এবং ফাঁপা। ফলের গায়ে হরিদ্বর্ণের উচ্চ কোমল কাঁটা থাকে। বীজ কটা ও কাল চিহ্নে চিত্রিত। এরণ্ডের গাছ অতি সত্বর বর্দ্ধিত হয়। কুৎসিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেও অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, কোন রসজ্ঞ, এরণ্ডকে "তুচ্ছদ্রুম" বলিয়াছেন। নচেৎ উপকারিতায় এরণ্ড তুচ্ছ নহে। রক্তৈরণ্ড সর্ব্বথা শ্বেতৈরণ্ড তুল্য। কেবল ইহার কোমলকাণ্ড রক্তাভ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজ, তৈল। মাত্রা—মূলত্বক্ কল্ক ¼—½ তোলা, মূলত্বক্ ক্বাথ ৫—১০ তোলা, মূলত্বক্ স্বরস ১—২ তোলা। পত্রকল্ক ১—২ তোলা, পত্রক্ষার ¼—½ তোলা। বীজ শস্য ২টা—৬টা। তৈল ২½ তোলা হইতে ৪ তোলা।

বৈদ্যকে এরণ্ডের ব্যবহার—

চরক—জ্বরে এরণ্ডমূল—জ্বররোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে ক্ষীর-পরিভাষানুসারে প্রস্তুত এরণ্ড মূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) প্রবাহিকায়—এরণ্ডমূল—মল বদ্ধ থাকিয়া শূল ও রক্তযুক্ত প্রবাহিকা ("আমাশয়") জন্মিলে ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক এরণ্ডমূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) উদররোগে এরণ্ডবীজ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে এরণ্ডবীজের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তোদর প্রশমিত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) কাসে এরণ্ডপত্র ক্ষার—এরণ্ড-পত্রের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু, তিল তৈল এবং পুরাণগুড়সহ কাসরোগী সেবন করিবে

(চিঃ ২২ অঃ)। (৫) **বাতরক্তে** এরণ্ডবীজ—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ দুগ্ধপিষ্ট এরণ্ড বীজের প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৯ অঃ)। **সুশ্রুত—বৃদ্ধি** রোগে এরণ্ড-তৈল—বাতজ বৃদ্ধিরোগে দুগ্ধের সহিত একমাস এরণ্ডতৈল পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। **বাতাভিষ্যন্দি**রোগে এরণ্ড—এরণ্ডপত্র, মূল, বা ত্বক্ ছাগীদুগ্ধে পাক করিয়া, সুখোষ্ণ থাকিতে, চক্ষুতে ঐ দুগ্ধ সেচন করিবে। **বাগ্‌ভট—রাত্র্যান্ধ্যে** এরণ্ডপত্র—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, তাহাকে ঘৃতভর্জিত এরণ্ডপত্র সেবন করাইবে। (উঃ ১৩ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—জ্বরের দাহে** এরণ্ড পত্র—জ্বররোগীর দাহনিবৃত্তির জন্য তাহাকে এরণ্ডপত্রোপরি শয়ন করাইবে, কিম্বা গাত্রে এরণ্ডপত্র স্থাপন করিবে (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **গৃধ্রসী ও কটীশূলে** এরণ্ডবীজ—এরণ্ডবীজের পায়স প্রস্তুত করিয়া, কটীশূলী ও গৃধ্রসী রোগী সেবন করিবে (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **আমবাতে** এরণ্ড—শরীরবনচারী আমবাতগজের এরণ্ডই একমাত্র বিনাশক (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৪) **শূলে** এরণ্ডমূল—শুণ্ঠ এবং এরণ্ডমূলত্বকের ক্বাথ, হিঙ্গু ও সচললবণযোগে পান করিলে, সদ্যঃ শূল নিবারিত হয় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৫) **স্থৌল্যে** এরণ্ডমূল—কোমল এরণ্ডমূল উত্তমরূপ ধৌত করিয়া, রাত্রিতে মধু লিপ্ত করিয়া রাখিবে। উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হইবে, প্রাতে তাহা পান করিলে, জঠরের মেদোবৃদ্ধি হ্রাস পায় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। **চক্রদত্ত—শূলে** এরণ্ডতৈল—যষ্টিমধুর ক্বাথ যোগে এরণ্ডতৈল পান করিলে পিত্তজশূল এবং পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয়। (শূল চিঃ)। **বঙ্গসেন—মেদোবৃদ্ধি**রোগে এরণ্ডপত্র ক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ এরণ্ডপত্রের ক্ষার, হিঙ্গুযুক্ত করিয়া অন্নমণ্ডের সহিত সেবন করিবে (মেদোহধিকার)। (২) **কর্ণশূলে** এরণ্ডপত্র—এরণ্ডপত্রের পুটপক্করস ও আদার রস সমভাগে লইয়া, যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিবে। ইহার সহিত তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগাধিকার)। (৩) **নবদৃক্কোপে** এরণ্ডপত্র—সৈন্ধবযুক্ত এরণ্ডপত্ররস, নূতন "চোক্‌উঠার" পক্ষে হিতকর (নেত্ররোগাধিকার)।

Constituents.—Fixed oil 45 p. c. an inert alkaloid, recinin, proteids, 20 p. c ; starch, mucilage, sugar, ash 10 p. c. ; also a poisonous aluminoid principle called ricin.

Actions and uses.—All the constituents of the seeds except the oil are drastic, generally given with ginger tea or with dicoction of deshmuladi kvath. The oil is non-irritant ; when it reaches the duodenum it is decomposed by the pancreatic juice into recinoleic acid which irritates the bowels, stimulates the intestinal glands and the

muscular coat and cause purgation ...es not stimulate the liver. It acts in 4 or 5 hours, causing liqu... ...ols without pain or griping and has a sedative effect on the i... ...ines. With glycerine the effects of the oil are increased. Rec... ...eic acid is absorbed into the blood tissues and is excreted wit... ...e human milk which when sucked imparts to the child its purg... action. Ricin, a toxic ferment is a violent irritant of the int...ines, kidneys and bladder. It gives rise to inflammation o... ...e bile duct and very often to jaundice and to dysuria. Tbe oil is bes... given in flatulence, constiveness, fever, rheumatism and in inflamma...on of the genito-urinary organs and Nephritis, Cystitis, Gonorrœa, Calculi, Stricture of rectum or urethra. In Diarrhœa due to the presence of irritating substances in the intestines leading to congestion or to excessive secretions it acts without exhausting the strength. It is used after operations on the abdominal or pelvic viscera. It overcomes constipation of Typhoid fever, during pregnancy and before labour and in post-partem conditions. In intestinal or renal colic it is given with the juice of fresh ginger with prompt relief. It expels lumbrici. In Enteritis, Peritonitis and Dysentery it is given with laudanum. If depresssion exists, oil of turpentine 5 to 10 ms. may be added. A poultice of the crushed seeds is used to promote suppuration, to mature boils and to reduce gouty and rheumatic swellings ; as a galactagogue varalians or poultices of the leaves are applied to the hypogastrium to increase the flow of menses. The root bark is an alterative and given in chornic visceral enlargements and in chronic skin diseases. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 553).

নব্যমত—তৈল ভিন্ন, এরণ্ডবীজের যাবতীয় উপাদান অতিবিরেচক, **এরণ্ড-তৈল**—সচরাচর, আদর রস, (নারিকেলোদক), চা কিম্বা দশমূলের ক্বাথ সহ পান করা হয়। এই তৈল উত্তেজক নহে ; পীত এরণ্ডতৈল গ্রহণীতে (Duodenum) উপস্থিত হইলে প্যাঙ্ক্রিয়াসের রসের সহিত একীভুত হইয়া রেশিনোলিক্ এসিডে পরিণত হয়। এই এসিড্ অন্ত্র, অন্ত্রের পেশীরচিত আবরণ এবং অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে ; সুতরাং বিরেচনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, ইহা যকৃতের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত করে না। তৈলপানের ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই বিরেচন আরম্ভ হয় এবং শূল ও কুন্থন বিনা তরল মল নির্গত হইয়া থাকে। এই তৈল অন্ত্রের অবসাদ আনয়ন করে ; অতএব এরণ্ডতৈলকৃত বিরেচনের পর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়। এরণ্ডতৈলের সহিত গ্লিশিরীণ্ মিশ্রিত করিলে

তৈলের রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হ... থাকে। রেশিনোলিক্ এসিড্, রক্ত ও বিভিন্ন শরীর-কলা (Tissues) দ্বারা শোষিত ও ...রী-স্তন্যের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই স্তন্য পান করিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও বিরেচন... এরণ্ডতৈল, উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বাত, মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের প্রদাহ, বস্তির প্র... (মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত), "গণোরিয়া" অশ্মরী এবং গুদ ও মূত্রমার্গের সঙ্কোচোৎপাদক পীড়া (Stricture) প্রশস্ত। অন্ত্রের উত্তেজনার হেতুভূত কোন বস্তু অন্ত্রে থাকিলে, অন্ত্রে রক্তা...য় কিম্বা অতিসার হয়। এই অবস্থায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। কোষ্ঠের (abdominal ... pelvic viscera) শস্ত্রোপচারের পর এরণ্ডতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফয়েড্ জ্বর, গর্ভাবস্থার এবং প্রসবের পূর্ব্বের ও পরের কোষ্ঠবদ্ধ, এরণ্ডতৈল পানে জয় করা যায়। শূল বিশেষে (intestinal or renal Colic) আদার রসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল প্রশমিত হয়। এরণ্ডতৈল অন্ত্রস্থ দীর্ঘবৃত্ত ক্রিমিকে পাতিত করে। অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis) অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (Peritonitis), আম ও রক্তাতিসারে "লডেনমের" সহিত এরণ্ডতৈল সেব্য। রোগীর অবসন্নতা দৃষ্ট হইলে ৫-১০ বিন্দু তার্পিণতৈল উহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পিষ্ট এরণ্ড**বীজের** প্রলেপ, পাকোন্মুখ স্ফোটককে সত্বর পরিপক্ক এবং বাতের স্ফীততা হ্রাস করে। স্তন্যদাত্রী নারীর স্ফীতি ও বেদনান্বিত স্তনে উষ্ণ এরণ্ড**পত্র** স্থাপন কিম্বা উহার প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত করে। উষ্ণ এরণ্ডপত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজঃস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড-**মূল ত্বক** রসায়ন, অপিচ ইহা পুরাণ প্লীহাযকৃদ্বৃদ্ধি কিম্বা চিরজাত চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

এর্ব্বারু প্রভৃতি—এর্ব্বারুপ্রভৃতয়ঃ।

কর্কটী, এ(উ)র্ব্বারুঃ। Cucumis Utillissimus.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"লোমশা," "তোয়ফলা"। উর্ব্বারুকং পিত্তহরং সুশীতলম্। মূত্রাময়ঘ্নং মধুরং রুচিপ্রদম্। সন্তাপমূর্চ্ছাপহরঞ্চ তৃপ্তিদম্। বাতপ্রকোপায় ঘনন্তু সেবিতম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ। কর্কটী শীতলা রূক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ। রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্বা তৃষ্ণাগ্নি-পিত্তকৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ। অথ ত্রপুষস্য তদ্বিশেষাণাং বালুকাদীনাঞ্চ বৈদ্য-

कोक्तगुणाः लिख्यन्ते—(१) 'त्रपुसं' रूक्षं … तं मूत्रवस्तिविशोधनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्यात् त्रपुसीफलं रु… शिशिरं गुरु। भ्रमपित्तविदाहार्त्तिशान्तिहृद्वहुमूत्रदम्। राजनि… (२) 'वालुकगुणाः'—रक्तपित्तहरं भेदि लघूष्णं पक्व मग्निकृत्। धन्व… निघण्टुः॥ वालुकी मधुरा शीताऽऽध्मानहृद्या भ्रमापहा। पित्तप्रश… रुच्या कुरुते कासपीनसौ। राजनिघण्टुः॥ (३) 'कर्कटी' मधुरा शीत… तिक्ता कफपित्तजित्। रक्तदोषहरा पक्वा मूत्ररोधार्त्तिनाशनी। मूत्र…धशमनं वहुमूत्रकारि। कृच्छ्राश्मरीप्रशमनं विनिहन्ति पित्तम्। वान्तिभ्रमश्रमवहुदाहनिवारि रुच्यम्। श्लेष्मापहं लघु च कर्कटिकाफलं स्यात्। राजनिघण्टुः॥ (४) 'षड्भुजागुणाः'—तिक्तं वाल्ये तदनु मधुरं किञ्चिदम्लञ्चपाके। निष्पक्वं चेत्तदमृतसमं तर्पणं पुष्टिदायि। वृष्यं दाहश्रमविशमनं मूत्रवृद्धिञ्च धत्ते। पित्तास्रादापहरकफदं षाड्भुजं वीर्य्यकारि। राजनिघण्टुः॥ (५) 'शीर्णवृन्तं' लघु स्वादु भेद्युष्णं वह्निपित्तकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ (६) 'मृगाची' कटुका तिक्ता पाकेऽम्ला वातनाशनी। पित्तकृत् पीनसहरा दीपनी रुचिकृत् परा। राजनिघण्टुः॥ (७) 'चीनाकर्कटिका' रुच्या शिशिरा पित्तनाशनी मधुरा तृप्तिदा हृद्या दाहशोषापहारिणी। राजनिघण्टुः॥ (८) 'चिर्भिटं' मधुरं रुच्यं गुरु पित्तकफापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वाल्ये तिक्ता चिर्भिटा किञ्चिदम्ला। गौल्योपेता दीपनी सा च पाके। शुष्का रुच्या श्लेष्मवातारुचिघ्नी। जाड्यघ्नी सा रोचनी दीपनी च। राजनिघण्टुः॥ (८) 'गोपालकर्कटी' शीता मधुरा पित्तनाशनी। मूत्रकृच्छ्राश्मरीमेहदाहशोषनिवर्त्तनी। राजनिघण्टुः॥ (१०) 'डङ्गरी' शीतला रुच्या दाहपित्तास्रदोषजित्। शोषहृत् तर्पणी गौल्या जाड्यहा मूत्ररोधनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ वालं डाङ्गरिकं फलं सुमधुरं शीतञ्च पित्तापहम्। तृषादाहनिर्वहणं च रुचिकृत् सन्तर्पणं पुष्टिदम्। वीर्य्योत्क्षेपकरं वलप्रदमिदं भ्रान्तिश्रमध्वंसनम्। पक्वं चेत् कुरुते तदेव मधुरं तृड्दाहरक्तं गुरु। राजनिघण्टुः॥ वल्लीफलानां प्रवरं (११) 'कुष्माण्डं' वातपित्तजित्। वस्तिशुद्धिकरं वृष्यं हृद्यं चेतोविकारजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छ्राश्मरीछेदनम्। विण्मूत्रग्लपनं तृषार्त्तिशमनं जीर्णाङ्गपुष्टिप्रदम्। वृष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं वल्यञ्च पित्तापहम्। कुष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्लीफलानां

पुनः। राजनिघण्टुः॥ (१२) म... गुणाः' - कलिङ्गो मधुरः शीतः पित्तदाह-श्रमापहः। वृष्यः सन्तर्पणो वल्यो ...पुष्टिविवर्द्धनः। राजनिघण्टुः॥ वन्ध्यकर्कोटकीगुणाः—नागारिर्लूताविषजिद्‌. श्लेष्मविषहयम्। धन्वन्तरीय-निघण्टुः। (१३) 'वन्ध्यकर्कोटकी' तिक्ता कटुष्णा कफापहा। स्थावरादिविषघ्नी च शस्यते सा रसायने। राजनिघण्टुः॥ (१४) 'क...टकी' कटुष्णा च तिक्ता विषविनाशनी। वातघ्नी पित्तहृच्चैव दीपनी रुचिकारिणी। ...र्कोटकीयुगं तिक्तं हन्ति श्लेष्मविषद्वयम्। मधुना च शिरोरोगे कन्दस्तस्याः प्रशस्यते। धन्वन्तरीय-निघण्टुः। (१५) करकागुणाः—कारवल्ली सुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातजित्। अरोचकहरा चैव रक्तदोषकरी च सा। राजनिघण्टुः॥ (१६) 'कुडुम्बी'—कटुरुष्णा तिक्ता रुचिकारिणी च दीपनदा। रक्तानिलदोषकरी पथ्याऽपि सा फले प्रोक्ता। कारलीकन्दमर्शोघ्नं मलरोधविशोधनम्। योनिनिर्गतदोषघ्नं गर्भस्राव-विषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—अश्मरीशर्कराकृच्छ्रेषु एर्व्वारुवीजम्—"एर्व्वारुवीजं * * *। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ मूत्ररोधजे उदावर्त्ते एर्व्वारुवीजम्—"एर्व्वारुवीज-तोयेन पिबेद्वालवणोत्कतम् (उः ५५ अः)। (२) मूत्रघाते एर्व्वारुवीजम्—"कल्कमेर्व्वारुवीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम्। धान्याम्लयुक्तं पीत्वैव मूत्रकृच्छ्रात् प्रमुच्यते (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥

এর্বারু প্রভৃতির ভাষানাম—এর্ব্বারুকে বাঙ্লায় কাঁকুড় বলে। হিঃ—কাকড়ী। মঃ—কাঁকড়ী। গুঃ—কাঁকড়ী। কঃ—ক্যোয়সৌত। তৈঃ—দোসকায়া। কাঃ—খ্যাট্‌জাব্। অঃ—কিস্‌সাকদম্। **ত্রপুসের ভাষানাম**—বাঃ—শশা। হিঃ—ক্ষীরা। মঃ—তবসেঁ। গুঃ—তাঁসলী। কঃ—তসেঁয় কায়ি। তৈঃ—দোজকইথ। তাঃ—মহেবেহরিকোঙ্কণো। কাঃ—শিয়ারখুর্দ। **চির্ভিটের ভাষানাম**—বাঃ—ফুটী। হিঃ—কচরিয়া, গুরুভীহুঁ। মঃ—চিবুড। গুঃ—চিভডাং। তৈঃ—বুডরঙ্গ পণ্ডু। **খড়্‌ভুজার ভাষানাম**—বাঃ—খর্মুজ। হিঃ—খরবুজা। মঃ—খর্বুজ। গুঃ—তলিয়া শকরটেটী। কঃ—ষড়জসৌতে। তৈঃ—খরবুজং। ফাঃ—খুরপুজা। অঃ—বিত্তিখ্। **মাংসলফল বা কলিঙ্গের ভাষানাম**—বাঃ—তর্মুজ্। হিঃ—তরবুজ্। মঃ—কলিঙ্গউ। গুঃ—তড়বুচ। কঃ—কোণ্ডে। তৈঃ—তরবুজং পুচ্চকায়া। উঃ—তরপুজ।

ফাঃ—হিন্দবানা। অঃ—বত্তিখহিন্দী। **ভেদ**—নিঘণ্টু গ্রন্থেপঞ্চশদপ্রকার ত্রপুষ বিশেষের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—(১) ত্রপুষ, (২) বালুক, (৩) কর্কটী, (৪) ষড়্ভুজা, (৫) শীর্ণবৃন্ত, (৬) মৃগাক্ষী, (৭) চীনাকর্কটিকা, (৮) চির্ভিট, (৯) গোপালকর্কটী, (১০) ডঙ্গরী, (১১) মাংসলফল, (১২) বন্ধ্যাকর্কোটকী, (১৩) কর্কোটকী, (১৪) করকা, ও (১৫) কুড়ুহঞ্চী।

বর্ণন—শশা অনেক রকম আছে। এক রকম শশা লম্বা এবং মোটা হয়, রাঢ়ে ইহা "পাঁড়শশা" নামে খ্যাত। এ শশা শরৎকালে পরিপক্ক হয়—পরিপক্কবস্থায় ইহা অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। "পাঁড়শশা" অপেক্ষা ছোট ও ক্ষীণ শশা যদি শাদা রঙের হয় তাহাকে রাঢ়ে "ছুদে শশা" বলে। ইহাও শরৎকালে জন্মে। যে শশা চারি অঙ্গুলি হইতে দ্বাদশাঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু স্থূলত্বে "ছুদে শশার" মত তাহার নাম "ক্ষিতি শশা"। ক্ষিতি শশা চৈত্র বৈশাখে প্রচুর জন্মে। রাঢ়ে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের কূলে বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকাতে, অতি সুস্বাদু "ক্ষিতি শশা" জন্মে। **কাঁকুড়** স্থূল ও খর্ব্বাকৃতি। **কাঁকুড়ী** দীর্ঘ, ক্ষীণ ও রেখাবন্ধুর। কাঁকড়ী তিক্ত হইলে তিৎকাঁকড়ী বলে। **ফুটী** পক্কাবস্থায় স্বয়ং ফাটিয়া যায়। পক্কাবস্থায় স্বয়ং না ফাটিলে এবং ঈষদম্লাস্বাদ হইলে, "**গুমুক**" বলে। স্বাদে তিক্ত ও আকারে ক্ষুদ্র হইলে, "বনগুমুক" বলে। **তরমুজ** রাঢ়ে দুই প্রকারের দেখিয়াছি। এক প্রকার তরমুজের বীজ, পাকিলে কাল হয়, অন্য প্রকারের লাল হয়। কাল বীজের তরমুজকে রাঢ়ের কৃষকেরা **খর্মুজ** বলে। আমরা চির্ভিটের বাঙ্‌লা যে খর্মুজ লিখিয়াছি, সে এ খর্মুজ নহে। উহা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের খর্মুজা বুঝিতে হইবে। কর্কোটকীর বাঙ্‌লা নাম **কাঁকরোল**। যে কাঁকরোলের গাছে ফল হয় না তাহাকে **বন্ধ্যকর্কোটী** বলে। কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং রঙ্গপুর অঞ্চলে কাঁকরোলের রীতিমত আবাদ হইয়া থাকে এবং বাজারে বিক্রীত হয়। গ্রীষ্মকালে কাঁক্‌রোলের লতা বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ষায় ফল প্রসব করে। কাঁকরোলের ফল অণ্ডাকার এবং গায়ে কোমল কাঁটা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। রাঢ়ে যাহাকে "ঘিকরলা" বলে, আমার বোধ হয় তাহাও এক প্রকার আরণ্যকর্কোটকী মাত্র।

বৈদ্যকে এর্ব্বারুর ব্যবহার।

চরক—মূত্রকৃচ্ছ্রে এর্ব্বারুবীজ—কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত এর্ব্বারুবীজ উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্ত**রোগে এর্ব্বারুবীজ—জলের সহিত এর্ব্বারুবীজ পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে মূত্ররোধজাত উদাবর্ত্তে পান করিবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** এর্ব্বারুবীজ—এর্ব্বারুবীজ দুই তোলা কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে পেষণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ফলবর্গে এর্ব্বারু প্রভৃতি পাঠকরেন নাই। মূত্রবিরেচনীয় বর্গেও চরক, এর্ব্বারু ত্রপুসের উল্লেখ করেন নাই। চরক, কর্কারু ও চির্ভিট শাক অতিসারে ব্যবহার করিয়াছেন (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত** বলেন "ত্রপুসের্ব্বারুকর্কারুকতুম্বী-কুষ্মাণ্ডস্নেহাঃ মূত্রসঙ্গেষু" (চিঃ ৩১ অঃ)। ত্রপুস এর্ব্বারু কর্কারু তুম্বী ও কুষ্মাণ্ড বীজের তৈল মূত্ররোধে হিতকর।

এলা—एला।

सूक्ष्मैला, बहुला, त्रुटिः। स्थूलैला, त्रिपुटा, पृथ्वीका। Elettaria Cardamomum, Amomum Subelatum.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"द्राविड़ी"। सूक्ष्मैला मूत्रकृच्छ्रघ्नी श्वासकासक्षये हिता। सूक्ष्मैला शीतला स्वादु हृद्या रोचनदीपनी। स्थूलैलागुणाः—एला तिक्ता च लघ्वी स्यात् कफवातविषव्रणान्। वस्तिकण्डूरुजोहन्ति मुखमस्तक शोधनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। एलाद्वयं शीतलतिक्तमुक्तं। सुगन्धि पित्तार्त्ति-कफापहारि। करोति हृद्रोगमलार्त्तिवस्तिपुंस्त्वघ्नमत्र स्थविरा गुणाढ्या। राजनिघण्टुः॥

वैद्यके व्यवहारः—मूत्रेत्वभिहते एला—"एलामप्यथ मद्येन *"। (उः ५५ अः)। सुश्रुतः॥ कफजे मूत्रकृच्छ्रे एला—"पिबेन्मद्येन सूक्ष्मैलां धात्रीफलर-सेन वा"। (चिः ११ अः)। वाग्भटः॥

हृद्रोगे सूक्ष्मैला—"सूक्ष्मैला मागधीमूलं प्रलीढ़ं सर्पिषा सह। नाशयत्याशु हृद्रोगं गुल्मानपि विशेषतः"। (हृद्रोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

ছোট এলাচকে সংস্কৃতে সূক্ষ্মৈলা, বহুলা ও ত্রুটি এবং বড় এলাচকে, স্থূলৈলা, ত্রিপুটা ও পৃথ্বিকা বলে। টীকাকারগণ এলা শব্দের অর্থ সূক্ষ্মৈলা লিখিয়াছেন (ভানুমতী—এলাদিগণ)। কাব্যেও সূক্ষ্মৈলা অর্থে এলাশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—"এলালতাস্ফালনলব্ধগন্ধঃ" (মাঘ ৩য় সর্গ)—এখানে এলালতা শব্দে সূক্ষ্মৈলালতা। নচেৎ লব্ধগন্ধ পদের অর্থ হয় না। সূক্ষ্মৈলা-লতাই সুগন্ধি স্থূলৈলার পত্রাদি সুগন্ধি নহে। দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়, এজন্য ছোট এলাচের নাম "দ্রাবিড়ী"। **বড় এলাচের ভাষানাম**—হিঃ—বড়িইলায়চি, লাল

ইলায়চি। মাঃ—থোরবেলা, বেলদোড়ে। গুঃ—মোটীএলাচী, এলচা। কঃ—পরডুলক্কী। তৈঃ—পেঙ্গ এলাকুলু। তাঃ—এলম্। ফাঃ—হৈলকলাং। অঃ—কাকুলে কিবার্। **ছোট-এলাচের ভাষানাম**—হিঃ—ছোটী ইলায়চি, গুজরাতি ইলায়চি। মঃ—বেলচি। গুঃ—এলচি কাগদী। তৈঃ—এলাকু। দ্রাঃ—এলোকুল্লকাপু। ফাঃ—হৈল্। অঃ—কাকিলেসিগার্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে এলার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্রাভিহতে এলা—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মদ্যের সহিত ছোট এলাচের চূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রচ্ছ্রে** এলা—কফজমূত্রকৃচ্ছ্র রোগী আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন প্রকার মদ্য কিম্বা আমলকীর রসের সহিত ছোটএলাচ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। **বঙ্গসেন—হৃদ্রোগে** সূক্ষ্মৈলা—ছোটএলাচ চূর্ণ এবং পিপুলমূলচূর্ণ সমভাগে লইয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহা হৃদ্রোগ ও গুল্মের পক্ষে হিতকর (হৃদ্রোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্ন, শ্বাসহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে এলা পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)।

Constituents—Fixed oil 10 p. c., volatile oil—the active prineiple 5 p. c., potassium salt 3 p. c., starch 3 p. c., nitrogenous mucilage 2 p. c., yellow colouring matter, ligneous fibre 77 p. c., and ash 6 to 10 p. c., containing manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597).

Actions and uses.—Carminative stomachic, stimulant, aromatic and masticatory ; used for the same purpose as other carminatives. As a corrective it is given in flatulence, griping of purgative and other medicines. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597).

নব্যমত—এলা, আধ্মানহর, পাচক, উষ্ণ ও সুগন্ধি। ইহা পানের মশলারূপে চর্ব্বনার্থ এবং অন্যান্য আধ্মাননাশক ও বাতঘ্নবস্তুবৎ ভেষজার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিরেচকাদি ঔষধ সেবন করিলে কখন কখন পেটকামড়ানি ও পেটফাঁপা উপস্থিত হয়, কিন্তু তত্তৎ ঔষধের সহিত এলা ব্যবহৃত হইলে আর ঐ প্রকার উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না (মেটেরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃঃ)।

कङ्गुनी—कङ्गुनी।

कङ्गुः, कङ्गुनिका, प्रियङ्गुः। Panicum Italicum.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"कङ्गुनिका कायनीति" (चक्रसंग्रहटीकायां शिवदासः)। "प्रियङ्गुः कायनीति प्रसिद्धा" (चरकटीकायां चक्रपाणिः)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीततण्डुलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातलः", "अस्थिसंवन्धनः"। प्रियङ्गुर्मधुरो रुच्यः कषायः स्वादुशीतलः। वातकृत् पित्तदाहघ्नो रुच्यो भग्नास्थिवन्धकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ 'कङ्गुभेदवरक'-गुणाः—वरकः स्थूलकङ्गुश्च रुक्षः स्थूलप्रियङ्गुकः। वरको मधुरो रुक्षः कषायो वातपित्तकृत्। राजनिघण्टुः॥ कङ्गुस्तु भग्नसन्धानवातकृत् बृंहणी गुरुः। रुक्षा श्लेष्महरातीव वाजिनां गुणकृद्भृशम्। भावप्रकाशः॥ कङ्गुका बृंहणी गुर्व्वी भग्नसन्धानकृन्मता। राजवल्लभः॥ कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्चैव प्रियङ्गवः। यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रुक्षा कफहराः स्मृताः। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः कुधान्यवः)।

वैद्यके व्यवहारः—नाड़ीव्रणे कङ्गुनिकामूलम्—"माहिषदधिकोद्रवान्नमिश्रं हरतिचिरविरूढ़ञ्च। भुक्तं कङ्गुनिकामूलचूर्णमतिदारुणां नाड़ीम्" (नाड़ीव्रण चिः) (२) रक्तपित्ते कङ्गुः—"श्यामाकस्य प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्"। (रक्तपित्त चिः)। चक्रदत्तः॥ अन्नद्रवाख्यशूले कङ्गुः—"प्रियङ्गुतण्डुलैः सिद्धं पायसं शार्करं हितम्" (शूल चिः)। वङ्गसेनः।

কঙ্গুনিকার ভাষানাম—বাঃ—কাউন্ বা কাঙ্নী দানা। হিঃ—কঙ্গণী। মঃ—কাংগ। কঃ—নবনে। তৈঃ—কোরলু। কোঃ—কাউন্। ফাঃ—গল্। **দ্বিঃ—কঙ্গনী, সিং—কুরহন্। কঙ্গুনীর ভেদ**—শিরোদেশোদ্ধৃত সুশ্রুতোক্তি পাঠে জানা যায় কঙ্গু ৪ প্রকার; যথা—কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেত। নিঘণ্টুদ্বয় কঙ্গুনিকের নাম, "পীততণ্ডুল" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি রক্তাদিভেদ স্বীকৃত হইত তাহা হইলে এরূপ নাম লিখিত হইত না। নবীন সংগ্রহকার ভাবমিশ্রও কৃষ্ণাদি চতুর্বিধ কঙ্গুর উল্লেখ করিয়াছেন। পীতকঙ্গু ভিন্ন কৃষ্ণাদি অপর কঙ্গুত্রয় আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। **বর্ণন**—কঙ্গু এক প্রকার তৃণধান্য। **সুশ্রুত** কঙ্গুকে কুধান্য বর্গে পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যে কঙ্গু অর্থাৎ কাউনের প্রচুর আবাদ হয়। পৌষমাসে কাউন করে বপন এবং বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেধান্য ছেদন করে। ধান্যের

নাল অপেক্ষা কঙ্গুর নাল স্থূলতর এবং দৃঢ়তর হয়। অতিবর্দ্ধিত না হইলে কঙ্গুস্তম্ব ভূপতিত হয় না। তুষসহিত কাউনের বর্ণ পীত এবং কঙ্গুতণ্ডুলের বর্ণ ঈষৎ পীত। কঙ্গুতণ্ডুল অর্থাৎ কাঙ্‌নি দানা সাগুদানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কঙ্গুতণ্ডুলচূর্ণের স্বাদ মধুর। প্রতি বিঘায় আট মোণ ধান্য জন্মে। কোচবিহারে এক মোণ কাউনের মূল্য ১॥০ টাকা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল ও তণ্ডুল। **মাত্রা**—মূল ½—১ তোলা। তণ্ডুল, বিশেষতঃ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে কঙ্গুনীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—নাড়ীব্রণে কঙ্গুনিকামূল—কঙ্গুনিকামূলচূর্ণ, মাহিষদধি ও কোদ্রব—তণ্ডুলের অন্নসহ ভোজন করিলে, চিরজাত নাড়ীব্রণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে (নাড়ীব্রণ-চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে কঙ্গু**—কঙ্গুতণ্ডুল রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (রক্তপিত্ত চিঃ)। **বঙ্গসেন—অন্নদ্রবাখ্যশূলে কঙ্গু**—যাহার অন্নদ্রবাখ্যশূল হইয়াছে তাহাকে কাউনের পায়স শর্করা যোগে ভোজন করিতে দিবে (শূল চিঃ)।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে কাউন সদৃশ **চীনাধানের** কথা লিখিতেছি। কোচবিহারের সর্ব্বত্র চীনাধানের প্রচুর আবাদ হয়। চীনার সংস্কৃত নাম কি? "প্রশাতিকান্তঃ শ্যামাকলৌহিত্যাণুপ্রিয়ঙ্গবঃ" (সূঃ ২৭ অঃ) এই চারক পাঠ ব্যাখ্যায় টীকাকৃৎ **শিবদাস** লিখিয়াছেন "অণুশ্চীনঃ চীনা ইতিলোকে"। চরকে চীনধান্যেরও পৃথক্ উল্লেখ আছে; যথা—"বরকোদ্দালকোচীনশারদোজ্জলদর্দ্দুরাঃ" (সূঃ ২৭ অঃ)। অধুনা যাহাকে কৃষকেরা চীনা বলে তাহার সংস্কৃত নাম "অণু" কি "চীন"? ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন, "চীনকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্‌গুণৈঃ"। সুতরাং বোধ হয় চীনার সংস্কৃত নাম চীন। চরকের চীন ও ভাবমিশ্রের চীনক বোধ হয় এক। ইহাতে শিবদাসের মত অনাদৃত হইয়া পড়ে। কুধান্য ষষ্টিকধান্য ত দূরের কথা, চরক সুশ্রুতোক্ত শালি ধান্যগুলিরই যথার্থ ভাষানাম দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা যায় না। এই ভাষানাম-বিভ্রাট বহুদিন হইতেই ঘটিয়াছে। টীকাকার **ডল্বণ** বলিয়াছেন—'অত্র লোহিতশাল্যাদয়স্তেষু তেষু দেশেষু তৈর্নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ। একমেব হি দ্রব্যং নানা দেশেষু নানাশব্দৈরভিধীয়ন্তে;" যথা—বহবোঽন্নং ভক্তমাহুঃ, দাক্ষিণাত্যাঃ স্কূর মিতি। কোন কোন সাহসিক অনুবাদক রক্তশালির ভাষানাম "দাদখানি" লিখিয়াছেন। চিনাধান্য পৌষে বপন করিয়া চৈত্রে ছেদন করে। চিনাধানের গাছ কাউনের অপেক্ষা ছোট হয়। তুষ সহিত চিনার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা স্থূলতর, পীতবর্ণ এবং স্বাদে ঈষৎ তিক্ত। এক বিঘায় ছয় মোণ চিনা জন্মে। কোচবিহারে চৈত্র বৈশাখে চিনার মোণ ১॥০ টাকা। ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন কঙ্গুতণ্ডুল অশ্বের পক্ষে গুণকর।

কট্‌ফল—কাট্‌ফলঃ।

কাট্‌ফলঃ। Myrica sapida. M. nagi.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধঃ," "রঞ্জনকঃ"। কাট্‌ফলঃ কফবাতঘ্নো গুল্মমেহাগ্নিমান্দ্যজিৎ। রুচিষ্যো জ্বরদুর্নামগ্রহণীপাণ্ডুরোগহা। অন্যচ্চ—কাট্‌ফলঞ্চ কষায়ঞ্চ কফধাতুবিকারজিৎ। হৃল্লাসমুখরোগঘ্নং কাসশ্বাসজ্বরাপহম্‌॥ ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কাট্‌ফলঃ কটুরুষ্ণশ্চ কাসশ্বাসজ্বরাপহঃ। উগ্রদাহহরো রুচ্যো মুখরোগশমপ্রদঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কাট্‌ফল স্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্‌। হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃকাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥ কাট্‌ফলং কফরোগঘ্নং শ্বাসকাসজ্বরাপহম্‌। রাজবল্লভঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—রক্তপিত্তে কাট্‌ফলঃ—"প্রিয়ঙ্গুকাকাট্‌ফলশঙ্খগৈরিকাঃ। পৃথক্‌ পৃথক্‌ চন্দনতুল্যভাগিকাঃ। সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ। রক্তং সপিত্তং শময়ন্তি যোগাঃ"। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে কাট্‌ফলঃ—"কাট্‌ফলং মধুযুক্তং বা মুচ্যতে উঠরাময়াৎ" (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) ব্রণে কাট্‌ফলঃ—* কাট্‌ফলৈঃ। ত্বচমাশ্বেব গৃহ্ণন্তি ত্বক্‌চূর্ণৈশ্চূর্ণিতা ব্রণাঃ" (চিঃ ১২ অঃ)। চরকঃ॥ শিরোরোগে কাট্‌ফলঃ—"ঘ্রেয়ং কাট্‌ফলচূর্ণঞ্চ"। (উঃ ২৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ গলগণ্ডে কাট্‌ফলঃ—"কাট্‌ফলচূর্ণান্তর্গলঘর্ষী গলগণ্ড মপহরতি"। (গলগণ্ডগণ্ডমালা চি)। চক্রদত্তঃ॥

কট্‌ফলের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধ," "রঞ্জনক"। কট্‌ফলের ভাষানাম—বাঃ—কট্‌ফল, কায়ছাল। হিঃ—কায়ফল। মঃ—কুম্ভ্যাচী-শাল, কর্ঠঠ। গুঃ—কায়ফল। তৈঃ—পাপরবুডম্‌। ফাঃ—উড়ুন্‌ বর্ক। অঃ—দার্শীশ্‌-বান্‌। ইং—The Box Myrtle. দ্রাঃ—কায়ফাল।

বর্ণন—কট্‌ফল নাম শুনিলেই বোধ হয় ইহা বুঝি কোনও গাছের ফল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কট্‌ফল গাছের ছালকে কট্‌ফল বা কায়ছাল বলে। কট্‌ফলের গাছ, হিমালয়ের সন্নিহিত নাতুষ্ণপ্রদেশ, নেপাল, খাসিয়া পাহাড় এবং ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। কট্‌ফল, পুরু, শক্ত, ফিকে লালবর্ণ ছাল। ইহার চূর্ণের বর্ণ ইষ্টকচূর্ণ

তুল্য। নস্য করিলে খুব হাঁচি হয়। কট্‌ফলের গন্ধ উগ্র। কট্‌ফলের ক্বাথ রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য ইহার অন্যতম নাম "রঞ্জনক"। কট্‌ফলের স্বাদ কষায় ও ঝাল। কট্‌ফলের **ফল** জায়ফল অপেক্ষা বৃহত্তর, দীর্ঘতর এবং কোমলতর। ইহা জায়ফলাপেক্ষা ঝালে এবং গন্ধে ন্যূন। অধিকন্তু জায়ফল যেমন তৈলাক্ত, কট্‌ফলের ফল তাদৃশ তৈলাক্ত নহে। কর্ত্তিত কট্‌ফলের ফল স্পর্শ করিলে আঙ্গুলে জড়াইয়া যায়। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নাম পুস্তকের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় কট্‌ফল বৃক্ষের চিত্র আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্। **ক্ষোরি** বলেন কট্‌ফলের ফলও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বৈদ্যকে কট্‌ফল স্থলে, কট্‌ফলত্বক্‌গ্রহণ ব্যবহারতঃ প্রসিদ্ধ! **মাত্রা**—ত্বক্‌চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কট্‌ফলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে কট্‌ফল—কট্‌ফল ও রক্তচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক, চিনি সহযোগে পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** কট্‌ফল—মধুসহ কট্‌ফল চূর্ণ সেবন করিলে, উদরাময় হইতে মুক্ত হওয়া যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ব্রণে** কট্‌ফল—ব্রণে কট্‌ফলচূর্ণ প্রদানে, ক্ষত শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শিরোরোগে** কট্‌ফল—শিরোরোগে কট্‌ফলচূর্ণের নস্য লইবে (উঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—গলগণ্ডে** কট্‌ফল—গলার ভিতর কট্‌ফলচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় (গলগণ্ডগণ্ডমালা চিঃ)।

বক্তব্য—চরক সন্ধানীয়, শুক্রশোধন ও বেদনাস্থাপন বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন ; সুতরাং চরকের মতে কট্‌ফল সন্ধানকৃৎ অর্থাৎ ভিন্নপ্রত্যঙ্গের সংযোজক। এইজন্য ইহা উরঃক্ষত এবং অস্থিভগ্নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন "বাতপিত্তশ্লেষ্মকুণপ-গ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি" (শারীর ২য়ঃ অঃ)। কট্‌ফল শুক্রশোধন অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বাতাদি পুরীষান্ত শুক্রদোষ নিবৃত্তি পায়। যাহা শরীরান্তর্গত যন্ত্রণার প্রশমক তাহাকে "বেদনাস্থাপন" বলে। সুশ্রুত—শারীর স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত শুক্রদোষের চিকিৎসায় কট্‌ফলের প্রয়োগ নাই। **সুশ্রুত**, রোধ্রাদি, লাক্ষাদি, সুরসাদি ও পরুষকাদি বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, saccharine matter and salts.

Actions and uses.—Stimulant, alterative, aromatic, diaphoretic and astringent ; given in fevers, Catarrh of the intestinal mucous membrane, Diarrhœa, Dysentery, Scrofula, chronic Gonorrhœa, Catarrh of the

lungs, Asthma &c. The powdered bark is used as a sternutatory. The seeds—a paste of them with stimulant balsams is mixed with ginger and externally used as a rubefacient and as a stimulant application to the fore-arms, calves and extremities during the collapse stage of cholera. Its powder is locolly applied to strengthen the gums; also as a lep for bruises, sprains and fractures, With catechu, asafetida and camphor, a paste of it is applied over piles with benefit. The arillus is used as an ingredient in numerous carminative mixtures. The powder or the lotion of the bark is applied to putrid sores, Pessaries made of it are given to promote secretion of menses. The bark when chewed aots as a sialogogue and relieves toothache. An oil prepared form it is dropped into the ear in earache to allay pain. Fruits when boiled yield a kind of wax, called wax myrtle, which is used as a healing application to ulcers. (*Materia Medica of India* — R. N. Khory, Part II., p. 572).

নব্যমত—কট্‌ফল, উষ্ণ, রসায়ন, সুগন্ধি, ঘর্ম্মপ্রদ ও কষায়। ইহা, জ্বর, প্রবাহিকা, অতিসার, আমরক্তাতিসার, গণ্ডমালা, "গণোরিয়া," কফরোগ, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্‌ফল চূর্ণের নস্য ক্ষবথূৎপাদক। উত্তেজক "ব্যাল্‌সাম" ও কট্‌ফল বীজ পেষণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, প্রলিপ্ত অঙ্গের লৌহিত্য জন্মে। বিসূচিকা রোগে, রোগী হিমাঙ্গ হইলে, রোগীর হস্ত, পদ ও পিণ্ডিকায় ইহার চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া, শারীরোষ্মা পুনরায়নের চেষ্টা করা হয়। কট্‌ফলচূর্ণ মাঢ়ীতে ঘর্ষণ করিলে, মাঢ়ী শক্ত হয়; সুতরাং অকারণে রক্তনির্গম নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ঘৃষ্ট, পিষ্ট কিম্বা অস্থিভগ্নে কট্‌ফলের প্রলেপ হিতকর। খদির, হিঙ্গু ও কর্প্পূরসহ কট্‌ফলের প্রলেপ অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিবিধ আধ্মানহর ও বায়ুনাশক ঔষধের সহিত কট্‌ফলবীজ ও ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্‌ফলের চূর্ণ কিম্বা পিষ্টকট্‌ফল জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল পচা ঘায়ে প্রয়োগ করিবে। কট্‌ফলের পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে, আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয়। কট্‌ফল চর্ব্বণ করিলে, লালাস্রাব বর্দ্ধিত ও দন্তশূল প্রশমিত হয়। কট্‌ফলপক্ক-তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্তি পায়। কট্‌ফলের **ফল** সিদ্ধ করিলে মধূথবৎ পদার্থ নির্গত হয়। ইহা ক্ষতের রোপক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৫৭২ পৃঃ)।

कटुका—কট্কা।

कटुका (की), कटुरोहिणी। Picrorrhiza Kurroa, *Benth.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"शतपर्व्वा," "काण्डरुहा," "चक्राङ्गी," "मत्स्यशकला"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"अमघ्नी"। कटुका पित्तजित्तिक्ता कटुः शीतास्रदाहजित्। बलासारोचकान् हन्ति विषमज्वरनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कटुकाऽतिकटुस्तिक्ता शीतपित्तास्रदोषजित्। बलासारोचकश्वासज्वरहृद्रेचनी च सा। राजनिघण्टुः॥ कट्वी तु कटुका पाके तिक्ता रूक्षा हिमा लघुः। भेदिनी दीपनी हृद्या कफपित्तज्वरापहा। प्रमेहश्वासकासास्रदाहकुष्ठक्रिमिप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ कटुका तु सरा रूक्षा कफपित्तज्वरापहा। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—हृद्रोगे कटुकी—"यष्ट्याह्विकातिक्तकरोहिणीभ्यां कल्कं पिबेच्चापि सिताजलेन"। (चिः २६ अः)। (२) स्तन्यशुद्धये कटुरोहिणी—"पाययेताऽथवा स्तन्यशुद्धये कटुरोहिणीम्"। (चिः ३० अः)। चरकः॥ कफपित्तज्वरे कटुकी—"सशर्करामक्षमात्रां कटुकामुष्णवारिणा। पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफपित्तसमुद्भवम्"। (उः ३८ अः)। (२) हिक्कायाम् कटुकी—"* गैरिकं कटुरोहिणी *। मधुद्वितीयाः कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता"। (उः ५० अः)। सुश्रुतः॥

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শতপর্ব্বা," "কাণ্ডরুহা," "চক্রাঙ্গী" "মৎস্যশকলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অমঘ্নী"।

কটুকার ভাষানাম—কট্‌কী, বৈদ্যকে কটুরোহিণী, তিক্তকরোহিণী ও কটুকী নামে ভূরি প্রযুক্ত। বাঃ—কট্‌কী। হিঃ—कट्की। মঃ—কট্‌কী, কাঠ্‌ঠী কুট্‌কী। গুঃ—কড়ু। কঃ—কেদারকটুকী। তৈঃ—কাটকরোহিণী, নল্ল কোনকর। सिंहलो—कटुकरोहिणी।

বর্ণন—কটুকী বণিক্ দ্রব্য। ইহা কাশ্মীর হইতে সিকিম্ পর্য্যন্ত হিমগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বহুলোক, কটুকীর সংগ্রহ ও দেশান্তর প্রেরণ কার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ

করিয়া থাকে। কটুকী নাম উদ্ভিদের হ্রস্ব কন্দকে কটুকী বলে। কট্‌কী গ্রন্থিবহুল এইজন্য ইহার নাম "শতপর্ব্বা"। গুড়ূচীবৎ কটুকী "কাণ্ডরুহা"। কটকীর গাত্রে অঙ্গুরীয়বৎ চিহ্ন থাকে এজন্য "চক্রাঙ্গী" নাম। কটুকী পেন কলমের মত মোটা হয়—সহজে ভাঙ্গা যায়। ভাঙ্গিলে দেখা যায় যেন আঁশেরমত "চোক্‌লা" রহিয়াছে, এইজন্যই বোধ হয়, নিঘণ্টুকার কটুকীকে "মৎস্যশকলা" বলিয়াছেন। স্বাদে অতি তিক্ত, অতএব কটুকী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—হ্রস্বকন্দ। **মাত্রা**—হ্রস্বকন্দ চূর্ণ—১—২½ আনা। বিরেচনার্থ ৫ আনা

বৈদ্যকে কটুকীর ব্যবহার।

চরক—হৃদ্রোগে কটুকী—যষ্টিমধু ও কটুকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শর্করা যোগে জলের সহিত পান করিবে। ইহা হৃদ্রোগে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) **স্তন্য-শুদ্ধির** জন্য কটুকী—যে প্রসূতির স্তন্যের দোষ আছে, তাহাকে কটুকীর ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত কফপিত্তজ্বরে** কটুকী—দুইতোলা কটুকী-চূর্ণ চিনির সহিত উষ্ণজল যোগে পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। বিরেচনার্থ আমরা কটুকার যে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই প্রযোজ্য। (২) **হিক্কায়** কটুকী—স্বর্ণগৈরিকচূর্ণ ও কটুকীচূর্ণ সমভাগে মধু যোগে, হিক্কারোগী, লেহন করিবে (উঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর আদর্শবিশেষে উষ্ণদুগ্ধে প্রক্ষালন পূর্ব্বক কটুকী শোধন করিবার উপদেশ আছে। **চরক**, ভেদনীয়, স্তন্যশোধন ও লেখনীয় বর্গে কটুকী পাঠ করিয়াছেন। যে দ্রব্য দেহের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কর্ষণ করে, তাহাকে "লেখন" বলে। **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন—"ধাতুমলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনন্তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ"। নব্যেরা কটুকীকে "টনিক্" অর্থাৎ বল্য বলেন।

Constituents.—A bitter principle Picrorhizin, Picrorhizetin, Cathartic acid glucose, wax &c. Picrorhizin is a glucoside and obtained by exhausting the powdered drug with ether. It is soluble in water and alcohol and insoluble in ether. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 457).

Actions and uses.—Alterative, bitter, stomachic and cholagogue; given in Dyspepsia, chronic Dysentery, Asthma, hepatic derangements jaundice &e, Its action on the liver is similar to, but milder than that

of colocynth. It is a valuable antiperiodic in low continued fevers; it is given to children in worms. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p, 457).

নব্যমত—কটুকী, রসায়ন, তিক্ত, পাচক ও পিত্তনিঃসারক। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী, শ্বাস, পিত্তবিকার, কামলা প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। যকৃতের উপর ইহার ক্রিয়া, ইন্দ্রবারুণীর তুল্য; কিন্তু তদপেক্ষা মৃদুতর। ইহা বিষমজ্বরের অতি উত্তম ঔষধ। শিশুর ক্রিমিরোগে কটুকী সেব্য। (মেটেরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃঃ)

কণ্টকারী—কণ্টকারী।

নিদিগ্ধিকা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী। Solanum Xanthocarpum. Solanum Jaquini.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রা", "বহুকণ্টা", "ক্ষুদ্রকণ্টা" "ক্ষুদ্রফলা", চিত্রফলা"। কণ্টকারী কটুস্তিক্তা তথোষ্ণা শ্বাসকাসজিৎ। অরুচিজ্বর-বাতামদোষহৃদ্রদনাশিনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কণ্টকারী কটূষ্ণা চ দীপনী শ্বাসকাসজিৎ। প্রতিশ্যায়ার্ত্তিদোষঘ্নী কফবাতজ্বরার্ত্তিনুৎ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ। রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বর-কফানিলান্। নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াক্রিমিহৃদামযান্। * ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ। শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু। হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডূকাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্। তদ্বৎ প্রোক্তা 'সিতা ক্ষুদ্রা' বিশেষাদ্গর্ভ-কারিণী। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বাতোল্বণেষু অর্শঃসু কণ্টকারী—"কণ্টকার্য্যা শৃতং বাপি *। অনুপানং ভিষগ্দদ্যাৎ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্ (চিঃ ৮ অঃ)। (২) মদাত্যয়স্য পিপাসায়াম্ কণ্টকারী—"তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ *। কণ্টকার্য্যাঽথবা শৃতম্ (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) কাসে কণ্টকারীকৃতযূষঃ—"কণ্টকারীরসে সিদ্ধো মুদ্গযূষঃ সুসংস্কৃতঃ। সগৌরাঽঽমলকঃ সাম্লঃ সর্ব্বকাসভিষগ্জিতম্॥" (চিঃ

২২ অ:)। (৪) অশ্মর্য্যাং কণ্টকারী—"* বৃহতীদ্বয়স্য। আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ম্। দিনানি সপ্তাঽশ্মরীভেদনায়॥ (চি: ২৬ অ:)। চরক:॥ অলসে কণ্টকারী—"সিদ্ধং রসে কণ্টকার্য্যা স্তৈলং বা সার্ষপং হিতম্" (চি: ২০ অ:)। (২) বাতাভিষ্যন্দে কণ্টকারী—"কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্" (উ: ৯ অ:)। (৩) শ্বাসে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকাত্বামলকপ্রমাণাম্। হিঙ্গুদ্ধযুক্তাং মধুনা সুযুক্তাম্। লিহ্যেন্নর: শ্বাসনিপীড়িতোঽহ্নি। শ্বাসং জয়ত্যেব বলাত্ ত্র্যহেণ" (উ: ৫১ অ:)। (৪) কাসে কণ্টকারী—"সম্যগ্বিপক্কং দ্বিগুণেন সর্পি:। নিদিগ্ধিকায়া: স্বরসেন চৈতত্। শ্বাসাগ্নিসাদস্বরভেদভিন্নান্। নিহন্ত্যুদীর্ণানপি পঞ্চকাসান্" (উ: ৫২ অ:)। (৫) মূত্রদোষহরণে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকায়া: স্বরসং পিবেত্ কুড়বসংমিতম্। মূত্রদোষহরং কল্ক মথবা ক্ষৌদ্রসংযুতম্" (উ: ৫৮ অ:)। সুশ্রুত:॥ কাসে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকারসো বাপি সক্ষৌদ্র: কৃচ্ছ্রনাশন:" (মূত্রকৃচ্ছ্র-বি:)। (২) মূত্রাঘাতে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকায়া: স্বরসং পিবেদ্বস্ত্রান্তরস্রুতম্" (মূত্রাঘাত-চি:)। চক্রদত্ত:॥ শিশোশ্চিরজে কাসে ব্যাঘ্রীকুসুমকেসর:—"ব্যাঘ্রীকুসুমসম্ভাতকেসরৈরবলেহিকাম্। জগ্ধ্বাঽপি চিরজং জাতং শিশো: কাসং ব্যপোহতি।" বঙ্গসেন:॥

কণ্টকারীর ভাষানাম—কণ্টকারী, নিদিগ্ধিকা ক্ষুদ্রা ও ব্যাঘ্রী শব্দে বৈদ্যকে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কন্টিকারী। হিঃ—**কটেরী**, লঘুকটাই, ভট্‌কটৈয়া, রেঙ্গনী। মঃ—রিঙ্গনী, ভূই রিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী। গুঃ—বেঠীভোরিঙ্গনী। কঃ—নেল্লগুল্লু। তৈঃ—নেরটীমুনঙ্গা, ব্রাকুডিচেট্টু। উঃ—কণ্টনারিষ। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষুদ্রা," "বহুকণ্টা," "ক্ষুদ্রকণ্টা," "ক্ষুদ্রফলা," "চিত্রফলা"। **সিংহলী—কটুবিল্‌বাটু।**

বর্ণন—কণ্টকারীর **ক্ষুপ** ভূলুণ্ঠিত থাকে। উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। নদীরচরে অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। কণ্টকারী, শীতে অঙ্কুরিত, নিদাঘে পুষ্পফলে শোভিত এবং বর্ষার বারিপাতে ক্লিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। শাখা, পত্রের পৃষ্ঠোদর, পত্রবৃন্ত ও পুষ্পদণ্ড সর্ব্বত্রই তীক্ষ্ণাগ্র প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া ইহা যথার্থই "দুস্পর্শা"। কণ্টকারীর **ফুল** নীলবর্ণ, মিলিত দল, অশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত। দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত। পরাগকোষ স্থূল পীতবর্ণ। **ফল**, বর্ত্তুলাকার অপক্কাবস্থায় সবুজবর্ণ, ফলের গাত্রে শাদা ডোরা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। **বীজ**, বেগুণের বীজের মত। শ্বেতকণ্টকারীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ। শ্বেতকণ্টকারী

সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ, ফুল ও ফল। **মাত্রা**—ক্বাথ—৫—১০ তোলা স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে কণ্টকারীর ব্যবহার।

চরক—বাতোল্বণ **অর্শে** কণ্টকারী—ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎ পরে, যাহা সেবন করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে। বায়ুপ্রধান অর্শরোগীর বায়ু সরল করিবার এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য, কণ্টকারীর ক্বাথ অনুপেয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** কণ্টকারী—মদাত্যয়ের পিপাসায় ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **কাসে** কণ্টকারীকৃতযূষ—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জলে মুগকলায়ের যূষ পাক করিবে। হরিদ্রা এবং অম্লাস্বাদ জন্মে এতাবৎ মাত্র আমলকীর রস, উহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা কাসরোগে হিতকর (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) **অশ্মরীতে** কণ্টকারী—বৃহতী ও কণ্টকারীর মূলত্বক্ অনম্ল দধির সহিত পেষণ করিয়া, সাতদিন পান করিলে, অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—অলসে** (পাঁকুইয়ে) কণ্টকারী—কণ্টকারীর চতুর্গুণ রসে পক্ব, সার্ষপ তৈল সেচন করিলে পাঁকুই প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। **বাতাভিষ্যন্দরোগে** কণ্টকারী—বাতজ অভিষ্যন্দরোগে ("চোক উঠা"), কণ্টকারীর মূল ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিবে (উঃ ৯ অঃ)। (৩) **শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ** কণ্টকারী—শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ শিশুকে কণ্টকারীমূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) **শ্বাসে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ, তদর্দ্ধপরিমিত হিঙ্গুসহ মধু যোগে সেবন করিলে, প্রবলশ্বাস তিনদিনে প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৫) **কাসে** কণ্টকারী—দ্বিগুণ কণ্টকারীর রসে বিপক্ক ঘৃত পান করিলে, কাসস্বরভেদাদি প্রশমিত হয় (উঃ ৫২ অঃ)। (৫) **মূত্রদোষহরণে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর স্বরস কিম্বা কল্ক সেবন করিলে মূত্রদোষ (কৃচ্ছ্রত্বাদি) নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—কাসে** কণ্টকারী—কণ্টকারী—কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাসনাশক (কাস চিঃ)। (২) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস মধুসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)। (৩) **মূত্রাঘাতে** কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, মূত্ররোধ প্রশমিত হইয়া থাকে (মূত্রঘাত চিঃ)। মূত্রকৃচ্ছ্রে, অতীব যন্ত্রণার সহিত অল্প মাত্রায় বারম্বার মূত্র নির্গম হয়। মূত্রাঘাতে একবারে প্রস্রাব হয় না। কণ্টকারী মূত্রকারিণী বলিয়া উভয় রোগেই প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন—শিশুর কাসে কণ্টকারীফুল—কণ্টকারীফুলের কেসর চূর্ণ করিয়া, মধুসহ লেহন করাইলে, শিশুর পুরাণকাস বিনষ্ট হয় (বালরোগাধিকারে)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, কাসহর, শোথহর, শীতপ্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। যাহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং যাহা কণ্ঠের হিতকর তাহাকে কণ্ঠ্য বলে। অতএব স্বরভেদে কণ্টকারী প্রযোজ্য। কণ্টকারী শীতপ্রশমন বলিয়া সন্নিপাতজ্বরে হিতকর। অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন হেতু কণ্টকারী বাতে ও জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। **সুশ্রুত** বৃহত্যাদি বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)। শ্বেতকণ্টকারীকে ভাবপ্রকাশকার "গর্ভকারিণী" বলিয়াছেন ; সুতরাং ইহা, বন্ধ্যাত্বদোষ নিবারণার্থ সেব্য।

Constituents.—The fruit contains fatty acids, wax and an alkaloid. The dried leaves contain an alkaloid and an organic acid. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450).

Actions and uses.—Aperient, carminative, expectorant, and diuretic. The confection (Kantakaryavaleha) is given in Asthma, cough, catarrhal affections of the lungs, Fever flatulence and pain in the chest ; as a diuretic, the decoction is given in Dysuria, Cystic Calculi and Dropsy ; also given in Costiveness. A paste of the seeds is locally applied to promote suppuration boils, buboes and other indolent chronic abscesses. Fumigation of the fruits is largely used by the natives as sialogogue and applied for the relief of pain in caried teeth. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450).

নব্যমত—কণ্টকারী, সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, আধ্মানহর, বায়ুনাশক, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। "কণ্টকার্য্যবলেহ" (যাহার প্রধানতম উপাদান কণ্টকারী) শ্বাস, কফরোগ ফুস্‌ফুসাশ্রিতকফদোষ, জ্বর, আধ্মান ও বক্ষঃ এবং পার্শ্বশূলে সেব্য। কণ্টকারীর ক্বাথ, মূত্রকারক বলিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিগত অশ্মরী এবং শোথ রোগে হিতকর। সরত্ব হেতু কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী। অপক্কস্ফোটক ব্রণাদিতে কণ্টকারী বীজের প্রলেপ দিলে, পক্কতা প্রাপ্ত হয়। কণ্টকারী বীজের ধূম, লালাস্রাববর্দ্ধক বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকন্তু ক্রিমিভক্ষিত দন্তের শূল প্রশমনকল্পে এই ধূম অতি প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ)।

কতক—কতকঃ।

কতকম্, অম্বুপ্রসাদনম্। Strychnos Potatorum.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"কতকফলং স্বনামখ্যাতং, শশকপুরীষপ্রতিমফলং অম্বুপ্রসাদনম্" (ডল্বণঃ, সুঃ সূঃ চিঃ ২৮ অঃ)। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অম্বুপ্রসাদঃ", "নেত্রবিকারজিৎ"। কতকং শীতলং প্রাহু স্তৃষ্ণাবিষবিনাশনম্। নেত্রোত্থরোগবিধ্বংসি বিধিনাঽঞ্জনযোগতঃ। কতকস্য 'ফলং' তিক্তং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মৃদু। বারিপ্রসাদনং কৃচ্ছ্রং শর্করা মশ্মরীঞ্জয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কতকঃ কটুতিক্তোষ্ণশ্চক্ষুষ্যঃ ক্রিমিদোষনুৎ। রুচিকৃচ্ছূলদোষঘ্নো 'বীজ' মম্বুপ্রসাদনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কতকস্য 'ফলং' নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরং। বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। ভাবপ্রকাশঃ॥ * ছর্দ্দিঃ স্বেদস্য জনকং শোফং পাণ্ডুং বিষং জয়েৎ। * কতকস্য চ মূলন্তু সর্ব্বকুষ্ঠহরং পরম্। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—অশ্মর্য্যাং কতকম্—"* কতকাদিকানাম্। একৈকশো বা বিধিনৈব তেন" (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ॥ অর্জ্জুনে কতকম্—"* কতকঃ সৈন্ধবেন বা। * অঞ্জনমর্জ্জুনে" (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ নেত্রপ্রসাদনার্থম্ কতকম্—"কতকস্য ফলং ঘৃষ্টা মধুনা নেত্র মঞ্জয়েৎ। ঈষৎ কর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্"। ভাবপ্রকাশঃ॥

কতকের ভাষানাম—বাঃ—নির্মালীফল। হিঃ—নির্ম্মলীফল, পায়পসারী। মঃ—নিবঠ্ঠীচ্যা, বিন্না, চিল্লার। গুঃ—নির্মলী। কঃ—চিল্লিকাপি। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অম্বুপ্রসাদ" "নেত্রবিকারজিৎ"। বর্ণন—কতকবৃক্ষ বঙ্গদেশে তাদৃশ সুলভ নহে। ইহা দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কাদ্বীপের অরণ্য ও পর্ব্বতে জন্মে। কুচিলার বৃক্ষাপেক্ষা ইহার বৃক্ষ উচ্চতর। কতকের পুষ্প হরিদাভ পীতবর্ণ। পক্ব ফল কৃষ্ণবর্ণ। বীজ চ্যাপ্টা—বোতামের মত। কুচিলার বীজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কুচিলার বীজ যেমন "চিম্‌শে," ইহা তেমন নহে। বীজের বিশেষ কোন স্বাদ নাই। ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—বীজ ১—২ আনা। বমনার্থ—৩ আনা।

বৈদ্যকে কতকের ব্যবহার।

চরক অশ্মরীতে—কতক—নির্ম্মালীফলের রস এবং অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া অশ্মরীরোগে সেব্য (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—নেত্ররোগে** কতক—নির্ম্মালীফল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহ উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহা নেত্রে অঞ্জন করিলে অর্জ্জুন নাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে নেত্রশুক্লভাগে শশ-রুধিরবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্ন জন্মে। **ভাবপ্রকাশ**—নেত্রপ্রসাদনার্থ কতক—নির্ম্মালীফল মধুতে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। এতদ্দ্বারা চক্ষু হইতে জল ও পিচুটী পড়া নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্ম্মল হয় ও দৃষ্টিপ্রসাদ জন্মে।

বক্তব্য চরক, বিষঘ্নবর্গে কতক পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ) **চরক**, বমনোপ-বর্গে, কিম্বা **সুশ্রুত**, উর্দ্ধভাগহর বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) কতক পাঠ করেন নাই। নব্যেরা কিন্তু অধিক মাত্রায় কতকবীজ বান্তিকর বলিয়াছেন। কতকের একটী নাম "অম্বুপ্রসাদন" কতকবীজ ঘসিয়া আবিলজলে মিশ্রিত করিলে জলের ময়লা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া জল নির্ম্মল হয়—ফট্‌কিরি অপেক্ষা ইহা নির্দ্দোষ বলিয়া, ইহার ব্যবহার সমধিক স্পৃহনীয়।

Constituents.—Contains no strychnine but brucin is present.

Actions and uses.—Alterative tonic, stomachic and demulcent, rubbed down with honey and camphor, it is applied to the eye to prevent lachrymation and to remove opacities; also applied to the abdomen to relieve Colic. Its infusion is recommended in irritation of the urinary organs as Gonorrhœa, Diabetes and as an emetic in cough. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 566).

নব্যমত—কতক, রসায়ন, বল্য, পাচক, শীত। কতকবীজ মধুসহ প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ নেত্রে অঞ্জন করিলে অশ্রুস্রাব ও অস্পষ্টদৃষ্টি নিবৃত্তি পায় এবং উদরে লেপদিলে শূল প্রশমিত হয়। কতকের শীতকষায় "গণোরিয়া" ও সোমরোগে হিতকর। ইহা কফরোগে বমনকারক স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)।

কদম্ব—কদম্বঃ।

ধারাকদম্বঃ—Anthocephalus Cadamba, *Miq.* Nauclea Cadamba *Roxb.* Wild Cinchona. (Eng.) ধূলিকদম্বঃ—Adina Cordifolia, H*ook.* *F.* Nauclea Cordifolia, *Roxb.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—ধারাকদম্বস্য—"সুবাসঃ", "প্রাবৃষেণ্যঃ"। ধূলিকদম্বস্য—"ক্রমুকপ্রসূনঃ", "বসন্তপুষ্পঃ"। কদম্বস্তু কষায়ঃ স্যাদ্রসে শীতো গুরুোঽপি চ। ব্রণসংহরণশ্চাপি কাসদাহবিষাপহঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কদম্বস্তিক্তকটুকঃ কষায়ো বাতনাশনঃ। শীতলঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ শুক্রবর্দ্ধনঃ। ত্রিকদম্বাঃ কটুবর্ণ্যা বিষশোফহরা হিমাঃ। কষয়াস্তিক্তপিত্তঘ্না বীর্য্যবৃদ্ধিকরাঃ পরাঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ। সরো বিষ্টম্ভকৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যাঽনিলপ্রদঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—ব্রণাচ্ছাদনার্থং কদম্বপত্রম্—"কদম্বার্জ্জুননিম্বানাং * ব্রণপ্রচ্ছাদনে বিদ্বান্ পত্রাণ্যর্কস্য চাঽঽদিশেত্"। (চিঃ ১২ অঃ)। (২) মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রতায়াঞ্চ কদম্বঃ—"বিদারীভিঃ কদম্বৈর্ব্বা * শৃতম্। ঘৃতং পয়শ্চ মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রনির্গমে" (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥

কদম্বের ভেদ ও ভাষানাম—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে ধারা ও ধূলি কদম্ব এবং রাজনিঘণ্টুতে ধারা, ধূলি ও ভূমি এই তিন প্রকার কদম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধারাকদম্বের নামান্তর "প্রাবৃষ্য" বা "প্রাবৃষেণ্য" এবং "সুবাস," অর্থাৎ ধারাকদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়, পুষ্প "সুবাস"; সুতরাং জানা যাইতেছে যাহাকে সচরাচর লোকে কদম্ বলে তাহাই "ধারা কদম্ব"। "ধূলিকদম্বের" নামান্তর "বসন্তপুষ্প" ও "ক্রমুকপ্রসূন" অর্থাৎ ধূলিকদম্বের ফুল বসন্তকালে হয় এবং ইহার ফুল (বস্তুতঃ ইহা ফুল নহে, পুষ্পধি) সুপারির মত। আমরা জানি, যাহাকে লোকে কেলিকদম্ বলে, বসন্তকালেই তাহার ফুল হয় এবং কেলিকদমের ফুল অকৃতিতে বড় কুল বা সুপারির মত; সুতরাং ধূলিকদম্বের ভাষানাম যে কেলিকদম্ব ইহাতে আর সংশয় নাই। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার ভূমিকদম্ব নামে কোন কদম্বের উল্লেখ করেন নাই। ভূমিকদম্ব ও ভূকদম্ব সম্ভবতঃ একই উদ্ভিদ্। এক হইলে, ভূমিকদম্বকে কদম্ব হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন;

কারণ ভূমিকদম্ব, মুণ্ডতিকা—মুণ্ডতিকা বৃক্ষ নহে, প্রতানবতী। অথবা এই প্রকার বৃক্ষবিটপের একনামতঃ উল্লেখ দোষাবহ ছিল না। বিটপকরঞ্জ, বৃক্ষকরঞ্জবৎ বিটপকদম্ব, বৃক্ষকদম্বও গ্রাহ্য। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, টীকাকার "কদম্ব" শব্দব্যাখ্যায় "কদম্বঃ বৃক্ষকদম্বঃ" বলিয়া (ডল্বণ-সূঃ ৩৮ অঃ রোধ্রাদিবঃ টীঃ) বিটপকদম্বের (ভূকদম্ব) প্রতিষেধ করিয়াছেন। অথবা ভূকদম্ব শব্দে ক্ষুদ্র কদম্ব বৃক্ষকেও (Nauclea tetrandra) বুঝাইতে পারে। "বক্তব্য" দেখ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার, নীপশব্দ, ধারা এবং ধূলি উভয় কদম্বের পর্য্যায়েই পাঠ করিয়াছেন। **কালিদাস** মেঘদূতে লিখিয়াছেন "সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্"। এখানে ত্বৎশব্দে মেঘ; সুতরাং নীপ "প্রাবৃষেণ্য" হইল। বধূগণ যখন আদর সহকারে সীমন্তে ধারণ করিতেন, তখন নীপ অবশ্যই "সুবাস" ও সুন্দর। এতদ্দ্বারা নীপ ধূলিকদম্ব না হইয়া, ধারাকদম্ব বলিয়া প্রমাণ হইলেও, বোধ হয় নীপ কদম্বের সাধারণ নাম। ধূলিকদম্ব অর্থাৎ কেলিকদম্বের ফুলও সুগন্ধি; কিন্তু ধারাকদম্ববৎ সুন্দর নহে। কোচবিহারের লোকে কেলি কদম্বকে "খেলিকদম্" বলে। **হিন্দী—কদম্ব্।**

বর্ণন—কদম্বের অর্থাৎ ধারাকদম্বের বৃক্ষ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। **কেলিকদম্বের বৃক্ষ** ধারাকদম্বের বৃক্ষাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কেলিকদম্ব বহুশাখ। ইহার ফুল ও পাতা, ধারাকদম্বের পুষ্প ও পত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়। কেলিকদম্বের ফুল বসন্তকালে ফুটিতে আরম্ভ করিয়া, বর্ষারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বে পুষ্পদণ্ডের বিষয় কিছু বলিয়াছি (আরগ্বধ দেখ)। পুষ্পদণ্ড নানাকৃতির হয়। যে বর্ত্তুলাকৃতি প্রত্যঙ্গের উপর কদম্বের পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা বস্তুতঃ ফুল বা ফল নহে—উহা কদম্ব পুষ্পের বর্ত্তুলাকৃতি পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদের পুষ্পাবির্ভাবকালের নিয়তত্ব নাই। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অবস্থার সহিত পুষ্পাগমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রাঢ়ে রথযাত্রার পূর্ব্বে কদমের ফুল হয় না। কোচবিহারে চৈত্রের শেষেও কদম্ব বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। বৈশাখী রজনীতে বাগত কদম্বপুষ্পের গন্ধ অতি মনোরম। কোচবিহার বর্ষাপ্রধান প্রদেশ বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ফল, পত্র ও ত্বক্। **মাত্রা**—ফলস্বরস ১—২ তোলা। ত্বক্‌চূর্ণ—১—২ আনা।

বৈদ্যকে কদম্বের ব্যবহার।

চরক—ব্রণাচ্ছাদনার্থ কদম্বপত্র—কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে** ও কৃচ্ছ্রতায় কদম্ব—কদম্বের ক্বাথ ও গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রনির্গম নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, বমনোপগবর্গে নীপ এবং বেদনাস্থাপনবর্গে কদম্ব এবং শুক্র-

শোধনবর্গে কদম্বনির্য্যাস পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত,** রোধ্রাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণে কদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। **নব্যমত সমালোচনা**—ডাঃ উদয়চাঁদ, ডিমক্ ও ক্ষোরি ধারাকদম্বের বাঙ্‌লা নাম কেলিকদম্ব লিখিয়াছেন। "বৈদ্যকশব্দসিন্ধু" সঙ্কলয়িতাও উঁহাদের মতানুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেলিকদম্বের সংস্কৃত নাম যে ধূলিকদম্ব, ধারাকদম্ব নহে, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। রক্সবর্গ শ্বেত কদম্বের (Nauclea tetrandra) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, আকৃতি ৬—১২ হাত উচ্চ, কাণ্ড সরল, পুষ্পকাল গ্রীষ্ম ঋতু। ইহাকে ভূকদম্ব বা এক প্রকার কেলিকদম্ব বলা যায়।

Adina Cordifolia.—Constituents.—Cinchotannic acid, a red oxidized product, a bitter principle, starch and calcium oxalate. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Actions and uses.—Bitter, tonic and febrifuge. Like cinchona it is used in fevers, Dyspepsia, Anorexia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Anthocephalus Cadamba.—Wild Cinchona—**Actions and uses.**—Tonic, the juice is given to children with cumin and sugar in gastric irritability. The fruit is cooling, refrigerant and febrifuge, and given in fever with great thirst. (*Materia Medica af India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

নব্যমত—কেলিকদম্বত্বক্ তিক্ত, বল্য এবং জ্বরঘ্ন। সিঙ্কোনার মত ইহাও জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্যে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—অর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)। ধারাকদম্ব অর্থাৎ **কদম্ব**কে লোকে বন্যসিঙ্কোনা বলে। ইহার ত্বক্ বলকারক, ত্বকের রস, জীরাচূর্ণ ও চিনিসহ শিশুর বমন প্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল শীতল, শ্রমাপহ জ্বরঘ্ন। জ্বরের প্রবলপিপাসায় ফলরস সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

কদলী—কদলী।

কদলী, মোচা। Musa Paradisiaca, *Linn.* M. Sapientium, *Roxb.*

"পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"অম্বুসারা," "নিঃসারা," দীর্ঘপত্রা," "স্বাদু-ফলা," "সক্লৎফলা," "গুচ্ছফলা"। গিরিকদল্যাঃ—"বহুবীজা," "গজ-

वल्लभा"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—काष्ठकदल्याः—"विषघ्नी"। कदली मधुरा शीता रम्या पित्तहरा मृदुः। कदल्यास्तु 'फलं' स्वादु कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं कफकरं गुरु। 'कन्दस्तु' वातलो रुक्षः शीतोऽसृक्कृमि-कुष्ठनुत्। स्यात् 'काष्ठकदली' रुच्या रक्तपित्तहरा हिमा। गुरुर्मन्दाग्निजननी दुर्जरा मधुरा परा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ पित्तापहं शिशिररुच्यमथापि नालम्। 'पुष्प" तदप्यनुगुणं कृमिहारि 'कन्दम्'। 'पर्णञ्च' शूलशमकं कदलीभवं स्यात्। रम्भापक्वफलं कषायमधुरं वल्यञ्च शीतन्तथा। पित्तञ्चास्रविमर्द्दनं गुरुतरं पथ्यममन्दानले। सद्यः शुक्रविवृद्धिदं क्लमहरं तृष्णापहं कान्तिदम्। दीप्ताग्नौ सुखदं कफामयकरं सन्तर्पणं दुर्ज्जरम्। 'गिरिकदली' मधुरहिमा वलवीर्य्यविवृद्धिदायिणी रुच्या। तृट्पित्तदाहशोषप्रशमनकर्त्री च दुर्जरा च गुरुः। 'सुवर्णमोचा' मधुरा हिमा च। स्वल्पाशने दीपनकारिणी च। तृष्णापहा दाहविमोचनी च। कफापहा वृष्यकरी गुरुश्च। राजनिघण्टुः। 'मोचाफलं' स्वादुशीतं विष्टम्भि कफनुद् गुरु। स्निग्धं पित्तास्रतृड्दाहक्षतक्षय-समीरजित्। पक्वं स्वादु हिमं पाके स्वादु वृष्यञ्च वृंहणम्। क्षुत्तृष्णा नेत्रगदहृन्मोहघ्नं रुचिमांसकृत्। माणिक्यमर्त्यामृतचम्पकाद्या। भेदाः कदल्या वहवोऽपि सन्ति। उक्ता गुणास्तेष्वधिका भवन्ति। निर्द्दोषतास्याल्लघुता च तेषाम्। भावप्रकाशः॥ कदलं मधुरं वृष्यं कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्त-हरं हृद्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। तदेव चम्पकाख्यन्तु वातपित्तहरं गुरु। वृष्यञ्चैवातिशीतञ्च मधुरं रसपाकयोः। कदलीमोचकं हृद्यं कफघ्नं कृमि-नाशनम्। तृष्णाप्लीहज्वरं हन्ति दीपनं वस्तिशोधनम्। कदल्या वल्कलन्मूलं वातपित्तहरं गुरु। राजवल्लभः॥ संपक्वं पनसं मोचं राजादनफलानि च। स्वादूनि सकषायानि स्निग्धशीतगुरूणि च। कषायविषदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्। चरकः (सूः २७ अः फः वः)। मोचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नाति-शीतलम्। रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः फः वः)।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—কর্ণরোগে কদলী—"কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণাঃ কর্ণপূরণে" (উঃ ২১ অঃ)। সুশ্রুতঃ। প্রদরে আমং মোচম্—"গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামম্—" (অসৃগ্দর—চিঃ)। চক্রদত্তঃ। সিধ্মে কদলীক্ষারঃ—"* সিধ্মম্। ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি"॥ (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) সোমরোগে পক্বকদলীফলম্—"কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করাসহিতং খাদেৎ সোমধারণ মুত্তমম্" (সোমরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেন।

কদলীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"অম্বুসারা," "নিঃসারা," "দীর্ঘপত্রা," "স্বাদুফলা," "সকৃৎফলা," "গুচ্ছফলা"। গিরিকদলীর—"বহুবীজা,"; "গজবল্লভা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—কাষ্ঠকদলীর—"বিবন্ধী"। কদলীর ভাষানাম—বাঃ—কলা। হিঃ—কেরা। সিং—কেহেল্। মঃ—কেঁঠ্। গুঃ—কেল্য। কঃ—কদলী। তৈঃ—চক্রাকেলী। তাঃ—বাঠেঁ। বঃ—হ্গাপী। অঃ—মেয়জ্। ফাঃ—মাঙ্গ্। কদলীভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কদলী ও কাষ্ঠকদলী, রাজনিঘণ্টুতে কদলী, কাষ্ঠকদলী, গিরিকদলী এবং সুবর্ণমোচা; ভাবপ্রকাশে মাণিক্য, মর্ত্ত্য, অমৃত ও চম্পক কদলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধুনা নানাস্থানে নানাপ্রকার কদলীর আবাদ হয়। আসাম প্রদেশে বক্ষ্যমান ১৫শ কদলীভেদ সাধারণের নিকট সুপরিচিত—আঠীয়া, জেপা আঠীয়া, ভীমকলা, কনকধোল, বরৎমানি, ছেনিচম্পা, মনুহর, ভোট্‌মনুহর, সিমুলমনুহর, পূরা, মালভোগ, বরট্‌মানি, বনকলা, জাহাজি ও দাঘজোয়া।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নাল, মূল, কন্দ, পুষ্প, পত্র, ফল।

বৈদ্যকে কদলীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—কর্ণরোগে কদলীস্বরস—কর্ণশূল প্রতীকারার্থ কদলীবাগুড়ার (কলার "পেটোর") রস, ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে (উঃ ২১ অঃ)। চক্রদত্ত—প্রদরে অপক্বকদলীফল—খোসা সহিত কাঁচাকলা চূর্ণ করিয়া গুড়সহ কফপিত্তজ অসৃগ্দরে সেবন করাইবে (অসৃগ্দর চিঃ)। বঙ্গসেন—সিধ্মরোগে কদলীক্ষার—কলারক্ষার ও পিষ্টহরিদ্রা একত্র লেপন করিলে সিধ্ম (ছুলি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) সোমরোগে পক্বকদলীফল—কাঁচা আমলকীর রস, চিনি ও মধু যোগে পক্বকদলী ভোজন করিলে সোমরোগে নিবৃত্তি পায় (সোমরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—প্রাচীন নিঘণ্টুগ্রন্থে মোচা শব্দ কদলীবৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজবল্লভকারই "মোচা" (কলার ফুল) অর্থে মোচক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

রাজনিঘণ্টুকার কদলীকন্দ (কলার এঁটে), কদলীপুষ্প (মোচা) ও কদলীনালের (থোড়) গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার মতে কদলীপত্র শূলশমক। **চরকের** "দশেমানি" তে কদলী পঠিত হয় নাই। **সুশ্রুত** ক্ষারযোগ্য বৃক্ষবর্গে কদলী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ১১ অঃ)। কদলীকন্দসম্ভব ক্ষারজলকে কোচবিহারের লোকে "ছাঁাকা" বলে। এই ছাঁাকা লবণের পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ শাক পাককালে ছাঁাকার ব্যবহার এখনও বলবৎ রহিয়াছে। এ প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। টীকাকৃৎ **বিজয়রক্ষিত** লিখিয়া গিয়াছেন "ক্ষারোদকসাধিতং বঞ্জনমশ্নন্তি কামরূপাদৌ" (গ্রহণী—ব্যাখ্যামধুকোষ)। দরিদ্রলোকে কদলীক্ষার দ্বারা মলিনবস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

Constituents.—The ash contains potash and soda salts phosphoric acid and magnesia. The ripe fruit contains starch, sugar, gum, fat, albuminoids and non-nitrogenous extractives. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 568)

Actions and uses.—Demulcent, nutritive and astringent ; the fruit is used in soreness of the throat, dry cough and in irritability of the bladder. The root is used as an anthelmintic. The meal prepared from the fruits is nutritive ; the strach prepared from the unripe fruits is astringent and used in bowel complaints. A syrup of banana is given in chronic bronchitis with benefit. In hæmoptysis and hæmorragic fluxes, the juice of the stem obtained by incisions is very beneficial. The young leaves are a good substitute for gutta percha tissue in dressing wounds as cooling for blistered surfaces. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 599).

"**Emerson.**—Notices the use of the sap to alloy thirst in cholera". * * * "Pereira (*Materia Medica*—Part II., 222) has drawn attention to the nutritive properties of the meal prepared from the unripe fruit." * * 'Starch prepared from unripe fruit is used in the treatment of bowel complaints in Bengal. A specimen we examined consisted almost wholly of pure starch with a trace of astringent extractive." In America a syrup of bananas is said to be singularly effective in requiring only that the fruit shall be cut in small pieces and with an equal weight of sugar be placed in a close jar, which is set cold water and slowly heated to the boiling point, when it is to be removed from the fire and allowed to cool. The dose mentioned is a teaspoonful every hour." (Dymock—*Pharmacographia Indica*—Part III., pp. 444-5).

নব্যমত—কদলীফল, তর্পক, পোষক এবং কষায়। ইহা গলক্ষত, শুষ্ককাস এবং মূত্রকৃচ্ছাদি বস্তির উত্তেজনজাত পীড়ায় হিতকর। কদলীমূল ক্রিমিঘ্ন। শুষ্কীকৃত অপক্ক কদলী চূর্ণ, উত্তম পুষ্টিপ্রদ খাদ্যৌষধ। ইহা উদরাময়গ্রস্ত রোগীর প্রশস্ত পথ্য। পুরাণ কাস রোগে কদলীর **সিরাপ**, ফলপ্রদ। রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন রোগে, কদলীকাণ্ড ভেদ করিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা পান করিবে। ইহা বিশেষ এলপ্রদ। কচি কলাপাতা, ক্ষত বন্ধনার্থে "গটাপার্চ্চার" প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অধিকন্তু ইহা ব্লিষ্টারের পক্ষে স্নিগ্ধ আচ্ছাদক। এতদ্দেশীয় লোকে, নেত্ররোগে, কচি কলাপাতা দ্বারা নেত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহাতে চক্ষু শীতল থাকে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি—২য় খণ্ড ৫৯৯ পৃঃ)।

এমার্সন বলেন কদলী বৃক্ষের রস, বিসূচিকার তৃষ্ণা প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। **পেরিরা** অপক্ক কদলীফল চূর্ণের পুষ্টিকরত্ব গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকায়, কদলীফলের সিরাপ, পুরাণ কাসের (chronic bronchitis) একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কদলীফলের **সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী**—অতি ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত কদলীফল এবং কর্ত্তিত কদলীফলের সমাংশ চিনি একত্র আবৃতমুখ পাত্রে (জারে) স্থাপন করিবে। এই পাত্র, উত্তমরূপ নিমজ্জিত হয় এতাদৃশ শীতলজলপূর্ণ কোন পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে জ্বাল বন্ধ করিয়া, নামাইবে এবং শীতল হইলে জল হইতে উত্তোলন করিয়া, পাত্রমধ্যস্থিত সিরাপ ব্যবহার করিবে। মাত্রা—চার চামচের ১ চামচ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেব্য। (ডিমক—ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ৪৪৪—৪৫ পৃঃ)।

কপিত্থ—কপিত্থঃ।

কপিত্থঃ, দধিত্থঃ। Feronia Elephantum, *Corr.* Eng.—Elephant or wood apple.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গ্রাহী"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"গন্ধফলঃ," "চিরপাকী," "কঠিনফলঃ"। কপিত্থমামমস্বর্য্যং কফঘ্নং গ্রাহি বাতলম্। কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু। শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কপিত্থো মধুরাম্লশ্চ কষায়স্তিক্তশীতলঃ।

ग्रथः पित्तानिलं हन्ति संग्राही व्रणनाशनः। राजनिघण्टुः॥ कपित्थमामं संग्राहि कषायं लघु लेखनम्। 'पक्वं' गुरु तृषाहिक्काशमनं वातपित्तजित्। स्वाद्वम्लं तुवरं कण्ठशोधनं ग्राहि दुर्जरम्। भावप्रकाशः॥ कपित्थ 'मामं' कण्डूघ्नं विषघ्नं ग्राहि वातलम्। मधुराम्लकषायत्वात् सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्। तदेव पक्वं दोषघ्नं गुरु ग्राहि विषापहम्। राजवल्लभः॥ * हिक्काकासं नाशयति वीजञ्च हृद्व्यथापहम्। शीर्षव्यथां विषञ्चैव विसर्पञ्चैव नाशयेत्। वीजतैलञ्च तुवरं ग्राहकं स्वादु पित्तनुत्। आखोर्विषं कफञ्चैव हिक्कां वान्तिञ्च नाशयेत्। विषनाशकरं पुष्पं पर्णं वान्त्यतिसारजित्। हिक्कां नाशयतीत्येवं प्रोक्तं पूर्वैर्महर्षिभिः॥ वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु कपित्थम्—"दधित्थविल्वयूषम्बा * (चिः ८ अः)। (२) "हिक्कायां" कपित्थम्—"पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः" (चिः २१ अः)। (३) कण्ठगतविषे कपित्थम्—"कपित्थमामं ससितक्षौद्रं कण्ठगते विषे" (चिः २५ अः)। (४) "रक्तपित्ते" कपित्थपत्रम्—"पत्रकल्कौ घृते भृष्टौ राजादनकपित्थयोः। पित्तानिलहरौ पैत्ते सर्व्वञ्चैवास्रपित्तजित्" (चिः ३० अः)। चरकः॥ विषसंसृष्टाञ्जनजविकारे कपित्थम्—"कपित्थ मेषशृङ्ग्याश्च पुष्पं * * (कः १ अः)। (२) वमने कपित्थम्—दधित्थ-रससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्। मुहुर्मुहु र्नरो लीढ्वा छर्द्दिभ्यः प्रतिमुच्यते"। (उः ४८ अः)। (३) न्यच्छव्यङ्गनीलिकासु कपित्थम्—"कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हित मुच्यते" (चिः २० अः)। सुश्रुतः॥ कफजवमने कपित्थम्—"खादेत् कपित्थं सव्योषम्" (चिः ६ अः)। (२) कफजकर्णरोगे कपित्थम्—"रसेन * कपित्थस्य च पूरयेत्" (चिः १८ अः)। वाग्भटः॥ प्रवाहिकायां कपित्थम्—"धातकी वदरीपत्रं कपित्थं *। * एकतो दध्ना पिवेत् प्रवाहिकार्हितः (मः खः १मः भाः)। भावप्रकाशः॥ प्रदरे कपित्थपत्रम्—"कपित्थवेणुपत्रञ्च समभिकाल पेषयेत्। मधुना सह दातव्यं तीव्रप्रदरनाशनम्" (स्त्रीरोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

কপিত্থের ভাষানাম—বাঃ—কয়েদ্। হিঃ—কৈথ্। মঃ—কঁবঠ্। গুঃ—কোঁট, কাঠ, কোঠবতী। কঃ—বেললু। তৈঃ—এলাংগাকায়া **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গ্রাহী"। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"কঠিনফল," "গন্ধফল," "চিরপাকী"। **সিংহলী—গিবুল।**

বর্ণন—কপিত্থ **তরু** অশ্বত্থ বৃক্ষের মত উচ্চ হয়। ফলের জন্য কচিৎ ইহার বৃক্ষ যত্ন রক্ষিত হইলেও, প্রায়ই গ্রাম্য পুষ্করণী বা পথিপার্শ্বে অযত্নসম্ভূত হইয়া ফল ও ছায়া দান করে। পর্ণধ্বংস শীতঋতু, অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহারও তাবৎ পত্র হরণ করে, এবং বসন্ত নূতন পাতায় ইহাকে সাজাইয়া দেয়। যে সকল বৃক্ষ কোন ঋতুতেই একবারে পত্র বিবর্জ্জিত হয় না, তাহাদিগকে "চিরহরিত্" বলে, কপিত্থবৃক্ষ চিরহরিত্ নহে। কপিত্থের **পাতা** কামিনীফুলের পাতা অপেক্ষা ছোট, চিক্কণ ও সুগন্ধি। নিদাঘশেষে, প্রাবৃটের প্রথম বারি-পাতে, কপিত্থবৃক্ষ পুষ্পিত হয়, **ফুল** ছোট ছোট সাদা। **ফল** বড়, গোল, উপরটা শাদা ও কর্কশ। পৌষ মাসে ফল পাকে। ফল বিলম্বে পাকে বলিয়া "চিরপাকী" নাম। পাকা কয়েদের গন্ধ অতি হৃদ্য। শাঁসে বীজ নিমজ্জিত থাকে। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্" নাম পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় কপিত্থ বৃক্ষের প্রতিকৃতি আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, ফল। **মাত্রা**—পুষ্প ও পত্রকল্ক ৪—৮ আনা। ফলশস্য ২—৪ তোলা। ফলস্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে কপিত্থের ব্যবহার।

চরক—অর্শে কপিত্থ—অর্শরোগীর মলভেদ থাকিলে কাঁচা কয়েদ্ ও কাঁচা বেলের যুষ পান করাইবে; কিম্বা এই যুষের সহিত ছাগমাংসের যুষ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। কোন ঔষধের যুষ প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত তত্তৎ অবস্থায় হিতকর কোন প্রকার কলায়ও দিতে হয়; যেহেতু কলায় যুষযোনি। (২) **হিক্কায়** কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের রস পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ হিক্কারোগীকে পান করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **কণ্ঠগত বিষে** কপিত্থ—যে কোন প্রকার জঙ্গমবিষ কণ্ঠপ্রাপ্ত হইলে চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েদ্ ভক্ষণ করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। (৪) **রক্তপিত্তে** কপিত্থপত্র—রাজাদন ও কপিত্থের পত্র পেষণ পূর্ব্বক, ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, পিত্ত-বায়ু নাশ করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্টাঞ্জন** রোগে কপিত্থ পুষ্প—কপিত্থ ও মেষশৃঙ্গীর পুষ্প দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে, বিষদুষ্ট অঞ্জনজন্য পীড়া প্রশমিত হয় (কল্পঃ ১ অঃ)। (২) **বমনে** কপিত্থ—কয়েদের রস ও মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ বারম্বার লেহন করিলে বমন

নিবৃত্তি পায় (উং ৪৯ অঃ)। (৩) ন্যচ্ছব্যঙ্গাদ্দিতে কপিথ—কয়েদ ও রাজাদনের শাঁস পেষণ পূর্ব্বক ন্যচ্ছব্যঙ্গাদিতে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২০ অঃ)। বাগ্‌ভট—শ্বাসে কপিথ—শ্বাসরোগী কয়েদের রস পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) কফজ বমনে কপিথ—ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কয়েদ ভক্ষণ করিলে কফজবমি প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (৬) কফজ কর্ণরোগে কপিথ—কফজকর্ণরোগী কয়েদের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় কপিথ—কাঁচা কয়েদের শাঁস দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক প্রবাহিকার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। বঙ্গসেন—প্রদরে কপিথপত্র—কয়েদের পাতা ও বাঁশপাতা সমভাগে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক মধুসহ সেবন করাইবে, ইহা তীব্র প্রদরের পক্ষে হিতকর (স্ত্রীরোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরকোক্ত "দশেমানি"র মধ্যে কপিথের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত অম্ল ও কষায়স্কন্ধেও কপিথের নাম নাই।

Constituents.—The pulp contains a large quantity of critic acid with potash lime and iron. The leaves yield an essential oil similar to that obtained from bael leaves. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 130).

Actions and uses—The young leaves are stomachic lithontriptic and carminative used in Dyspepsia and Diarrhœa ; also used in lessening red sand from the urine. The unripe fruit is astringent, and like bael, is used in Diarrhœa and Dysentery. The ripe fruit is refreshing, antiscorbutic digestive and tonic, the syurup is used in salivation, Sore throat and in strengthening the gums. The gum is a good substitute for ggum-arabic, the mucilage is more viscid than that of gum-arabic, and is used with honey is Diarrhœa Dysentery and to relieve tenesmus of the bowels. The pulp or the powdered rind is used as a local application for bites of venomous insects. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part I I., p. 130).

নব্যমত—কপিথের কোমলপত্র পাচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক অর্থাৎ ইহা সেবন করিলে, অশ্মরীরোগীর বস্তিতে অশ্মরীর পুনঃসঞ্চয় হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহা আধ্মানহর এবং অজীর্ণ গ্রহণী অতিসার ও শর্করা অর্থাৎ মূত্রসহ রক্তবর্ণ বালুকাবৎ বস্তু নির্গমে, সেব্য। কপিথের কাঁচাফল কষায়—ইহা বিল্ববৎ অতিসার এবং আমরক্তাতিসারে প্রযোজ্য। পক্কফল, সন্তর্পক, শ্রমহর, "স্কার্ভি" রোগনাশক (শাকসব্‌জি সর্ব্বতো-ভাবে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন জন্য রক্তবিকৃতিজপীড়া বিশেষকে "স্কার্ভি"

বলে), পাচক, বলকারক। ইহার **সিরাপ**, অতি লালাস্রাব, গলক্ষত এবং দণ্ডবেষ্ট দৃঢ়ীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। কপিথের **নির্য্যাস**, আরবি গঁদের প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করা যায়। ইহা অতিসার ও আমরক্তাতিসারে মধুসহ সেব্য। অতিসারীর পরিকর্ত্তিকা ও কুন্থন বিদ্যমান্ থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী। ফলের **খোসার** প্রলেপ, বিষধরকীটদংশনে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এম, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)।

কম্পিল্লক—कम्पिल्लकः।

कम्पिल्लकः। Mallotus Phillippensis, *Mub-Arg*, Rottlera Tinctoria, *Roxb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"लघुपत्रकः," "लोहिताङ्गः," "रक्तफलः," "बहुपुष्पः," "बहुफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"रञ्जनः," "रेची"।

कम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णो व्रणनाशनः। गुल्मोदरविबन्धाश्म-श्लेष्मक्रिमिविनाशनः। पित्तव्रणाध्मानविबन्धनिघ्नः। श्लेष्मोदरार्त्तिक्रिमिगुल्मवैरी। शूलामशोथव्रणगुल्महारी। कम्पिल्लको रेच्यगदापहारी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णो व्रणनाशनः। कफकासार्त्तिहारी च जन्तु-क्रिमिहरो लघुः। राजनिघण्टुः॥ कम्पिल्लः कफपित्तास्रक्रिमिगुल्मोदरव्रणान्। हन्ति रेची कटूष्णश्च मेहाऽऽनाहविषाश्मनुत्। भावप्रकाशः॥ 'तच्छाकं' शीतलं तिक्तं वातलं ग्राहि दीपनम्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—गुल्मे कम्पिल्लकः—लिह्यात् कम्पिल्लकस्यापि विरेकार्थं मधुद्रवम्" (चिः ५ अः)। (२) व्रणरोपणार्थम् कम्पिल्लकः—"* तैलं कम्पिल्लकेन वा। * प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः १२ अः)। चरकः॥ क्रिमिषु कम्पिल्लकः—"कम्पिल्लचूर्णकर्षार्द्धं गुड़ेन सह भक्षितम्। पातयेत्तु क्रिमीन् सर्व्वानुदरस्थान्न संशयः। (क्रिमि—चिः)। भावप्रकाशः॥

কম্পিল্লকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"লঘুপত্রক," "লোহিতাঙ্গ," "রক্তফল," "বহুপুষ্প," "বহুফল"। **গুনপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"রঞ্জন," 'রেচী'। **কম্পিল্লকের ভাষানাম**—বাঃ—কমলাগুঁড়ি। **হিঃ—कबीला, कम्बिला।** মঃ—কপীলা। গুঃ—কপীলো। কঃ—কম্পিল্লকং। কাঃ—কম্বিলায়। অঃ—কম্বীর।

বর্ণন—কম্পিল্লক বৃক্ষ কাশ্মীর হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ও আন্দামান দ্বীপে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয় না। ইহার **পাতা** ডুমুরের পাতার মত। পত্রবৃন্ত সন্নিকটে দুইটী অর্দ্ধ্বুদাকৃতি গ্রন্থি আছে। **ফল** ছোট কুলের মত। **পক্ক-ফলের** গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র দানাদার যে পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহাই কমলাগুঁড়ি নামে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা নির্গন্ধ এবং প্রায় স্বাদহীন।

কমলাগুঁড়ির ভেদ ও পরীক্ষা—কম্পিল্লক ফলগাত্রেই যে কেবল কমলা-গুঁড়ি সঞ্চিত হয় এমন নহে শাখাদিতেও সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, কঙ্কন, মাদ্রাজ এবং গঞ্জাম প্রদেশের বণিকেরা বস্ত্র বা তণ্ডুল বিনিময়ে পাহাড়ীদিগের নিকট হইতে কমলাগুঁড়ি সংগ্রহ করে। সংগ্রাহকগণ কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" এবং "কপিলী" এই দুই প্রকারে পৃথক করিয়া থাকে। কেবল কম্পিল্লফল, ঝুড়িতে রাখিয়া আলোড়িত করিলে যে রজঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "কপিলী" নামে খ্যাত। "কপিলী" কমলাগুঁড়িই শ্রেষ্ঠ। ফল ভিন্ন বৃক্ষের অন্যাংশ হইতে সংগৃহীত কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" বলে। কপিলী রক্তবর্ণ, কপিলা কপিলী অপেক্ষা হীনগুণ। বাজারে সচরাচর যে কমলাগুঁড়ি বিক্রীত হইয়া থাকে, উহাতে ধূলিবালুকা প্রচুর মিশ্রিত থাকে। এই কদর্য্য কমলাগুঁড়ির ব্যবহার নিরাপদ ও ফলপ্রদ নহে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কমলাগুঁড়ি দুর্লভ বলিলেও হয়; কারণ প্রথমতঃ, বৃক্ষস্থিত কম্পিল্লকরজঃ ধূলিকণবাহী বায়ু সংস্পর্শেই দূষিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া আরও অধিকতর দূষিত করিয়া ফেলে। **কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা**—জলার্দ্র অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা কমলাগুঁড়ি লইয়া শ্বেতবর্ণ একখণ্ড কাগজের উপর ঘর্ষণ করিলে, যদি উহা মসৃণ বর্ত্তিতে পরিণত এবং কাগজ যদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে, ঐ কমলাগুঁড়ি উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। বণিকৃগণ এই প্রকারেই কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—"কম্পিল্লকফলরজঃ" (সুশ্রুত, সূঃ ৩৯ অঃ) এই বাক্যে কম্পিল্লকের ফলরজেরই ঔষধার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। **মাত্রা**—২ আনা হইতে ১ তোলা।

বৈদ্যকে কম্পিল্লকের ব্যবহার।

চরক—গুল্মে কম্পিল্লক—বিরেচনার্থ, গুল্মরোগীকে, মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, কম্পিল্লক সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **ব্রণরোপণার্থ** কম্পিল্লক—কম্পিল্লকসহ পক্ক তৈল শ্রেষ্ঠ ব্রণরোপক। (চিঃ ১৩ অঃ)। মাংসাঙ্কুর উৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষতপূরণ করাকে রোপণ বলে। **ভাবপ্রকাশ—কৃমিতে** কম্পিল্লক—কম্পিল্লক ১ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদরস্থ কৃমি নিশ্চিত পতিত হইয়া থাকে (কৃমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কৃমিঘ্নবর্গে কম্পিল্লক পাঠ করেন নাই।

Constituents.—Resins 80 p. c. tannic acid, gum, volatile oil, rottlerin, albuminous matter 7 p. c.; colouring matter, cellulose 7 p. c. and ash 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550.)

Actions and uses.—Cathertic and anthelmintic; given with treacle it kills and expells round and thread worms; as a purgative it causes nausea but does not cause vomiting; it relieves colicky pain and removes bile. It is a local remedy for ringworm, pityriasis, freckles and and scabies. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550.)

নব্যমত—কমলাগুঁড়ি, বিরেচক ও ক্রিমিঘ্ন। গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অন্ত্রস্থ সূত্রবৎ ক্রিমি পাতিত করে। বিরেচনার্থ কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে, বিবমিষা উপস্থিত হয়; কিন্তু বমন হয় না। ইহা পিত্তের অধঃপ্রবর্ত্তক এবং শূলবৎ বেদনাপ্রশমক। কমলাগুঁড়ির প্রলেপ, দদ্রু প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগনাশক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্; কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

করঞ্জদ্বয়—करञ्जद्वयम्।

करञ्जः (कः), नक्तमालः, चिरविल्वः—Pongamia Glabra, *Vent.*
प्रकीर्य्यः, पूतिकरजः, पूतिकः—Cæsalpinia Bonducella, *Fleming.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—नक्तमालस्य "पूतिपर्णः," "स्निग्धपत्रः," "गुच्छपुष्पः"।

करञ्जस्त्वोष्णतिक्तः स्यात् कफपित्तास्रदोषजित्। व्रणप्लीहक्रमीन् हन्ति भूतघ्नो योनिरोगहा। 'चिरविल्वः' करञ्जस्तु तीव्रो वातकफापहः। 'महाकरञ्ज' स्तिक्तोष्णः कटुको विषनाशनः। कण्डूविचर्च्चिका-कुष्ठत्वग्दोषव्रणनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'करञ्जः' कटुरुष्णस्तु चक्षुष्यो वातनाशनः। तस्य 'स्नेहो'ऽति स्निग्धस्तु वातघ्नः स्थिरदीप्तिदः॥ 'घृतकरञ्जः' कटूष्णो वातहृद्व्रणनाशनः। सर्व्वत्वग्दोषशमनो विषस्पर्शविनाशनः॥ करञ्जः (गुच्छकरञ्जः) कटुतिक्तोष्णः विषवातार्त्तिनाशनः। कण्डूविचर्च्चिकाकुष्ठस्पर्शत्वग्दोषनाशनः। 'रीठाकरञ्ज' स्तिक्तोष्ण कटुस्निग्धस्तु वातजित्। कफघ्नः कुष्ठकण्डूतिविषविस्फोटनाशनः॥ 'करञ्जतैलं' नयनार्त्तिनाशनं। वातामयध्वंसनमुष्णतीक्ष्णकम्। कुष्ठार्त्तिकण्डूति-विचर्च्चिकापहम्। लेपेन नानाविधचर्म्मदोषनुत्। राजनिघण्टुः॥ करञ्जः

कटुकस्तीक्ष्णो वीर्य्योष्णो योनिदोषहृत्। कुष्ठोदावर्त्तगुल्मार्शोव्रणकृमिकफापहः। 'तत्पत्रं' कफवातार्शःकृमिशोथहरं परम्। भेदनं कटुकं पाके वीर्य्योष्णं पित्तलं लघु। 'तत्फलं' कफवातघ्नं मेहार्शःकृमिकुष्ठजित्। 'घृतपर्णकरञ्जो'ऽपि करञ्जसदृशो गुणैः। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे करञ्जफलम्—"* कुटजकरञ्जयोफलम्। * लेपः कुष्ठापहः सिद्धः" (चिः ७ अः)। (२) अर्शःसु करञ्जपत्रम्—"प्राग्भक्तं यमके भृष्टान् शक्तुभिश्चावचूर्णितान्। करञ्जपल्लवान् दद्याद्वातवर्च्चोऽनुलोमनम्" (चिः ८ अः)। (३) विसर्पे करञ्जत्वक्—"सुखोष्णया प्रदिह्यात् *। * नक्तमालत्वचाऽपिवा"। (चिः ११ अः)। चरकः॥ कच्छुपामाविचर्च्चिकासु नक्तमालतैलम्—"तैलं वा नक्तमालजम्" (चिः २० अः)। (२) वातजशूले चिरविल्वाङ्कुरः—"चिरविल्वाङ्कुरान् वापि तैलभृष्टांस्तु भक्षयेत्" (उः ४२ अः)। (३) रक्तपित्ते करञ्जवीजम्—करञ्जवीजं मधुसर्पिषी च। * घ्नन्ति त्रयः पित्तमसृक् च योगः" (उः ४५ अः)। (४) छर्द्यां करञ्जपत्रम्—"पिवेद्‌यवागूमथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जजैः" (उः ५० अः)। (५) जरुस्तम्भे करञ्जवीजम्—"दिह्याच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः" (चिः ५ अः)। (६) श्लीपदे पूतिकरञ्जः—"पूतिकरञ्जपत्राणां रसं वापि यथावलम्" (चिः १९ अः)। (७) कृमिषु पूतिकरञ्जः—"पूतिकस्वरसं वापि पिवेद्वा मधुना सह" (उः ५४ अः)। (८) कुष्ठे करञ्जतैलम्—"कारञ्जं वा सार्षपं वा क्षतेषु। चैप्यं तैलं *" (चिः ९ अः)। सुश्रुतः॥ ग्रन्थिविसर्पे नक्तमालत्वक्—"नक्तमालत्वचा *। लेपो भिन्द्याच्छिलामपि" (चिः १८ अः)। वाग्भटः॥ पक्वशोथप्रभेदने चिरविल्वमूलम्—"चिरविल्वाग्निकौ *।" (व्रणशोथ—चिः)। (२) नेत्ररोगे करञ्जवीजम्—"वहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात्। नक्ताह्ववीजवर्त्तिः कुसुमचयं दृष्टु चिरजमपि"। (नेत्ररोग—चिः)। (३) मसूरिकाप्रथमाविर्भावकाले पूतिकरञ्जः—"* सोषणावायपूतिः। * प्रथममघगदे दृश्यमाने प्रयोज्याः" (मसूरिका—चिः)। चक्रदत्तः॥ जलोदरे पूतिकरञ्जवीजम्—"पूतिकरञ्जवीजं * काञ्जिकपीतं शमयेज्जलोदरमपि" (उदर—चिः)। (२) अम्लपित्ते पूतिकरञ्जशुङ्गम्—"पूतिकरञ्जशुङ्गानि घृतभृष्टानि रोगिणे।

निविद्य भोजनं कार्य्यं वमनं कोष्णवारिणा" (अम्लपित्त—चि:)। (२) मसूरिकायां पूतिकरञ्जः—"रसं पूतिकरञ्जस्य चामलक्या रसं तथा। पिबेत् सशर्करान्चेदं शोफनुत् कफपैत्तिके" (मसूरिका—चि:)। वङ्गसेनः॥

ডহরকরঞ্জার সংস্কৃত নাম—করঞ্জ (ক), নক্তমাল, চিরবিল্ব। **নাটাকরঞ্জার সংস্কৃত নাম**—প্রকীর্য্য পূতিকরঞ্জ, পূতিক। নিঘণ্টুতে পূতিক শব্দ, করঞ্জদ্বয়েরই পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও পূতিক, নাটাকরঞ্জার্থেই ভূরিপ্রযুক্ত। **নক্তমালের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"স্নিগ্ধপত্র," "পূতিপর্ণ," "গুচ্ছপুষ্প"।

নক্তমালের ভাষানাম—বাঃ—ডহরকরঞ্জা। हिः—करञ्ज, किरमाल, सुखचिन्। মঃ—চাপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বাবঠ্‌ঠা। গুঃ—করঞ্জ; চরেলকণসে। কঃ—নাপসীয়মরণু, বারুবহিলিগিলু। তৈঃ—কানুগ চেট্টু, কঞ্জ। তাঃ—পুঙ্গামারং। বঃ—থয়েন্ পিরিঞ্জু। **পূতিকরঞ্জের ভাষানাম**—বাঃ—নাটাকরঞ্জা। হিঃ—কাঁটকরঞ্জ, করঞ্জুবা। বং কাঁটাকরঞ্জ। মঃ—সাগরগোটা। গুঃ—কাকঁচ, তেনাংফল কাক্কচিয়া। কঃ—করঞ্জভেদু। তৈঃ—কচ্‌কাই, গুচ্চেপিক্কা। ফা—খায়্, ইবলিশ্। অঃ—অক্তমক্ত্। কোঃ—নাটাতিতা। নক্তমালঃ—সিং—মগুল্‌করন্দ। পূতিকরঞ্জঃ—সিং—কুম্বুরু।

বর্ণন—নক্তমাল, উচ্চ, বহুশাখান্বিত উত্তম ছায়াতরু। ইহা প্রায়ই পল্বল পুষ্করিণী, কিম্বা নদীতীরে জন্মিয়া থাকে; সুতরাং ইহার "ডহর-করঞ্জা" নাম অন্বর্থ। **কালিদাস** রেবাতীর বর্ণনে নক্তমালকে বিস্মৃত হন নাই—"স নর্ম্মদারোধসি শীকরার্দ্রৈঃ। মরুদ্ভিরানর্ত্তিতনক্তমালে"। (রঘু ৫।৪২)। নক্তমালের **পত্র** প্রায় পাকুড়ের মত, অধিকন্তু ইহা তৈলাক্তের মত চিক্কণ, মসৃণ এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ। বৃক্ষের **কাণ্ডত্বক্** মসৃণ এবং স্থানে স্থানে বিচিত্র চিহ্নাঙ্কিত। **পুষ্প** আকাশবৎ নীলবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পদণ্ড পত্রার্দ্ধদীর্ঘ। চৈত্র বৈশাখে পুষ্পিত হয়। **পুষ্প** সর্ব্বথা শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য। **শিম্বি** অণ্ডাকৃতি দীর্ঘ। শিম্বির অগ্রভাগ, হঠাৎ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত এবং ঈষদ্বক্র। প্রতি শিম্বিতে একটীমাত্র বীজ থাকে।

পূতিকরঞ্জ বৃক্ষাশ্রয়িবিটপ বা ভূমিস্পৃষ্ট শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ক্ষুপ। নক্তমাল বৃক্ষ-করঞ্জ, ইহা "বিটপকরঞ্জ"। এবং ইহাতে প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া "কণ্টকিকরঞ্জ" নামেও খ্যাত। **পত্র** অল্পাধিক রোমাবৃত, ৩—৮ জোড়া। জোড়া জোড়া পাতার মধ্যে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক আছে। **পুষ্প** বৃহৎ, গন্ধকবর্ণ। **শিম্বি** প্রায় গোল, দীর্ঘ ঘন কণ্টকাবৃত। প্রতি শিম্বিতে একটী বা দুইটী **বীজ** থাকে। বীজের বর্ণ কড়ির মত, আবরণ

বেশ কঠিন। রাঢ়ে নাটাকরঞ্জার বীজকে "কুঁচুলেবিচি" বলে। কণ্টকাধিক্য হেতু দুস্পর্শ বলিয়া লোকে নাটাকরঞ্জা গাছের বেড়া দেয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজশস্য, কাণ্ডত্বক্।

বৈদ্যকে করঞ্জদ্বয়ের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ডহরকরঞ্জার ফল—ইন্দ্রযব এবং ডহরকরঞ্জার ফলের লেপ প্রসিদ্ধ কুষ্ঠাপহ (চিঃ ৭ অঃ)। **অর্শোরোগে** ডহরকরঞ্জার পত্র—অর্শোরোগী অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে, তিল তৈল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ডহরকরঞ্জার পত্র ভাজিয়া শক্তুর সহিত সেবন করিবে। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **বিসর্পে** ডহরকরঞ্জার ত্বক্—পিষ্ট ঈষদুষ্ণ ডহরকরঞ্জার ছাল বিসর্পরোগীর গাত্রে লেপন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। **সুশ্রুত কচ্ছুপামাবিচর্চ্চিকায়** ডহরকরঞ্জা তৈল—ডহরকরঞ্জা তৈল কচ্ছ্বাদি চর্ম্মরোগে হিতকর (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **বাতজশূলে** ডহরকরঞ্জাঙ্কুর—ডহরকরঞ্জার কোমল পত্র তিল তৈলে ভাজিয়া বাতশূলরোগী সেবন করিবে (উঃ ৪২ অঃ)। (৩) **রক্তপিত্ত** ডহরকরঞ্জবীজ—ডহরকরঞ্জবীজ মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিবে। ইহা রক্তপিত্তনাশক (উঃ ৪৫ অঃ)। (৪) **বমনে** ডহরকরঞ্জা পত্র—ডহরকরঞ্জাপত্র দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ বমন নিবারণার্থ সেব্য (উঃ ৫০ অঃ)। (৫) **উরুস্তম্ভে** ডহরকরঞ্জা বীজ—ডহরকরঞ্জার বীজ ও সর্ষপ, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। ইহা উরুস্তম্ভে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)। (৬) **শ্লীপদে** নাটাকরঞ্জ—শ্লীপদ রোগী সার্ষপ তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক, যথাবল নাটকরঞ্জার পত্রের রস পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (৭) **কৃমিতে** নাটাকরঞ্জ—উদরস্থ কৃমি বিনাশার্থ মধুসহ নাটাকরঞ্জ পাতার বা মূলের রস পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। (৮) **কুষ্ঠে** করঞ্জতৈল—কুষ্ঠের ক্ষতে ডহরকরঞ্জা বীজের তৈল কিম্বা সার্ষপ তৈল সেচন করিবে (চিঃ ৯অঃ)। **বাগ্‌ভট—গ্রন্থিবিসর্পে** ডহরকরঞ্জত্বক্—ডহরকরঞ্জত্বকের প্রলেপ শিলা পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে—গ্রন্থিবিসর্প যে বিলীনতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? (চিঃ ১৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—পক্কশোথপ্রভেদনে** ডহরকরঞ্জ মূল—ডহরকরঞ্জার মূলত্বক্ প্রলেপ দিলে পক্ক স্ফোটক বিদীর্ণ হয়। (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** করঞ্জবীজ—ডহরকঞ্জার বীজশস্য পলাশ ফুলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি উত্তম মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, কুসুম নাম নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) **মসূরিকার** প্রথমাবির্ভাব কালে পূতিকরঞ্জ—মসূরিকা প্রথম দৃষ্ট হইলে নাটাকরঞ্জার মূলত্বক্ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)। **বঙ্গসেন—জলোদরে** পূতিকরঞ্জ বীজ—নাটাকরঞ্জার বীজশস্য কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক পান

করিলে, জলোদর নিবৃত্তি পায় (উদর চিঃ)। (২) **অম্লপিত্তে** পূতিকরঞ্জগুঙ্গ—অম্লপিত্ত রোগীকে, অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে গব্যঘৃতভৃষ্ট নাটাকরঞ্জার পত্রমুকুল সেবন করাইয়া পরে, ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। (অম্লপিত্ত চিঃ)। (৩) **কফপৈত্তিক মসূরিকায়** নাটাকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জার পত্র বা মূলস্বরস এবং আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, কফপৈত্তিক মসূরিকা ও শোথ বিনষ্ট হয় (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—করঞ্জদ্বয় শব্দে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ (করঞ্জদ্বয়মিতি একশ্চিরবিল্বো দ্বিতীয়ঃ কণ্টকী বিটপকরঞ্জঃ—**ডল্বনঃ** (সূঃ টীঃ ৩৮ অঃ)। এতদ্ভিন্ন আরও চারি প্রকার করঞ্জ বঙ্গে প্রসিদ্ধ যথা—অম্লকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ ও গেঁটে করঞ্জ। ইহাদের যথাক্রমে সংস্কৃত নাম করমর্দ্দক, অঙ্গারবল্লী, মর্কটী ও ষড়্গ্রন্থ। করঞ্জদ্বয়, ভেষজার্থ ভূরি ব্যবহৃত, অপরগুলি ক্বচিৎ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। **চরক** ডহরকরঞ্জকে লেখনীয়, ভেদনীয় এবং কণ্ডূঘ্ন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। "ফলিনী"বর্গে প্রকীর্য্য ও উদকীর্য্য (ডহরকরঞ্জ) পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন "এতানি বমনে চৈব যোজ্যান্যাস্থাপনেষু চ (সূঃ ১ অঃ)। কিঞ্চিৎ অগ্রে বলিয়াছেন "ইমাং স্ত্রীনপরান্ বৃক্ষানাহুর্যেষাং হিতাস্ত্বচঃ। পূতিকঃ কৃষ্ণগন্ধাচ—। বিরেচনে প্রযোক্তব্যাঃ পূতিকস্তিল্বকস্তথা" (সূঃ ১ অঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে চরক মতে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ ফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকত্বক্ বিরেচক। সৌশ্রুত মতে করঞ্জফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকপত্র বিরেচক (সূঃ ৩৯ অঃ)। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি, সালসারাদি, অর্কাদি ও শ্যামাদিগণে করঞ্জদ্বয় পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনিফলবর্গে **চরক** (সূঃ ১৩ অঃ) করঞ্জ এবং **সুশ্রুত** (চিঃ ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** করঞ্জ ও পূতিকতৈলকে দুষ্টব্রণের হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাকবর্গে সুশ্রুত লিখিয়াছেন—"স্রংসনং কটুকং পাকে লঘু বাতকফাপহম্। শোথঘ্নমুষ্ণবীর্য্যন্তু পত্রং পূতিকরঞ্জজম্।"

Constituents *of Pongamia Glabra.*—The seeds contain a bitter and pale sherry coloured oil 27 p. c., known as pongamia oil or Honge oil. The bark contains a bitter alkaloid resin, mucilage, sugar but no tannin (*Metaria Medica of India*—R. N. Kaory, Part II., p. 225).

Actions and uses *of Pongamia Glabra.*—The oil is stimulant, porasiticide and non-irritant ; it does not stain the skin ; used in scabies, herps, porrigo capitis, piyriasis, versicolor, psoriasis and other skin affections ; generally used combined with an equal quantity of lemon juice ; also used as an embrocation in rheumatism. The leaves are stimulant, carminative and alterative and are used in Dyspepsia, Diarrhœa, flatulency also in leprosy, epilepsy and abdominal enlarge-

ments. The juice of the root is demulcent and cooling, and used in Gonorrhœa and to clean foul ulcers and fistulous openings. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 225).

Rheede notices the uses of a bath prepared with the leaves to remove Rheumatic pains ; and they appear to be in general use for this purpose. **Ainslie** says that the juice of the root is used for cleansing foul ulcers and closing fistulous sores. He also notices the oil and its use in itch and Rheumatism. **Gibson** speakes very highly of the oil as a remedy in scabies, herps, and other cutaneous diseases of a similar nature ; it shonld be mixed with an equal quantity of lemon juice and be well shaken, when it forms a rich yellow liniment which we have used successfully in porrigo capitis, pityriasis and psoriasis. **Dr. P. S. Mootooswamy** mentions the use of the root with cocoanut milk and lime water as a remedy for gonorrhœa in Tanjore, and of the leaves iu flatulency, Dyspepsia and Diarrhœa. He has noticed the use of the flowers as a remedy for diabetes, and of the pods worn round the neck as a protective against whooping cough. (Indian Mad. Gaz., 1888). **Dr. B. Evers** has seen the seeds administered internally for the last named affection. *Pharmacographia Indica*—Dymock, Part I., p. 469).

Constituents *of Cæsalpinia Bonducella.* The kernels contain a non-alkaloidal bitter principle, guilandina. The cotyledons of the seeds contain a fixed oil 25, bitter pinciple or resign 2, sugar 6, salts 3, albuminoid matter 20, starch 35, and tannin. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 203).

Actions and uses *of Cæsalpinia Bonducella,*—The kernels are bitter tonic, antiperiodic and anthelmintic. The juice of fresh leaves is febrifuge and used in chronic fevers, The seeds, powdered and mixed with black pepper are febrifuge and alterative tonic and are given in general debility to check hæmorrhages and in quotidian, tertian, quartan fevers. As an anthelmintic, the kernels mixed with the leaves aud flowers of butia frondosa and with the flowering tops of Artemisia maritima are given for intestinal worms. Thə fixed oil is emollient and used as an embrocation and to remove freckles from the face and to stop the discharges from the ear ; sagaragota with powdered cloves is given to relieve the pain of colic and vomiting. The seeds are worn as necklaces by pregnant women under the belief

that it prevents abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II,, p. 203).

The seeds roasted and powdered are administered for Hydrocele internally and at the same time applied externally, spread upon castor-oil leaves. They are also given internally in leprosy, and are thought to be anthelmintic. The oil in which they have been boiled for a long time is applied to wounds to promote cicartization, The oil expressed from the seeds is used as a cosmetic ; it is said to soften the skin and remove pimples &c. The seeds are given with gur (molasses) in hysteria. A decoction of the roasted seed is used for consumption and asthma. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part I., pp. 497-8).

নব্যমত—ডহরকরঞ্জার তৈল, উষ্ণ ও কীটনাশক। অভ্যঙ্গে ত্বকের প্রদাহ বা লৌহিত্য জন্মে না, কিম্বা গায়ে কোনরূপ দাগ লাগে না। সমাংশ লেবুর রসের সহিত এই তৈল বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ ব্যবহৃত হয়। ডহরকরঞ্জার **পত্র** উষ্ণ, আধ্মানহর ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, অতিসার, উদরাধ্মান, কুষ্ঠ, অপস্মার, এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে প্রযোজ্য। মূলের রস্র, স্নিগ্ধ ও শীতল। ইহা গণোরিয়া রোগে, ক্লিন্নক্ষত এবং ভগন্দরের ক্ষত শোধনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃঃ)। **রীড়ি** বলেন, ডহরকরঞ্জের পত্রক্বাথে অবগাহন করিলে বাতের বেদনা প্রশমিত হয়। **এন্‌স্লি** বলেন কদর্য্যক্ষত শোধনার্থ এবং ভগন্দর ক্ষতের পূরণার্থ ডহরকরঞ্জের **মূল** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার **তৈল,** কণ্ডু ও বাতের পক্ষে উপকারী। **গীব্‌সন্** বলেন সমভাগ লেবুর রসের সহিত ডহরকরঞ্জের তৈল আলোড়িত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ডাঃ পি, এস, **মতুস্বামী** বলেন, নারিকেল দুগ্ধ ও চূণের জলের সহিত ডহরকরঞ্জের **মূলত্বক,** গণোরিয়ার উত্তম ঔষধ বলিয়া তাঞ্জোরের লোকে ব্যবহার করে। ইহার **পুষ্প** সোমরোগে (Diabetes) সেবনার্থ ব্যবহৃত এবং শিম্বির মালা ঘুংড়িকাসির প্রতিষেধক রূপে কণ্ঠে ধৃত হইয়া থাকে। ডাঃ **ঈভান্স** বলেন ডহরকরঞ্জের **বীজ** ঘুড়িকাসিতে সেবন করিতে দেখিয়াছি। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। **নাটাকরঞ্জের** বীজশস্য, তিক্তবল্য, জ্বরনিবারক ও ক্রিমিঘ্ন। আর্দ্রপত্রস্বরস, জ্বরঘ্ন, বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হয়। বীজশস্যচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, পালাজ্বরে (½ আনা—৩ আনা মাত্রায়) সেব্য। অধিকন্তু ইহা রক্তপিত্তহর, দৌর্ব্বল্যনাশক ও রসায়ন। বীজশস্য, পলাশের পত্রপুষ্প এবং মস্তরুর (Artimisia Absinthium) মঞ্জরীর সহিত অন্ত্রের ক্রিমিবিনাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজজাত **তৈল** মুখের

আতাম্র-পীতবর্ণ-চিহ্ন (Freckle) দূরীকরণার্থ এবং কর্ণস্রাবে প্রযোজ্য। বীজশস্য ও লবঙ্গ, চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শূলবেদনা ও বমন প্রশমিত হয়। কোন কোন দেশের নারীগণের বিশ্বাস, নাটাবীজের মালা সসত্ত্বাবস্থায় গলায় রাখিলে গর্ভস্রাব হয় না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—অর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)। জলে সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত নাটাবীজশস্য বৃদ্ধিগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইবে এবং এরণ্ডপত্রোপরি ঐ চূর্ণ স্থাপন করিয়া তদ্দারা কুরণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ক্বচিৎ এই চূর্ণ কুষ্টরোগীকেও সেবন করান হয়। তৈলে নাটাবীজ বহুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল ক্ষতরোপণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজজাত তৈলের অভ্যঙ্গে ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয় এবং ত্বক্ সৌকুমার্য্য জন্মে। নাটাবীজশস্য গুড়ের সহিত মূর্চ্ছারোগীকে সেবন করাইবে। জলে সিদ্ধ নাটাবীজ ২ তোলা লইয়া যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, এই ক্বাথ ক্ষয়কাস ও শ্বাসে সেব্য (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ)। বীজবৎ নাটামূলেরও জরঘ্নী শক্তি আছে। পত্রজাত তৈল আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন নাটাবীজচূর্ণ তামাকের সহিত মিশাইয়া সাজিয়া খাইলে শূলের বেদনা আরাম হয়। (ওয়াট্—ডিক্সেনারি অফ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া)।

করবীর—करवीरः।

श्वेतपुष्पस्य—करवीरः, अश्वघ्नः; रक्तपुष्पस्य—करवीरकः, चण्डकः, लगुड़ः—Nerium Odorum, *Soland.* **पीतकरवीरकः**, Thevetia Nirifolia, *Juss.* **करवीरः कटुस्तिक्तो वीर्य्ये चोष्णो ज्वरापहः। चक्षुष्यः कुष्ठकण्डूघ्नः प्रलेपाद्विषमन्यथा। 'करवीरद्वयं' तिक्तं सविषं कुष्ठजित् कटु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ करवीरः कटुस्तीक्ष्णः कुष्ठकण्डूतिनाशनः। व्रणार्त्तिविषविस्फोटशमनोऽश्वसूतिप्रदः। 'रक्तस्तु' करवीरः स्यात् कटुस्तीक्ष्णो विशोधकः। त्वग्दोषव्रणकण्डूतिकुष्ठहारी विषापहः। 'पीतकरवीरको'ऽन्यः पीतप्रसवः सुगन्धिकुसुमश्च। कृष्णस्तु कृष्णकुसुम स्वतुर्विधोऽयं गुणे तुल्यः। राजनिघण्टुः॥ 'करवीरद्वयं' तिक्तं कषायं कटुकञ्च तत्। व्रणलाघवकृन्नेत्रकोपकुष्ठव्रणापहम्। वीर्य्योष्णं क्रिमिकण्डूघ्नं भक्षितं विषवन्मतम्। भावप्रकाशः॥ हलिनीकरवीरौ च कुष्ठदुष्टव्रणापहौ॥ राजवल्लभः॥**

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे करवीरमूलत्वक्—"स्नाने पाने च मता तथा-

ष्टमश्वाश्ममारस्य" (चि: ७ अ:)। (२) पालित्ये करवीरमूलत्वक्—"* चीर-पिष्टौ दुग्धिकाकरवीरकौ। उत्पाद्य पलितं देयौ तावुभौ पलितापहौ (चि: २६ अ:)। चरकः॥ अश्मर्य्यां करवीरचारः—"पाटला करवीराणां चारमेवं समाचरेत्" (चि: ७ अ:)। टीका—"पाटलेत्यादि। एतेन वातकफसमुद्भुताया मश्मर्य्यां मधुरचीरघृताशिनः चारयोगा योज्याः" डल्वणः। (२) उपदंशे करवीरपत्रम्—"करवीरस्य पत्राणि *। प्रचालने प्रयोज्यानि *॥ (चि: १८ अ:)। सुश्रुतः॥ व्रणदारणार्थं करवीरमूलम्—"* चित्रको हयमारकः। * दारणम्"॥ (व्रणशोथ चि:)। (२) पामायां करवीरमूलम्—"लेपाद्विनिहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा" (कुष्ठ—चि:)। (३) नेत्रकोपे करवीरः—"करवीरतरुणकिशलयच्छेदोद्भवो वहुलसलिलसंपूर्णम्। नयनयुगं भवति दृढ़ं सहसैव तत्चणात् कुपितम् (नेत्ररोग—चि:)। चक्रदत्तः॥ उपदंशे करवीर-मूलम्—"करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा। असाध्याऽपि व्रजत्यस्तं लिङ्गोत्था रुक् प्रलेपनात्"। (उपदंश—चि:) भावप्रकाशः॥

শ্বেতকরবীরের সংস্কৃত নাম—করবীর, অশ্বঘ্ন। **রক্তকরবীরের সংস্কৃত নাম**—করবীরক, চণ্ডক, লগুড়। **করবীরের ভেদ**—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ কুসুম ভেদে করবীর চারি প্রকার। বৈদ্যকে শ্বেতকরবীরেরই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **শ্বেতরক্তাদি করবীরের ভাষানাম**—বাঃ—শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, পীতকরবী (কল্কে ফুল), কলিকরবী। हिं:—सफेद्कनेर, लालकनेर पीलीकनेर, ফুল্কীকনের। মাঃ—কহেরপাণ্ঢরী, তাংবড়ী, পিংবঠ্ঠী। গুঃ—কনের, ঘোলাংফুলনী, রাতাফুলনী, গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী। কঃ—বাকনলিঙ্গে, কেগনলিঙ্গে। তৈঃ—কানেরচেট্টু। ফাঃ—খরজেহরা। অঃ—সুমুল, হিমারদ্কলী।

বর্ণন—শ্বেত ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রক্ষিত হয়। এই করবীরদ্বয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। **পীতকরবী** আরণ্য বৃক্ষ, কচিৎ পুষ্পার্থ গৃহস্থলীতে রক্ষিত হয়। রাঢ়ে ইহা "কল্কে ফুলের গাছ" নামে খ্যাত। কোমল শাখা; কাণ্ডত্বক্, পত্রবৃন্ত ভগ্ন করিলে প্রচুর ক্ষীর নিঃসৃত হয়, **পত্র** শ্বেতরক্তকরবীরবৎ। **ফল**, মধ্যভাগে আলিদ্বারা উচ্চ। ফলত্বক মাংসল। বীজশস্য ও ত্বক্ অতিরিক্ত। **কৃষ্ণকরবী** অপেক্ষাকৃত দুর্লভতম। কৃষ্ণকরবীর **পাতা** বামুন হাটীর পাতার মত, বৃক্ষ পীতকরবীতুল্য বৃহৎ হয় না, **ফল**—গোল,

ফলের গাত্রে তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টক থাকে। ফল পরিপক্ক হইলে মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৬.৭ টী **বীজ** উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত থাকে। বীজগুলি চক্রাকৃতি, সিকির অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক ও পত্র। **মাত্রা**—মূলত্বকচূর্ণ ১/৮ আনা হইতে ১/৪ আনা। পীতকরবীর ত্বকচূর্ণ ১/৪—১/২ আনা।

বৈদ্যকে করবীরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে করবীরত্বক্—কুষ্ঠরোগী করবীরমূলত্বক্ সাধিত জল স্নান ও পানার্থে ব্যবহার করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **পালিত্যে** করবীর মূলত্বক্—তুগ্ধিকা কিম্বা করবীর মূলত্বক্, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক, শিরঃস্থিত পক্ককেশ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা শিরঃপ্রলিপ্ত করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে, কেশ পুনঃপক্কতা প্রাপ্ত হয় না (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত—অশ্মরীতে** করবীরক্ষার—শুষ্ক করবীরমূলত্বক্ রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে অন্তর্ধূমদগ্ধ করিবে। এই ক্ষার ১/৪ আনা —১/২ আনা মাত্রায় অশ্মরীরোগী মধুসহ সেবন করিবে। ঔষধসেবী মধুররস, ঘৃত ও দুগ্ধবহুল ভোজন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **উপদংশে** করবীরপত্র—করবীর পত্রসিদ্ধ জলদ্বারা উপদংশধৌতি প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—ব্রণদারণার্থ** করবীর মূলত্বক্—পক্ক-স্ফোটক, জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **পামারোগে** করবীর মূলত্বক্—করবীর মূলত্বক্ দ্বারা পক্ক তিল তৈলের লেপ দিলে, পামা অর্থাৎ পাঁচড়া খোস্ আরাম হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) **নেত্রকোপে** করবীর—করবীরের কোমলপত্র ভগ্ন করিলে যে রস নির্গত হয় তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিলে, বহুঅশ্রুপাতান্বিত নেত্রকোপ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—উপদংশে** করবীর মূলত্বক্—জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় (উপদংশ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক (চিঃ ২৫ অঃ) ও **সুশ্রুত** (কঃ ২ অঃ) করবীরকে "মূলবিষ" বলিয়াছেন। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচক বর্গে করবীর পাঠ করিয়াছেন। "করবীরাদীনামর্কান্তানং মূলানি" বাক্যে করবীরের মূলই শিরোবিরেচক। **ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুকার** কেবল প্রলেপাদি কার্য্যে করবীর ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন—"প্রলেপাদ্বিষমন্যথা"। **ভাবপ্রকাশকার**ও বলিয়াছেন "ভক্ষিতং বিষবন্মতম্"। **আকরে,** সেবনার্থ করবীব প্রয়োগের নিতান্ত অসদ্ভাব না থাকিলেও সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার অতি সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত দুর্লভ। মৎকৃত অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি **চরক** কেবল কুষ্ঠে এবং **সুশ্রুত** কেবল অশ্মরীতে সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার করিয়াছেন। **বঙ্গসেন** উদররোগোক্ত "মহাক্ষার" নাম ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে

করবীর পাঠ করিয়াছেন। ৪ আনা মাত্রায় করবীর মূলত্বক্ চূর্ণ সেবন করিয়াই, অতি তীব্র বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। করবীর যে অশ্বশরীরেও বিষবৎ কার্য্য করে, ইহা করবীরের "অশ্বঘ্ন," "হয়মারক" নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অশ্ব শব্দ উপলক্ষণ। কুক্কুরমার্জ্জারগবাদির পক্ষেও বিষ। **নিঘণ্টুতে** কেবল শ্বেতপুষ্প করবীরের পর্য্যায়েই "অশ্বঘ্ন" "হয়মারক" পঠিত হইলেও, রক্তকরবীরের হয়মারকত্বে সন্দেহ করা সঙ্গত নহে; যেহেতু নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন—"চতুর্বিধোঽয়ং গুণে তুল্যঃ"। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার** শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার মাত্র এবং **রাজনিঘণ্টুকার** শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চতুর্ব্বিধ করবীরের উল্লেখ করিয়াছেন। **আকরে**, কুত্রাপি পীত ও কৃষ্ণ করবীরের উল্লেখ দেখি নাই। বৈদ্যকোক্ত করবীর শব্দে শ্বেত ও রক্তের অন্যতর করবীর বুঝিতে হইবে।

Constituents.—The tuber contains two bitter non crystallizable principles. Neriodorin and neriodorein (both powerful heart poisons); a glucoside. Rosaginine and essential oil ; and a crystalline body, neriene identical with digitaleine, tannic acid—wax. The leaves contain and alkaloid oleandrine ; a glucoside pseudocurarine also Neriene and Neriantine (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 388). **Constituents** *of Thevetia Nerifolia* (পীতকরবীরঃ)—The seeds contain 41 p. c. of a bland oil. The bark contains Thevetin.

Actions and uses.—Oleandrin, if hypodermically injected, causes the heart beats to fall from 75 or 80 to 10 or 12 ; if continued for sometime the heart ceases to beat and with it the respiration. Both the root and root bark are powerful diuretic and cardiac tonic, like strophanthine and digitalin—an infusion is given in cardiac systole as well as in dropsy. The root is often used to procure aboration and for the purpose of self-destruction. Villagers use the powder of the dried leaves as a remedy for colic, and as an errhine. The wood is employed as rat's-bane. The paste is applied to chancres and ulcers on the genitals and on ringworm. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 389).

Preparations.—Tincture (1 in 5) dose 5 to 15 ms. as an antiperiodic ; 20 to 60 ms. as a cathartic and emetic. **Actions and uses.**—Two grains of this bark is equal to 10 grains of cinchona bark. The bark is bitter, antiperiodic ; it is given with benefit in remittent and intermittent fevers. In large doses it acts as an emetic and purgative and in poisonous doses as an acrid poison. The oil is emetic and

purgative, like olive oil it is used externally. (*Materia Medica of India* R. N. Khory, Part II., p. 392). "The antiperiodic properties of the bark have been conformed by by **Dr. G. Bidie** and **Dr. J. Shortt** Their trials with it in various forms of remittent fever proved highly satisfactory and leave little doubt that it is a remedy of considerable power. It is employed in the form of tincture (one ounce of the freshly-dried bark macerated for 8 days in 5 ounces rectified spirit) in doses of from 10 15 drops thrice daily. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., 406-7).

নব্যমত—"ওলিয়েণ্ড্রিন্"—(রক্ত ও শ্বেতকরবীরের উপাদানভূত একটী বস্তু)। পিচকারী দ্বারা ত্বগভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে (injection) নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭৫।৮০ হইতে ১০।১২ বারে পরিণত হয়। অধিকক্ষণ পিচকারী করিলে হৃদয়ের স্পন্দনরাহিত্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ উপস্থিত হয়। কবরীর **মূল** এবং **মূলত্বক্** উভয়ই অমোঘ মূত্রকারক ও ষ্ট্রোপেন্থাইন্ ও ডিজিটেটিনের মত হৃদয়ের বলপ্রদ। ইহার ক্বাথ হৃদ্বৈকল্য বিশেষে (Cardiac systole) ও শোথরোগে প্রযোজ্য। গর্ভপাতন কিম্বা আত্মঘাতার্থ কবরীর মূল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। পল্লীবাসিগণ, শুষ্ককরবীর পত্রচূর্ণ শূলরোগে ও শিরো বিরেচনার্থ ব্যবহার করে। করবীর মূলত্বকের প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত, শিশ্নক্ষত ও দদ্রুর পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ)।

পীতকরবী—পীত করবীর ত্বকচূর্ণে, সিঙ্কোনা ত্বকচূর্ণের পঞ্চগুণ জ্বরঘ্নী শক্তি বিদ্যমান্ আছে। অর্থাৎ ৩ আনা পীতকরবীর ত্বকচূর্ণ ১৬ আনা সিঙ্কোনা ত্বকচূর্ণের সমান। নবজ্বর ও বিষমজ্বরে পীতকবরীর ত্বক্ সেবন করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে "এসিড্‌বিষের" লক্ষণ প্রকাশ পায়। বীজজাত তৈল বান্তিকর ও বিরেচক। অভ্যঙ্গার্থ ইহা অলিভ্ অয়েলের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ)। **পীতকরবীর** ত্বকের জ্বরনিবারণী শক্তি, ডাঃ জি, **বিডি** এবং ডাঃ জে **সর্ট** কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়াছে। বিডি ও সর্ট বিবিধ অবিরাম জ্বরে, উহা সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন ; সুতরাং করবীর মূলত্বক্ যে জ্বররোগের মহৌষধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিডি ও সর্ট ত্বকচূর্ণ ব্যবহার করান নাই, তাঁহারা কুটিত সদ্যঃশুষ্ক ½ ছটাক ত্বক্, ২½ ছটাক রেক্টিফায়েড্ স্পিরিটে ৮ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ স্পিরিট্ ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিতেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৪০৬-৭ পৃঃ)।

কর্কটশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী।

কর্কট(ক)শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী। Pistacia Integerrima, *Stewart.*

তিক্তা কর্কটশৃঙ্গী চ গুরুশ্চোর্দ্ধসমীরজিৎ। কাসশ্বাসার্ত্তিযক্ষ্মঘ্নী বান্তি-তৃষ্ণারুচী জয়েৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ তিক্তা কর্কটশৃঙ্গী তু গুরু তৃষ্ণা-নিলাপহা। হিক্কাতিসারকাসঘ্নী শ্বাসপিত্তাস্রনাশিনী। রাজনিঘণ্টুঃ॥ শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্। শ্বাসোর্দ্ধবাততৃট্কাসহিক্কারুচি-বমীন্ হরেৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বমনে কর্কটশৃঙ্গী—"* মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্। * মধুসম্প্রযুক্তাং। লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্"॥ (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ রতিবর্দ্ধনার্থং কর্কটশৃঙ্গী—"কুলীরশৃঙ্গ্যা যঃ কল্ক-মালোড্য পয়সা পিবেৎ। সিতাঘৃতপয়োঽন্নাশী স নারীষু বৃষায়তে" (উঃ ৪০ অঃ)। বাগ্ভটঃ॥ শিশোঃ শ্বাসে কুলীরশৃঙ্গী—"কুলীরশৃঙ্গীচূর্ণঞ্চ মূলকস্য ফলং তথা। যুক্তোঽয়ং মধুসর্পির্ভ্যাং লেহঃ শ্বাসাপহঃ শিশোঃ"॥ (বালরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

কর্কটশৃঙ্গীর ভাষানাম—বাঃ—কাঁকড়াশৃঙ্গী। হিঃ—ককড়াশিঙ্গী। মঃ—কাঁকড়শিঙ্গী। গুঃ—কাকড়াশিঙ্গী। কঃ—কর্কটশৃঙ্গী। তৈঃ—কর্কটাশৃঙ্গী।

বর্ণন—কাঁকড়াশৃঙ্গী লম্বা, দুই প্রান্তে ক্রমশঃ সরু, ফাঁপা, একপ্রকার বণিকদ্রব্য। কোন কোনটির গাত্র তোব্ড়ান এবং ক্ষীণপ্রান্তদ্বয় মোড়া। উপরি ইষ্টকবর্ণ, চূর্ণ করিলে লাল দেখায়। টিপিলে সহজেই ভাঙ্গা যায়। ইহার চূর্ণ সুগন্ধি। নব্যেরা বলেন Pistacia integerrima (কাহার মতে Rhus succedanea) বৃক্ষের পত্র ও পত্রবৃন্তোপরি কীট-কর্তৃক কাঁকড়াশৃঙ্গী রচিত হয়। **ডিমক** বলেন কাঁকড়াশৃঙ্গীর গর্ভে যে ধূলিবৎ পদার্থ থাকে তাহা বস্তুতঃ ধূলি নহে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে ঐ ধূলিবৎ পদার্থ কাঁকড়াশৃঙ্গীর কারণভুত কীটের মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। **মাত্রা**—২ আনা।

বৈদ্যকে কর্কটশৃঙ্গীর ব্যবহার।

চরক—কফচ্ছর্দ্দিতে কর্কটশৃঙ্গী—মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধুসহ লেহন করিলে, কফজ বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্ভট—রতি-**

বৰ্দ্ধনাৰ্থ—কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া চিনিঘৃতদুগ্ধান্নভোজী হইলে, স্ত্রীসহবাসে বৃষবৎ সামর্থ্য লাভ হয় (উঃ ৪০ অঃ)। বঙ্গসেন—শিশুর শ্বাসে কাঁকড়াশৃঙ্গী,—কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মৃণার বীজচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধু ও ঘৃতসহ, শ্বাসবিনাশার্থ শিশুকে সেবন করাইবে (বালরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হিক্কানিগ্রহণ ও কাসহর বর্গে এবং সুশ্রুত কাকোল্যাদি-গণে কর্কটশৃঙ্গী পাঠ করিয়াছেন। কর্কটশৃঙ্গী, কীটকর্তৃক উৎপাদিত এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, এমন কোন শব্দই নিঘণ্টু কিম্বা আকরে পাওয়া যায় না।

কর্পূর—कर्पूरः।

पक्वकर्पूरः—Cinnamomum Camphora. अपक्वकर्पूरः—Camphor found in the trunk of Dryobalanops Aromatica.

कर्पूरं कटु तिक्तञ्च मधुरं शिशिरं विदुः। तृष्णादोविषदोषघ्नं चक्षुष्यं मद-कारकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कर्पूरभेदाः—पोतासो भीमसेनस्तदनु शित-करः शङ्करावाससंज्ञः। प्रांशुः पिञ्जोऽब्दसारस्तदनु हिमयुता वालुका जूटिका च। पश्चादस्यास्तुषारस्तदुतरि सहिमः शीतलः पक्किकान्या। कर्पूर-स्येति भेदा गुणरसमहसां वैद्यदृष्टेन दृष्याः। गुणाः—कर्पूरः शिशिर स्तिक्तः स्निग्धश्चोष्णोऽस्रदाहदः। चिरस्थो दाहदोषघ्नः स शीतः शुभ्रकृत् परः। कर्पूर-लक्षणानि—शिरो मध्यं तलञ्चेति कर्पूरस्त्रिविधः स्मृतः। शिरस्तम्भाग्रसञ्जातं मध्यं पर्णतले तलम्। भास्वद्विशदपुलकं शिरोजातन्तु मध्यमम्। सामान्य पुलकं स्वच्छं तले चूर्णन्तु गौरकम्। स्तम्भगर्भस्थितं श्रेष्ठं स्तम्भवाह्ये च मध्यमम्। स्वच्छमीषद्धरिद्राभं शुभं तन्मध्यमं स्मृतम्। सुदृढ़ं शुभ्ररूचञ्च पुलकं वाह्यजं वदेत्। स्वच्छं भृङ्गारपत्रं लघुतरविशदं तोलने तिक्तकञ्चेत्। स्वादे शैत्यं सुहृद्यं वहलपरिमलामोदसौरभ्यदायि। निःस्नेहं दार्ढ्यपत्रं शुभतरमिति चेद्राजयोग्यं प्रशस्तम्। कर्पूरं चान्यथाचेद्वहुतरमशने स्फोटदायि व्रणाय। चीनक'श्चीनकर्पूरः' कृत्रिमो धवलः पटुः। मेघसारस्तुषारश्च द्वीपकर्पूरजः स्मृतः।

चीनकः कटुतिक्तोष्ण ईषच्छीतः कफापहः। कण्ठदोषहरो मेध्यः पाचनः क्रिमिनाशनः। कर्पूरतैलं कटुकोष्णकफापहारि। वातामयघ्नरददार्ढ्यद-पित्तहारि। राजनिघण्टुः॥ कर्पूरः शीतलो वृष्यश्चक्षुष्यो लेखनो लघुः। सुरभिर्म्मधुरस्तिक्तः कफपित्तविषापहः। दाहतृष्णास्यवैरस्यमेदोदौर्गन्ध्यनाशनः। कर्पूरोद्विविधः प्रोक्तः 'पक्वापक्वप्रभेदतः'। पक्वात् कर्पूरतः प्राहुरपक्वं गुणवत्तरं। भावप्रकाशः॥ कर्पूरं शीतलं पाके चक्षुष्यं कफनाशनम्। पक्वकर्पूरतः प्राहुरपक्वं गुणवत्तरम्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—सद्यःशस्त्रक्षते कर्पूरः—"कर्पूरपूरितं बद्धं सघृतं संप्ररोहति। सद्यःशस्त्रक्षतं पुंसां व्यथापाकविवर्ज्जितम्"॥ (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥ परिलेहीनाम कर्णपाल्लीरोगे कर्पूरः—"बहुशो गोमयैस्तप्तैः स्वेदितं परिलेहितम्। घनसारैः समालिम्पेदजामूत्रेण कल्कितैः॥ (कर्णरोग—चिः)। शुक्रंनाम नेत्ररोगे कर्पूरः—"वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णकर्पूरजं रजः। क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रं वापि घनोन्नतम्"। (नेत्ररोग—चिः)। वङ्गसेनः॥

কর্পূরের ভাষানাম—বাঃ—কপ্পূর। হিঃ—কপূর। মঃ—কাপূর। গুঃ—কপুর। কঃ—কর্পূর। তৈঃ—কর্পূরামু। ফাঃ—কাপুর। অঃ—কাফুর্। **কর্পূরের ভেদ**—**ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** কর্পূরের কোনও ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। **রাজনিঘণ্টুকার**, গুণ, স্বাদ ও বীর্য্য অনুসারে **চতুর্দ্দশ** প্রকাশ কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাস, প্রাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমযুতা, বালুকা, জূটিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পক্কিকা (পঞ্চিকা, পচ্চিকা)। উৎপত্তিস্থানভেদে পুনঃ কর্পূর **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত; যথা—শিরঃ, মধ্য এবং তল। ইহাদের লক্ষণাদি শিরোদেশোদ্ধৃত রাজনিঘণ্টুবচনে দ্রষ্টব্য। **রাজনিঘণ্টুকার** এতদ্ভিন্ন "চীনকর্পূর" নাম এক প্রকার কর্পূরের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **রাজবল্লভ ও ভাবপ্রকাশে** পক্ক ও অপক্ক কর্পূরের উল্লেখ দেখা যায়। রাজনিঘণ্টুতে পক্কাপক্ক কর্পূরের কথা নাই। কেবল চীনকর্পূরকে "কৃত্রিম" বলা হইয়াছে মাত্র। **কর্পূরের ভেদ** (নব্যমত)—চীন ও জাপান কর্পূর এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর, নব্যগণ প্রধানতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরভেদ স্বীকার করেন। **ডিমক্** বলেন, চীন ও জাপান কর্পূর "সিনেমোমাম্

ক্যাম্ফোরা" বৃক্ষে এবং বোর্ণিও সুমাত্রা কর্পূর, "ড্রাইও বেলানপ্স এরোমেটিকা" বৃক্ষে জন্মে। প্রথমটী **প্রাচীনোক্ত** পক্ক এবং দ্বিতীয়টী অপক্ক কর্পূর। বিশুদ্ধ **চীন ও জাপান কর্পূর,** এদেশে অতি অল্পই আসে, অধিকাংশই অবিশুদ্ধরূপে আসিয়া থাকে। এই অবিশুদ্ধ কর্পূরকে ভারি করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলে, প্রণালীবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক কর্পূরে জল শোষিত করায়—১৪ ভাগ কর্পূরে ২½ ভাগ জল শোষণ করিতে পারে। অবিশুদ্ধ চীন ও জাপান কর্পূরের মধ্যে জাপান কর্পূর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। সাধারণতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। জাপান হইতে যে বিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী হয় তাহা, বৃহৎ, চতুষ্কোণ, পিষ্টাকৃতি, দেড় ইঞ্চি স্থূল এবং মধ্যস্থলে কৃতচ্ছিদ্র। ইহা বিশুদ্ধতায় প্রায় যুরোপ হইতে আমদানী কর্পূরের তুল্য। বিশুদ্ধ জাপান কর্পূর টিনমোড়া বাক্সে আসে—এক একটী বাক্সে দুই সের তের ছটাক কর্পূর থাকে। **অবিশুদ্ধ জাপান কর্পূর** দানাদার হইলেও প্রায় জড়াইয়া গিয়া পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা অবিশুদ্ধ চীন কর্পূরের মত আর্দ্র নহে—শুষ্ক। এবং সচরাচর প্রায় বর্ণান্তরিত হয় না। ক্বচিৎ ইহার বর্ণ রক্তাভ হইয়া থাকে। **অবিশুদ্ধ চীনকর্পূর,** ঈষৎ শুভ্র বা কটারঙের দানাদার বস্তু। ইহাতে জল থাকে বলিয়া অল্পাধিক আর্দ্র হয়। ইহা টিনমোড়া বাক্সে আমদানী হয়—এক একটী বাক্সে এক মণ ষোল সের কর্পূর থাকে। **বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর—বোর্ণিও কর্পূর** সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন এবং ভারি, এজন্য জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। সাধারণ কর্পূরের মত ইহা শীঘ্র "উবিয়া" যায় না, কিম্বা বোতলে রাখিলে বোতলের গায়ে জমিয়া যায় না। অধিকন্তু ইহাকে দ্রবীভূত করিলে, সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা অধিক উত্তাপ দিতে হয়। ডিমকের মতে বোর্ণিও কর্পূরই **ভীমসেনী** কর্পূর। আজকাল উত্তম বোর্ণিও কর্পূর আধ সেরের মূল্য ১০০ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত হীন গুণান্বিতের মূল্য ৭০। ৮০ টাকা। মিঃ জন্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, **সুমাত্রা-কর্পূরের সংগ্রহ প্রণালীর** এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"সুমাত্রাদ্বীপের কর্পূর-সংগ্রাহকগণ কর্পূর সংগ্রহে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার দৈবানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরে পুরাণ কর্পূরবৃক্ষ অন্বেষণপূর্ব্বক, উহার কাণ্ড বিদ্ধ করে। ইহা হইতে যদি প্রচুর তৈলস্রাব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তরে জমাট কর্পূর আছে। অনন্তর বৃক্ষের কাণ্ডশাখা খণ্ড খণ্ড ও বহুধা বিভক্ত করিয়া, কর্পূর সংগ্রহ করে। একটী বৃক্ষে সচরাচর /৫॥ সের কর্পূর পাওয়া যায়। সংগৃহীত কর্পূর পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া থাকে। তদনন্তর তিন প্রকার বিভিন্ন চালুনি দিয়া চালিয়া, কর্পূরকে "শিরঃ" "উদর" এবং "পাদ" এই **তিন শ্রেণীতে** পৃথক্ করে, অনন্তর তিন প্রকারেরই কিছু কিছু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ চীনদেশে প্রেরণ করে"।

বৈদ্যকে কর্পূরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে কর্পূর—কোন স্থান শস্ত্রে কাটিয়া যাইলে, তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, পাক ও ব্যথা জন্মিতে পারে না, পরন্তু ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে (ব্রণশোথ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—পরিলেহীনাম** কর্ণপালীরোগে কর্পূর—কানের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে এক প্রকার ক্ষত হয় তাহাকে পরিলেহী বলে। এই রোগে তপ্ত গোময়ের পোটুলী দ্বারা বারম্বার স্বেদ দিয়া, ছাগমূত্রে কর্পূর চূর্ণ পেষণপূর্ব্বক, ক্ষত প্রলিপ্ত করিবে (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—শুক্রনাম অক্ষিরোগে কর্পূর—কর্পূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ বটের আঠায় সিক্ত করিয়া, নেত্রে অঞ্জন করিলে, ঘন ও উন্নত শুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে কর্পূরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সূত্রস্থানের ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"ধার্য্যমাস্যেন বৈশদ্যরুচিসৌগন্ধ্যমিচ্ছতা। * তথা কর্পূরনির্য্যাসং—"। **সৌশ্রুত** সূত্রস্থানের ৪৬শ অধ্যায়ে কর্পূরের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"স তিক্তঃ সুরভিঃ শীতঃ কর্পূরো লঘুলেখনঃ। তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ বৈরস্যে চাপি পূজিতঃ"। **বৃদ্ধবাগ্ভটে** (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) কথিত হইয়াছে—"রুচিবৈশদ্যসৌগন্ধ্যমিচ্ছন্ বক্ত্রেণ ধারয়েৎ। জাতীলবঙ্গকর্পূর—"। **আকরোক্ত** কিম্বা **বৃন্দচক্রকৃত** সংগ্রহোক্ত কাস, শ্বাস, প্রমেহ বা গ্রহণী চিকিৎসায় কর্পূরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত এই সমস্ত পীড়ায় কর্পূরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। **আকরোক্ত** বৃষ্যযোগেও কর্পূর ব্যবহৃত হয় নাই। **ভাবপ্রকাশকার** কর্পূরকে বৃষ্য বলিয়াছেন।

Actions and uses.—Camphor is locally rubefacient and resolvent. In medical doses is stimulates the heart. respiration, and the vasomator ganglia ; and stimulates and increases the sexual appetite ; after a time in depresses the generative function. It stimulates the uterus and increases the menstrual flow. On the skin it produces increased diaphoresis. As an anodyne it allays pain, relieves sexual excitement as chrodee and other neurotic affections. It is eliminated by the skin, kidneys and bronchi ; often causes dysuria. In large does it produces gastro-enteritis and symptoms of irritant poison. It depresses the heart gives rise to cold sweats, cold hands and feet, coma, convulsions and death. In comparatively large doses it is given in puerperal mania. An enema of camphor is given io expel worms (ascarides). Externally it is used as a wash for ulcers, In toothache, camphor dissolved in

alcohol and applied to the cavites of carious teeth gives relief ; used as a snuff it checks coryza. The liniment is useful for sprains, bruises for rheumatic pains of joints, also in spasmodic pains in muscles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory. Part II., p. 526).

নব্যমত—কর্পূর, **বাহ্যপ্রয়োগে,** ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং শোথ ও অর্ব্বুদের বিলীনত্বসাধক। **যোগ্যমাত্রায়** সেবিত হইলে, কর্পূর, হৃদয়ের কার্য্যতৎপরতা নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস এবং রক্তসম্বহন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। কর্পূর, স্ত্রীসম্ভোগ-স্পৃহাবর্দ্ধক বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে ইহা জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মাইয়া থাকে। ইহা সেবনে গর্ভাশয়ের উত্তেজন উপস্থিত হয় এবং আর্ত্তবরজঃস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্পূর, বেদনাহর। "গনোরিয়া" রোগীর শিশ্নে, অতি যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণবৎ পীড়া কিম্বা শিশ্নের অধোবক্রতা জন্মিয়া থাকে—এই অবস্থায় কর্পূর, বেদনাহররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভক্ষিত কর্পূর মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঘর্ম্ম, মূত্র এবং শ্লেষ্মার সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হয়। এবং প্রায় মূত্রাল্পতা ও মূত্রণক্লেশ উৎপাদন করে। **অধিক মাত্রায়** কর্পূর সেবন করিলে, পাকস্থালী ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে, এবং উত্তেজক বিষভক্ষণের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রাধিক্য হইলে, হৃদয়ের অবসাদ, শারীরোষ্মার লঘুতার সহিত ঘর্ম্ম, হস্তপদের শীতলতা, ধাতূষ্মার হ্রাস ও ঘর্ম্ম আক্ষেপ এবং অবশেষে মৃত্যু আনয়ন করে। সন্তান প্রসবের পর মনোবিকার জন্মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়, কর্পূর ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্রিমিবহিষ্করণার্থ কর্পূরের বস্তিপ্রদান (পিচ্‌কারি) হিতকর। ক্ষতধৌতি জন্য কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রিমিভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ, কর্পূর মদ্যে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা ক্রিমিভক্ষিত দন্তগহ্বর পূরণ করিবে। কর্পূরের নস্য নাসাস্রাবে হিতকর। ঘৃষ্ট পিষ্টের, সন্ধিগত বাতের এবং পেশীর আক্ষেপজাত বেদনায়, অলিভ্ অয়েল ৪ ভাগ, কর্পূর ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। (মেটীরিয়া মেডিক অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্ ক্ষোরি, ২য় ভাঃ, ৫২৬-৭ পৃঃ)।

কসেরু—কসেরু:।

কসেরু:।—Scirpus Kysoor, *Roxb.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রমুস্তা," "সূকরেষ্ট:"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গন্ধকন্দক:"। কসেরু দ্বিবিধং তত্তু মহদ্রাজকসেরুকম্। মুস্তাকৃতি লঘু স্যাদ্যত্তচ্চিচোড়মিতি স্মৃতম্। 'কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। পিত্তশোণিত-দাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মরুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্।

ভাবপ্রকাশঃ॥ * ক্রৌস্বাদনকসেরুকম্। * গুরুবিষ্টম্ভি শীতলম্। রাজবল্লভঃ॥ বিসর্পে কসেরুঃ—"* সঘৃতা চ কসেরুকা"। (চিঃ ১১ অঃ)। চরকঃ॥ রক্তাভিষ্যন্দে কসেরুঃ—"কসেরুমধুকাভ্যাং বা চূর্ণমম্বরসংবৃতম্। নস্ত সপ্তান্তরীক্ষাস্তু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ"। (উঃ ১২ অঃ) সুশ্রুতঃ॥

কসেরুর ভাষানাম—বাঃ—কেশুর। হিঃ—কসেরু বিচোড়। মঃ—কচরা, ফুরড্যা। কঃ—সেকিনগড্ডে। তৈঃ—ইট্টিকোতি। **কসেরুর পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"ক্ষুদ্রমুস্তা", "শূকরেষ্ট"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গন্ধকন্দকঃ"। সিং—কলাদুরু বিশ্লেষযক্।

বর্ণন—কসেরু তৃণের ক্ষুদ্র **কন্দ** কেশুর নামে খ্যাত। পল্বল সন্নিকটে কিম্বা নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে কেশুর জন্মে। **ভাবপ্রকাশকারের** মতে যাহার কন্দ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় তাহাই কসেরু এবং যাহা ক্ষুদ্র মুস্তাকৃতি তাহাকে "চিচোড়" বলে। কসেরু চর্ব্বণ করিলে, কিঞ্চিৎ মুস্তার গন্ধ অনুভূত হয়। **রাজনিঘণ্টুকার**, কসেরু, রাজকসেরু শব্দ মুস্তার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কন্দ।

বৈদ্যকে কসেরুকের ব্যবহার।

চরক—বিসর্পে কসেরু—বিসর্পে, গব্যঘৃতযোগে পিষ্ট কসেরুর প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। **সুশ্রুত—রক্তাভিষ্যন্দে** কসেরু—কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ, বস্ত্রে পোটুলী বদ্ধ করিয়া আকাশোদকে ভিজাইয়া রাখিয়া, এই জল চক্ষুতে সেচন করিবে। ইহা রক্তাভিষ্যন্দে হিতকর। (উঃ ১২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুত কসেরুকে গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল বলিয়াছেন (চরক সূঃ ২৭ অঃ, সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)।

কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘা।

কাকজঙ্ঘা।—Leea Hirta, *Roxb.*

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কাকজঙ্ঘা," "পারাবতপদী," "লোমশা"। উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"নদীকান্তা"। কাকজঙ্ঘা চ তিক্তোষ্ণা রক্তপিত্তজ্বরাপহা। কৃমিদোষহরী বর্ণ্যা বিষদোষহরা মতা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কাকজঙ্ঘা তু তিক্তোষ্ণা কৃমিব্রণকফাপহা। বাধির্য্যাজীর্ণজিজ্জীর্ণবিষমজ্বর-

हारिणी। राजनिघण्टुः॥ काकजङ्घा हिमा तिक्ता कषाया कफपित्तजित्। निहन्ति ज्वरपित्तास्रज्वरकण्डूविषक्रमीन्। भावप्रकाशः॥ काकजङ्घा हिमा हन्ति रक्तपित्तकफज्वरान्। मदनविनोदः॥

वैद्यके व्यवहारः—निद्रानाशे काकजङ्घा—"काकजङ्घाजटा निद्राञ्जनयेच्छिरसि स्थिता" (ज्वर—चिः)। (२) यक्ष्मणि काकजङ्घा—दुग्धेन केवलेन तु वायसजङ्घा निपीतैव (यक्ष्म—चिः)। (३) प्लीह्नि शाङ्गेष्टा—"शाङ्गेष्टानिर्यूहः ससैन्धवस्तिन्तिड़ीकसंमिश्रः। प्लीहन्युपरमो योगः" (प्लीह—चिः)। (४) दशनकृमिपातनार्थं काकजङ्घा—"नीलीवायसजङ्घा * मूलमेकैकम्। संचर्व्व्य दशनविधृतं दशनकृमिपातनमाहुः" (दन्तरोग—चिः)। (५) पाण्डुप्रदरे काकजङ्घा—"काकजानुक—(जाङ्घक)—मूलम्बा *। पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं प्रपिबेत्तण्डुलाम्बुना" (असृग्दर—चिः)। चक्रदत्तः॥

কাকজঙ্ঘার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কাকজঙ্ঘা," "পারাবতপদী," "লোমশা"। **উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা**—"নদীকান্তা"।

কাকজঙ্ঘার ভাষানাম—বাং—কাউয়াঠুটী, কাউয়াঠেঙা। কোঃ—কাউয়া-ঠোকা। হিঃ—কাক-জঙ্ঘা, মসী। মঃ—কাঙ্গাচেঁঝড়ে। গুঃ—অঘেড়ী। কঃ—জীরীচিলেচ। তৈঃ—নালাদুচ্চীনিকে। सिं—केन्नेरिय विशेषयक्।

বর্ণন—কাকজঙ্ঘার **ক্ষুপ**, বনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও, ইহা জলাসন্ন আর্দ্র ভূমিতেই জন্মিতে ভাল বাসে, এইজন্য ইহার একটী নাম "নদীকান্তা"। কাকজঙ্ঘার **শাখা**, গ্রন্থিযুক্ত, পাকান ও কর্কশ বলিয়া, কাকের জঙ্ঘার (জানুনিম্নভাগের) সহিত সাদৃশ্য দর্শনে; পূর্ব্বাচার্য্য, ইহার নাম কাকজঙ্ঘা রাখিয়াছেন। **পত্র** দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত চিরিত, এই জন্য "পারাবতপদী" নাম কল্পিত হইয়াছে। পত্রে, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে—অতএব "লোমশা" নাম। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, মিলিতদল। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। পক্ব **ফল** কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা, ছয়কোণা—শুষ্ক হইলে ফলটী ছয় ভাগে চিহ্নিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—মূলকল্ক ২-৪ আনা, ক্বাথ—৫ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকজঙ্ঘার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—নিদ্রানাশে কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল, মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্র রোগীর নিদ্রা হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **যক্ষ্মায়** কাকজঙ্ঘা—দুগ্ধের সহিত

কাকজঙ্ঘার কল্কপান, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (যক্ষ্ম—চিঃ)। (৩) প্লীহায় কাকজঙ্ঘা —কাকজঙ্ঘার ক্বাথে, সৈন্ধব লবণ ও তিন্তিড়ী মিশ্রিত পূর্ব্বক পান করিবে। ইহা প্লীহোদরে প্রশস্ত। (৪) দশনক্রিমিপাতনার্থ কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক ক্রমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিলে দন্তগত ক্রমি পতিত হয় (দন্তরোগ—চিঃ)। (৫) শ্বেতপ্রদরে কাকজঙ্ঘা—শ্বেতপ্রদর শান্তির জন্য কাকজঙ্ঘার মূলকল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কাকজঙ্ঘার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে শাঙ্গষ্টা পঠিত হইয়াছে। রাজবল্লভে কাকজঙ্ঘার গুণ বিবৃত হয় নাই।

কাকমাচী—काकमाची।

काकमाची, काकाह्वा, वायसी। Solanum Nigrum, *Linn.* Solanum Dulcamara, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"बहुफला," "गुच्छफला," "कटुफला"। गुण-प्रकाशिका संज्ञा—"रसायनवरा," "कुष्ठनाशनी"। काकमाची त्रिदोषघ्नी सरा स्वर्य्या सतिक्तका। हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्या सोष्णा रसायनी। धन्वन्तरीय-निघण्टुः। काकमाची कटुस्तिक्ता रसोष्णा कफनाशनी। शूलार्शःशोफदोषघ्नी कुष्ठकण्डूतिहारिणी। राजनिघण्टुः॥ काकमाची त्रिदोषघ्नी स्निग्धोष्णा स्वरशुक्रदा। तिक्ता रसायनी शोथकुष्ठार्शोज्वरमेहजित्। कटु र्नेत्रहिता हिक्काच्छर्दिहृद्रोगनाशनी। भावप्रकाशः॥ त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे काकमाची—"पिष्ट्वा च काकमाचीं चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः" (चिः ७ अः)। (२) विसर्पे काकमाची—"इन्द्राणीशाकं काकाह्वां * *। पृथगालेपनं कुर्य्याद्द्वन्द्वशः सर्व्वशोऽपिवा। प्रदेहाः सर्व्व एवैते देयाः स्वल्पघृताप्लुताः" (चिः ११ अः)। (३) शोथे काकमाची—"* सवायसी-मूलकबिल्वनिम्बं। शाकार्थिनां शाक मतिप्रशस्तम्" (चिः १७ अः)।

(৪) जलस्तम्भे काकमाची—"शाकैर्लवणैर्व्याज्जलतैलोपसाधितैः। वायसी वास्तुकैः *" (चिः २७ अः)। चरकः॥ आखो विषे काकमाची—"काकादनी काकमाची स्वरसेष्वथवा ह्रुतम्" (कः ६ अः)। सुश्रुतः॥ पिल्ले काकमाचीफलम्—"काकमाचीफलैकेन घृतयुक्तेन बुद्धिमान्। धूपयेत् पिल्लरोगार्त्तं पतन्ति क्रिमयोऽपिच (नेत्ररोग—चिः)। चक्रदत्तः॥

কাকমাচীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুফলা," "গুচ্ছফলা," "কটুফলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রসায়নবরা," "কুষ্ঠনাশনী"। কাকমাচীর ভাষানাম—বাঃ—কাইস্তাশাক, গুড়কামাই। हिः—मकोय, कवैया। মঃ—লঘুকাবঠ্ঠী, কামোনি। গুঃ—পীলুডী। কঃ—কাবইকাকো। কাঃ—রোবাতরীথ্। অঃ—এনবুস্সালব্। ইঃ—সাইট্ সেড্। সিং—কলুকিম্ন রিয।

বর্ণন—কাকমাচীর ক্ষুপ ১½। ২ হাত উচ্চ হয়। ইহা ফলপাকান্ত। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তের দিকে পত্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দীর্ঘ পত্রবৃন্ত পার্শ্বে ক্রমশঃ অবসিত ক্বচিৎ বা বিষমভাবে অবসিত। পত্রোদ্দর, মসৃণ, ক্বচিৎ বিরল লোমান্বিত, গাঢ় হরিদ্বর্ণ। পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর ও ফিকে সবুজবর্ণ। পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, ক্বচিৎ তরঙ্গায়িত। বহুশাখ। শাখা চতুষ্কোণ, স্থানে স্থানে বেগুণে রঙে চিহ্নিত। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডে, গুচ্ছাকারে, দীর্ঘবৃন্তে অধোমুখে লম্বিত। প্রতি পুষ্পদণ্ডে ২-৮টী পুষ্প থাকে। পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে প্রায় লঙ্কার ফুলের মত। ফল, বৃহতীর তুল্য, অপক্কাবস্থায় ফলগাত্রে শাদা ডোরা থাকে, এবং স্বাদে কটু। পক্কফল বেগুণে রঙের, স্বাদে মধুর *। বীজ, বেগুনের বীজের মত, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। মাঘ ফাল্গুনে পুষ্পিত হয়। ছাপরা অঞ্চলের লোকে কাকমাচীকে "ভঁট্কুঁয়া" বলে। পাকাফল বালকে খায়। কোচবিহারে কাকমাচী প্রচুর জন্মে। ওয়াইট্ সাহেব কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টাস্" নাম পুস্তকের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় কাকমাচীর প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—কোমল শাখাগ্র ও পত্র স্বরস, নব্যমতে ২॥ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকমাচীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কাকমাচী—কাকমাচীপত্র কল্কের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (২) বিসর্পে কাকমাচী—কিঞ্চিৎ ঘৃতযোগে কাকমাচীপত্রের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত (চিঃ ১

* বাগ্ভটের সূঃ ১৫শ অধ্যায়োক্ত সুরসাদিগণের টীকায় অরুণ লিখিয়াছেন "কাকমাচী গুড়ফলা"।

অঃ)। শোথে কাকমাচী—শাকার্থী শোথরোগীকে কাকমাচীর শাক সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) উরুস্তম্ভে কাকমাচী—কাকমাচী শাক তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া, বিনালবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)। সুশ্রুত মূষিকবিষে কাকমাচী—কাকাদনী ও কাকমাচীর স্বরসে পক্ব ঘৃত, মূষিক-বিষে হিতকর (কঃ ৬ অঃ)। চক্রদত্ত—পিল্লে কাকমাচীফল—চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘৃতাভ্যক্ত কাকমাচীফলের ধূম গ্রহণ করিলে পিল্লনাম নেত্ররোগ (ক্লেদযুক্ত নেত্ররোগ) প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

Constituents.—The berries contain solanin, which is a compound of sugar and solanidine -an alkaloid having the property of dilating the pupils.

Actions and uses.—The herb is alterative, sedative diaphoretic, diuretic, hydragogue and expectorant, locally anodyne. Solanine is a powerful protoplasmic poison, acting upon amœboid organisms and ciliated epithelial cells. Its solution 1 p. c. prevents the growth of bacteria. It coagulates albumen. If kept for sometime in contact with blood, it dissolves the red corpuscles. As an alterative the herb is given in skin diseases such as psoriasis, eczema and in syphilis; as a diuretic in gout, rheumatism, dropsy, gonorrhœa, renal and vesical catarrh, coughs, splenic and hepatic enlargements, &c. The syrup is used as a cooling drink and as a diaphoretic in fevers. The leaves made hot are applied to painful and swollen testicles and on swelled legs and hands. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 451). In India the juice of *S. Nigrum* is given in doses of from 6-8 ounces in the treatment of chronic enlargements of the liver, and is considered a valuable alterative and diuretic. The juice after expression is warmed in an earthen vessel until it loses its green colour and becomes redish brown; when cool it is strained and administered in the morning. It is said to act as a hydrogogue, cathartic and diuretic, Mr. M. Sheriff in his supplement to the *Pharmacopæia of India* speaks very favourably of it when used in this way. I smaller doses (1-2 ozs.) it is a valuable alternative in the chronic skin diseases, such as psoriasis. In the Concan the young shoots are cooked as a vegetable and given in these diseases. Dr. D. B. Master of Bombay informs us that he has seen them used with great success in psoriasis. Loureiro states that the herb is ano-

dyne, and should be used with caution ; he notices its used externally to allay yain. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 550). *Toxicology*—Burton Brown (*Punjab Poisons*) records the death of three children after eating the berries of **S. Nigrum** ; the symptoms observed were a feeling of sickness followed by vomiting, pain in the belly and intense thirst, pupils dilated with impaired vision, headache, giddiness, delirium, purging and convulsions, sleep ending in coma. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 555).

নব্যমত—কাকমাচীর **ক্ষুপ**, রসায়ন, অবসাদক, ঘর্ম্ম ও মূত্রপ্রদ, শোথঘ্ন এবং কফনিঃসারক। ইহার প্রলেপ বেদনাহর। রসায়ন হেতু কাকমাচী, বিবিধ চর্ম্ম রোগে ও ফিরঙ্গ রোগে (syphilis) এবং মূত্রপ্রদ বলিয়া, বিবিধ বাত, শোথ, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে সেব্য। কাকমাচীর "সিরাপ" শীতপানীয় এবং জ্বররোগে সেবন করিলে, ঘর্ম্মপ্রদ। কাকমাচীর **পত্র**, উষ্ণ করিয়া, যন্ত্রণাপ্রদ স্ফীত কোষ ও স্ফীত হস্ত পদে স্থাপিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫১ পৃঃ)। পরম রসায়ন এবং মূত্রকর বলিয়া, পুরাণ যকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে, তিন ছটাক হইতে এক পোয়া মাত্রায় কাকমাচীর রস সেবনার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটী মৃৎপাত্রে কাকমাচীর স্বরস জ্বালে চড়াইবে। রসের সবুজবর্ণ ঈষৎ লাল হইয়া আসিলে নামাইবে। শীতল হইলে, বস্ত্রপূত করিয়া, প্রাতে সেব্য। ইহা শোথহর, রেচক ও মূত্রকর। মিঃ **মূদেন্ সেরিফ্**, "ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—কাকমাচীর রস উপরি লিখিত প্রণালীতে পাক করিয়া, সেবন করাইলে বিশেষ গুণকর হয়। আধ ছটাক হইতে এক ছটাক মাত্রায়, ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশের লোকে, কাকমাচী শাখাগ্র শাকবৎ পাক করিয়া চর্ম্মরোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করায়। বম্বের ডাঃ ডি, বি, **মাষ্টার** বলেন তিনি কোন বিশেষ চর্ম্মরোগে (psoriasis), কাকমাচী, ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)। "পঞ্জাব্ পয়জন্" রচয়িতা **বার্টন্ ব্রাউন্** বলেন, কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া তিনটী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ)।

কারবেল্ল—কারবেল্লঃ।

কারবেল্লঃ, কারবল্লী—Momordica Charantia (longer one) কারবেল্লী M. Muricata (smaller one).

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"চিরিতপত্রঃ," "সূক্ষ্মবল্লী," "কাণ্ডকটুকঃ," "পীতপুষ্পঃ"। কাণ্ডীরঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ সরো দুষ্টব্রণার্ত্তিজিৎ। লূতাগুল্মোদরপ্লীহশূলমন্দাগ্নিনাশনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ॥ তৎফলগুণাঃ—কারবেল্লঞ্চাতিতিক্তমগ্নিদীপ্তিকরং লঘু। উষ্ণং শীতং ভেদকঞ্চ স্বাদু পথ্যং সমীরিতম্। অরুচিঞ্চ কফং বাতং রক্তদোষং জ্বরং ক্রিমীন্। পিত্তং পাণ্ডুঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ *। বৈদ্যকনিঘণ্টুঃ। কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্। জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ। তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ। ভাবপ্রকাশঃ॥ কারবেল্লমপথ্যঞ্চ রোচনং কফপিত্তজিৎ। রাজবল্লভঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—বাতশোণিতে কারবেল্লম্—কারবেল্লকক্কাথমাত্রসিদ্ধং বা" (চিঃ ১ অঃ)। সুশ্রুতঃ। জ্বরিণঃ শাকার্থং কারবেল্লম্—"* কারবেল্লকম্। * শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ" (জ্বর—চিঃ)। (২) মসূরিকায়াং কারবেল্লম্—সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্ রোমান্তীজ্বরবিস্ফোটমসূরীশান্তয়ে পিবেৎ" (মসূরিকা—চিঃ)। (৩) যোনাবন্তঃপ্রবিষ্টে কারবেল্লকম্—"সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টান্তর্বহি র্ভবেৎ" (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ বিসূচীকায়াং কারবেল্লম্—"সতৈলং কারবেল্লাম্বু নাশয়েদ্ধি বিসূচীকাম্" (মঃ খঃ ২য়ঃ ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

কারবেল্লের ভাষানাম—বাঃ—করলাউচ্ছে, বড়উচ্ছে। হিঃ—করেলা। মিঃ—করবিল। গুঃ—কারেলা, কডবাবেলা। মঃ—কারলেং। কঃ—হাগল। তৈঃ—করিলা। উঃ—শলরা। কাঃ—কারেলাহ। অঃ—কিস্‌সা উলহিমার। কারবেল্লীর ভাষানাম—বাঃ—উচ্ছে, ছোটউচ্ছে। হিঃ—করেলী। মঃ—ক্ষুদ্রকারলী, লঘুকারলী। তৈঃ—কাকরকায়া। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"চিরিতপত্র," "সূক্ষ্মবল্লী," "কাণ্ডকটুক," "পীতপুষ্প"।

বর্ণন—দুইপ্রকার উচ্ছে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বড়গুলিকে করলা এবং ছোটগুলিকে উচ্ছে বলে। **করলার লতা** সুদীর্ঘ হয়, এবং কৃষকেরা ইহার প্রাতন বিস্তার জন্য হয় "মাঁচা" করিয়া দেয়, বা অবলম্বনার্থ অন্য কিছু প্রদান করে। **উচ্ছের লতা** করলার মত সুদীর্ঘ হয় না, ইহা স্তম্বকারিণী ও ভূলুণ্ঠিত থাকে। করলা শুভ্রও দেখা যায় কিন্তু শুভ্র বর্ণের উচ্ছে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। **বনজ কারবেল্লের** ফল সর্ব্বথা উচ্ছের তুল্য, কেবল ইহাতে বীজ অধিক এবং ইহার ত্বক্ উচ্ছের মত মাংসল নহে। রাঢ়ে, বনজ কারবেল্লকে "কাশীর উচ্ছে" বলে। বনজ কারবেল্লের লতা অতি ক্ষীণ এবং দৈর্ঘ্যে ইহা করলার লতাকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরে **জলজ কারল্লের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোচবিহারে এক প্রকার আরণ্য কারবেল্ল দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—ইহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে না জন্মিলেও নিতান্ত আর্দ্র এবং ছায়ান্বিত ভূমিতে অতি আনন্দে সুদীর্ঘ ক্ষীণ প্রতান বিস্তার করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র লতা। **মাত্রা**—পত্র স্বরস—১—২ তোলা, বমন রেচনার্থ ১০ তোলা পর্য্যন্ত।

বৈদ্যকে কারবেল্লের ব্যবহার।

সুশ্রুত—বাতরক্তে কারবেল্ল—উচ্ছেলতার ক্বাথ দ্বারা পক্ক ঘৃত বাতরক্তে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত**—জ্বররোগীর **শাকার্থ** কারবেল্ল—জ্বররোগীর সেবনার্থ উচ্ছেশাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) **বসন্তরোগে**—কারবেল্ল—উচ্ছেপাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা হাম, জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত প্রশমক। (৩) **অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনিতে** কারবেল্ল—উচ্ছেলতার মূলের প্রলেপ দিলে, অন্তপ্রবিষ্ট যোনি বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে (যোনিব্যাপদ্ চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিসূচীকায়** কারবেল্ল—উচ্ছেলতার ক্বাথ, তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—রক্তবর্গ (পৃঃ ৬৯৬) ও **ডিমক্** (২য় খণ্ড ৭৯ পৃঃ) সুষবীর বাঙলা নাম, ক্ষুদ্রফল কারবেল্ল অর্থাৎ উচ্ছে লিখিয়াছেন। **ধন্বন্তরি**, কারবল্লীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—"কাণ্ডীরঃ কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটুঃ। উগ্রকাণ্ড স্তোমবল্লী কারবল্লী সুকাণ্ডকঃ"। রাজনিঘণ্টুর বহ্বর্থ নির্দ্দেশ স্থলে কথিত হইয়াছে "সুষবী কটুহঞ্চ্যাঞ্চ বিশ্রুতা স্থূলজীরকে," "তিলকে চ ছিন্নরুহা সুষবী কেতকী ভবেৎ"। সুতরাং **নিঘণ্টুদ্বয়ের** মতে, সুষবী শব্দের ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থ দুর্ঘট। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** কারবল্লীরভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন "কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততোলঘু"। এতদনুসারে উচ্ছের নাম কারবেল্লী হয়। **বৈদ্যকে** কুত্রাপি ক্ষুদ্রফল

কারবেল্লার্থে সুষবী শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। সুষবী, করলা ও উচ্ছে উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

Constituents—A bitter glucoside, soluble in water, insoluble in ether, a yellow acin, resin, ash 6 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and alterative ; the fruit pulp and juice of the leaves and also seeds are anthelmintic and given in lumbrici. The fruit is also tonic and alterative and given in rheumatism, gout and disease of the liver and spleen. The whole plant powdered is used for dusting over leprous and other intractable ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 314).

নব্যমত—কারবেল্ল, উষ্ণ ও রসায়ন। ফল, বীজ শস্য এবং পত্ররস কৃমিঘ্ন ও "লাম্ব্রিসি" রোগে প্রযোজ্য। ফল, বল্য, রসায়ন, বিবিধ বাত ও প্লীহযকৃৎ পীড়ায় পথ্য। সমগ্র লতা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা কুষ্ঠক্ষত কিম্বা অন্যান্য জঘন্য ক্ষত অবচূর্ণন করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ ক্‌োরি, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ)।

कार्पासी—কার্পাসী।

कार्पासी—Cossypium Herbaceum. **अरण्यकार्पासी, भारद्वाजी**—Hibiscus Truncatus, *Roxb.* Hibiscus Vitifolius, *Roxb.*

कार्पास्या गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गुणसू:"। कार्पासी मधुरा शीता स्तन्या पित्तकफापहा। तृष्णादाहश्रमभ्रान्तिमूर्च्छाहृद्बलकारिणी। 'भारद्वाजी हिमा' रुच्या व्रणशस्त्रक्षतापहा। राजनिघण्टु:। कार्पासको लघु:कोष्णा मधुरा वातनाशनी। तृष्णादाहारतिश्रान्तिभ्रान्तिमूर्च्छाप्रणाशनी। तत् 'पलाशं' समीरघ्नं रक्तकृन्मूत्रवर्द्धनम्। तत् कर्णपीड़कानादपूयास्रावविनाशनम्। 'तद्बीजं' स्तन्यदं वृष्यं स्निग्धं कफकरं गुरु। भावप्रकाश:।

वैद्यके व्यवहार:—कुष्ठे कार्पासी—"* त्वक्पुष्पं कार्पास्या:। पिष्ट्वा चतुर्विध: कुष्ठनुल्लेप:" (चि: ७ अ:) चरक:॥ कर्णस्रावे कार्पासीफलम्—"सर्ज्जत्वक्चूर्णसंयुक्त: कार्पासीफलजो रस:। योजितो मधुना वापि कर्णस्रावे प्रशस्यते" (उ: २१ अ:)। सुश्रुत:॥ कफजातिसारे कार्पासी—"तद्वत्कार्पास-

पर्कस्यो: स्वरस: समधुर्मत:" (अतिसार—चि:)। वृन्द:॥ श्वेतप्रदरे कार्पासी-मूलम्—"* मूलं कार्पासमिवबा। पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं प्रपिवेत् तण्डुलाम्बुना" (असृग्दर -चि:)। (२) स्तन्यवर्द्धनार्थं अरण्यकार्पासमूलम्—"वनकार्पासकी-चूर्णां मूलं सौवीरकेण वा" (स्त्रीरोग—चि:)। चक्रदत्त:॥ अपच्यां अरण्य-कार्पासीमूलम्—"वनकार्पासजं मूलं तण्डुलै: सह योजितम्। पक्वाऽऽज्ये पूपिकां खादेदपचीनाशनाय च" (गण्डमालादि—चि:)। वङ्गसेन:।

কার্পাসীর ভাষানাম—বাঃ—কাবাস্। हि:—कापास्, रुइ. बिनौला। सिं—कपु। মঃ-কাপসী, কাপুস্, সরকী। গুঃ—বণ্রুকপাস্। কঃ—হত্তি, কাডহত্তি। তৈঃ—পত্তিচেট্টু। তাঃ—পঞ্জি। ফাঃ—কুতুন্। অঃ—কুতন্। **অরণ্যকার্পাসীর ভাষানাম**—বাঃ—বন্ঢ্যাড়স্, বন্কাবাস্। হিঃ—বন্কপাস্। কোঃ—বন্কাপাসি মং—কাঠ্ঠী কাপসি। গুঃ—হিরবণীকপাসিয়া। কঃ—হত্তি, কডহত্তি। তৈঃ—কার্পাসামু। ফাঃ—পুংবেদনা। অঃ—হবুল্কুতন্। **কার্পাসীর গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গুণস্থ" (স্তন্যোৎপাদক)।

বর্ণন—কাপাসের গাছ, পূর্ব্বে এদেশে বালবৃদ্ধবনিত সকলেরই সুপরিচিত ছিল। কার্পাসীবর্জ্জিত গৃহস্থলী তখন প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে ইহা বর্ণয়িতব্যের মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে। কাপাসের গাছ ১—৪ হাত উচ্চ হয়। **পত্র** প্রায় এরণ্ড পত্র তুল্য, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, গাঢ় হরিৎ বর্ণ, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত ৩ কিম্বা ৫ ভাগে চিরিত। **পুষ্প** পীতবর্ণ। ফলের ভিতর বহুবীজ এবং তূলা থাকে। **বীজে** তৈল আছে। কাপাসের মূল, উপরি পীতাভ এবং ভিতরে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ—কোন গন্ধ নাই। স্বাদ কটু ও কষায়।

অরণ্যকার্পাসীকে— রাঢ়ে "বন্ঢাঁড়শ্" বলে। বস্তুতঃ ইহার গাছ এবং ফল দেখিতে ঠিক্ ঢ্যাঁড়শের গাছ ও ফলের মত। কেবল ঢ্যাঁড়শ্ অপেক্ষা ইহার ফল কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। **বীজ** দেখিতে ৫এর মত, বর্ণ রুক্ষকৃষ্ণ এবং ফলগাত্র অতিসূক্ষ্ম রেখাবন্ধুর। পক্ক শুষ্ক বীজ মর্দ্দন করিলে,, কস্তুরীর ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার বণিকেরা ইহাকেই লতাকস্তুরী বলিয়া বিক্রয় করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ফল, মূল। **মাত্রা**—মূলত্বক্কল্ক—৩—৬ আনা। পত্রস্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে কার্পাসী ও অরণ্যকার্পাসীর ব্যবহার।

চরক-কুষ্ঠে কার্পাসী ত্বক্ ও পুষ্প—কাপাসের মূলত্বক্ ও পুষ্প পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। **সুশ্রুত-কর্ণস্রাবে** কার্পাসী ফল—সর্জ্জকত্বক্ চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত কাপাসের ফলের (ডল্বন মতে অরণ্যকার্পাসের ফলের) রস, কর্ণে প্রদান

করিলে কর্ণস্রাব (কাণ হইতে জল বা পূয পড়া) প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)। **বৃন্দ—কফজাতিসারে** কার্পাসীমূল স্বরস -কাপাসমূলের রস, মধুযোগে, কফাতিসারী পান করিবে (অতিসার—চিঃ)। **চক্রদত্ত—শ্বেতপ্রদরে** কার্পাসমূল—শ্বেতপ্রদর-গ্রস্তা নারী, কাপাসের মূল, (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (অসৃগ্দর—চিঃ) (২) **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** অরণ্যকার্পাসী মূল—বনকাপাস ও ইক্ষুর মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, প্রসূতির স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—অপচীতে** অরণ্যকার্পাসমূল—অরণ্য কার্পাসীর মূলত্বক্ উর্ত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, তণ্ডুল যোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চিঃ)।

বক্তব্য—কার্পাসীর নিঘণ্টূক্ত "গুণসূ" নাম হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, অতি প্রাচীন কালেও কার্পাস সূত্রের প্রচলন ছিল। **সুশ্রুত,** ব্রণবন্ধন দ্রব্যের উপদেশ প্রসঙ্গে কার্পাসতন্তুরচিত বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ১৮ অং)। মগধ পৌণ্ড্রকাদি দেশে, বৃক্ষবিশেষের পত্র হইতেও অতি প্রাচীন কালে সূত্র প্রস্তুত হইত। ব্রণবন্ধনের অন্যতম উপাদান "পত্রোর্ণ" শব্দের টীকায় **ডল্বণ** লিখিয়াছেন—"মগধপৌণ্ডাদিদেশেষু নাগবৃক্ষা-দয়শ্চত্বারোবৃক্ষা স্তৎপত্রেভ্যো জাতৈর্ঈষিততন্তুভিরূর্ণারূপৈরুয়তে যত্তৎ পত্রোর্ণমিত্যেকে" (সূঃ ১৮ অঃ—নিবন্ধসংগ্রহ)। **চরক,** বৃংহণীয় বর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ভারদ্বাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The root bark contains starch, chromogene 28 p. c.; fixed oil, resin, glucose, tannin starch and ash 6 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 64).

Actions and uses.—A syrup of cotton flowers is given in hypochondriasis; their poultice is applied to burns and scalds. The carpels are astringent. An unripe capsule with opium and nutmeg inserted into its interior, incinerated and reduced to powder, is used in Dysentery, Decoction of the rort bark is used as abortifacient, emmenagogue and oxytocic, it increases labour pains during delivery, and is given in amenorrhœa, dysmenorrhœa, uterine hæmorrhages and to procure abortion. The seeds, made into tea, are mucilaginous and used in dysentery and diarrhœa. They are demulcent, laxative, aphrodisiac, expectorant and galactagogue. The juice of the leaves is used in scanty lactation. Pounded cotton seed mixed with ginger is applied to orchitic swelling. The leaves with oil are applied to gouty joints.

Burnt cotton is applied round dropsical and paralyzed limbs, swollen legs, rheumatic and gouty joints, and in children to the chest in bronchitis and pneumonia to preserve heat and moisture and also to act as a sort of fomentation (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 96.)

নব্যমত—কর্পাসপুষ্পের সিরাপ্ বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে (Hypochon driasis) সেব্য। অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ অঙ্গে, পুষ্পের প্রলেপ হিতকর। কিঞ্জল্ক (Carpel) সঙ্কোচগুণান্বিতা। কার্পাসের অপক্ব ফলের ভিতর অহিফেন এবং খণ্ডিত জায়ফল স্থাপন পূর্ব্বক, পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। এই চূর্ণ রক্তাতিসারে সেব্য। কার্পাস**মূলক্বাথ**, গর্ভস্রাবকারী, আর্ত্তবরজঃ প্রবর্দ্ধক এবং ত্বরিতপ্রসবকর্ত্তা। বিলম্বিত প্রসবে লুপ্তপ্রায় প্রসববেদনা পুনরানয়নের জন্য, ইহা সেবন করাইবে। **কার্পাস-বীজের** ফাণ্ট (অত্যুষ্ণ জলে কুট্টিত বস্তু নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।) পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ। ইহা অতিসার ও রক্তাতিসারে সেবনীয়, অপিচ মৃদুরেচক, বৃষ্য, কফনিঃসারক এবং স্তন্যবর্দ্ধক। প্রসূতির স্তনে প্রচুর স্তন্য না থাকিলে, **কাপাসপাতার** রস সেবন করাইবে। কাপাসের বীজ ও আদা একত্র পেষণ পূর্ব্বক, কুরণ্ডে প্রলেপ দিবে। বাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থানে, তৈলসহ কাপাসপত্র পেষণ পূর্ব্বক, লেপ দিবে। শোথগ্রস্ত অঙ্গ, পক্ষাঘাতাক্রান্ত প্রত্যঙ্গ, স্ফীতপদ আমবাতাক্রান্ত, সন্ধিদেশ এবং শিশুর চিরজাত ও অচিরজাত শ্লেষ্মরোগে (Bronchitis and Pneumonia). দগ্ধতূলা তত্তৎ অঙ্গে ছড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উত্তাপ রক্ষা ও স্বেদের কার্য্য করে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃঃ)।

কাসমর্দ্দ—কাসমর্দ্দঃ।

কাসমর্দ্দঃ, তুষা—Cassia Sophera, C. Occidentalis, senna Sophera.

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কাসারিঃ"॥ কাসমর্দ্দঃ সুতিক্তঃ স্যান্মধুরঃ কফবাতজিত্। বিশেষতঃ পিত্তহরঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥

কাসমর্দ্দঃ সতিক্তোষ্ণো মধুরঃ কফবাতজিত্। অজীর্ণকাসপিত্তঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ॥ কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুত্। মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্। বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু।

वैद्यके व्यवहारः—हिक्काश्वासयोः कासमर्द्दपत्रम्—"कासमर्द्दकपत्राणां यूषः * । * हिक्काश्वासनिवारणः"। (चिः २१ अः)। (२) कासे कासमर्द्दपत्र-स्वरसः—कासमर्द्दाश्वविट् *। सक्षौद्राः कफकासघ्नाः *। (चिः २२ अः)। चरकः॥ दद्रुकिटिमकुष्ठेषु कासमर्द्दमूलम्—कासमर्द्दकमूलञ्च सौवीरेण च पेषितम्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि जयेदेतत् प्रलेपनात्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) वृश्चिकविषे कासमर्द्दमूलम्—"यः कासमर्द्दमूलं वदने प्रक्षिप्य कर्णे फुत्कारम्। मनुजो ददाति शीघ्रं जयति विषं वृश्चिकानां सः" (विष—चिः। चक्रदत्तः॥ वातजश्लीपदे कासमर्द्दमूलम्—"कासमर्द्दशिफाकल्कं गव्येनाऽऽज्येन यः पिवेत्। श्लीपदं वातजं तस्य नाशमायाति सत्वरम्"। वङ्गसेनः।

কাসমর্দ্দের ভাষানাম—বা চাকুন্দা, কাল্‌কাসুন্দা। কোঃ—কালল্‌কাসুন্দা। হিঃ—কাসীঁদী। সিং—রটতোর। গুঃ কসন্দী। তাঃ—পোন্নভেরাই। তৈঃ—নুতি-কসিন্দা। ইং—নিগ্রোকফি। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কাসারি"।

বর্ণন—কাসমর্দ্দের **ক্ষুপ** যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। নিদাঘের বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত, শরতে ফলিত এবং হেমন্তের তুষারপাতে পরিপক্ক শিম্বিসহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার **পাতা**—২—৬ জোড়া, পাতাগুলি প্রায় গোল—বেলাবসানে, তেঁতুল প্রভৃতি অন্যান্য উদ্ভিদের পাতার মত ইহারও পাতাগুলি অবনত হইয়া একটীর সহিত আর একটী মিশিয়া যায়। **পুষ্প** ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। **শিম্বি** ক্ষীণ, দীর্ঘ, চক্রমর্দ্দের মত চ্যাপ্টা নহে। **বীজ** প্রায় মাষকলায়ের মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, মূল, বীজ। **মাত্রা**—পত্রস্বরস ১—২ তোলা, মূলকল্ক—২—৪ আনা। বীজচূর্ণ, শিশুর পক্ষে—১—আনা।

বৈদ্যকে কাসমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে কাসমর্দ্দপত্র—কাসমর্দ্দপত্রের যূষ, হিক্কাশ্বাস নিবারক (চিঃ ২১ অঃ)। (২) **কাসে**—কাসমর্দ্দপত্রস্বরস—কাসমর্দ্দপত্র রস ও অশ্ববিষ্ঠার রস মধুসহ সেবন করিলে কফজকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অং) **চক্রদত্ত—দদ্রু-কিটিমকুষ্ঠে** কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (কুষ্ঠ—বিঃ)। (২) **বৃশ্চিকবিষে** কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল চর্ব্বণ করিয়া বৃশ্চিকদষ্টব্যক্তির কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকদংশন জ্বালা প্রশমিত হয় (বিষ চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতজশ্লীপদে** কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল গব্যরসে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে বাতজশ্লীপদ (গোদ) সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয় (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কাসমর্দ্দের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত মধুরস্কন্ধে (৮ অঃ) "কালঙ্কত" পঠিত হইয়াছে। **সুশ্রুত,** সুরসাদিগণে কাসমর্দ্দ পাঠ করিয়াছেন। **চরক** শাকবর্গে তুষাকে (কাসমর্দ্দ) গ্রাহী ও ত্রিদোষঘ্ন বলা হইয়াছে।

Constituents.—The root contains a resinous snbstanne ; a bitter, non-alkaloid principle. Leaves contain cathartin, colouring matter and solts. The seeds contain, tannin sugar, sum, starch, cellulose, chrysophanic acid, calcium, sulphate and phosphate and fatty matter (olein and margarin) malic acid, sodium, chloride, magnesium, sulphate, iron, silica, &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part., p. 201,)

Actions and uses.—The whole plent is purgative, alterative and expectorant, given in hysteria and whopping congh. The seeds are pnrgative and given to children with cow's or human milk in covulsions. The root is antiperiodic and given in fevers and neuralgia. The whole plant is used in cutaneous maladies as ringworm, scabies, pltyriasis and psoriasis ; also as an application over boils and carbutcles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Parr II., p. 201 .)

নব্যমত—কাসমর্দ্দের সমগ্র **ক্ষুপ,** বিরেচক, রসায়ন ও কফনিঃসারক। ইহা, ও ঘুংড়িকাসে সেব্য। ইহার **বীজ,** বিরেচক এবং শিশুগণের "তড়কা"র পক্ষে হিতকর। **বীজচূর্ণ,** গোদুগ্ধ কিম্বা স্তন্যের সহিত সেবন করাইতে হয়। **মূল** বিষমজ্বর প্রতিষেধক এবং "নিউর্যালজিয়া" রোগেও সেব্য। সমগ্র ক্ষুপ সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মবিকারের পক্ষে পরম হিতকর। স্ফোটক এবং পৃষ্ঠব্রণেও ইহার প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ)।

কুঙ্কুম—কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমম্, ঘুসৃণম্, রুধিরম্—Crocus Sativus.

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"কাশ্মীরম্." "বাহ্লীকম্"।

কুঙ্কুমং কটুকং তিক্তমুষ্ণং শ্লেষ্মসমীরজিৎ। ব্রণদৃষ্টিশিরোরোগবিষঘ্ন্‌ৎ কায়কান্তিকৃৎ॥ ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ কুঙ্কুমং সুরভি তিক্তকটূষ্ণং কাসবাতকফকণ্ঠরুজাঘ্নম্। মূর্দ্ধশূলবিষদোষনাশনং রোচনং চ তনুকান্তিকারকম্।

राजनिघण्टुः॥ काश्मीरदेशजक्षेत्रे कुङ्कुमं यद्भवेद्धि तत्। सूक्ष्मकेसरमारक्तं पद्मगन्धि 'तदुत्तमम्'। वाह्लीकदेशसञ्जातं कुङ्कुमं पाण्डुरं भवेत्। केतकीगन्धयुक्तं तत् 'मध्यमं' सूक्ष्मकेसरम्। कुङ्कुमं पारसीकेयं मधुगन्धि तदीरितम्। ईषत्पाण्डुरवर्णं 'तदधमं' स्थूलकेसरम्। भावप्रकाशः॥ कुङ्कुमं रेचकं प्रोक्तं कण्डूवैवर्ण्यनाशनम्। राजवल्लभः॥ कुङ्कुमं कटुकं स्निग्धशिरोरुग्व्रणजन्तुजित्। उष्णं हास्यकरं वर्ण्यं व्यङ्गदोषत्रयापहम्। मदनविनोदः॥

वैद्यके व्यवहारः—सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु कुङ्कुमम्—"* सकुङ्कुमम् * पेयः। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु। सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ मूत्ररोधजे उदावर्त्ते कुङ्कुमम्—"* कषायं कुङ्कुमस्य च" (उः ५५ अः)। (२) मूत्राघाते कुङ्कुमम्—"पिबेत् कुङ्कुमकर्षंस्वा मधूदकसमायुतम्। रात्रिपर्य्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्नुयात्। (उः ५८ अः)। सुश्रुतः॥ शिरोरोगे कुङ्कुमम्—"सशर्करं कुङ्कुम माज्यभृष्टम्। नस्यं विधेयं पवनासृगुत्थे। भ्रूशङ्खकर्णाक्षिशिरोऽर्द्धशूले। दिनाभिवृद्धिप्रभवे च रोगे" (शिरोरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥

কুঙ্কুমের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কুঙ্কুম," "ঘুসৃণ" ও "রুধির" নামে ভূরি-প্রযুক্ত। বাঃ—কুন্‌কুম্‌। হিঃ—কেসর। हिः—केसर। सिं—कोकुम्। গুঃ—কেসর। কঃ—কুঙ্কুম। তৈঃ—কুঙ্কুমপুবু। ফাঃ—লরকীমাস। অঃ—জাফ্‌রান্‌। ইং—স্থাফ্‌রণ্‌। **উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা**—"কাশ্মীর," "বহ্লীক"।

কাশ্মীরে কুঙ্কুমের আবাদ—অধুনা কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন, ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। কুঙ্কুমের প্রাচীনতম নিঘণ্টূক্ত "কাশ্মীর" নাম পাঠ করিয়া, নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে, যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি কাশ্মীরান্তর্গত পম্পুরের সন্নিকটে ১০০।১২৫ হস্ত উচ্চ ২।২½ ক্রোশ দীর্ঘ ভূমিখণ্ডে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। এই সকল সুদীর্ঘ ভূমিখণ্ড বহুসংখ্যক কুঙ্কুম ক্ষেত্রে বিভক্ত। আলি বাঁধিয়া কুঙ্কুমের আবাদ করিতে হয়। যাতায়াতের জন্য কুঙ্কুমক্ষেত্রে ইতস্ততঃ পথ থাকে। আরণ্য ও আবাদী ভেদে কুঙ্কুমের গাছ দুই প্রকার। আবাদী ও আরণ্যগাছের আকার প্রকারের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পালিত স্ত্রী কুঙ্কুমের-গাছ প্রায় বন্ধ্যা হইয়া থাকে, অতএব আরণ্য পুংকুঙ্কুম গাছের ফুলের পরাগের সহিত কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীকুঙ্কুম গাছের ফুলের গর্ভাধান নির্ব্বাহ করাইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে কুঙ্কুমের

গাছে ফুল হয়। কুঙ্কুম সংগ্রাহকগণ ইতঃপূর্ব্বেই আসিয়া, কুঙ্কুম ক্ষেত্রের অনতিদূরে বাস করে এবং প্রভাতী বায়ু কোরকিত উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ কুঙ্কুমপুষ্পকে বিকসিত করিলে, কুঙ্কুমাহরণে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় কুঙ্কুমাপহরণ নিরাকরণার্থ কুঙ্কুমক্ষেত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়।

কুঙ্কুম কি?—কুঙ্কুমপুষ্পের "চিহ্ন" এবং "গর্ভতন্তুর" কিয়দংশকে কুঙ্কুম বলে। "চিহ্ন" ও "গর্ভতন্তু" কি বুঝিতে হইলে, পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রত্যঙ্গগুলির পরিচয় লইতে হয়। পূর্ব্বে ৪ প্রকার পুষ্পের কথা বলিয়াছি ("উডুম্বর" দেখ)। গর্ভকেসরই পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। গর্ভকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ—ডিম্বকোষ; গর্ভতন্তু ও চিহ্ন। ইংরাজিতে এইগুলিকে যথাক্রমে "ওভেরী" "ষ্টাইল" ও "ষ্টিগ্‌মা" বলে। গর্ভকেসরের সংখ্যার স্থিরতা নাই। যে সকল উদ্ভিদের শুঁটী হয় অর্থাৎ শিম্বিধারী উদ্ভিদের একটী মাত্র গর্ভকেসর থাকে। চাল্‌দার ফুলে বহু গর্ভকেসর দৃষ্ট হয়। অতএব শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্প একযোষিৎ এবং চাল্‌দার পুষ্প বহুযোষিৎ। **লিনীয়স্‌** গর্ভকেসরসংখ্যানুসারে উদ্ভিদের জাতি বিভাগ করিয়াছেন। গর্ভকেসরের শূন্যগর্ভ অধোভাগকে **ডিম্বকোষ** বলে। ইহাই পরে ফলে পরিণত হয়। ডিম্বকোষ, ক্বচিৎ কুণ্ড ("নাগকেসর" দেখ) হইতে পৃথক্ ও ঊর্দ্ধে, ক্বচিৎ কুণ্ড দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত ও অধোদেশে থাকে। গাবফুলের ডিম্বকোষ কুণ্ডের ঊর্দ্ধে এবং দাড়িম ও পেয়ারার ডিম্বকোষ কুণ্ডের অধোদেশে থাকে। গাবফলের বৃন্তের নিকট ফলগাত্রে লগ্ন এবং দাড়িম ও পেয়ারার "মাথায়" যে এক একটী বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেইগুলি অধঃ ও ঊর্দ্ধস্থিত কুণ্ড মাত্র। **গর্ভতন্তু**, ডিম্বকোষের উপরিগত, দীর্ঘ সূত্রবৎ প্রত্যঙ্গ। ইহা গর্ভকেসরের অগ্র, পার্শ্ব কিম্বা মূলদেশ হইতেও উত্থিত হইয়া থাকে। গর্ভতন্তুর অগ্রভাগে স্থিত বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম **চিহ্ন**। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে চিহ্ন ক্বচিৎ পিণ্ডাকার, ক্বচিৎ বিকীর্ণ, ক্বচিৎ পক্ষাকৃতি এবং ক্বচিৎ খণ্ডিত দৃষ্ট হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, দীর্ঘ, সূত্রাকৃতি। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ৪,৩০০ কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন সংগ্রহ করিলে, অৰ্দ্ধ ছটাক কুঙ্কুম হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। গর্ভতন্তু ¾—১ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং পীতাভ। এই গর্ভতন্তুর উপরিভাগে, দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ মোচড়ান, তিনটী চিহ্ন অবস্থিত। চিহ্ন অতি সুগন্ধি, গন্ধের তীব্রত্ব এবং বিশিষ্টত্ব আছে। অপিচ ইহা কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল, তিক্ত ও ঝাল।

বিলাতী কুঙ্কুম—প্রথমতঃ কোন তীর্থযাত্রী কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে কুঙ্কুম নীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্ সায়ার এবং স্যাফ্রণ্ ওয়ালডেনে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলাতে কুঙ্কুমের বাণিজ্যের চরমোন্নতি ঘটিয়াছিল, এবং ১৭৫৮ খৃঃ হইতে ক্রমিক খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। সদ্যঃ সংগৃহীত কুঙ্কুম, কাগজের উপরি ২।৩ ইঞ্চ পুরু

করিয়া বিছাইয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া, তদুপরি তক্তা চাপাইয়া, তক্তার উপর গুরুভার বস্তু স্থাপন করা হয়। অনন্তর ২ ঘণ্টা তীব্রতাপ এবং তৎপরে ২৪ ঘণ্টা মৃদুতর তাপ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকারে সংহতাকৃতিত্ব প্রাপ্ত হইলে, কুঙ্কুমকে পিষ্টকাকারে বিভক্ত করে। বিলাতী কুঙ্কুমে, যে কোন প্রাণীর মেদ ও মাখন মিশ্রিত থাকে। ঔষধার্থ ও দেবতোদ্দেশে বিলাতী কুঙ্কুমের ব্যবহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কুঙ্কুমের পরীক্ষা—উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবুরঙ্গের। পুরাণ ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকেপীত বা কাল, এবং চর্ব্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। ভাবপ্রকাশকারের মতে সূক্ষ্মকেসর, আরক্ত, পদ্মগন্ধি, কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুম উত্তম। সূক্ষ্মকেসর, শ্বেতবর্ণ, কেতকী-পুষ্পগন্ধি, বহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম মধ্যম এবং স্থূলকেশর ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ও মধুগন্ধি, পারস্য-দেশজাত কুঙ্কুম অধম। **মাত্রা**—কল্ক –২—৩ আনা। ক্বাথ—৫ তোলা—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুঙ্কুমের ব্যবহার।

চরক—সর্ব্বপ্রকার **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কুঙ্কুম—কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত**—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** কুঙ্কুম—যাহার মূত্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে কুঙ্কুমের ক্বাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** কুঙ্কুম, উত্তম মধু যত তাহার অষ্টগুণ শীতল জল লইয়া, একত্র সরবৎ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যোগ্য মাত্রায় কুঙ্কুমের কল্ক (পিষ্টকুঙ্কুম) মিশ্রিত করিয়া প্রস্তর বা কাচপাত্রে একরাত্রি স্থাপন করিয়া, প্রাতে সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পাইবে (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত**-**শিরোরোগে** কুঙ্কুম—যে শিরোরোগে অর্দ্ধমস্তকে বেদনা হয় এবং বেলাবৃদ্ধির সহিত বেদনা বর্দ্ধিত হয়, সেই শিরোরোগ নিবৃত্তি জন্য গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সমভাগ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্য করিবে।

বক্তব্য—**চরক** শোণিতাস্থাপনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) "রুধির" পাঠ করিয়াছেন। শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ দুষ্টরক্তের শোধক। চক্রপাণি লিখিয়াছেন "শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিমপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তীতি শোণিতাস্থাপনম্" (আয়ুর্ব্বেদদীপিকা)। **চরক** সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এবং সৌশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৪ অধ্যায়ে ঋতুচর্য্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **বাগ্‌ভট ও বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের** (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যথা—"কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগরুধূপিতঃ" (বাগ্‌ভট—সূঃ ২ অঃ)। "কুঙ্কুমেনাপি দিগ্ধাঙ্গোঽগরুণাগুরুণাপিবা" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহঃ—সূঃ ৪ অঃ)। **সৌশ্রুত** পুষ্পবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) কুঙ্কুমের উল্লেখ

আছে—"শ্লেষ্মপিত্তবিষঘ্নন্তু নাগং তদ্বচ্চ কুঙ্কুমম্"। **চরকে** পৃথক পুষ্পবর্গ নাই, শাক-বর্গেই যে কয়েকটী পুষ্পের গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বহুকাল হইতে কুঙ্কুম অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুণ্ডিনপুরী বর্ণনে **শ্রীহর্ষও** লিখিয়াছেন—"সুদতীজনমজ্জনার্পিতৈঘু´সৃণৈর্যত্র কষায়িতাশয়া। ন নিশা খিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী।"

Constitttents - A volatile oil, orocin—a glucoside also called poly chroita (many colours), which is the colouring matter, picrocrocin—bitter principle, wax, proteids, fixed oil, mucilage, sugar, ash 5 p. c., moisture 12 p c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 602).

Actions and uses—Stimulant, aromatic, and antispasmodic, also used as a colouring agent ; given in amenorrhæa, chlorosis, seminal weakness, leucorrhœa, dysmenorrhœa, in flatulent, colic, spasmodic, asthma aud cough. Owing to its containing the volatile oil, it is used in rheumatism and neuralgic pains. It is given to children with ghee in looseness of the bowels. It is reputed to promote exanthematous eruptions in specific fevers as measles. Externally a paste of it is used in removing bruises and superficial sores and in headache. Pessaries of saffron are used in painful affections of the uterus. It givcs the urine a yellow colour. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II. p. 602)-

নব্যমত—কুঙ্কুম, উষ্ণ, সুগন্ধি, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক এবং ঔষধ বা ব্যঞ্জনের বর্ণোৎপাদক রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহা ঋতুরোধ, ক্লোরোসিস (ঋতুরোধজন্য গাত্রের নীলিমা), ক্ষীণশুক্র, প্রদর, রজঃকৃচ্ছ, বায়ুজন্য শূল, বাতোল্বণশ্বাস এবং শ্লেষ্মরোগে সেব্য। কুঙ্কুমে উদ্বেয় তৈল আছে বলিয়া ইহা আমবাত এবং "নিউর‍্যাল্জিয়া" মূলক বেদনায় হিতকর। শিশুগণের বারম্বার দাস্ত হইলে, ঘৃতসহ পিষ্টকুঙ্কুম সেবন করাইবে। কুঙ্কুম সেবন করিলে জ্বরবিশেষজাত কোঠ (Rashes) ও হাম সত্বর সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পিষ্ট অঙ্গে, অগভীর ক্ষতে এবং শিরঃপীড়ায় কুঙ্কুমের প্রলেপ হিতকর। গর্ভাশয়ের যন্ত্রণাপ্রদ পীড়ায় কুঙ্কুমের পিচুবর্ত্তি (Pcssaries) যোনিতে ধারণ, প্রশস্ত। কুঙ্কুম সেবন করিলে মূত্র পীতবর্ণ হয়।

कुटजद्वय—कुटजद्वयम् ।

सितकुटजः—Holarrhena Antinysenterica, *Well.* असितकुटजः Wrightia Tinctoria, *Br.*

उत्पत्तिवोधिका संज्ञा—"कुटजः" ("कूटे शृङ्गे जायते स्म")। 'सितस्य' परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पाण्डुरद्रुमः," "वरतिक्तः," "यवफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"संग्राही"। 'असितस्य' परिचयज्ञापिका संज्ञा—"महागन्धः"। कुटजः कटुजस्तिक्तः कषायो रूक्षशीतलः। कुष्ठातिसारपित्तास्रगुदजानि विनाशयेत्॥ तत्फलगुणाः—शक्राह्वाः कटुतिक्तोष्णा स्त्रिदोषघ्नाश्च दीपनाः। रक्तार्शांस्यतिसारं च घ्नन्ति शूलवमी तथा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कुटजः कटुतिक्तोष्णः कषायश्चातिसारजित्। तत्रासितोऽस्रपित्तघ्न स्त्वग्दोषार्शोनिकृन्तनः॥ तत्फलगुणाः—इन्द्रयवः कटुस्तिक्तः शीतः कफवातरक्तपित्तहरः। दाहातिसारशमनः नानाज्वरदोषशूलमूलघ्नो। राजनिघण्टुः॥ कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः। अर्शोऽतिसारपित्तास्रकफतृष्णामकुष्ठनुत्। भावप्रकाशः॥ * तत् 'पुष्पं' शीतलं तिक्तं कषायं लघुदीपनम्। वातलं कफपित्तास्रकुष्ठातिसारजन्तुजित्। तस्य 'शिम्बीभवं शाकं' व्यञ्जनञ्चामवातजित्। रुच्यं कफघ्नं रक्तातिसारकुष्ठक्रिमीञ्जयेत्। मदनविनोदः॥ कुटजः कफपित्तास्रत्वग्दोषार्शोऽतिसारजित्। 'तद्बीजं' ज्वरजित्तिक्तं रक्तपित्तातिसारजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तपित्ते इन्द्रयवः—"* वत्सककल्कसिद्धं तद्वत्" (चिः ४ अः)। (२) कुष्ठे इन्द्रयवः—"* वत्सकवीजस्य *। कल्कं * कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेपः॥" (चिः ७अः)। (३) यक्ष्मिणोऽतिसारे इन्द्रयवः—"सनागरान् इन्द्रयवान् पिवेद्वा तण्डुलाम्वुना (चिः ८ अः)। (४) अर्शःसु रक्तस्रुतौ कुटजत्वक्—"कुटजत्वङ्निर्यूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रहणः" (चिः ९ अः)। (५) पित्तातिसारे कुटजफलम्—"पलं वत्सकवीजस्य श्रपयित्वा जलं पिवेत्। यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम्"। (चिः १० अः)। (६) व्रणरोपणे कुटजत्वक्—"करवीरार्ककुटजाः कषायाः रोपणाः स्मृताः" (चिः १३ अः)। (७) मांसगते विषे कुटजमूलत्वक्—"* कौटजं मूलमम्भसा—" (चिः २५ अः)।

चरकः॥ कफपित्तानुबन्धरक्तजेषु अर्शःसु कुटजफाणितम्—"कुटजमूलत्वक् फाणितम्" (चिः ६ अः)। सर्व्वेषु अर्शःसु कुटजत्वक्—"तथैवाऽर्शांसि सर्व्वाणि वृत्तकारुष्करी हतः" (चिः ६ अः)। बहुश्लेष्मणि सरक्ते अतिसारे कुटजफाणितम्—"बहुश्लेष्मसरक्तञ्च मन्दवातं चिरोत्थितम्। कौटजं फाणितञ्चापि हन्त्यतिसारमोजसा" (उः ४० अः)। सुश्रुतः॥ मूत्राश्मर्य्यां कुटजत्वक्—"पिबतः कुटजं दध्ना पथ्यमन्नञ्च खादतः। निपतन्त्यचिरात्तस्य नियतं मेढ्रशर्करा:"। (सः खः ३ भाः)। भावप्रकाशः॥

কুটজের ভেদ—চারক কল্পস্থানের বৎসককল্পে **দৃঢ়বল** স্ত্রীপুংভেদে দুই প্রকার কুটজের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যাহার ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেত এবং পত্র স্নিগ্ধ, তাহা **পুংকুটজ**, এবং যাহার কাণ্ডত্বক শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যাবারুণবর্ণ এবং ফল ও ফলবৃন্ত ক্ষুদ্র, তাহা **স্ত্রীকুটজবৃক্ষ**। নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তারা বলেন, সম্ভবতঃ Holarrhena Antidysenerica. Wrightia Tinctoria. W. Tomentosa, Holarrhena codaga, H. pubescens, ও malaccensis একই জাতীয় উদ্ভিদের-ভেদমাত্র। **ডিমক্** বলেন্ Holarrhena Antidysenterica, Wrightia Tinctoria এবং W. Tomentosa এই তিন প্রকার উদ্ভিদ্‌ই কুটজ নামে প্রসিদ্ধ (২য় খঃ ৩৯৪ পৃঃ)। ইহার মধ্যে W. Tinctoria এবং W. Tomentosa তে গুণগত বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া, নবীন দ্রব্য-গুণবেত্তারা কেবল W. Tinctoria রই গুণাদি বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। H. Antidysenterica ও W. Tinctoria তে স্থূলতঃ **প্রভেদ** এই—প্রথমটীর **কাণ্ডত্বক্** পাণ্ডুবর্ণ, দ্বিতীয়টীর কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমোক্তের **পত্র** শুষ্ক হইলে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় না, দ্বিতীয়টীর শুষ্কপত্র কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর **বীজ** (ইন্দ্রযব), দারুচিনি রঙের ও তিক্ত, দ্বিতয়টীর বীজ মধুর ও কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর **শিম্বী** পৃথক্, দ্বিতীয়টীর শিম্বীদ্বয় অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকে। প্রথমটীর **পুষ্প** শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল সঙ্কুচিত, দ্বিতীয়টীর পুষ্প বৃহৎ, স্থূল, অতিসুরভি ও শুভ্রবর্ণ। W. Tomentosaর পুষ্পাগ্রভাগ পীতবর্ণ। সুতরাং H. Antidysenterica সিতকুটজ এবং W. Tinctoria অসিতকুটজ নামে অভিহিত হইতে পারে। Holarrhena, (Antidysenterica, Codage, Pubescens, Malaccensis), দৃঢ়বলোক্ত **পুংজাতিকুটজ** এবং Wrightia (Tinctoria, Tomentosa) **স্ত্রীজাতিকুটজ**। কিন্তু গুণবিবরণ স্থলে আমরা পুংকুটজ শব্দ H. Antidysentrica অর্থে এবং স্ত্রীকুটজ শব্দ W. Tinctoria অর্থেই প্রয়োগ করিব।

সিতাসিতকুটজদ্বয়ের গুণস্বাদবিষয়ক প্রাচীন ও

নবীন মত—নব্যমতে সিতকুটজের বীজ (ইন্দ্রযব) তিক্তাস্বাদ, অসিতকুটজবীজ মধুর। কিন্তু প্রাচীনগণ দ্বিবিধ ইন্দ্রযবকেই তিক্ত বলিয়াছেন। নবীন দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ সিতাসিতকুটজ বীজের গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু **দৃঢ়বল** স্ত্রী পুং দ্বিবিধ কুটজের বীজই একার্থে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন ("কালে ফলানি সংগৃহ্য তয়োঃ শুষ্কানি—" কল্প ৫ অঃ)। সুশ্রুতটীকাকৃৎ **ডল্বণ** অতিসারে উক্ত কৌটজফাণিতের ব্যাখ্যায় (অতিসারে বৃন্দধৃত "কুটজত্বক্কৃতঃ ক্বাথঃ" পাঠের শ্রীকণ্ঠোক্ত ডল্বণ ব্যাখ্যা দেখ) পুংকুটজত্বক্কৃত (সিতকুটজত্বক্কৃত) ফাণিত ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং ডল্বণের মতে অসিত-কুটজাপেক্ষা সিতকুটজত্বক্ অতিসারে প্রশস্ততর। নব্যগণও এই মত পরিপোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (সার্ ওয়াল্টার্ ইলিয়ট্ প্রভৃতি) বলেন রক্তাতিসারে পরমৌষধ বলিয়া য়ুরোপে পূর্ব্বে সিতকুটজের ত্বক্ (Conessi bark) প্রচুর রপ্তানি হইত। কিন্তু কালক্রমে ব্যবসায়ীরা সিতকুটজত্বকের সহিত অসিতকুটজত্বক্ ভেজাল দিতে আরম্ভ করায়, ইহার গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। **সিতকুটজত্বক্** চর্ব্বণ করিলে, প্রথমতঃ ঈষতিক্ত এবং উত্তরোত্তর তীব্রতর তিক্তত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। **প্রাচীনগণ** সামান্যতঃ কুটজকে তিক্ত বলিয়াছেন, সিতাসিতকুটজত্বকের স্বাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন নাই। নব্যগণের মধ্যে **ডিমকের** মতে অসিতকুটজত্বকও সিতকুটজবৎ তিক্ত। **ক্ষোরির** মতে অসিতকুটজ-মূলত্বক্ মধুর না হইলেও তিক্তত্ববর্জ্জিত বলা যায়। **রাজনিঘণ্টুকারের** মতে অসিতকুটজত্বক্, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত, ত্বগ্দোষ ও অর্শোনাশক। **সিতাসিত কুটজ-দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান**—সিতকুটজ বঙ্গে প্রচুর জন্মে। অসিতকুটজ, বঙ্গে দুর্লভ। অসিতকুটজ,—মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট্, গোদাবরীতীর এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান চিন্তা করিয়া মনে হয়, হয়ত **মেঘদূতের** নির্ব্বাসিত যক্ষ, অতিসুরভি অসিতকুটজকুসুম দ্বারাই মেঘকে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন। **সিতকুটজের ভাষানাম**—বাঃ—কুড়চিগাছ। কোঃ—ইন্দ্রজল্‌তিতা। **হিঃ—কুড়া, কৌরৈয়া। সিং—কেলিন্দ।** গুঃ—পণ্ড্রাকুড়া। গোঃ—খত্ত, কুরো। পঃ—কুরো। লঃ—পণ্ড্রাকুড়া। তাঃ—ভেপ্পা লরিসি। তৈঃ—অম্‌কুডু। ইং—কোনেসি বার্ক। উঃ—কুড়িয়া। অঃ—তিবাজ্। **বীজের নাম**—বাঃ—ইন্দ্রযব। **হিঃ—ইন্দ্রযৌ।** ফাঃ—জবানে কুঞ্জস্কতল্‌খ্। অঃ—লিসমুল্ অস্‌কীরল্‌মুর্। **অসিত-কুটজের ভাষানাম—হিঃ—মিঠাইন্দ্রযৌ।** গুঃ—গোদীইন্দ্রযব। ফাঃ—তুখ্‌মে আহেরি সিরীন্, জবানে কুঞ্জস্কি সিরীন্। তাঃ—ভেৎপাল ভিরাই। তৈঃ—অনকুড্ কোদিসা। **কুটজের অন্বর্থসংজ্ঞা—রাজনিঘণ্টুকার**, সিতাসিতকুটজের পর্য্যায় একত্র লিখিয়াছেন। আমরা সার্থক সংজ্ঞা গুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতেছি। **সিত-**

কুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পাণ্ডুরদ্রুম"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বরতিক্ত," "সংগ্রাহী"। **অসিতকুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"মহাগন্ধ," "কৃষ্ণতণ্ডুলা"।

বর্ণন—সিতকুটজের **বৃক্ষ** (H. Antidysenterica) মধ্যমাকৃতি। ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কোচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে ক্রোশার্দ্ধব্যাপী কুটজবন দৃষ্টিগোচর হয়। সুবর্দ্ধিত হইলে, ইহার **পত্র** প্রায় ধারাকদম্বের পত্রের তুল্য হইয়া থাকে। কোমল **শাখাগ্র** বা পত্র ভগ্ন করিলে শুভ্র আঠা নির্গত হয়। কুটজবৃক্ষ বর্ষায় পুষ্পিত হয়। **পুষ্প** অনুজ্জ্বল শুভ্র, মিলিতদল, পুষ্পনল, ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত। পুষ্পনলাগ্রভাগ ৫ ভাগে চিরিত। পুষ্প, পত্রবৃন্ত সন্নিধান হইতে নির্গত ও সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **বীজ** যবাকৃতি, বীজে গুচ্ছাকৃতি রোম লগ্ন থাকে। আমাদের কোচবিহারের উদ্যানে দ্বাদশবর্ষ পালিত কএকটী কুটজবৃক্ষ, বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত হয়, কিন্তু অদ্যাপি শিম্বী ধারণ করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। মেদিনীপুর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে অতি ক্ষুদ্র কুটজ বৃক্ষেও শিম্বী হইতে দেখিয়াছি। বৃক্ষের ফলপুষ্পের সহিত জলবায়ুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—আর্দ্র ত্বক্, বীজ। ক্বচিৎ সপত্র শাখা। **মাত্রা**—ত্বক্ ও বীজকাথ ৫—১০ তোলা। বীজচূর্ণ—½—২ আনা। কৌটজফাণিত ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুটজের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্কের সহিত যথাবিধি পক্ব ঘৃত রক্তপিত্তহর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযবের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **যক্ষ্মরোগীর অতিসারে** ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্ক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, যক্ষ্মীর অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (৪) **অর্শের রক্তস্রাবে** কুটজ—অর্শরোগীর পিচ্ছিল রক্তস্রাব প্রতীকারার্থ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কুটজত্বকক্বত কাথ পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **পিত্তাতিসারে** ইন্দ্রযব—৮ তোলা ইন্দ্রযবের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে মাংসযুষ পথ্য করিলে, সত্বর পিত্তজ উদরাময় জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৬) **ব্রণরোপণে** কুটজ—কুটজত্বকৃক্বত কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে ব্রণরোপণ হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৭) মাংসগত **বিষদোষে** কুটজ—বিষদোষ নিবৃত্ত্যর্থ কুটজমূলত্বক্, জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। **সুশ্রুত—কফপিত্তানুবদ্ধ রক্তজার্শে** কুটজত্বক্—আর্দ্র কুটজত্বকৃক্বত কাথ পুনঃ পাকদ্বারা গুড়ের মত গাঢ় করিয়া সেবন করিলে কফপিত্তপ্রধান রক্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। **সর্ব্বপ্রকার অর্শে** কুটজ

—খদির এবং পিয়াল যেমন সর্ব্বকুষ্ঠ নাশ করিতে পারে তদ্রূপ কুটজ এবং ভল্লাতক সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনষ্ট করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসারে** কুটজফাণিত—কুটজত্বক্‌কৃত ক্বাথ পুনঃ পাকে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে, ঝটিতি বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসার (আমরক্তাতিসার) প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—শর্করারোগে** কুটজত্বক্—দধির সহিত কুটজত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে শর্করা মূত্রস্রোতঃ দ্বারা নির্গত হইয়া যায়; শর্করারোগীর মূত্রের সহিত বালুকাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া থাকে।

বক্তব্য—বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও নিঘণ্টু-বচনবলাৎ রক্তপিত্ত, ত্বগ্দোষ এবং অর্শশ্চিকিৎসোক্ত কুটজশব্দে অসিতকুটজ এবং ইন্দ্রযব শব্দে অসিতকুটজবীজ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যত্র সিতকুটজ গ্রাহ্য। **চরক**, অর্শোঘ্ন ও কৃমিঘ্নবর্গে কুটজ এবং আস্থাপনোপগবর্গে ইন্দ্রযব পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি এবং লাক্ষাদি বর্গে কুটজ এবং আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি, বচাদি ও বৃহত্যাদি বর্গে ইন্দ্রযবের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য সর্ব্বত্র আর্দ্রগ্রহণের উপদেশ আছে, কুটজ তাহাদের অন্যতম। কুটজের ত্বকই আর্দ্রগ্রাহ্য, বীজ সর্ব্বত্রই শুষ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। **বাগ্‌ভট** বলেন—"কুটজো রক্তার্শঃপ্রশমনানাম্" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents – *of H. Antidysenterica.*—A non oxygenated alkaloid. Wrightine.

Actions and uses.—The bark and seeds are antiperiodic, similar to cinchona alkaloids, but do not produce nausea, vomiting and headache. They are given in fever, chronic Diarrhœa, Dysentery, worms, internal Hæmorrhages; also in chronic chest diseases, as Asthma, in renal colic, and to allay the vomiting in cholera. They are used after delivery to give tone to the genital soft parts (vagina). It is seldom given alone, generally in combination with a number of aromatics and astringents. *Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 387).

Actions and uses *of W. Tinctoria.*—Stomachic tonic and febrifuge in combination with other vegetable bitters, given in bowel complaints and during convalescence from fever, and other acute diseases. The seeds are tonic and are given in seminal weakness. Leaves when chewed relieve toothache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part, II. p. 392).

নব্যমত—সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ, জ্বরপ্রতিষেধক, ইহার গুণ

সিঙ্কোনার তুল্য বিশেষত্ব এই, ইহা সিঙ্কোনার মত বিবমিষা, বমন কিম্বা শিরঃপীড়াদায়ক নহে। জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার, কৃমি, উর্দ্ধাধঃরক্তপ্রবৃত্তি, শ্বাস, শূলবিশেষ (renal colic) এবং বিসূচীকার বমন প্রতিষেধার্থ, সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় দৃঢ়ীকরণার্থ বীজত্বকের প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ)।

অসিতকুটজ ত্বক্, পাচক, বল্য ও জ্বরঘ্ন। অন্যান্য তিক্ত ভেষজের সহিত, ইহা তরুণজ্বরাদিরোগাবসানজ দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ এবং উদরাময়ে সেব্য। ইহার **বীজ** বল্য এবং শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্য প্রশমনার্থ সেবন করা হয়। ইহার **পত্র** চর্ব্বণ করিলে দন্তশূল নিবৃত্তি পায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া -আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ)।

কুলত্থ—কুলত্থঃ।

কুলত্থঃ, কুলত্থা, কুলত্থিকঃ।—Dolichos Biflorus.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তাম্রবীজঃ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"দৃক্প্রসাদা," "লোচনহিতা"। কুলত্থভেদাঃ—"কুলত্থস্য শুক্লকৃষ্ণচিত্রলোহিতভেদেন চতুর্বিধো ভবতি। তথা গ্রাম্যবন্যভেদেন চ দ্বিবিধোঽপি"। চরকটীকায়াং চক্রঃ॥ কুলত্থিকা কটুস্তিক্তা স্যাদর্শঃশূলনাশনী। বিবন্ধাঽঽধ্মানশমনী চক্ষুষ্যা ব্রণরোপণী। রাজনিঘণ্টুঃ। উষ্ণাঃ কষায়াঃ পাকেঽম্লাঃ কফশুক্রানিলাপহাঃ। কুলত্থাঃ গ্রাহিণঃ কাসহিক্কাশ্বাসার্শসাং হিতাঃ। চরকঃ—(সূঃ ২৭ অঃ)। উষ্ণঃ কুলত্থো রসতঃ কষায়ঃ। কটুর্বিপাকে কফমারুতঘ্নঃ। শুক্রাশ্মরীগুল্মনিসূদনশ্চ। সংগ্রাহকঃ পীনসকাসহারী॥ আনাহমেদোগুদকীলহিক্কা। শ্বাসাপহঃ শোণিতপিত্তকৃচ্চ। কফস্য হন্তা নয়নামযঘ্নঃ। বিশেষতো বন্যকুলত্থ উক্তঃ॥ সুশ্রুতঃ—(সূঃ ৪৬ অঃ)। কষায়স্বাদুরূক্ষোষ্ণাঃ কুলত্থা রক্তপিত্তলাঃ। পীনসশ্বাসকাসার্শোহিধ্মাঽঽনাহকফানিলান্। ঘ্নন্তি শুক্রাশ্মরীং শুক্রং দৃষ্টিং শোফং তথোদরম্। গ্রাহিণো লঘব স্তীক্ষ্ণা বিপাকেঽম্লা বিদাহিনঃ। বৃদ্ধবাগ্ভটঃ (অষ্টাঙ্গসংগ্রহঃ—সূঃ ৭ অঃ)। কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃত্।

लघु विदाही वीर्य्योष्णः श्वासकासकफानिलान्। हन्ति हिक्काश्मरीशुक्र-दाहानाहान् सपीनसान्। स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रमिहरः परः। भावप्रकाशः॥ कुलत्थः कफवातघ्नो ग्राह्युष्णो वृंहणः कटुः। गुल्मशुक्राश्मरीमेदः श्वासकास-प्रमेहजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु कौलत्थयूषम्—"* यूषं कौलत्थमेव वा" (चिः ८ अः)। वातशूले कुलत्थः—"कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लावकीयूषसंस्कृतः। ससैन्धवः समरिचो वातशूलविनाशनः"॥ (उः ४२ अः)। (२) क्रमिषु कुलत्थः—"कुलत्थक्वाथसंसृष्टं चोरपानञ्च पूजितम्"। (उः ५४ अः)। सुश्रुतः। नेत्रकोपे कुलत्थः—"आरण्याच्छगणरसे पुटाववद्धाः सुखिन्ना नखवितुषीकृताः कुलत्थाः। तच्चूर्णं सकृदवचर्णनान्निशीथे। नेत्रानां विधमति सद्य एव कोपम्"॥ (उः १६ अः)। वाग्भटः॥ स्वेदागमरोधार्थं कुलत्थः—स्वेदोद्गमे ज्वरे देय चूर्णो भृष्टकुलत्थजः"। (ज्वर—चिः)। (२) शीतपित्ते कुलत्थः—"* कौल-त्थेन रसेन वा। भोजनं सर्व्वदा पथ्यम्"। (शीतपित्त—चिः)। चक्रदत्तः॥ आमवाते कौलत्थयूषः—"हितञ्चयूषं कौलत्थ" (आमवात—चिः)। (२) अन्न-द्रवाख्ये शूले कुलत्थः—"कुलत्थशक्तूनथवा दध्नाऽद्याद्विस्तरेण तु"। (अन्नद्रवाख्य-शूले—चिः)। (३) कफगुल्मे कुलत्थः— "कुलत्थान् *। कफगुल्मे प्रयो-जयेत्"। (गुल्म—चिः)। (४) गण्डमालायां कुलत्थः—"भोजनञ्चानभिष्यन्दि यूषः कौलत्थ इष्यते"। (गण्डमाला—चिः)। वङ्गसेन॥

কুলত্থের ভেদ—চক্রপাণি বলেন—গ্রাম্য ও বন্যভেদে কুলথ দুই প্রকার। এবং বর্ণভেদে ৪ প্রকার; যথা—শ্বেত, কৃষ্ণ, চিত্র ও লোহিত। বঙ্গে আরণ্য কুলথ দৃষ্টিগোচর হয় না। কোচবিহারে যে কুলথ কলায়ের আবাদ হয় তাহা তাম্রবর্ণ। **কুলত্থের ভাষানাম**—বাঃ—কুলথ বা কুর্ত্তিকলায়। কোঃ—কুল্‌টেকলাই। হিঃ—কুল্‌থি। সিং—কোল্লু। তাঃ—কোল্লু। তৈঃ—ওয়ালাওয়ালি। ইং—হর্স্‌গ্রাম্। **কুলত্থের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"তাম্রবীজ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"দৃক্‌প্রসাদা," "লোচনহিতা"।

বর্ণন—কিঞ্চিৎ উচ্চ সরস ভূমিতে কুলথের আবাদ হয়। অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায় ইহাও শীতকালে পরিপক্ব হয়। কুলথ ক্ষুপের শাখা পত্র প্রচুর রোমাবৃত। ইহা ত্রিপত্র।

পুষ্প গন্ধকবর্ণ, ক্ষুদ্র। **শিম্বী** চ্যাপ্টা। একটী শিম্বীতে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৬টী কলায় থাকে। কলায়গুলির আকার প্রায় চৌকোণা। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কলায়, ক্বচিৎ মূল। প্রায় পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "কুলথ গুড়," কুলথষট্‌পলঘৃত" ও "কুলথাদ্যঘৃত"তে ভুরি প্রযুক্ত।

বৈদ্যকে কুলথের ব্যবহার।

চরক—অর্শরোগে কুলথযূষ—কুলথযূষ অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতশূলে** কুলথ—লাবকপক্ষিমাংসের যূষসংস্কৃত, দাড়িমফলরসে অম্লীকৃত, সৈন্ধব ও মরিচান্বিত কুলথযূষ পান করিলে বাতশূল নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪২ অঃ)। (২) **ক্রিমিরোগে** কুলথ—ক্রিমিরোগে কুলথক্বাথ যুক্ত দুগ্ধপান প্রশস্ত (উঃ ৫৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট-নেত্রকোপে** বন্যকুলথ কলায়, কাপড়ে আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া গোবরের রসে (টাট্‌কা গোবর জলের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া ছঁকিয়া লইলেই গোবররস প্রস্তুত হয়) সিদ্ধ করিয়া, নখ দ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ইহার বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম চূর্ণ নিশীথে একবার মাত্র চক্ষুতে দিলে নেত্রকোপ ("চোক উঠা) প্রশমিত হয়। (উঃ ১৬ অঃ)। **চক্রদত্ত**—জ্বররোগীর **স্বেদাগমরোধার্থ** কুলথ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিঘর্ম্ম নিবারণার্থ ভর্জ্জিত কুলথকলায়চূর্ণ মর্দ্দন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** কুলথ—শীতপিত্তরোগী, কুলথ যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে (শীতপিত্ত—চিঃ)। **বঙ্গসেন—আমবাতে** কৌলথযূষ—আমবাতরোগী কুলথযূষ পান করিবে (আমবাত—চিঃ)। (২) **অন্নদ্রবাখ্যশূলে** কুলথ—যাহার অন্নদ্রবাখ্য শূল আছে সে কুলথ কলায়ের ছাতু দধির সহিত সেবন করিবে। অন্যপ্রকার ভোজন বর্জ্জন করিতে হইবে। (অন্নদ্রবাখ্যশূল—চিঃ)। (৩) **কফগুল্মে** কুলথ—কফগুল্মরোগীর পক্ষে কুলথ কলায় সেবন প্রশস্ত (গুল্ম—চিঃ)। (৪) **গণ্ডমালায়** কুলথ—গণ্ডমালারোগী অনভিষ্যন্দি বস্তু (যাহা কফবর্দ্ধক নহে) এবং কৌলথযূষ পান করিবে (গণ্ডমালা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কুলথকে স্বেদোপগবর্গে পাঠ করিয়াছেন। যে বস্তু ভুক্ত হইলে ঘর্ম্মোৎপাদনে সহায়তা করে তাহাকে স্বেদোপগ বলে। গ্রন্থান্তরে ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ মর্দ্দনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া হইয়াছে। অতএব প্রতীতি জন্মিতেছে, ভুক্ত কুলথ স্বেদোপগ এবং কুলথের বহিঃপ্রয়োগ স্বেদক্ষতিরোধক।

Constituents.—Albuminoids, starch, oil, ash and phosphoric acid.

Actions and uses.—Astringent, diuretic and tonic. The decoction is used in urinery diseases and menstrual derangements. Parturient women use it to promote lochia ; also given to check profuse leucor-

rhœa and menstrual fluxes. A powder of these seeds is applied to the skin to check cold sweats. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 210).

নব্যমত—কুলথ কলায়, কষায়, মূত্রকর এবং বল্য। কুলথ কলায়ের ক্বাথ অশ্মরী-শর্করাদি রোগ এবং ঋতুনষ্ঠক্তীয় দোষ নিবৃত্ত্যর্থ পেয়। প্রসূতিগণ প্রসবের পর কুলথ কলায় ভোজন করিলে "লোকিয়া" (প্রসবের পর কিছুদিন যোনি হইতে যে জলবৎ বস্ত্র স্রুত হইয়া থাকে) উত্তমরূপ নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহা আর্ত্তবরজঃ রক্ত বা শ্বেতপ্রদরের ভূরিস্রাব বন্ধ করিবার জন্য সেবন করা হইয়া থাকে। হিমাঙ্গরোগীর ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করা হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃঃ)।

কুশকাশাদি—कुशकाशादयः ।

कुशः, मृदुदर्भः—Poa Ciliaris, *Roxb.* **दर्भः, खरदर्भः**—Poa Cynosuroides, *Roxb.* Eragrostis Cynosuroides, *Prain,* **काशः**—Saccharum Spontaneum, *Linn.* **शरपत्रः**—Saccharum Cylindricum, *Linn.* **खागडः (काशभेदः)**—Saccharum Fuscum, R.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—कुशः, ह्रस्वोमृदुः सूचीपत्रः। काशः, चामरपत्रः। दर्भः, पृथुलः खरपत्रो दीर्घः। (उल्वणः—निबन्धसंग्रहः सू: ३८ अ:)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—कुशस्य—"सूचीमुखः"। खरदर्भस्य—"दीर्घपत्रः", "पृथुल"। काशस्य—"शारदः", "सितपुष्पकः", "नादेयः"। खाड़गस्य—(काण्डेक्षुनाम्नः काशभेदस्य) "लेखनीकाण्डकः"। 'दर्भयुग्म' पवित्रं स्यात्मूत्रकृच्छ्रघ्नशीतलम्। रक्तपित्तप्रशमनं केवलं पित्तनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'यन्मूलं' हिमं वर्च्यं मधुरं पित्तनाशनम्। रक्तज्वरतृषाश्वासकामलादोषशोषहृत्। दर्भौ द्वौ च गुणे तुल्यौ तथाऽपि च सितोऽधिकः। यदि श्वेतकुशाभावस्तपर योजयेद्भिषक्। राजनिघण्टुः॥ 'काशः' स्वादू रसे तिक्तो विपाके वीर्य्यतो हिमः। तर्पणो वलकृद्बृष्यः श्रमशोषभयापहः। 'काशद्वयश्च' पित्तास्रकृच्छ्रजिन्मधुरं हिमम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'काशस्य' शिशिरो गौल्या रुचिकृत् पित्तदाहनुत्। तर्पणो वलकृद्वृष्य श्रामशोषक्षयापहः। 'सिधि' मधुरशीतः स्यात् पित्तदाहक्षयापहः।

রাজনিঘণ্টুঃ॥ 'দর্ভদ্বয়' ত্রিদোষঘ্ন' মধুরং তুবরং হিমম্। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্প্রদরাস্রজিত্। 'কাশ' স্যান্মধুর স্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্রক্ষয়পিত্তজরোগজিত্। 'গুন্দ্রা' শিশিরা তৃষ্ণা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী। মূত্রকৃচ্ছ্র-সরোদাহপিত্তশোণিতনাশনী। ভাবপ্রকাশঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—শোথশোধনার্থে কুশঃ—"* ন্যগ্রোধাদির্বলাকুশঃ। * কষায়াঃ শোধনা মতাঃ" (চিঃ ১২ অঃ)। চরকঃ॥ প্রদরে কুশমূলম্—"কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। এতত্ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাত্ পরিমুচ্যতে"। (অসৃগ্দর চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ কপোতাদিমাংসভোজনজ অজীর্ণে কাশমূলম্—"কপোতপারাবতলাবকণ্ঠ।—কপিঞ্জলানাং পিশিতানি ভুক্ত্বা। কাশস্য মূলং পরিপিষ্য পীতম্। সুখাবহং স্যাত্ বহুধা হি দৃষ্টম্॥ (মঃ খঃ ২য়ঃ ভাগ)। ভাবপ্রকাশঃ॥ অর্শসাং শোণিতস্রাবে কুশমূলম্—"কুশমূলং বলাযুক্তং পানং তণ্ডুলধাবনম্। হন্তি গুদজাস্রাবং প্রদরং বাপি সর্ব্বজম্" (অর্শ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

কুশকাশাদির ভাষা নাম—কুশ—কুশ ও দর্ভ পৃথক হইলেও, উভয়েই দর্ভদ্বয় এই সাধারণ নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে দর্ভ হ্রস্ব, যাহার পত্র কর্কশ নহে (অতএব ইহার নামান্তর "মৃদুদর্ভ") এবং যাহার পত্রাগ্রভাগ সূচ্যগ্রতুল্য সূক্ষ্ম তাহার নাম কুশ আর যাহা দীর্ঘ, যাহার পত্র অতি কর্কশ (অতএব ইহার নামান্তর "খরদর্ভঃ") এবং বৃহৎ তাহাই **দর্ভ**। রাজনিঘণ্টুকার **সিতদর্ভের** উল্লেখ করিয়াছেন। **কাশ** বঙ্গের সর্ব্বত্র কেশে বা কাশিয়া নামে খ্যাত। ইহা আর্দ্র ও নিম্নভূমি, খাল, পবল বা নদীর ধারে প্রায়শঃ জন্মিয়া থাকে, এজন্য **নিঘণ্টুকার** ইহাকে "নাদেয়" বলিয়াছেন। শরৎকালে কাশ পুষ্পিত হইলে, ইহার শুভ্র পুষ্পে ধরণী যেন শুভ্রবসনাবৃতের ন্যায় বোধ হয়। **কবিগণ** শরৎকে "কশাংশুকা" বলিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে খাগড় শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—সার্থক পর্য্যায় শব্দ আলোচনা করিলে বোধ হয় তন্মতে খাগড় একপ্রকার কাশ। পরবর্ত্তী কালে, কাশ ও খাগড়ের পৃথগুল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—প্রমেহোক্ত কুশাবলেহে **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন "বীরণশ্চকুশঃ কাশঃ কৃষ্ণেক্ষুঃ খাগড়স্তথা"। নিঘণ্টূক্ত **মিশি** কাশভেদমাত্র। **শরপত্র** দর্ভভেদ—ইহার বাঙ্গলা নাম উলুখড়। **এরকার** বাঙ্গলা নাম হোগ্‌লা।

কুশাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা মৃদুদর্ভ বা **কুশের**—"সূচীপত্র"। খরদর্ভ বা **দর্ভের** "দীর্ঘপত্র" "পৃথুল"। **কাশের** "শারদ" "সিতপুষ্পক," "নাদেয়"। **খাগড়ের**—"লেখনীকাণ্ডক"।

বর্ণন—কুশ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। নিতান্ত অনুর্ব্বর ভূমি বর্ণন করিতে হইলে লোকে বলে "কুশ ফলে না"। দৈবকার্য্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে কুশ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতি সূক্ষ্মত্ব বর্ণনে কুশাগ্রের উল্লেখ প্রসিদ্ধ। লোকে কুশাগ্রধী বলিয়া থাকে। শকুন্তলা পুত্রবৎপালিত মৃগের "কুশসূচীবিদ্ধে মুখে" ব্রণরোপণ ইঙ্গুদী তৈল সেচন করিতেন। **কাশ**—কেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা প্রধানতঃ গৃহাচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। **খাগড়** কাশবৎ তৃণ, খাগড়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কাণ্ড কাশাপেক্ষা স্থূলতর। খাগড়ার কাণ্ডে উত্তম লেখনী প্রস্তুত হয়। **শরপত্র** অর্থাৎ উলুখড়, গৃহাচ্ছাদনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিদাঘের প্রথম বারিপাতে উলুর অম্লান চামরাকৃতি শুভ্র পুষ্পগুচ্ছে প্রান্তর শোভিত হয়। ইহার কাণ্ড নিতান্ত ক্ষীণ ও পত্রময়। **হোগ্‌লা** রজ্জুদ্বারা গ্রথিত হইয়া আচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। নদীতীরবর্ত্তী নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে হোগ্‌লার উৎপত্তি। উলুবেড়িয়া মহকুমান্তর্গত স্থানে প্রচুর হোগ্‌লা অযত্নসম্ভূত ভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহার কাণ্ড নাই। শিরাল, দীর্ঘ, পত্র, ৫।৬ হাত উচ্চ ভূপতিত হয় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কুশকাশাদি মূলই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। **মাত্রা**—মূলকল্ক—২—৮ আনা। মূলক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুশকাশের ব্যবহার।

চরক—ব্রণশোধনার্থ কুশ—কুশমূলের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের ক্লিন্নভাব অপগত হইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয়। (চিঃ ৩ অঃ)। **চক্রদত্ত প্রদরে**—কুশমূল—কুশমূল, চেলোনির সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক তিন দিন পান করিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। (অসৃগ্দর—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—কপোতাদিমাংসভোজনজাত অজীর্ণে** কাশমূল—কবুতর (পায়রা) প্রভৃতির মাংস ভোজন জন্য অজীর্ণ ঘটিলে, কাশমূল জলে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তার্শোরোগে** কুশমূল—শ্বেত বা পীত বেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক এবং কুশমূল সমভাগে লইয়া, চেলোনীর সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, রক্তার্শোরোগীর অর্শোজন্য রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অর্শশ্চিঃ)। **বক্তব্য—চারক** স্তন্যশোধন ও মূত্রবিরেচন বর্গে কুশকাশ পঠিত হইয়াছে। **চরক,** বিধিধৌষধা যবাগূ বিবরণে বলিয়াছেন—"কুশামলকনির্য্যূহে শ্যামাকানাং বিরুক্ষণী" (সূঃ ২ অঃ)। শোথ, লৌহিত্য, দাহ ও বেদনান্বিত নবোদ্গত স্ফোটক, যে বস্তুর প্রলেপ দ্বারা বিলীনত্ব প্রাপ্ত হয় ("বসিয়া যায়") সেই দ্রব্যকে "নির্ব্বাপণ" বলে। নির্ব্বাপণ প্রস্তাবে চরক বলিয়াছেন "যবাসমূলং **কুশকাশয়োশ্চ**। নির্ব্বাপণঃ স্যাজ্জলদস্তরক্তা চ" (সূঃ ৩ অঃ)।

সুশ্রুত তৃণপঞ্চমূলের (কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু) গুণ এইরূপ লিখিয়াছেন—"মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ। অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ" (সুঃ ৩৮ অঃ)।

कुष्ठ—कुष्ठम्।

कुष्ठम्—Saussurea Lappa, *Clarke.* Aplotaxis Auriculata, *Jacqu.*

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"वाप्यम्"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"व्याधिः" ("विगत आधिरनेन,") "पाकलम्" ("पाकं लाति,") "अगदः"। कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतरक्तजित्। त्रिदोषविषकण्डूश्च कुष्ठरोगांश्च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतकुष्ठजित्। विसर्पविषकण्डूतिखर्जूदद्रुघ्नकान्तिकृत्। राजनिघण्टुः॥ कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रलं तिक्तकं लघु। हन्ति वातास्रविसर्पकासकुष्ठमरुत्कफान्‌ भावप्रकाशः॥ कुष्ठं वातकफश्वासकासहिक्काज्वरापहम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—वातहरत्वाद्यर्थं कुष्ठम्—"कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपानाहयोगिनाम्" (सूः २५ अः)। (२) मण्डलकुष्ठे कुष्ठम्—लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठञ्च मण्डलनुत्"। (चिः ७ अः)। (३) अर्शःसु कुष्ठम्—"अभ्यज्य कुष्ठतैलेन स्वेदयेत्"। (चिः ८ अः)। (४) अपस्मारे कुष्ठम्—"* कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुताम्"। (चिः १५ अः)। (५) वातस्थानगते विषे कुष्ठम्—"वातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपानञ्च"। (चिः २५ अः)। चरकः। अरूंषिकायां कुष्ठम्—"कपालभृष्टं कुष्ठं वा चूर्णितं तैलसंयुतम्। रूंषिकालेपनं कण्डूक्लेददाहार्त्तिनाशनम्"। (उः २४ अः)। (२) मुखकान्तिकरत्वे कुष्ठम्—"समार्द्रं मातुलुङ्गस्य कुष्ठं वा मधुनाऽन्वितम्"। (उः २२ अः)। वाग्भटः। शिरःपीड़ायां कुष्ठम्—"कुष्ठमेरण्डमूलञ्च लेपात् काञ्जिकपेषितम्। शिरोऽर्त्तिं नाशयत्याशु *"। (शिरोरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

কুষ্ঠের ভাষানাম—বাঃ—কুড়। গুঃ—উপলৎ। হিঃ—কুঠ্। সিং—কোষ্টম্। তাঃ—কোষ্টম্। তৈঃ—গোষ্ঠমু। ফাঃ—কুস্ত্-ই-তল্খ্। কুষ্ঠের অন্বর্থসংজ্ঞা—

উৎপত্তিবাধিক। সংজ্ঞা—"বাপ্য" (যাহা বাপীতে জন্মে)। ভাবপ্রকাশে পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে "কাশ্মীর" পঠিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যে যে বৈদ্যকগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি—তন্মধ্যে কুত্রাপি কুষ্ঠের "কাশ্মীর" নাম পাঠ করি নাই। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"ব্যাধি" (মানসবিকারনাশক) "পাকল" (অপক্ক স্ফোটকপাচক)। **কুষ্ঠের উৎপত্তি ও ভেদ—গুইবোর্ট** কৃত "হিষ্টোরি অফ্ ড্রাগস্" নামক পুস্তকের ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণের ৩য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায়, যে উদ্ভিদের মুল কুষ্ঠনামে খ্যাত, সেই উদ্ভিদের (Aplotoxis Auriculata) চিত্র অঙ্কিত আছে। কাশ্মীরে এই উদ্ভিদ্ প্রচুর জন্মে। বাপীতে জন্মে বলিয়া ইহার একটী "বাপ্য"। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে গাছ পরিপক্ক হইলে, মূল উত্তোলন পূর্ব্বক, খণ্ডশঃ কর্ত্তিত ও দেশান্তরে প্রেরিত হয়। **কুষ্ঠের ভেদ** সম্বন্ধে নব্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ **ফ্যাল্কোনার** কর্ত্তৃক কুষ্ঠের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণীত হইবার বহুপূর্ব্বে, কুষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে **রয়লি** লিখিয়াছেন, কুষ্ঠ দুই প্রকার—তিক্ত ও মধুর। তিক্তাস্বাদ কুষ্ঠের ফার্সি নাম "কুস্ত্-ই-তল্খ্" এবং মধুর কুষ্ঠের নাম "কুস্ত্-ই-সিরিন"। তিক্তকুষ্ঠ সম্বন্ধীয় রয়লির বক্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় তিক্তকুষ্ঠই বণিক্গণকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রেরিত হয়। রয়লি যাহাকে তিক্তকুষ্ঠ বলেন, পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা Aplotaxisএর মূল। **কুক্**, রয়লির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন—বাস্তবিক মধুরতিক্তভেদে দ্বিবিধ কুষ্ঠ নাই, কিন্তু বোধ হয় একই কুষ্ঠমূল বৃক্ষের অপরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে মধুর এবং পরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে তিক্ত হইয়া থাকে। **ডিমক্**, কুকের মত বলবৎ রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, বম্বে প্রদেশে কুষ্ঠের তিক্ত মধুর ভেদ অজ্ঞাত। "ইখ্তিয়ারৎ" নাম গ্রন্থরচয়িতা, হাজি জিন্ এল্ অতরের মতে কুস্ত্-ই-তল্খ্ কুষ্ঠ, (তিক্তকুষ্ঠ যাহাকে নব্যের Indian Costas বলেন) এবং কুস্ত্-ই-সিরিন্ (মধুরকুষ্ঠ আরবদিগের "কুস্ত্-ই-হলু"। এই "কুস্ত-ই-হলু" কেই নব্যেরা "অরিস্ রুট্" (Orris root) বলেন এবং তাঁহাদের মতে ইহার সংস্কৃত নাম পুষ্করমূল। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, রয়লি যাহাকে মধুরকুষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ডিমকাদির মতে তাহাই পুষ্করমূল। এই মত **ভাবপ্রকাশকারের** অনুমোদিত নহে। ভাবপ্রকাশে কুষ্ঠকে "কটুস্বাদু" বলা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ কুষ্ঠকে কেবল কটু (তিক্ত) বলিয়াছেন। এবং সমগ্র বৈদ্যকগ্রন্থে সর্ব্বত্রই পুষ্করমূলকে তিক্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং **রয়লি** যে মধুর ও তিক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন ; **ভাবমিশ্রের** মত তাহার অনুকুল এবং ডিমকাদি যে মধুর কুষ্ঠকে পুষ্করমূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত নহে। **কুষ্ঠের বাণিজ্য ও ব্যবহার**—কুষ্ঠের উৎপত্তি স্থান কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ ভারতবর্ষের বিভিন্ন

প্রদেশে এবং চীনরাজ্যে প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। কাশ্মীরের মহারাজা কুষ্ঠসংগ্রাহকগণের নিকট হইতে যে মূল্য দিয়া কুষ্ঠ ক্রয় করেন, তদ্দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ডাঃ **ষ্টুয়ার্ট** বলেন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই কুষ্ঠবাণিজ্যে মহারাজার প্রায় ১,৯০,০০০ টাকা আয় হইয়াছিল। যখন কুষ্ঠের ভার বৃষপৃষ্ঠে বাহিত হয় তখন বহুদূর পর্য্যন্ত কুষ্ঠের আমোদে আমোদিত হইয়া থাকে। রয়লি বলেন ১৯৬৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে চীনদেশে প্রায় দশ হাজার মণ কুষ্ঠ রপ্তানি হইয়াছিল। আমাদের দেশের দেবালয়ে যেমন ধুনাগুগ্‌গুল প্রভৃতি জ্বালান হয়। আমাদের দেশের দেবালয়ে যেমন ধুনাগুগ্‌গুল প্রভৃতি জ্বালান হইয়া থাকে, চীনদেশে সেইরূপ কুষ্ঠ জ্বালান হয়। কাহার মতে যখন অহিফেন ছিল না তখন কুষ্ঠের ধূমপান প্রচলিত ছিল। কল্কেকে সাজিয়া খাইলে কুষ্ঠ মাদকতা জন্মায়। অধুনা কুষ্ঠ, অনুলেপন, দন্তশূল, বাত, এবং কেশধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। শালব্যবসায়ীরা, কীট হইতে শাল রক্ষা করিবার জন্য শালের সহিত খণ্ড খণ্ড কুষ্ঠ রাখিয়া দেয়। **কুষ্ঠের পরীক্ষা**—কাশ্মীরবাসিগণ বলে, অন্যবিধ ৫।৬ প্রকার মূল কুষ্ঠের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চীনে প্রেরণার্থ কুষ্ঠের প্রায় ভেজাল দেওয়া হয়, সুতরাং এদেশে বিশুদ্ধ কুষ্ঠ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নহে। যে কুষ্ঠের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফিকে, যাহা শুষ্ক, নিরেট, যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে "ঝাঁজ" নাই, যাহা চর্ব্বণ করিলে উষ্ণ বোধ হয় এবং জিহ্বা "চিন্‌ চিন্‌" করে, সেই কুষ্ঠই উত্তম। প্রশস্ত কুষ্ঠের বর্ণনে **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন—"ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ। মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং—" (বাতব্যাধি—চিঃ)। যে কুষ্ঠ ভাঙ্গিলে কিঞ্চিন্মাত্রও গুঁড়া পড়ে না এবং যাহা আকৃতিতে হরিণের শৃঙ্গের মত, তাহাই উত্তম কুষ্ঠ। "মৃগশৃঙ্গোপম" বিশেষণ পাঠে অনুমান হয় পূর্ব্বে কুষ্ঠ খণ্ডাকারে কর্ত্তিত হইয়া বিক্রীত হইত না। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল। **মাত্রা**—চূর্ণ ½—৩ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—বাতহরপ্রাদ্যর্থে কুষ্ঠ—বাতহর অভ্যঙ্গ দ্রব্য এবং প্রলেপোপাদানের মধ্যে কুষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **মণ্ডলকুষ্ঠে** কুষ্ঠ—কুস্তুম্বুরু (ধনে) ও কুষ্ঠের প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **অর্শোরোগে** কুষ্ঠ—অর্শে কুষ্ঠসাধিত তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) **অপস্মারে** কুষ্ঠ—অপস্মারী কুষ্ঠের রস (স্বরসাভাবে ক্বাথ) পান করিবে চিঃ ১৫ অঃ)। (৫) **বাতস্থানগতে বিষে** কুষ্ঠ—বিষদোষ বাতস্থান (পক্বাশয়) প্রাপ্ত হইলে কুষ্ঠ ও তগরপাদুকা (অভাবে শিহলী জটা) দধির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—অরুংষিকারোগে** কুষ্ঠ—মস্তকে বহুমুখ ক্লেদবহুল যে ক্ষত জন্মে তাহার নাম

অরুংষিকা। কুষ্ঠ চূর্ণ করিয়া, "কাঠখোলায়" অল্প ভাজিয়া, তিল তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া অরুংষিকার ক্ষতে প্রলেপ দিবে (উঃ ২৪ অঃ)। (২) **মুখকান্তিকরত্বে** কুষ্ঠ—মাতুলুঙ্গলেবুর ভিতর কুষ্ঠ সপ্তাহকাল রাখিয়া, সেই কুষ্ঠ মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণচিহ্ন ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হইয়া মুখকান্তি বৰ্দ্ধিত হয় (উঃ ৩২ অঃ)। **বঙ্গসেন—শিরঃপীড়ায়** কুষ্ঠ—কুষ্ঠ ও এরণ্ড মূল (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় (শিরারোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—পুষ্করমূল, Iris Germanica নাম উদ্ভিদের মূল। ইহার ইংরাজী নাম "ওরিস্‌রুট্" (orris root)। **হুকার** বলেন কাশ্মীরে এই উদ্ভিদের আবাদ হয়। ভাবপ্রকাশকার পুষ্করমূলকে "কুষ্ঠভেদ" বলিয়াছেন। এবং পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে "কাশ্মীর" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নব্যতম বৈদ্যকগ্রন্থে পুষ্করমূলের অভাব ঘোষিত হইয়াছে এবং 'অভাবে পুষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহতে' বাক্যে প্রতিনিধিগ্রহণ উপদিষ্ট হইয়াছে। **ভাবপ্রকাশেও** এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহাতে তৎকালে পুষ্করমূলের অভাব প্রতিপন্ন হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীনতর বৈদ্যকগ্রন্থগুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি বৈদ্যসমাজে প্রচলিত তন্মধ্য কুত্রাপি পুষ্করমূলের অভাবের কথা পাঠ করি নাই, প্রত্যুত কুষ্ঠবৎ পুষ্করমূলেরও গুণপর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে। "ওরিস্‌রুট্"ই নব্যগণের মতে পুষ্করমূল। **হাকিমেরা** এই "ওরিস্‌রুট্" বহুবিধ পীড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চরক, লেখনীয়, শুক্রশোধক ও আস্থাপনোপগবর্গে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন। এবং পুষ্করমূল সম্বন্ধে অগ্র্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন "পুষ্করমূলং হিক্কাশ্বাসকাসপার্শ্বশূলহরানাম্" (সূত্র ২৫ অঃ)। সুশ্রুত এলাদিগণে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—An odorous principle, composed of two liquid resins, an alkaloid, a solid resin, salt of valeric acid, an astringent principle, and ash which contains manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369.

Actions and uses.—As an stimulant it is given in spasmodic diseases as cough, asthma, cholera and deranged digestion. As an alterative it is used in chronic skin diseases and rheumatism. Locally a paste of it made in rose water is applied to swollen hands and feet and to swelled abdomen in obesity, and as a cooling lotion to sprains, contusion, and to the head in headache. It is also smoked like opium. Externally it is used as an astringent ointment on ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369).

নব্যমত—কুড়, উষ্ণ বলিয়া, কফ, শ্বাস, বিসূচিকা এবং অজীর্ণে ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। রসায়ন বলিয়া চিরজাত চর্ম্মরোগ এবং আমবাতে সেব্য। গোলাপজলে পিষ্ট কুড়ের প্রলেপ, স্ফীত হস্তপদে, উদরগত শোথে এবং শিরঃপীড়ায় ব্যবহার করিবে। ঘৃষ্টপিষ্ট প্রত্যঙ্গে, পিষ্টকুড়মিশ্রিত জল ("লোশন") সেচন করিলে, তদঙ্গ শীতল হয়। অহিফেনের মত ইহারও ধূমপান প্রচলিত আছে। কুড়ের মহলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্. ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ)।

কুষ্মাণ্ড—কুষ্মাণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডঃ কুষ্মাণ্ডী—Benincasa Cerifera, *Swi.* Cucurbita Pipo, *Willd.* White Pumpkin.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্থিরফলা"। कुष्माण्डस्य धन्वन्तरीयनिघण्टु-राजनिघण्टूक्तगुणाः १११ पृष्ठायां लिखिताः।

कुष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्लं तथा लघु। सृष्टमूत्रपुरीषञ्च सर्व्वदोष-निवर्हणम्॥ चरकः—(सूः २७ अः)। पित्तघ्नं तेषु कुष्माण्डं "वालं" "मध्यं" कफापहम्। "पक्वं" लघूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिशोधनम्। सर्व्वदोषहरं हृद्यं पथ्यञ्चेतोविकारिणाम्॥ सुश्रुतः—(सूः ४६ अः)। कुष्माण्डं वृंहणं वृष्यं गुरु पित्तास्रवातनुत्। 'वालं' पित्तहरं शीतं 'मध्यमं' कफकारकम्। 'वृद्धं' नातिहिमं स्वादु सक्षारं दीपनं लघु। वस्तिशुद्धिकरञ्चेतोरोगहृत् सर्व्वदोषजित्। भाव-प्रकाशः॥ कुष्माण्डकं पित्तहरं वालं मध्यं कफापहम्। पक्वं लघूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिशोधनम्। सर्व्वदोषहरं हृद्यं पथ्यञ्चेतोविकारिणाम्। राजवल्लभः॥ कुष्माण्डवीजतैलगुणाः—त्रपुस्यैर्वारुकुष्माण्डश्लेष्मातकप्रियालजम्। वातपित्तहरं केश्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलम्। राजनिघण्टुः॥ कुष्माण्डनाड़िका गुर्व्वी शर्कराश्मरी-नाशनी। राजवल्लभः॥ कुष्माण्डवटकगुणाः—कुष्माण्डं कर्त्तयित्वाऽस्यजलं निष्काश्य यत्नतः। कुस्तुम्बुरुनिशामाषचूर्णं सतिलसैन्धवम्। निक्षिप्य वटकाः कार्य्या आतपे शोषयेत्ततः। रुचिदा वातहन्तारस्तिलतैले सुपाचिता। वैद्यक-निघण्टुः॥ कुष्माण्डस्य सुरा गुर्व्वी धातुवर्द्धनकारिणी। अग्निमान्द्यकरी वृष्या प्रोक्ता दृष्टिप्रदा वुधैः। वैद्यकनिघण्टुः॥ पक्वं पित्तहरं शीतं दीपनं वस्ति-शोधनम्। शोफं वातकफौ हन्ति रक्तपित्तनिवर्हणम्। हारीतः॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—মদনকোদ্রবজমদে কুষ্মাণ্ডরসঃ—"কুষ্মাণ্ড রসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাশু মদনকোদ্রবজম্"। (মদাত্যয়—চিঃ)। (২) উন্মাদে কুষ্মাণ্ডরসঃ—"কুষ্মাণ্ডো * স্বরসাঃ। উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কুষ্ঠ মধুমিশ্রাঃ"। (উন্মাদ—চিঃ)। (৩) অশ্মর্য্যাং কুষ্মাণ্ডরসঃ—"যবক্ষারগুড়োপেতং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্। রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরীনাশনম্"। (অশ্মরী—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ শ্বাসে কুষ্মাণ্ডমূলম্—"কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পীতং কোষ্ণেন বারিণা। শীঘ্রং শময়তি শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদারুণম্"। (শ্বাস—চিঃ)। (২) মূত্রনিগ্রহে কুষ্মাণ্ডবীজম্—"কুষ্মাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুষস্য চ। বস্তৌ সন্ধারয়েৎ তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ"। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) শূলে কুষ্মাণ্ডক্ষারঃ—"কুষ্মাণ্ডং তনুকৃত্বা তু ক্ষিপ্ত্বা ঘর্ম্মে বিশোষয়েৎ। স্থাল্যাং নিঃক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং পিধানেন পিধায় চ। চুল্ল্যাং নিবেশ্য বহ্নিঞ্চ জ্বালয়েৎ কুশলো জনঃ। যথা যত্র ভবেৎ ভস্ম কিন্ত্বঙ্গারো দৃঢ়ো ভবেৎ। তদা নির্ব্বাপয়েচ্ছীতং সর্ব্বথা চূর্ণিতন্তু তৎ। মাষদ্বয়মিতং তাবৎ শুণ্ঠচূর্ণেন মিশ্রিতম্। জলেন ভক্ষয়েন্নিত্যং মহাশূলাকুলো নরঃ। অসাধ্যমপিযচ্ছূলং তদপ্যেতেন শাম্যতি"। (শূল—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ॥

কুষ্মাণ্ডের ভাষানাম—বাঃ—চালকুমড়া, দেশী কুমড়া! কোঃ—পাণিকুমড়া, পূর্। উঃ—কথারু, পাণিকথারু। হিঃ—কোহড়া, কুম্হড়া, পেঠা। সিং—কোমডু পুসুল্। মঃ—কোহোঠ্ঠা। গুঃ—ভূরুং কোলুং। কঃ—দারকোহোঠ্ঠা। তৈঃ—পুল্লাহ বর্ডোকা, গুম্মডি। ফাঃ—ভূরাকুহ্। অঃ—মহদ্দেবা। ইং—পম্কিন্। **পরিচয়-জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"স্থিরফলা" (যাহার ফল দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—নাড়ী, ফলশস্য, বীজ, মূল। **মাত্রা**—শুষ্ক ফলশস্যচূর্ণ ৪—৮ আনা। ফলশস্যক্ষার—২—৪ আনা। বীজশস্যকল্ক ২—৫ তোলা। মূলচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মদনকোদ্রবভক্ষণজন্য মত্ততায় কুষ্মাণ্ডরস—কোদ্রবান্ন ও মদনফল (পক্ক মদনফল বালকে খায়, অল্প মাত্রায় ইহা অনিষ্টকারী নহে, মদনবীজ বামক।) অতি মাত্রায় ভোজন করিলে যে মত্ততা জন্মে তৎপ্রতীকারার্থ কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত সেব্য (মদাত্যয়—চিঃ)। (২) **উন্মাদে** কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ কুমড়ার রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা উন্মাদ রোগের পক্ষে সিদ্ধ ঔষধ (উন্মাদ—চিঃ)।

(৩) **অশ্মরীরোগে** কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ গুড় ও যবক্ষার যোগে কুষ্মাণ্ডরস পান করিবে। ইহা সেবনে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। ইহা শর্করা এবং অশ্মরীরোগেও হিতকর (অশ্মরী—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ শ্বাসে** কুষ্মাণ্ডশিফা—ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ পান করিলে শ্বাস নিবৃত্তি পায় (শ্বাস—চিঃ)। (২) **মূত্ররোধে** কুষ্মাণ্ডবীজ—বস্তিদেশে কুষ্মাণ্ডবীজের প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) **শূলে** কুষ্মাণ্ড-ক্ষার—সুপক্ব কুষ্মাণ্ডের শস্য অতি পাৎলা ওছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া, সরা ঢাকাদিয়া, সন্ধিস্থান গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা ও বস্ত্র-দ্বারা উত্তমরূপ রোধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর জ্বালে চড়াইয়া, যাবৎ দৃঢ় অঙ্গারে পরিণত না হয় তাবৎ জ্বাল দিতে হইবে। যাহাতে একবারে ভস্ম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। চুল্লী হইতে এইরূপ অবস্থায় পাত্র নামাইয়া, স্বাঙ্গশীত হইলে (স্বয়ং শীতল হইলে) ঢাকা সরা খুলিয়া, তন্মধ্যস্থ দৃঢ় অঙ্গার গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় লইয়া, কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মহা-শূলাকুল মনুষ্য পান করিবে। (শূল—চিঃ)। **বঙ্গসেন**ও পরিণামশূলে এই কুষ্মাণ্ডক্ষার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

বক্তব্য—বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ড শব্দে, শাদা দেশী কুমড়া বুঝিতে হইবে। **পীতকুষ্মাণ্ড** যাহাকে লোকে বিলাতী কুমড়া (কোচবিহারে "ঘিত্নকুমড়া") বলে তাহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় না। **ক্ষতক্ষয় ও রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড**—চরক ও সুশ্রুতোক্ত রক্তপিত্ত ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার দেখা যায় না। প্রচলিত বৈদ্যক-গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে রক্তপিত্তক্ষতক্ষয় চিকিৎসা ও রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হয় নাই। যে মুদ্রিত হারীতসংহিতার অধুনা অধ্যয়নাধ্যাপনা হয় তাহা কেবল অগ্নিবেশের সতীর্থ হারীত রচিত নহে। ইহাতে অতি অর্ব্বাচীন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে (মৎপ্রণীত 'বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ' দেখ)। **বাগ্‌ভট** প্রথমে (অষ্টাঙ্গসংগ্রহে) ক্ষতক্ষয়কাসাধিকারে, পরে (অষ্টাঙ্গহৃদয়ে) কাসাধিকারে "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন" ব্যবহার করিয়াছেন। বাগ্‌ভট যদিও বলিয়াছেন "অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হৃদ্যং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্" কিন্তু আমরা **চরকে** কিম্বা অশ্বিনীদ্বয়ের প্রশিষ্যশিষ্য **সুশ্রুতের** গ্রন্থেও এই "কুষ্মাণ্ডকরসায়নের" উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। বাগ্‌ভটোক্ত এই "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন"ই বৃন্দ ও চক্রকর্ত্তৃক ভাবান্তরিত এবং অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া, "খণ্ডকুষ্মাণ্ডক" নামে রক্তপিত্তে লিখিত হইয়াছে। টীকাকৃৎ **শ্রীকণ্ঠ** ও **শিবদাস** খণ্ডকুষ্মাণ্ডকের পাঠ-

ব্যাথায় কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থের মতোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রথমাবিষ্কর্ত্তা **বাগ্‌ভটের** নামোল্লেখ করেন নাই। **ভাবমিশ্রের** বহুপূর্ব্বে **চক্রপাণি** শূলে কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (চক্রোক্ত "খণ্ডামলকী" দেখ)। **আকরোক্ত** শূলচিকিৎসায় কুষ্মাণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **বঙ্গসেন** গ্রহণীতে (কুষ্মাণ্ডকল্যাণগুড়" দেখ) কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন।

Constituents.—Fixed oil 44 p. c.; starch 32 p. c., an alkaloid cucurbitine, an acrid resin, proteids, myosin, vittlin, sugar, ash, 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304).

Actions and uses.—Fruit is nutritive, tonic and diuretic. The seeds deprived of the outer covering are vermifuge, and are given in tapeworms and lumbrici; as a diuretic it is given in gonorrhœa and urinary diseases. The oil has been used for the same purposes. The fresh juice with sugar and saffron is given in insanity, epilepsy, nervous diseases and in diabetes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304). "According to **Dr. Savinge** of Rajamundry it has been used with success in diabetes, 4 ozs. of the juice with 100 grs. each of saffron, and the bran of red rice, are given morning and evening and a strict diet enjoined" (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 70). This is so universally believed to be useful in pulmonary consumption that some trials should be made in order to discover whethcr it has any effect on the bacillus of pthisis discovered by Dr Koch. I have seen it, produce a decieded effect in arresting pulmonary tuberculosis. (Surgeon **K. D. Ghose**).

নব্যমত—কুষ্মাণ্ড, পুষ্টিপ্রদ, বল্য এবং মূত্রল। **বীজশস্য**, কোষ্ঠ হইতে ক্রিমি পাতিত করিতে পারে বলিয়া, পৃথুক্রিমি রোগে (Tape-worms) সেব্য। অপিচ ইহা মূত্রল বলিয়া "গণোরিয়া" এবং অশ্মরীশর্করাদি রোগীর পক্ষে হিতকর। কুষ্মাণ্ডবীজজাত তৈলও এতদর্থে ব্যবহৃত হয়। উন্মাদ, অপস্মার এবং অন্যান্য বায়ুরোগে ও সোমরোগে পিষ্টকুঙ্কুম এবং চিনির সহিত কুষ্মাণ্ডরস সেবন করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া —আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩০০ পৃঃ)। সার্জ্জেন **কে, ডি, ঘোষ** বলেন— কুষ্মাণ্ড শস্য যে উরঃক্ষত বিশেষ (Pulmonary tuberculosis) প্রশমিত করিতে পারে ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কুষ্মাণ্ড শস্য গ্রহণী ও অর্শে পিত্তপ্রশমক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফিরঙ্গ পীড়কায় (Syphilitic eruption) যে সকল দ্রব্যের "ভাপ্‌রা" দেওয়া হয় তন্মধ্যে কুষ্মাণ্ড শস্য প্রধানতম। পক্ক কুষ্মাণ্ডরস বিরেচক। পারদ সেবন জন্য বিবিধ দোষ দূরীকরণার্থ

কুষ্মাণ্ডরস পেয়। ক্ষয়রোগে কুষ্মাণ্ড উত্তম বলপ্রদ খাদ্য। (ওয়াট্)। "রাজমুণ্ডরীর ডাঃ সেভিঙ্গ্ বলেন, আধ পোয়া কুষ্মাণ্ড রসে, ॥/০ আনা "কুঁড়ো" (bran of red rice) পেষণ পূর্ব্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইয়া, সোমরোগে ("ডায়েবিটিশ্") বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ঔষধসেবনকালে পথ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।" (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডিমক্, ২ খণ্ড, ১০ পৃঃ)।

কুসুম্ভ—কুसुम्भः।

कुसुम्भः—Carthamus Tinctorius, *Linn.* C. Oxycantha, (*wild form of the plant*) *Bieb.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"ग्राम्यकुङ्कुमः," "कुक्कुटशिखम्," "वह्निशिखम्"। व्यवहारबोधिका संज्ञा—"वस्त्ररञ्जनम्"। कुसुम्भं वातलं रूक्षं रक्तपित्तकफापहम्। 'कुसुम्भतैल' मुष्णञ्च विपाके कटुकं गुरु। विदाहि च विशेषेण तच्च रोगप्रकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कौसुम्भः कटुकः पाके श्लेष्महृद्दीपनश्च सः। 'कौसुम्भशाकं' मधुरं कटूष्णम्। विण्मूत्रदोषापहरं मदघ्नम्। दृष्टिप्रसादं कुरुते विशेषाद्। रुचिप्रदं दीप्तिकरञ्च वह्नेः॥ 'कुसुम्भतैलं' क्रिमिहारि तेजो।—वलावहं यक्ष्ममलापहञ्च। त्रिदोषकृत् पुष्टिवलक्षयञ्च। करोति दृष्टेः॥ राजनिघण्टुः। कुसुम्भो वातलो रूक्षो विदाही कटुकः स्मृतः। मूत्रकृच्छ्रं कफं रक्तपित्तञ्चैव विनाशयेत्। 'कुसुम्भपुष्प" सुस्वादु त्रिदोषघ्नञ्च भेदकम्। रूक्षमुष्णं पित्तलञ्च केशरञ्जनकारकम्। कफनाशकरञ्चैव लघु प्रोक्तं मनीषिभिः। 'कुसुम्भपत्रं' मधुरं नेत्रमुष्णं कटु स्मृतम्। अग्निदीप्तिकरञ्चातिरुच्यं रुचंगुरु स्मृतम्। सरं पित्तकरञ्चाम्लं गुदरोगकरं मतम्। कफविण्मूत्रमेदसां नाशकं परमं मतम्। वैद्यकनिघण्टुः। कुसुम्भं वातलं कृच्छ्ररक्तपित्तकफापहम्। भावप्रकाशः॥ 'कुसुम्भतैलं' कटुकं गुरूष्णञ्च त्रिदोषदम्। राजवल्लभः॥ 'कुसुम्भवीजं' मधुरं स्निग्धं शीतं कषायकम्। अवृष्यं गुरु च प्रोक्तं कफवातास्रपित्तनुत्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—अश्मरीमूत्रकृच्छ्रयोः कुसुम्भवीजम्—"एर्वारुवीजं त्रपुषात्

कुसुम्भात् *। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु। सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः" ॥ (चि: २६ अ:)। चरकः। प्रमेहे कुसुम्भस्नेहः—"कुसुम्भसर्षपातसी * स्नेहाः प्रमेहेषु" (चि: २१ अ:)। सुश्रुतः। निर्लोमकरणार्थं कुसुम्भतैलम्—"कुसुम्भ-तैलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पादितेऽन्तकृत्"। (स्त्रीरोग—चि:)। चक्रदत्तः।

কুসুম্ভের ভাষানাম—বাঃ—কুসুমফুল। কোঃ—কুসুম্‌শাগ্। हिः—कर्कुसुम्। सिं—वनुप्। গুঃ—কসুম্ব। তাঃ—সেন্দূরকুম্। তৈঃ—অগ্নিশিখা। ফাঃ—খসক্‌রানা, কাজিরঃ। অঃ—অথ্‌রীজ্ হবুল্ অস্ফর্। ইঃ—স্যাফ্লোয়ার্। **কুসুম্ভের ভেদ**—কাহার মতে কুসুম্ভ তিন প্রকার—মহাকুসুম্ভ, হ্রস্বকুসুম্ভ, বন্যকুসুম্ভ। **কুসুম্ভের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"গ্রাম্যকুঙ্কুম," "বহ্নিশিখ"। **ব্যবহার-বোধিকা সংজ্ঞা**—"বস্ত্ররঞ্জন"।

বর্ণন—কুসুম্ভের **ক্ষুপ** ফলপাকান্ত। রবিশস্যের ন্যায় ইহারও বীজ শরতে বপন করিতে হয়। শীতে পুষ্পিত হইয়া থাকে। ইহার **পাতা** সরু, লম্বা ও কণ্টক-ব্যাপ্ত। **পুষ্প** প্রায় কুঙ্কুমবর্ণাভ, এজন্য ইহার নাম "গ্রাম্যকুঙ্কুম" ও "বহ্নিশিখ"। পুষ্প কেবল শাখাগ্রে থাকে, এবং পত্রাকৃতি বহুসংখ্যক **কুণ্ড** পুষ্পবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। **বীজ**, শুভ্র, মসৃণ, চিক্কণ, দেখিতে যেন ক্ষুদ্র শঙ্খের মত—একদিক্ স্থূল, অপদিক্ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মদিকে অঙ্গুরীয়কাকৃতি চিহ্ন, স্থূলদিকে ধূসরবর্ণ লাঞ্ছন বিদ্যমান্। বীজে একপ্রার গন্ধ আছে, স্বাদে তিক্ত। কোচবিহারের লোকে কুসুমশাক ভোজন করে। এবং গৃহস্থেরা অন্যান্য শাক সব্জীর ন্যায় কুসুম্ভেরও আবাদ করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাক, বীজ, পুষ্প। **মাত্রা**—শাক স্বরস ১-২ তোলা। পুষ্পক্বাথ—৫—১০ তোলা। বীলকল্ক –২-৪ আনা।

বৈদ্যকে কুসুম্ভের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে কুসুম্ভবীজ—কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত কুসুম্ভবীজ কল্ক পান, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রশস্ত। (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—নির্লোমকরণার্থ** কুসুম্ভ তৈল –উৎপাটিতকেশ কেশভূমিতে কুসুম্ভ তৈল মর্দ্দন করিলে, কেশের পুনরুদ্ভব হয় না। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক** স্থাবরস্নেহযোনিবর্গে (সূঃ ১৩ অঃ) কুসুম্ভ পাঠ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বস্ত্ররঞ্জনার্থ কুসুম্ভ পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুসুম্ভের একটী নাম "বস্ত্ররঞ্জন"। কাব্যগ্রন্থে বসন্তোৎসব বর্ণনে কুসুম্ভরাগরঞ্জিতাম্বরা কামিনীগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারক ও সৌশ্রুত শাকবর্গে কুসুম্ভ শাকের

উল্লেখ আছে—"রুক্ষাম্লমুষ্ণং কৌসুম্ভং কফঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্" (চরক—সূঃ ২৭ অঃ)। "কৌসুম্ভং মধুরং রুক্ষমুষ্ণং শ্লেষ্মহরং লঘু" (সুশ্রুত—সূঃ ৪৬ অঃ)। পূর্ব্বে রেশমরঞ্জনার্থ বার্ষিক ৬।৭ লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প এদেশ হইতে রপ্তানি হইত, এখনও প্রায় লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প বিদেশে রপ্তানি হয়।

Constituents.—The flowers contain a red colouring principle carthamin. a yellow colouring matter. cellulose, extractive matters, albumen, silica. manganese, iron, &c. The seeds contain a fixed oil. (*Materia Medica of India*—R. N. Rhory, Part II., 356).

Actions and uses.—The seeds are purgative. Medicated oil (the plant boiled in sesamum oil) is locally applied to rheumatic and painful joints, paralytic limbs and intractable ulcers. The hot infusion of dried flowers is given as a diaphoretic in jaundice, nasal catarrh and muscular rheumatism. A cold infusion is used as a laxative and tonic in measles and scarlatina to favour efflorescence of eruptions. The leaves have the property to curdle milk like rennet, hence it can be used in making cheese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p 356). Barham tells us that a dram of the dried flowers taken cures the jaundice. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 309).

নব্যমত—কুসুমবীজ বিরেচক। কুট্টিত কুসুম্ভক্ষুপ তিলতৈলে পাক করিবে। এই তৈল, বাতে, স্ফীতসন্ধির বেদনায়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে এবং জঘন্য ক্ষত পূরণার্থ অভ্যঙ্গ করিবে। শুষ্ক কুসুম্ভ ফাণ্ট (Infusion) ঈষদুষ্ণাবস্থায় সেবন করিলে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মকারক বলিয়া, ইহা কামলা, প্রতিশ্যায় (Nasal catarrh) এবং আমবাতে সেব্য। শুষ্ক পুষ্পের শীতকষায়, মৃদুরেচক ও বল্য। ইহা, হাম এবং এবং কোঠোৎপাদিসন্নিপাত জ্বর বিশেষে (scarlatina) সেবন করিলে, হাম ও কোঠ্ (Rash) উত্তমরূপ প্রকাশ পাইবার সহায়তা করে। **কুসুমপাতার** দুগ্ধ জমাট্ বাঁধাইরার শক্তি আছে। (ক্ষোরি ২য় ৩৫৬ পৃঃ)। **বাহাম** বলেন প্রায় ।৵০ আনা পরিমাণ শুষ্ক কুসুমফুল সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয় (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ)।

কেতকীদ্বয়—कैतकीद्वयम् ।

कैतकीद्वयम्—Pandanus Odoratissimus. कैतकी (क:), सितकैतकी (क:)—The male plant. स्वर्णकैतकी, हैमकैतकी—The femal plant.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—सितकैतक्या:—"विफला", "धूलिपुष्पिका", "स्थिर-गन्धा", "गन्धपुष्पा" (रा: नि:)॥ स्वर्णकैतक्या:—"कनकप्रसवा", "लघुपुष्पा", सुगन्धिनी" (ध: नि:)। अन्वर्थसंज्ञा (स्त्रीपुंसो:)—"क्रकचच्छदा", दीर्घ-पत्रा", "दलपुष्पा", "छिन्नरुहा", "शिवद्विष्टा", "नृपप्रिया"। कैतकी कटुका पाके लघुतिक्ता कफापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:। कैतकीकुसुमं वर्ण्यं केश-दौर्गन्ध्यनाशनम्। हेमाभं मदनोन्मादवर्द्धनं सौख्यकारि च। तस्य स्तनो(?)ऽति शिशिर: कटु: पित्तकफापह:। रसायनकरो वल्यो देहदार्ढ्यकर: पर:। राज-निघण्टु:॥ कैतक: कटुक: स्वादुर्लघुस्तिक्त: कफापह:। उष्णा तिक्तरसा ज्ञेया चक्षुष्या हेमकैतकी। भावप्रकाश:॥ कैतकी वातला वृष्या तन्द्रानिद्राकरी-मता। आत्रेयसंहिता॥ फलकेसरयोश्चैवगुणा: पूर्व्वोक्तावन्मता:। निघण्टु-रत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—वातगुल्मे कैतकीक्षार:—"* क्षार: कैतकीजोऽपिवा। तैलेन पीत: शमयेद् गुल्मं पवनसम्भवम्"। (गुल्म—चि:)। चक्रदत्त:॥

কেতকদ্বয়ের স্ত্রীপুংভেদে ভাষানাম—স্ত্রীপুংভেদে কেতকী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কেতকী বা সিতকেতকী পুরুষ, (ভাবপ্রকাশকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য "কেতকঃ" লিখিয়াছেন) এবং স্বর্ণকেতকী স্ত্রী। পুং কেতককে তৈলঙ্গী ভাষায় "মুগ্লীক" বা "মোগলী" এবং স্ত্রীকেতকীকে "গজ্ডু'গু' বা "গোজ্জাজ্ঞি' বলে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় উভয় কেতকই একনামে পরিচিত। **কেতকীর ভাষানাম**—বাঃ—কেয়াফুলের গাছ। কোঃ—ক্যাওড়ার গচ্। हि:—केवड़ा, कैतकी। सिं—वेटके। মঃ—শ্বেতকেবড়া। গুঃ—কেবডো। কঃ—কেদগে। ফাঃ—করব্। অঃ—কাদী। **পরি-চয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা** (পুং বৃক্ষের)—'বিফলা," "ধুলিপুষ্পিকা," "স্থিরগন্ধা," "গন্ধপুষ্পা" (রাঃ নিঃ)। **স্বর্ণকেতকীর** (স্ত্রী বৃক্ষের)—"কনকপ্রসবা," "লঘুপুষ্পা," "সুগন্ধিনী" (ধঃ নিঃ)। **অন্বর্থ সংজ্ঞা**—(উভয়ের) "ক্রকচচ্ছদা," "দীর্ঘপত্রা," "দলপুষ্পা," "ছিন্নরুহা," শিবদ্বিষ্টা (ইহার পুষ্পে শিবপূজা হয় না), "নৃপপ্রিয়া"।

বর্ণন—কেতকী আরণ্যবৃক্ষ। ইহার ডালে গাছ হয়। এজন্য ইহাকে "ছিন্নরুহা" বলে। যদি না কাটা যায় কেতকী **কাণ্ড** ৭।৮ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাণ্ড প্রায়ই বক্র হইতে দেখা যায়, বৃক্ষ অতি বৃদ্ধ হইলেও কাণ্ডকাষ্ঠ সারবান্ হয় না—কাণ্ডের মধ্যভাগ ঠিক বাঁধাকপির কাণ্ডের মত কোমল। বটের মত কেতকী কাণ্ড হইতে শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহার **পত্র** অবৃন্তক, কাণ্ডলগ্ন, ২।৩ হাত দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র, মসৃণ, চিক্কণ ও পত্রপ্রান্তে করাতের মত কাঁটা আছে। এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। উভয় পুষ্পই শুভ্র পত্রপুট মধ্যে স্থিত, অতএব "দলপুষ্পা" নাম। পুষ্প, বিশেষতঃ পুং পুষ্প অতি সুরভি। পুংপুষ্প পরাগবহুল বলিয়া পুংকেতকীর "ধূলিপুষ্পিকা" নাম সার্থক। **ফল**, নারিকেল তুল্য বৃহৎ। কবি বলিয়াছেন—"পত্রাণি কণ্টকশতৈঃ পরি-বেষ্টিতানি। বার্ত্তাপি নাস্তি মধুনো রজসাহন্ধকারঃ। আমোদমাত্ররসিকেন মধুব্রতেন। নালোকিতানি তব কেতকি! দূষণানি"। কেতকীর পুংপুষ্প পরাগবহুল। **পরাগ কি?** পরাগ কি বলিবার পূর্ব্বে, পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয়ের নাম পুংকেসর। পুংকেসরের সংখ্যা, অবস্থিতি এবং দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। এক একটী পুষ্পে, এক, দুই বা বহু পুংকেসর থাকিতে পারে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তা **লিনীয়স্**, পুংকেসরের সংখ্যানুসারে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তোমার আমার সংসারে যেমন কোথাও স্ত্রী বড়, কোথাও পুরুষ বড়, কোথাও বা উভয়ের তুল্যভাব, পুষ্পরাজ্যেও, আমরা তেমনি দেখিতে পাই। কোন পুষ্পে (চম্পক, পদ্ম প্রভৃতি) গর্ভকেসর উচ্চ পুংকেসর ছোট, আবার কোথাও বা (করবি প্রভৃতি) পুংকেসর বড়, গর্ভ-কেসর ছোট। আর অর্কজাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পে উভয়ে তুল্যভাবে মিলিত। পুংকেসরের সন্নিবেশও বিচিত্র—কোথাও ইহা "পুষ্পধি"তে (পুষ্পধির ব্যাখ্যা, উড়ুম্বরে দেখ) কোথাও বা দলে সন্নিবিষ্ট। যে সকল পুষ্প "মিলিতদল" ("অগস্তি" দেখ) তাহাদের পুংকেসর দলে নিবেশিত থাকে। পুষ্পের পুংকেসর সর্ব্বত্র সমদীর্ঘ হয় না। দ্রোণপুষ্পের (ঘল্‌ঘসি, দণ্ডকলস) ৪টী পুংকেসরের মধ্যে ২টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব এবং সার্ষপ পুষ্পের ৬টীর মধ্যে ৪টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব দৃষ্ট হয়। মিলিতদল পুষ্পের মধ্যে কোন কোন পুষ্পে (কদলী পুষ্প প্রভৃতি) পুংকেসর স্রক্‌নল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ক্বচিৎ (রজনীগন্ধ, শেফালিকা প্রভৃতি) স্রক্-নলাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। পুংকেসরগুলি কোন কোন পুষ্পে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, ক্বচিৎ বা পরস্পর মিলিত থাকে। এই মিলন দুই প্রকার, কেসরের মিলন এবং পরাগকোষের মিলন। কেসর, পরাগকোষ কি? **পুংকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ**—কেসর, পরাগকোষ ও যোজক। পুংকেসরের পরাগকোষধারী সূত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম **কেসর**।

কেসরকে পরাগকোষের বৃন্ত বলা যাইতে পারে। যেমন পত্র অবৃন্ত ও সবৃন্ত দৃষ্ট হয় পরাগকোষও তদ্রূপ অকেসর এবং সকেসর হইয়া থাকে। সকেসর পরাগকোষই প্রায় দেখা যায়। সকল কেসর যে পরাগকোষ ধারণ করিবেই এরূপ নিয়তত্ব নাই—পরাগকোষহীন অর্থাৎ বন্ধ্য কেসরও দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিভিন্ন পুষ্পে কেসরের আকৃতিবৈচিত্র্য দর্শন করিবেন। কেসরের অগ্রস্থিত পরাগোৎপাদক প্রত্যঙ্গের নাম **পরাগকোষ**। কেসরের সহিত পরাগকোষের সংযোগ নানাপ্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। কুতূহলী পাঠক বিভিন্ন পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সংযোগবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিবেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একসম্প্রদায়ের মতে, পরাগকোষ, পরাগ উৎপাদনক্ষম, বিচিত্রাকৃতিপ্রাপ্ত পত্র মাত্র। পরাগকোষস্থ ধূলিরৎ বস্তুর নাম পরাগ, উদ্ভিদের এই পরাগ আর মানুষের শুক্র একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সঞ্চিত হয়। সুতরাং পরাগ, গর্ভকেসরের (গর্ভকেসরের বিবরণ "কুঙ্কুম" দেখ) সহিত সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। সংশ্লেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য পরিপূর্ণপরাগ পরাগকোষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিভিন্ন পুষ্পের পরাগকোষের বিদারণ বিচিত্র প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বপিপাসু পাঠক, অনুবীক্ষণযন্ত্রিত চক্ষুতে এই ব্যাপার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, কেতকীর এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। তাহা হইলে গর্ভকেসরে পরাগের নিষেকক্রিয়া অর্থাৎ কেতকীর গর্ভাধান কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বুদ্ধিমানের তত্ত্বান্বেষণাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য উদ্ভিদের গর্ভাধানতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ("উদুম্বর" দেখ) চারি প্রকার পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক অর্থাৎ হরগৌরী মূর্ত্তির পুষ্পই সচরাচর অধিক দেখা যায়। একই পুষ্পে পুংকেসর, গর্ভকেসর থাকিলে, বিদীর্ণপরাগকোষচ্যুত পরাগ, সহজেই গর্ভকেসরের সহিত মিলিত হইতে পারে। প্রাচীনগণ বলেন, স্ত্রীপুংপুষ্পের মিলন স্বাধীন ও অব্যাহত রাখিবার জন্যই উদ্ভিদ্ রাজ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অপিচ প্রায়ই দেখিতে পাই, যে সকল পুষ্প ঊর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তাহাদের পুংকেসর দীর্ঘ, গর্ভকেসর হ্রস্ব, আর যে সকল পুষ্প অধোমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহাদের পুংকেসর হ্রস্ব এবং গর্ভকেসর দীর্ঘ। এই সন্নিবেশ প্রণালীতে স্ত্রী নিম্নে এবং পুরুষ উপরি অবস্থিত হওয়ায়, ক্ষরিত পরাগ অতি সহজে গর্ভকেসরে পতিত হইয়া, ফলোৎপাদন করে। কিন্তু নব্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এক পুষ্পের পরাগ দ্বারা তাহারই গর্ভকেসরে ফলোৎপাদন করা উদ্ভিদের স্বাভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। অপিচ নরসমাজে যেমন স্বসম্পর্কিতের সহিত বিবাহ বীর্য্যবৎতনয়লাভের প্রতিকূল, উদ্ভিদ্‌জগতেও তদ্রূপ এক পুষ্পস্থ পুংপরাগনিষেকে তৎপুষ্পস্থিত

গর্ভকেসরের গর্ভাধান হইলে, যে ফলোৎপত্তি হয় তাহার বীজ, ভবিষ্যৎ বীর্য্যবান্ উদ্ভিদ্‌বংশ-বিস্তারের অনুকূল নহে। ইহা ত হইল উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের কথা, কিন্তু কেতকীর মত যাহাদের এক গাছে পুংপুষ্প অপর বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প বিদ্যমান্, সেই সকল উদ্ভিদে ফলোৎপত্তিসাধিকা নিষেকক্রিয়া কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়? এস্থলে পুংপুষ্পের পরাগধূলি স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেসরে নীত হইয়া, তাহায় গর্ভাধান ঘটিয়া থাকে। পরাগরেণু আনয়ন করে কে?—পতঙ্গ ও বায়ু দূতীর কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু পতঙ্গ যদি প্রথমে পুংপুষ্পে উপবেশন পূর্ব্বক তৎপরাগাচ্ছাদিত হইয়া, পশ্চাৎ স্ত্রীপুষ্পে গমন করে, তবেই গর্ভাধান ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রথমে স্ত্রীপুষ্পে বসিয়া পশ্চাৎ পুংপুষ্পে অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়া সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। পতঙ্গের এইপ্রকার অধিষ্ঠান বিপর্য্যয়ে অনেক স্ত্রীপুষ্প পুংপুষ্পের পরাগলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এবম্ভূত স্ত্রীপুষ্প ফলবতী না হইয়া অকালে পতিত হইয়া থাকে। পুষ্পের পতঙ্গসমাগম লাভের সাধন দুইটী—গন্ধ ও রূপ। যে পুষ্প সুরভি তাহা সুরূপ না হইলেও, কেবল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই, পতঙ্গ সেই পুষ্পে উপবেশন করে, যে পুষ্প সুরূপ, তাহা সুরভি না হইলেও, রূপের প্রভায় পতঙ্গকে মুগ্ধ করিয়া, তৎসমাগম লাভ করে। গন্ধ ও রূপ উভয় বিদ্যমান থাকিলে ত কথাই নাই। ডারুইন্ বলেন, পতঙ্গকে মুগ্ধ করিবার জন্যই পুষ্পের বিবিধ বর্ণ হয়। পুষ্প জানে, আমার মধুপান না করিয়াও পতঙ্গ অন্য উপায়ে স্বীয় বুভুক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে, কিন্তু পতঙ্গ সমাগম বিনা আমাদের ফলোৎপাদন দুর্ঘট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পুষ্প, ফল। **মাত্রা**—মূলক্ষার—২—৪ আনা। পুষ্প-ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কেতকীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বাতজগুল্মে কেতকীক্ষার—তিলতৈলযোগে, কেতকীজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পান করিলে, বাতজগুল্ম প্রশমিত হয় (গুল্ম—চিঃ]।

বক্তব্য—চারক ও সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে কেতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কেতকীর আতর, "কেওড়ার জল" এবং "কেয়াখয়ের" সর্ব্বজন পরিচিত। কেতকীর পত্রে ছাতা, কাগজ, মাদুর, চুপড়ী ও সাহেবদিগের টুপী প্রস্তুত হয়।

Actions and uses.—Stimulant, diaphoretic and antispasmodic; given in general debility, faintness, giddiness, often with javarasha. Locally it is used for the relief of long-standing headache. The oil is dropped into the ear in earache and in otorrhœa; the root brayed in milk is given in cases of threetened abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 634).

নব্যমত—কেতকীপুষ্প, উষ্ণ, ঘর্ম্মপ্রদ এবং আক্ষেপহর। ইহা, দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা এবং শিরোঘূর্ণন রোগে সেব্য। অচিরজাত শিরঃপীড়ায় ইহার প্রবেশ হিতকর। কর্ণশূল ও পূতিকর্ণে ইহার তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। কেতকীমূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে গর্ভস্রাবাশঙ্কা থাকে না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬৩৪ পৃঃ)।

কোকিলাক্ষ—कोकिलाच्चः।

कोकिलाच्चः, इक्षुरकः—Ruellia Longifolia, *Roxb.* Hygrophila Spinosa, *Prain.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"वज्रकण्टकः", "छत्रकः"। वीजस्य—"पिच्छिलम्"। कोकिलाच्चस्तु मधुरः शीतः पित्तातिसारनुत्। वृष्यः कफहरोवल्यो रुच्यः सन्तर्पणः परः। राजनिघण्टुः॥ क्षुरकः शीतलो वृष्यः स्वाद्वम्ल पित्तलस्तथा। तिक्तो वातामशोथाश्मतृष्णारुच्यनिलास्रजित्। भावप्रकाशः॥ श्रामवातानिलापह्नौ कोकिलाच्चह्लोनकौ। राजवल्लभः॥ 'पर्णञ्च' स्वादु तिक्तं स्याच्छोथशूलविषापहम्। आनाहवातमुदरं पाण्डरोगञ्च नाशयेत्। कोकिलाच्चस्य 'वीजन्तु' शीतं स्वादु कषायकम्। तिक्तं वृष्यं गुरु ग्राहि गर्भस्य स्थापनन्तथा। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—अश्मर्य्यां कोकिलाच्चमूलम्—"मूलं श्वदंष्ट्रे क्षुरकोरुवूकात्। चीरेण पिष्टं *"। (चिः २६ अः)। चरकः॥ वाजीकरणार्थं कोकिलाच्चवीजम्—"स्वयंगुप्ते क्षुरकयोः फलचूर्णं सशर्करम्। धारोष्णेण नरः पीत्वा पयसा न चयं व्रजेत्"। (चिः २६ अः)। सुश्रुतः॥ वातरक्ते कोकिलाच्चमूलम्—"कोकिलाच्चकनिर्यूहः पीतस्तच्छाकभोजिना। कृपाभ्यास इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छति"। (चिः २२ अः)। वाग्भटः॥ शोथे कोकिलाच्चक्षारः—शोथनुत् कोकिलाच्चस्य भस्म मूत्रेन वाऽम्भसा"। (शोथ—चिः)। चक्रदत्तः॥ सुखप्रसवार्थं कोकिलाच्चमूलम्—"सितया चर्व्वणं कृत्वा कोकिलाच्चस्य मूलकम्। तत्कर्णपूरणेनाशु सुखं नारी प्रसूयते"। (स्त्रीरोगाधिः)। वङ्गसेनः॥ निद्रा-

जननार्थं कोकिलाक्षमूलम्—"काकजङ्घापामार्गः कोकिलाक्षः *। क्वाथो निद्राकरः शीघ्रं मूलं वा बान्धयेच्छिखायाम्"। (चिः १६ अः)। हारीतः।

কোকিলাক্ষের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কোকিলাক্ষ," "ইক্ষুরক" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা, শূলমর্দন। हिः—कुलियाकाँटा, तालमखाना (बीज)। মঃ—বিখরা। গুঃ—এখরো। কঃ—কুলুগোলিকে। তৈঃ—গোবী, গোলিমিডিচেট্টু। উঃ—কুইলিরখা, মাখুরেণ। কোঃ—খাড়াকুলে। सिं—हक्किरि। **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"বজ্রকণ্টক," "ছত্রক"। **বীজের**—"পিচ্ছিল"।

বর্ণন—কোকিলাক্ষের কণ্টকিত অনুচ্চ **ক্ষুপ** আর্দ্র, জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহার **মূল**, বহুশাখান্বিত। **কাণ্ড**, চতুষ্কোণ। **শাখা**, গ্রন্থিযুক্ত, চ্যাপ্টা, রোমান্বিত এবং কচিৎ রঞ্জিত। **পত্র**, বৃন্তহীন, দীর্ঘ, সরু এবং শাখার গ্রন্থি হইতে জোড়া জোড়া নির্গত হইয়া থাকে। **পুষ্প**, মিলিতদল, বৃন্তহীন- শাখা গ্রন্থির চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া থাকে। দ্রোণপুষ্পের (ঘল্‌ঘসির) ফুল যেমন থাকে থাকে শাখার চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া থাকে, কোকিলাক্ষের পুষ্পসন্নিবেশও অবিকল তদ্রূপ। পুষ্পের বর্ণ, নীল, কচিৎ গোলাপী। **বীজ**, ক্ষুদ্র, রক্তাভ, মুখে রাখিবামাত্র পিচ্ছিল ও "চট্‌চটে" হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, বীজ। **মাত্রা**—মূলক্বাথ—৫—১০ তোলা ; পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয় ; বীজকল্ক বা চূর্ণ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে কোকিলাক্ষের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীরোগে কোকিলাক্ষমূল—অশ্মরীরোগী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া ও এরণ্ডের মূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)। **সুশ্রুত**—বাজীকরণার্থ কোকিলাক্ষবীজ—আলকুশী ও কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ, চিনি এবং ধারোষ্ণ (দোহনমাত্র যে উষ্ণতা থাকে তাহা অপগত হইতে না হইতে) গব্যদুগ্ধ যোগে পান করিলে বীজকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)। **বাগ্‌ভট—বাতরক্তে** কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষের মূলক্বাথ সেবন করিবে। এবং কোকিলাক্ষের শাক ব্যঞ্জনরূপে ভোজন করিবে। কৃপাভ্যাস যেমন ক্রোধনাশক, ইহাও তদ্রূপ বাতরক্তহর (চিঃ ২২ অঃ)। **চক্রদত্ত—শোথে** কোকিলাক্ষার—কোকিলাক্ষের মূল বা সমগ্রক্ষুপ কর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। (শোথ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ** কোকিলাক্ষমূল—চিনির সহিত কোকিলাক্ষমূল উত্তমরূপ চর্ব্বণ পূর্ব্বক, প্রসববেদনাকুলা নারীর কর্ণে উহার রসপ্রক্ষেপ করিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **হারীত—নিদ্রাজননার্থ** কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষ

মুলের ক্বাথ পান করিলে, নিষ্টনিদ্র মনুষ্য সত্বর সুনিদ্রা লাভ করিতে পারে। মূল শিরোদেশে বন্ধন করিলেও তাদৃশ ফললাভ হয়। (চিঃ ১৬ অঃ)। **বক্তব্য—চরক** শুক্র-শোধনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ইক্ষুরক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The seeds contain mucilage, albuminoids, rraces of alkaloid and a yellow fixed oil. The root and stem exhausted with alcohol deposit red shaped crystals. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 465).

Actions and uses.—The root is demulcent and diuretic, and given is dropsy, gonorrhœa, hepatic obstruction, Rheunatism, and in urinary affections. The seeds are used as aphrodisiac ; a paste of the sceds is applied to Rheumatic joints. (*Materia Medica of India*—R. N. Khoy, Part II., p. 466).

"In the *Pharmacopœia of India* several European contributors bear testimeny to the diuretic properties of the plant, but no mention is made of the use of the seeds as an aphrodisiac and diuretic." (Dymock—Part III., p. 37).

নব্যমত—কুলেখাড়ার মূল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা শোথ, "গণোরিয়া," যকৃৎবিকৃতি (Hepatic obstruction) আমবাত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করাদি রোগে সেব্য। ইহার বীজ বাজীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজকল্কের প্রলেপ সন্ধিবাতের পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃঃ)। "ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" তে বহুসংখ্যক ইংরাজ, কুলেখাড়ার মূত্রকরত্বগুণ সম্বন্ধে স্ব স্ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাকে বৃষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (ডিমক্—৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)।

কোবিদার—কोविदारः।

श्वेतकोविदारः (निर्गन्धः) Bauhinia Acuminata, *Roxb.* **श्वेतकोविदारः (सुरभिकुसुमः)**—B. Candida, *Roxb.* **ताम्रपुष्पकोविदारः**—B. Veriegata, *Roxb.* **पीतपुष्पकोविदारः**—B. Purpurea, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—पीतपुष्पस्य—"गिरिजः", "महापुष्पः", "महायमलपत्रकः" (राः निः)। ताम्रपुष्पस्य—"स्वल्पकेसरी", "गण्डारिः"। कोविदारः कषायस्तु संग्राही व्रणरोपणः। गण्डमालागुदभ्रंशशमनः कुष्ठकेशहा। धन्वन्तरीय-

निघण्टु:॥ कोविदार: कषाय: स्यात् संग्राही व्रणरोपण:। दीपन: कफवातघ्नो मूत्रकृच्छ्रनिवर्हण:। राजनिघण्टु:॥ काञ्चनारो हिमो ग्राही तुवर: श्लेष्मपित्तनुत्। कृमिकुष्ठगुदभ्रंशगण्डमालाव्रणापह:। 'कोविदारोऽपि' तद्वत् स्यात्तयो: स्यात्तयो: पुष्पं लघु स्मृतम्। रुक्षं संग्राहि पित्तास्रप्रदरक्षयकासनुत्। भावप्रकाश:॥ 'पीतस्तु काञ्चनो' ग्राही दीपनो व्रणरोपण:। तुवरो मूत्रकृच्छ्रस्य कफवायोश्च नाशन:। वृहन्निघण्टु रत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—अर्शःसु कोविदारमूलम्—"कोविदारस्य मूलानां मथितेन रज: पिवेत्" (चि: ৮ अ:)। (২) मेधावर्द्धनार्थं काञ्चनपत्रम्—"सर्पिश्चतु:-कुवलयं सहिरण्यपत्रम्। मेध्य' गवामपि भवेत् किमुमानुषानाम्"। (উ: ৩৯ अ:)। वाग्भट:॥ गण्डमालायां काञ्चनारत्वक्—पिष्टा "ज्येष्ठाम्बुना पेया: काञ्चनारत्वच: शुभा:। विश्वभेषजसंयुक्ता गण्डमालाहरा: परा:"। (गलगण्ड-चि:) चक्रदत्त:॥ मसूरिकायां काञ्चनारत्वक् काञ्चनारत्वच: क्वाथस्ताप्य-चूर्णावचूर्णित:" (म: ख: ৪ भा:)। भावप्रकाश:॥

কোবিদারের ভাষানাম—বাঃ—কাঞ্চনফুলের গাছ। हिः—कचनार। सिं—कोवलील। কোঃ—কঞ্চনগচ্। মঃ—কোরল। গুঃ—চম্পাকাটী। কঃ—কোচানে কচনার। তৈঃ—দেবকাঞ্চন। **কোবিদারের ভেদ**—পুষ্পের বর্ণভেদে কোবিদার তিন প্রকার—শ্বেতপুষ্প, রক্ত বা তাম্রপুষ্প এবং পীতপুষ্প। সুগন্ধি নির্গন্ধ পুষ্প ভেদে, শ্বেতকাঞ্চন আবার দুই প্রকার। বৈদ্যকে পুষ্পের শ্বেতরক্ত বর্ণভেদে কোবিদারের নামভেদ স্বীকৃত হয় নাই। এক কোবিদার শব্দে শ্বেতরক্ত উভয়কেই বুঝাইতে পারে। ভাবপ্রকাশে, কাঞ্চনার ও কোবিদার পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। অনুবাদকগণ লিখিয়াছেন কাঞ্চনার রক্তকাঞ্চন, কোবিদার শ্বেতকাঞ্চন। প্রচলিত ভাবপ্রকাশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, অনুবাদকগণের উক্তি আংশিক অমূলক বলিতে হইবে। যদি শ্বেতকাঞ্চনকে কোবিদার বলাই ভাবপ্রকাশের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কোবিদারের পর্য্যায়ে তাম্রপুষ্পঃ" শব্দ "পঠিত হইত না। পূর্ব্বাচার্য্যগণও পুষ্পের বর্ণ নির্বিশেষে কোবিদার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—যথা চক্রপাণি—"কোবিদার যুগপত্রঃ স দ্বিবিধো লোহিতসিতপুষ্পভেদাৎ" (সুশ্রুত—সূঃ টীঃ ৩৯ অঃ)। টীকাকারগণও কোবিদার এবং কাঞ্চনার উভয়ের অর্থই কাঞ্চন লিখিয়াছেন, কিন্তু পুষ্পবর্ণভেদে অর্থনির্দ্দেশ করেন নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে "কোবিদারঃ কাঞ্চনারঃ কুদ্দালঃ কুণ্ডলীকুলী" পাঠে, কোবিদার ও কঞ্চানারের অভেদোল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শোণপুষ্প"।

শব্দ ভাবপ্রকাশে কাঞ্চনারের পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে "শোণ" শব্দের অর্থ কোকনদচ্ছবি, কিন্তু সম্যক্ রক্তোৎপলবর্ণ কোবিদারের অসম্ভাব দৃষ্ট হয়। যদি.শোণশব্দের রক্তার্থ করা যায়, তাহা হইলে "তাম্রপুষ্প" শব্দের সহিত অভিন্ন হইয়া, কাঞ্চনার কোবিদারের ভেদবিলোপ ঘটায়, অতএব যদি কেহ অনুমান করেন, ভাবমিশ্র. কাঞ্চনার শব্দ, রাজনিঘণ্টূক্ত "পীতপুষ্প," "গিরিজ," "মহাযমলপত্র" কাঞ্চনার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুমান অসঙ্গত হইবে না। চক্রের মতে কর্ব্বুদার শ্বেতকাঞ্চন ("দশেমানি"র বমনোপবর্গের টীকা দেখ)।

বর্ণন—রক্ত বা **তাম্রপুষ্প** কোবিদার বৃক্ষ, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুষ্পের জন্য ইহা উদ্যানে রক্ষিত হয়। কাঞ্চনের পত্রাগ্রভাগ গভীররূপে চিরিত—যেন দুইটী পত্র মিলিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম 'যুগ্মপত্র"। পুষ্পের ৫টী দল বিষমাকৃতি। রক্ত-কোবিদার ফাল্গুন চৈত্রে পুষ্পিত হয়। **শ্বেতকাঞ্চন** বৃক্ষ সর্ব্বথা রক্তকাঞ্চন তুল্য। ইহা শীতে ক্বচিৎ শরতে পুষ্পিত হয়। **পীতকাঞ্চনের** বৃহৎ বৃক্ষ, প্রায় পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে, অতএব ইহার নাম "গিরিজ"। ইহার **পত্র** প্রোক্ত কাঞ্চনদ্বয়াপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া ইহার নাম "মহাযমলপত্র"। ইহার **পুষ্প** ও বৃহত্তর এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে "মহাপুষ্প" বলিয়াছেন। পীতকাঞ্চনের পুষ্পের বর্ণ ঘোর গোলাপী। শ্বেতকাঞ্চনের মধ্যে যাহার পুষ্প নির্গন্ধ তাহার কেসর দশটী এবং যাহা সুগন্ধি তাহার কেসর পাঁচটী। পীতকাঞ্চনের কেসর-সংখ্যা নির্গন্ধ শ্বেতকোবিদার তুল্য। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্, পত্র, পুষ্প। **মাত্রা**—মূলত্বক্—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কোবিদারের ব্যবহার।

বাগ্ভট—অর্শে কোবিদারমূল—অর্শোরোগী, মথিত দধির সহিত কোবিদার মূলত্বক্ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৮ অঃ)। **মেধাবর্দ্ধনার্থ** কাঞ্চনপত্র—চতুঃকুবলয় অর্থাৎ পদ্মের ডাঁটা, মূল, পত্র ও কেসর এবং কাঞ্চনপত্রের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে গোরুও মেধাবী হয়, মানুষের কথা কি বলিব (উঃ ৩৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—গণ্ডমালায়** কাঞ্চনত্বক্—কাঞ্চনমূলের ত্বক্ এবং শুণ্ঠী তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা—চিঃ)। **মসূরিকায়** কোবিদার মূলত্বক্—কাঞ্চনমূলত্বকের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন মসূরিকা বাহ্যদেশে প্রকাশ পায় (মসূরিকা—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক**, বমনোপগবর্গে কোবিদার পাঠ করিয়াছেন। "কোবিদারাদীনাং মূলানি" (সূঃ ৩৯ অঃ) এই **সৌশ্রুত** বাক্যে কোবি-দারের মূলই বান্তিকর বুঝিতে হইবে।

Constituents.—Tne bark contains tannin.

Actions and uses.—The bark and buds are alterative and

astringent. The decoction of the bark is given in leprosy, scrofula, skin diseases, and ulcers. In scrofulaus enlargements of the cervical glands, the bark with suntha and rice-water, is given as an emulsion or in combination with Boswellia serrata, myrobalans, and a number of aromatics. A gargle of the bark with pomegranate flowers and akakia is used in sorethroat and salivation. A decoration of the buds is given in Menorrhagia, hæmorrhoids and bleeding from thc mucous surfaces. A docoction of the buds is given in cough, bleeding Piles, Hæmaturia and Menorrhagia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 193.

নব্যমত—কাঞ্চনের **মূলত্বক্** এবং পুষ্পমুকুল রসায়ন ও কষায়। মূলত্বকের ক্বাথ, কুষ্ঠ, গলগণ্ড, বিবিধ চর্ম্মরোগ এবং ক্ষতে সেব্য। গণ্ডমালারোগে, শুণ্ঠীচূর্ণসহ কাঞ্চন-মূলত্বক্ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। কিম্বা শল্লকীনির্য্যাস হরিতকী এবং বহু-সুগন্ধি ভেষজসহ ব্যবহার করিবে। কাঞ্চমমূল, দাড়িম্বপুষ্প এবং বব্বূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক গলক্ষত এবং লালাস্রাবের প্রতিকারার্থ কবল করিতে দিবে। **পুষ্পমুকুলের** ক্বাথ, প্রচুর আর্ত্তবস্রাব, শ্লেষ্মধরাকলা হইতে রক্তস্রুতি, কাস, রক্তার্শ ও রক্তমূত্রতারোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড. ১৯৩ পৃঃ)। রক্তকাঞ্চনের **মূলক্বাথ**. গ্রহণী ও উদরাধ্মানে সেবিত হইয়া থাকে। পিষ্টপুষ্প চিনি সহিত ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। **ত্বক্**, কষায়, বল্য ও চর্ম্মবিকারে হিতকর। **শুষ্কপুষ্পমুকুল**, রক্তাতিসার ও অর্শের পক্ষে উপকারী। **ডিমক** বলেন ইহার পত্রক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের শিরঃপীড়া প্রশমক। (**ওয়াট্**)।

কোশাতকী—কোশাতকী।

কোশাতকী (**শ্বেতপুষ্পা পীতপুষ্পা চ**), **কৃতবেধনঃ**, **ক্ষ্বেড়ঃ**, **ঘোষা**—Luffa Echinata, *Roxb*. **ক্ষুদ্রফলা কোশাতকী**, "**জ্যোৎস্নিকা**"—Luffa Bindaal, *Roxb*. **বৃহৎফলা কোশাতকী**—Luffa Graveolens, *Roxb*. **রাজকোশাতকী** (**ধামার্গবঃ**)—Luffa Amara, *Roxb*. **ধারাকোশাতকী**—Luffa Acutangula, *Roxb*.

অন্বর্থসংজ্ঞা—**পীতশ্বেতপুষ্পকোশাতক্যাঃ**—"**সুতিক্তা**," "**জালিনী**," "**মৃদঙ্গফলিকা**," "**কৃতচ্ছিদ্রা**"। **রাজকোশাতক্যাঃ**—"**কোশফলা**," "**পীতপুষ্পা**,"

“हस्तिघोषा,” “कटुफला” (दृढ़वलः), “महाफला”। धाराकोशातक्याः—“स्वादुफला,” “सुपुष्पा,” “पीतपुष्पा,” “धाराफला,” “दीर्घफला,” “सुकोशा”। क्ष्वेड़स्तिक्तः कटुस्तीक्ष्णोऽप्रगाढ़स्य प्रशस्यते। कुष्ठपाण्ड्वामयप्लीहशोफगुल्मगरादिषु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ कोशातकी तु शिशिरा कटुकाऽल्पकषायका। पित्तवातकफघ्नी च मलाशानविशोधिनी। ‘धाराकोशातकी’ स्निग्धा मधुरा कफपित्तनुत्। ईषद्वातकरी पथ्या रुचिकृद्वलवीर्य्यदा। राजनिघण्टुः॥ * ‘राजकोशातकी’। गरे गुल्मोदरे कासे वातश्लेष्मामये स्थिते। कफे च कण्ठवक्त्रस्थे कफसञ्चयजेषु च। दृढ़वलः॥ कोशातकी कफार्शोघ्नी पक्वामाशयशोधिनी। राजवल्लभः। शिरःपाण्डुर्त्तिशमनं जानीयाज् जालिनीफलम्। इति कश्चित्॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे कोशातकीतैलम्—“सर्षपकरञ्जकोशातकानां तैलानि *। कुष्ठेषु हितान्याहुः *” (चिः ७ अः)। चरकः॥ अर्शःसु कोशातक्याः फलं मूलञ्च—“कोशातकीरजोघर्षान्निपतन्ति गुदोद्भवाः”. (अर्शश्चिः), “योज्यं रक्तार्शसैस्तद्वत् ज्योत्स्निकामूललेपनम्” (अर्शश्चिः)। (२) सहजार्शःसु घोषाक्षारः—“स्विन्नं वार्त्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन सलिलेन। तद्घृतभृष्टं युक्तं गुड़ेन वा तृप्तितो योऽत्ति। पिबति च तक्रं न्यूनं तस्याश्वेवातिवृद्धगुदजानि। यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण” (अर्शश्चिः)। (३) कामलायां जालिनीफलम्—“घ्रेयं वा जालिनीफलम्” (पाण्डु—चिः)। (४) गण्डमालायां कोशातकीफलम्—“कोशातकीनां स्वरसेन नस्यं *। * पिप्पलीसंयुतेन” (गलगण्ड—चिः)। चक्रदत्तः॥ योनिकन्दे घोषकस्वरसः—“घोषकस्वरसः पीतो मस्तुना च समन्वितः। योनिकन्दं निहन्त्याशु तन्नाड़ी चैव धूपतः” (स्त्रीरोग—चिः)। वङ्गसेनः॥

কোশাতকীর ভেদ—যদিও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় যে বর্গের নাম Luffa সেই উদ্ভিদ্‌গুলিরই সাধারণ নাম কোশাতকী, তথাপি বৈদ্যকে ঘোষালতা অর্থেই কোশাতকী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘোষা চারি প্রকার—“কোশাতকী ঘোষকঃ, সা চতুর্বিধা,—বৃহৎফলা, অল্পফলা, পীতপুষ্পা, শ্বেতপুষ্পা ইতি” (ডহ্বণ— সুঃ ১১ অঃ)। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্পা ও পীতপুষ্প

ঘোষাতে পুষ্পের বর্ণগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্টত্ব নাই। পীতপুষ্প ঘোষাকে কোচ-বিহারের লোকে "টোটুয়া ঘোষা" বলে। বৃহৎফলা ঘোষা ও ক্ষুদ্রফলা ঘোষার মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য বিদ্যমান্, স্থূলপার্থক্য এই—বৃহৎফলার ফল নরাঙ্গুষ্ঠবৎ এবং ক্ষুদ্রফলা ঘোষার ফল গোল। উভয় ফলগাত্রেই অতীক্ষ্ণ কাঁটা আছে; **কোশাতকীর অন্বর্থ সংজ্ঞা—পীত ও শ্বেতপুষ্প** কোশাতকীর—"সুতিক্তা," "জালিনী," "মৃদঙ্গফলা," "কৃতচ্ছিদ্রা"। **রাজকোশাতকীর**—"কোশফলা," "পীতপুষ্পা," "হস্তিঘোষা," "কটুফলা" (দৃঢ়বল), "মহাফলা"। **ধারাকোশাতকীর**—"স্বাদুফলা," "সুপুষ্পা," "ধারা-ফলা," "দীর্ঘফলা," "সুকোশা"।

বর্ণন—**ঘোষালতা** আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের লোকে, কোষ্ঠবদ্ধরোগীর শাকার্থ ঘোষা ব্যবহার করে। ঘোষার লতা ভূলুণ্ঠিত থাকে। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এই লতা অতি দীর্ঘ, এমন কি ১০।১২ ব্যাম প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। ঘোষার **পাতা** ও **ডাঁটা** প্রায় ঝিঙ্গের মত। ইহার **ফুল**ও ঝিঙ্গের ফুলের মত পীতবর্ণ। ঝিঙ্গের ফুলের মত ইহারও ফুল ফুটিবার কিছুদিন পরেই "কুঁকড়ে" (সঙ্কুচিত) যায়। ঘোষালতা, বর্ষাশেষে, শরতের প্রথমে পুষ্পিত হয়, শীতে ফল পরিপুষ্ট এবং শীতাবসানে লতা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **ফল** দেখিতে ঠিক্ খোলের মত, অতএব ইহার "মৃদঙ্গফলিকা" নাম সার্থক। ফলগাত্রে, ফাঁক ফাঁক, খর্ব্বাকৃতি, সরু কোমল কাঁটা আছে। ভিতরে ঝিঙ্গের মত জাল এবং তদভ্যন্তরে **বীজ** থাকে। পরিপক্ক ঘোষাফলের অগ্রভাগের খানিকটা খসিয়া গিয়া, একটী গোলাকৃতি ছিদ্র হয়, এইজন্য ইহার নাম "কৃতচ্ছিদ্রা"। এই ছিদ্রপথে পরিপক্ক বীজ পতিত হইয়া ঘোষার স্বয়ংসম্ভূত হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ঘোষার পাতা, ডাঁটা এবং ফল অতিরিক্ত, অতএব ইহার "সুতিক্তা" নাম অন্বর্থ। শ্বেতপুষ্পা ঘোষালতা সর্ব্বথা পীতঘোষার তুল্য। ঘোষার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঘোষার নাম,—**ডিমকের** মতে—Luffa Acutangula; **উদয়চাঁদের**—মতে L. Amara; **ওয়াটের**—মতে L. Acutangula L. Amara **ক্ষোরির** মতে—L. Amara. বৈদ্যগণ ঘোষালতা বলিয়া যাহা ব্যবহার করেন এবং বঙ্গীয় প্রাকৃত লোকেও যাহাকে ঘোষালতা বলিয়া জানে, তাহা L. Acutangula বা L. Amara নহে। প্রথমটীর সংস্কৃত নাম ধারাকোশাতকী, বাঙ্‌লা নাম ঝিঙ্গা। দ্বিতীয়টীর সংস্কৃত নাম ধামার্গব, বাঙ্‌লা নাম তেঁতো ধুঁদুল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পরিপক্ক ফল, সমগ্রলতা। **মাত্রা**—ফল বা লতার কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কোশাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কোশাতকীতৈল—কোশাতকীবীজজাত তৈল কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। **অর্শে** কোশাতকীফল—কোশাতকীফলচূর্ণ অর্শের বলিতে ঘর্ষণ করিলে বলি পতিত হয়। রক্তস্রাবি বলিতে ঘোষামূলের প্রলেপ দিবে। (২) **সহজার্শে**—ঘোষকক্ষার—সমূলপত্রফল ঘোষার লতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া এই ভস্মে যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবে। বস্ত্রপূত এই ক্ষারোদকে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, তদনন্তর ঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্তিমত ভোজন করিবে। ভোজনান্তে তক্র পান করিবে। এইরূপ ৭ দিন সেবন করিলে, জন্মপ্রভৃতি জাত অর্শও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (অর্শঃ—চিঃ)। (৩) **কামলায়** ঘোষাফল—কামলারোগী ঘোষাফলের চূর্ণ নস্য করিবে। (৪) **গণ্ডমালায়** কোশাতকীফল—গণ্ডমালাক্রান্ত রোগী ঘোষাফলের রসে পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য করিবে।

বক্তব্য—চরকের কামলা ও উদর চিকিৎসায় কোশাতকীর উল্লেখ নাই। কৃত-বেধন কল্পে (কল্প ৬ অঃ) দ্রব্যান্তরের সহিত কোশাতকীর বহুবিধ কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অপামার্গতণ্ডুলীয়ে কৃতবেধনের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হয়—"উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধাবামাশয়াশ্রয়ে। বমনার্থং প্রযুঞ্জীত ভিষগ্দেহমদূষয়ন্"। **সুশ্রুত** বলেন কোশাতকীস্বরস উভয়ভাগহর অর্থাৎ বামক ও বিরেচক।

Actions and uses.—Every part of the plant is bitter, tonic and diuretic and combined with nitrohydrochloric acid, is given in dropsy and in enlargement of the liver and spleen due to malarial poison. The juice of the leaves is applied to sores and to the bites of venomous animals. The pulp is emetic and cathartic. The infusion of ripe seeds is used as a purgative and emetic. Tha dried fruit powdered is used as a snuff in jaundice. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II. p. 312).

"I have been using Luffa bindaal or the stems and the fruits of Ghosalata for a long time in the Campbell Hospital aud in private practice. From prolonged use, I have come to the conclusion that the fruits or even stems, if used as a tincture or hot or cold infusion, are superior to many remedies that I have used in the treatment of ascites and enlarged liver and spleen. I make the tincture with rectified spirit. The strength I generally use is 1 in 20. The usual dose is 10 to 20 minims or more. The cold infusion is made by infusing two bruised

fruits in a pint of water. In obstinate cases the dose is to be increased gradually. I have used it in larger doses to get the desired effect. Externally I have used the cold infusion as a stimulating and antiseptic lotion in carbuncles and other unhealthy ulcers. The result is very promising. I can strongly recommend this drug to the medical world in the treatment of foul ulcers after a prolonged use of many years, both in hospital and outside. In congestion of the brain causing intense headache and in jaundice I have used this infusion as an errhine. It is a very efficient errhine remedy. Profuse discharge is noticed under its influence from the nasal mucous membrane. In 10 to 15 minim doses the tincture acts as a purgative. In still larger doses it is emetic and drastic purgative. In cases of enlarged liver and spleen I have found this drug to be very useful. It is to be stopped when it produces Diarrhœa. In chronic cases I generally use iodide of potassium and arsenic with tincture or fnfusion of luffa. If used carelessly, it may produce Diarrhœa, The dose is to be regulated according to the effect produced. In infantile cirrhosis of the liver I have used the tincture as a purgative and diuretic. It is very useful in commencing cirrhosis. It is a very useful diuretic in dropsy of hepatic origin. Owing to its diuretic and drastic purgative properties, I have used it in many cases of ascites with highly satisfactory results. I have used many diuretics in ascites, but very few of them appear to me to be so efficient as Luffa bindaal. Often in a fortnight many ascites cases improve considerably. It is to be used in gradually increasing doses until the desired diuretic and purgative effect is obtained. (H. C. Sen —*Original Researches in the Treatment of Topical Diseases with Indigenous Drugs*, p.p. 97-98).

নব্যমত—ঘোষার **সমগ্র ক্ষুপ** তিক্ত, বল্য এবং মূত্রল। নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত ইহা শোথ এবং ম্যালেরিয়াবিষক্ত প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। **পত্রের রস,** ক্ষত এবং বিষধর প্রাণীর দংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। **ফলশস্য** বামক ও রেচক। **পক্কবীজের** শীতকষায়, বামক ও বিরেচক। শুষ্ক **ফলের** চূর্ণ কামলারোগীর নস্যার্থ ব্যবহার করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬১২ পৃঃ। দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঘোষার ফল কিম্বা লতার টীংচার, ক্বাথ বা শীতকষায়, শোথ এবং প্লীহাযকৃদ্বিবৃদ্ধির মহৌষধ। আমার ব্যবহৃত টীংচার একভাগ ঘোষা ও ২০ ভাগ "রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট্" দিয়া, এবং

শীতকষায়,—২টী পিষ্ট ঘোষাফল এক পাইট উষ্ণ জলে ফেলিয়া, প্রস্তুত করা হইয়াছিল। টীংচারের মাত্রা ১০—২০ বিন্দু বা ততোধিক। দীর্ঘকালজাত ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে তবে ঈপ্সিত ফললাভ হয়। ঘোষার শীতকষায়, পৃষ্ঠব্রণ কিম্বা কদর্য্য-ক্ষত ধাবনার্থ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহা পচননিবারক এবং ক্ষতস্থানে রক্তসঞ্চালন বর্দ্ধিত করিয়া, ক্ষতের রোপক। আমি এতদ্বারা দীর্ঘকাল বহুক্ষতরোগী চিকিৎসা করিয়া, চিকিৎসক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কদর্য্য ক্ষতে ঘোষায় শীতকষায় ব্যবহার করেন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যহেতুজাত প্রবল শিরঃশূলে কিম্বা কামলায় ঘোষার শীতকষায়ের নস্য করাইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হইয়া থাকে। টীংচার ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় বিরেচক। এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় বামক এবং অতি বিরেচক। ইহা প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে বেশ ফলপ্রদ। অতিসার জন্মাইলে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। পুরাণ রোগে ঘোষার টীংচার বা শীতকষায় "আইওডিড্ পটাশ্" এবং "আর্সেনিকের" সহিত ব্যবহার করিয়াছি। সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে রোগীর অতিসার জন্মিতে পারে। ঔষধের ফল দর্শন করিয়া মাত্রা নিয়-মিত করা উচিত। শিশুর যকৃদ্বিকৃতিবিশেষে (Infantile cirrhosis of the lever) ঘোষার টীংচার বিরেচক ও মূত্রলরূপে ব্যবহার করিয়াছি। রোগের প্রারম্ভে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। যকৃদ্বিকৃতিজাত শোথেও ইহা ফলপ্রদ। শোথে মূত্রকারক অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু কোনটীই ঘোষার মত ফলপ্রদ নহে। অনেক স্থলে ইহা সেবনে একপক্ষের মধ্যেই শোথরোগী বিশেষ ফললাভ করিয়াছে। ঘোষার রেচকত্ব এবং মূত্রকরত্ব ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হয়। (এইচ্, সি, সেন।)

খদির—খদির:।

খদির:, গায়ত্রী—Acacia Catechu, Mimosa Catechu, *Roxb.* **সোমবল্ক:**—M. Sama, *Roxb.* Acacia Polycantha, *Willd*, **বিট্-খদির:**—Acacia Farnesiana, *Prain.* **বল্লীখদির:**—Mimosa Dumosa. **খদিরসার:, খাদির:**—Catechu.

অন্বর্থসংজ্ঞা—খদিরস্য—"দন্তধাবন:," "কণ্টকী," "বক্রকণ্টক:," "বাল-পত্র:," "কুষ্ঠারি:," "মেধ্য:," "রক্তসার:"। সোমবল্কস্য—"শ্বেতসার:," "নৈমিত্তক:," "কাম্মুক:," "পথিদ্রুম:" "কুলকণ্টক:"। বিট্খদিরস্য—

"काम्बोजी," "मरुजः," "बहुसारः"। खदिरभेदाः—खदिरः, सोमवल्कः, ताम्रकण्टकः, विट्खदिरः, अरिः, वल्लीखदिरः। गुणाः—खदिरः स्याद्रसे तिक्तो हिमपित्तकफास्रनुत्। कुष्ठामकासकण्डूतिक्रिमिदोषहरः स्मृतः। खादिरः क्रिमिकुष्ठघ्नः कफरेतोविशोषणः। 'श्वेतस्तु' खदिरस्तिक्तः शीतपित्तकफापहः। रक्तदोषहरश्चैव कण्डूकुष्ठविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ खदिरस्तु रसे तिक्तः शीतः पित्तकफापहः। पाचनः कुष्ठकासास्रशोफकण्डूव्रणापहः। श्वेतस्तु खदिरस्तिक्तः कषायः कटुरुष्णकः। कण्डूतिभूतकुष्ठघ्नः कफवातव्रणापहः। 'ताम्रकण्टकस्य' गुणाः—कटूष्णो रक्तखदिरः कषायो गुरुतिक्तकः। आमवातास्रवातघ्नो व्रणभूतज्वरापहः। 'विट्खदिरः' कटूरुष्णस्तिक्तो रक्तव्रणोत्थदोषहरः। कण्डूति विषविसर्पज्वरकुष्ठोन्मादभूतघ्नः। 'अरिः' कषायकटुका तिक्ता रक्तार्त्तिपित्तनुत्। कटुकः खादिरः सारस्तिक्तोष्णः कफवातहृत्। व्रणकण्ठामयघ्नश्च रुचिकृद्दीपनः परः। राजनिघण्टुः॥ खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डूकासारुचिप्रणुत्। तिक्तः कषायो मेदोघ्नः क्रिमिमेहज्वरव्रणान्। श्वित्रशोथामपित्तास्रपाण्डुकुष्ठकफामयान्। वह्निमान्द्यमतीसारं प्रदरञ्च विनाशयेत्। 'इरिमेदः' (विट्खदिरः) कषायोष्णो मुखदन्तगदास्रजित्। हन्ति कण्डूविषश्लेष्मक्रिमिकुष्ठविषव्रणान्। शोथातिसारकासांश्च विसर्पञ्चाप्यसृग्दरम्। 'कदरो' विशदो वर्ण्यो मुखरोगकफास्रजित्। भावप्रकाशः॥ इरिमेदस्य 'निर्य्यासो' मधुरस्तु बलप्रदः। धातुवृद्धिकरश्चैव मुनिभिः संप्रभाषितः। 'वल्लीखदिरक' स्तिक्तः कटुस्योष्णः कषायकः। रसेऽम्लः श्वासकासघ्नः पित्तरक्तत्रिदोषजित्। निघण्टुरत्नाकरः॥ खदिरः कुष्ठविसर्पमेहपित्तकफापहः। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—कुष्ठे खदिरसारः—"* खदिरसारस्य। * * इति षट् कषाययोगाः कुष्ठघ्नाः निर्द्दिष्टाः"। (चिः ७ अः)। (२) क्रिमिकुष्ठे खदिरत्वक्काष्ठे—"पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च। * विशिष्यते कुष्ठहृत् खदिरः" (चिः ७ अः)। (३) व्रणशोधने खदिरत्वक्काष्ठे—"त्रिफला खदिरः * कषायाः शोधना मताः"। (चिः १३ अः)। (४) वातजकासे खादिरः—"पिबेत् खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः" (चिः २२ अः)। चरकः॥ सर्व्वेषु कुष्ठेषु खदिरत्वक्काष्ठे—"दिग्ध हुरन्तं जु दस्य खदिरं कुष्ठपीड़ितः। सर्व्वैव

प्रयुञ्जीत स्नानपानाशनादिषु"। (चि: ८ अ:)। (२) शनैर्मेहे खदिरत्वक्काष्ठे—"शनैर्मेहिनं खदिरकषायम्"। (चि: ११ अ:)। (३) क्षौद्रमेहे खदिरत्वक्काष्ठे—"क्षौद्रमेहिनं खदिरक्रमुककषायम्" (चि: ११ अ:)। सुश्रुत:॥ रक्तपित्ते खदिरपुष्पम्—"खदिरस्य *। पुष्पचूर्णन्तु मधुना लीढ्वा चारोग्य मश्नुते"। (रक्तपित्त—चि:)। (२) स्वरभेदे खदिरत्वक्काष्ठे—"तैलाक्तं स्वरभेदे वा खदिरं धारयेन्मुखे"। (स्वरभेद—चि:)। (३) विस्फोटे खदिरत्वक्काष्ठे—"खदिरेन्द्रयवाम्बु वा। विस्फोटान्नाशयत्याशु वायुर्जलधरानिव"। (विसर्प-विस्फोट—चि:)। चक्रदत्त:॥ दन्तरोगे खदिरत्वक्काष्ठे—"खदिरस्य तथा क्वाथो *। * दन्तरोगनिवारण:"। (चि: ४५ अ:)। (२) स्थावरविषप्रतिषेधे खदिरमूलत्वक्—"खदिरस्य च मूलञ्च तथा निम्बफलानि च। उष्णोदकेन पीतानि जयेयुस्तृनणाद्विषम्" (चि: ५५ अ:)। हारीत:॥

খদিরবৃক্ষের ভেদ—ধন্বন্তরি, খদির ও সোমবল্ক এই দুই প্রকার এবং **রাজনিঘণ্টুকার** খদির, সোমবল্ক, তাম্রকণ্টক, বিট্‌খদির ও অরি এই পাঁচ প্রকার খদিরবৃক্ষভেদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসকেই খাদিরসার (খএর) বলে। খাদির, খাদিরসার বা খদিরসার খএরের সংস্কৃত নাম। খদির শব্দে, খদির, বৃক্ষ, তন্মূল, কাণ্ডত্বক্ এবং কাষ্ঠ বুঝায়। রাজবল্লভাদি নব্যসংগ্রহকর্ত্তৃগণ খাদিরার্থে খদিরশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। **খদিরভেদের ভাষানাম**—খদির, শমী ও বাব্‌লাগাছ ইহাদের পরস্পর আকৃতিগত বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া, যেগুলি শাস্ত্রতঃ খদির বৃক্ষ সেগুলিকেও লোকে শমী ও বাব্‌লা নামে ব্যবহার করে। অতএব সোমবল্কখদির "সাঁইকাঁটা" (বা শাদা বাব্‌লা লাটিন নাম—M. leucophlœa) এবং বিট্‌খদির "গুয়েবাব্‌লা" নামে লোকতঃ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাম্রকণ্টক এবং অরির ভাষা নাম অজ্ঞাত। Mimosa Catechuoides, M. Catechu, M. Suma, Acacia Catechu এই চতুর্বিধ বৃক্ষ, দেখিতে প্রায় একই প্রকার, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই ত্বক্‌শাখাদি হইতে খএর প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বেত্তা এই লাটিন্ নামগুলি নিঘণ্টূক্ত খদিরপঞ্চকে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবেন।

বর্ণন—খদির বৃক্ষ কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। তদ্দেশের লোকে খদির কাষ্ঠে পাকাদি নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহা হইতে খএর প্রস্তুতের প্রণালী অবগত নহে। ইহার **পত্র** বব্বূলের পত্রের মত। শাখাকাণ্ড কণ্টকিত—কণ্টক ক্ষুদ্র ও বক্র। খদির-

বৃক্ষ নিদাঘশেষে প্রাবৃটের প্রথমে পুষ্পিত হয়। **শিম্বী**, সরু, ইহার ভিতর ৬—৮টী **বীজ** থাকে। **সোমবল্কের** (সাঁইকাঁটা) কাণ্ডত্বক্ শুভ্রবর্ণ, এই শুভ্রত্বই ইহার উত্তম ইতর-ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। পত্র খদিরবৎ—কণ্টক, সরল এবং মূলভাগে বিস্তৃত। শিম্বির আকার ও বীজ সংখ্যা খদিরবৎ। **বিট্খদিরের** (গুয়েবাবুলা) বৃক্ষ সর্ব্বথা বব্বূলতুল্য, কেবল ইহাতে কাঁটা অল্প এবং ইহার ত্বক্‌পত্রাদিতে বিষ্ঠার গন্ধ বিদ্যমান্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড ও মূলের ত্বক্, কাষ্ঠ, পুষ্প ও সার। **মাত্রা**—ত্বক্, কাষ্ঠ ও পুষ্পের চূর্ণ ১—৪ আনা। সার (খএর) ½ আনা—২ আনা। ত্বক্ ও কাষ্ঠের ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে খদির ও খাদিরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে খএর—কুষ্ঠরোগী খএরের ক্বাথ সেবন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **কৃমিকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—কুষ্ঠরোগীর পানে, আহারে, ধৌতিকার্য্যে, ধূপনে ও প্রলেপে যুক্তিপূর্ব্বক খদিরের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ব্যবহার করাইলে, কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ হয়। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **ব্রণশোধনে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরের ত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথ দ্বারা ব্রণধৌত করিলে, ব্রণশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **বাতজকাসে** খএর—আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য, দধি কিংবা মস্তুর (দ্বিগুণ বারিযুত দধি) সহিত খএর সেবন করিলে বাতজকাস নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২২ অঃ)। **সুশ্রুত—সর্ব্বকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যদি কুষ্ঠ প্রশমনে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কুষ্ঠরোগীর স্নানপানাশনাদিতে যুক্তিপূর্ব্বক খদির ব্যবহার করাও। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **শনৈর্মেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—বারম্বার অল্পাল্প সকফ প্রস্রাব হইলে, খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ক্ষৌদ্রমেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যাহার ক্ষৌদ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে খদিরকাষ্ঠ ও কাঁচাসুপারির ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** খদিরপুষ্প—রক্তপিত্তরোগী মধুর সহিত খদিরপুষ্প চূর্ণ লেহন করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **স্বরভেদে** খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠচূর্ণ তিলতৈল যোগে মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গ নিরাকৃত হয় (স্বরভেদ—চিঃ)। (৩) **বিস্ফোটে** খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্—খদির-কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ পান করিলে, উত্থিত বিস্ফোট বিলীন হয়। (বিসর্প—চিঃ)। **হারীত—দন্তরোগে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথদ্বারা কবল করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) **স্থাবরবিষপ্রতিষেধে** খদিরমূলত্বক্—খদিরমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থাবর বিষদোষ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৫৫ অঃ)। ঔদ্ভিদ্ ও ধাতব বিষের নাম স্থাবর বিষ।

বক্তব্য—কৃত্রিম ও অকৃত্রিমভেদে খএর দুই প্রকার। খদিরবৃক্ষের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খএর পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম এবং খদির কাষ্ঠের ভিতর যে নির্য্যাস সঞ্চিত হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খএর আবার দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেতখএর সেবন ও ঔষধার্থ এবং কৃষ্ণখএর বিবিধ শিল্পে এবং রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্তুতের প্রণালীভেদে খএর শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ খণ্ডশঃকৃত খদিরের শাখা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ শুষ্কপ্রায় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে কৃষ্ণ খএর প্রস্তুত হয় এবং ঐ ক্বাথ কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে, তাহাতে খদিরের শাখা নিমজ্জিত করে এই শাখায় যে ফাণিতাকার বস্তু সঞ্চিত হয় তাহাই শ্বেতখএর। বৈদ্যকে যে খএরের উল্লেখ আছে তাহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম খএর? রাজনিঘণ্টুকারের "খাদিরঃ খদিরোদ্ভূতঃ" এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রতীতি হয় নিঘণ্টূক্ত খএর অকৃত্রিম, কেননা উদ্ভূত শব্দের কৃতার্থত্ব-প্রতিষ্ঠা কষ্টকল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় কোন কোন জাতি পুরুষানুক্রমে খএর প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে কৃত্রিম খএর প্রচলিত এ সিদ্ধান্তও নিরপবাদ। অধুনা পানের সহিত খএরের ব্যবহার যেরূপ বহুব্যাপকতা লাভ করিয়াছে, অতিপূর্ব্বে বোধ হয় এরূপ ছিল না। **চরক ও সুশ্রুতোক্ত** পানের মশলায় চূণখএরের উল্লেখ নাই। ("জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা। তথা কর্পূরনির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়াঃ ফলানি চ"।—চরক সূঃ ৫ অঃ)। ("পূগকক্কোলকর্পূরলবঙ্গ-সুমনঃফলৈঃ। কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ। তাম্বুলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ"—সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)। **রাজনিঘণ্টুতে** আমরা পানের সহিত চূণখএরের ব্যবহার প্রথম দেখিতে পাই। সাজাপানের গুণদোষবর্ণনে নিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন—পর্ণাধিক্যে দীপনী রঙ্গদাত্রী চূর্ণাধিক্যে রুক্ষদা কৃচ্ছ্রদাত্রী। সারাধিক্যে খাদিরে শোষদাত্রী চূর্ণাধিক্যে পিত্তকৃৎ পূতিগন্ধা"॥ আমাদের এই সিদ্ধান্তে যদি কোন কাব্যামোদী, অতি প্রাচীন-কাব্যকথাদিবর্ণিত "তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধরে"র অনুপপত্তি আশঙ্কা করেন, তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, বঙ্গের কোন কোন প্রদেশে (যথা কোচবিহারে) অদ্যাপি এমন সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা পানের সহিত খএর ব্যবহার করে না, অথচ সে দেশে তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধরের অসম্ভাব নাই। ("তাম্বুল" দেখ)। অধুনা কলিকাতার বাজারে ৫ প্রকার খদির পাওয়া যায়, যথা—(১) পাপড়ি, (২) জনকপুরী, (৩) পেগু, (৪) তিলি, (৫) বেলগুটী।

Constituents.—Catechu tannic acid acid 35 p. c., catechu acid or catechin catechu red gum, puercetin and ash.

Actions and uses.—Powerful astringent stronger than kino, anti-periodic and digestive. Its action is due to the tannic acid it contains. It is a powerful astringent to the mucous membranes, given is dyspepsia attended with pyrosis, and also diarrhœa iu children, in dysentery, intermittent fever and scurvy ; as a gargle in hoarseness of voice and sorethroat. Locally as a dusting powder hypertrophied relaxed tonsils, ulcerated and spongy gums, as a gargle in salivation and as an injection in leucorrhœa and to control passive hæmorrhages. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p, 184).

নব্যমত—খয়ের বলবান্ ধারক। ইহার গুণ "কাইনো" অপেক্ষা তীব্রতর ; জ্বর-নিবারক এবং পাচক। খএরে "ট্যানিক্ এসিড্ আছে বলিয়াই উহা এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াছে খএর শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উপরি স্বীয় সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে গ্রহণীরোগে রোগীর পাকস্থলীতে বেদনা এবং জলবৎ প্রচুর মল নির্গত হইতে থাকে, সেই স্থলে খএর হিতকর। অপিচ ইহা শিশুর অতিসার, আমরক্তাতিসার, বিষমজ্বর এবং "স্কার্ভি" রোগে (শাকসব্জি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন অন্য রক্তবিকৃতি জাত পীড়া বিশেষ) সেব্য। স্বরভঙ্গ এবং গলক্ষতে ইহার কবল বিশেষ ফলপ্রদ। দন্তমাড়ীক্ষতে দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব এবং তালুদেশ স্ফীত ও লম্বিত হইয়া পড়িলে খএরচূর্ণ ব্যবহার করিবে। লালাস্রাবে ইহার কবল এবং প্রদর ও রক্তপ্রবৃত্তিবিশেষে (Passive hæmorrhages) ইহার পিচকারী হিতকর। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)। অতিসারে খএরের গুঁড়া ১—২ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেব্য। আমাতিসারে ৫ আনা মাত্রায় সেবন করা যায়। আল্জিব্ বড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, একপ্রকার অতীব কষ্টপ্রদ উৎকাসি জন্মে, খএরের টুকরা মুখে রাখিয়া ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। প্রদরে খএর ভিজান জলের পিচকারী দিলে উপকার হয়। দীর্ঘকালের পচাক্ষতে চর্ব্বির সহিত খএর মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। ক্বচিৎ ইহার সহিত কিঞ্চিৎ তুঁতে যোগ করিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। হাকিমেরা বলেন খএর গর্ভস্রাব করাইতে পারে। কেহ বলেন অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা পুরুষত্বহানি করে। দাঁতের মাড়ীর স্ফীতি বা ক্ষতে খএর মহোপকারী। (ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া—ওয়াট্)।

खर्ज्जूरी—खर्ज्जूरी।

खर्ज्जूरी—Phœnix Sylvestris, *Roxb.* राजखर्ज्जूरी, द्वीप्या (पिण्ड-खर्ज्जूरी), सुलेमानी, छोहारा—Phœnix Dactylifera, *Roxb.* भूखर्ज्जूरी—Phœnix Acculis, P. Farinifera, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—खर्ज्जूर्य्याः—"खरस्कन्धा," "दुरारोहा," "स्वादुमस्तका," "यवनेष्टा"। पिण्डखर्ज्जूर्य्याः—"मधुस्रवा," "फलपुष्पा," "हयभक्ष्या"। सुलेमान्याः—"मृदुला," "दलहीनफला"। क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं 'खर्ज्जूरं' रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'खर्ज्जूरी' तु कषाया च पक्वा गौल्यकषायका। पित्तघ्नी कफदाचैव क्रिमि-कृद्दृष्यवृंहणी। 'पिण्डखर्ज्जूरिकायुग्मं' (पिण्डखर्ज्जूरी राजखर्ज्जूरी च) गौल्यं स्वादे हिमं गुरु। पित्तदाहार्त्तिश्वासघ्नं श्रमहृद्वीर्य्यवृद्धिदम्। अन्यच्च—दाहघ्नी मधुराऽस्रपित्तशमनी, तृष्णार्त्तिदोषापहा। शीता श्वासकफश्रमोदयहरा, सन्तर्पणी पुष्टिदा। वह्नेर्मान्द्यकरी गुरुर्विषहरा, हृद्या च दत्ते वलं। स्निग्धा वीर्य्यविवर्द्धनी च कथिता, 'पिण्डाख्यखर्ज्जूरिका'॥ मधुखर्ज्जूरी मधुरा वृष्या सन्तापपित्तशान्तिकरी। शिशिरा च जन्तुकरी वहुवीर्य्यविवर्द्धनं तनुते। भूखर्ज्जूरी मधुरा शिशिरा च विदाहपित्तहरा। राजनिघण्टुः॥ खर्ज्जूरी-त्रितयं (भूमिखर्ज्जूरी पिण्डखर्ज्जूरी छोहारा च) शीतं मधुरं रसपाकयोः। स्निग्धं रुचिकरं हृद्यं क्षतक्षयहरं गुरु। तर्पणं रक्तपित्तघ्नं पुष्टिविष्टम्भशुक्रदम्। कोष्ठमारुतहृद्वल्यं वान्तिवातकफापहम्। ज्वरातिसारक्षुत्तृष्णाकासश्वास-निवारकम्। मदमूर्च्छामरुत्पित्तमद्योद्भूतगदान्तकृत्। महतीभ्यां गुणैरल्पा 'स्वल्पखर्ज्जूरिका' स्मृता। 'खर्ज्जूरीतरुतोयन्तु' मदपित्तकरं भवेत्। वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं वलशुक्रकृत्। नारिकेलस्य तालस्य खर्ज्जूरस्य 'शिरांसि' तु। कषाय-स्निग्धमधुरवृंहणानि गुरूणि च॥ 'सुलेमानी' श्रमभ्रान्तिमदमूर्च्छास्रापित्तहृत्। भावप्रकाश॥ क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं खर्ज्जूरं रक्तपित्तजित्। सुश्रुतः—(सू: ४६ अ:)। मधुरं वृंहणं वृष्यं खर्ज्जूरं

গুরু শীতলম্। ক্ষয়েঽভিঘাতে দাহে চ বাতপিত্তে চ তদ্ধিতম্। চরকঃ—(সূঃ ২৭ অঃ)।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—হিক্কায়াং খর্জ্জূরমধ্যম্—"খর্জ্জূরমধ্যং মাগধ্যঃ *। মধুদ্বিতীয়া কর্ত্তব্যাস্তে হিক্কাসু বিজানতা"। (উঃ ৫০ অঃ) সুশ্রুতঃ॥ রক্তপিত্তে খর্জ্জূরম্—"* খর্জ্জূরগোস্তনাঃ। মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্"। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥

খর্জ্জূরের ভাষানাম—বাঃ—খেজুর। হিঃ—খজুর। সিং—হুন্দি। মঃ—শিন্দী। গুঃ—খজূরী। কঃ—ইঞ্চিলু। তৈঃ—ইণ্টাচেটু। **পিণ্ডখর্জ্জূরের ভাষানাম**—বাঃ—পিণ্ডিখেজুর। হিঃ—পিণ্ডখজূর। মঃ—খজুরী। গুঃ—খজূর, খারক। কঃ—সিংহইঞ্চিলু। তৈঃ—খজূরপপুণ্ড্র। ফাঃ—তমররুতব্। অং—খুর্মাতর, খুর্মাখুস্ক্। **অন্বর্থ সংজ্ঞা**।—**খর্জ্জূরের**—"খরস্কন্ধা," "দুরারোহা," "স্বাদুমস্তকা," "যবনেষ্টা"। **পিণ্ডখর্জ্জূরের**—"মধুস্রবা," "ফলপুষ্পা" "হয়ভক্ষ্যা"। **সুলেমানীর** "মৃদুল।" "দলহীনফলা"।

বর্ণন—খর্জূরী অর্থাৎ খেজুরগাছ স্বয়ং প্রসিদ্ধ—ইহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। **ভূখর্জ্জূরের** কাণ্ড নাই, ইহা অতি ক্ষুদ্র, দশ বৎসরের একটী গাছ ভূমি হইতে ৮।১০ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। পাতা খেজুরের পাতার মত কেবল তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ফল, মাংসল, ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। ইহা বিহারাঞ্চলে জন্মে। **অপরভূখর্জ্জূরের** কাণ্ড হস্তাধিক উচ্চ হয় না। ইহা গোদাবরীসাগরসঙ্গম সন্নিহিত, অনুর্ব্বর, শুষ্ক বালুকাময় ভূমিতে জন্মে। ইহা অপরাংশে খেজুরের মত, কেবল ইহার পক্কফল কৃষ্ণবর্ণ ও অমাংসল। **পিণ্ডখর্জ্জূরের** বৃক্ষ, তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা এবং আরবদেশে জন্মে। বিখ্যাত উদ্ভিদবেত্তা **রক্সবর্গ** এদেশে পিণ্ডখর্জূরের বৃক্ষ জন্মাইবার জন্য বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি শিবপুরের বাগানে একহাজার পিণ্ডখর্জূরের চারা উৎপাদন করাইয়া, ঐ বাগানে এবং অন্যান্য স্থানে ঐ চারাগুলি রোপণ করাইয়া অতিযত্নে উহাদিগকে পালন করিবার ব্যবস্থা করিলেও, কোন স্থানে পুষ্পিত হইবার পরই, কোন স্থানে বা তৎপূর্ব্বেই পুংবৃক্ষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পিণ্ডখর্জুরের গাছ খেজুরের গাছের মত—কেবল ইহাতে কাঁটা নাই। খেজুরের মত ইহারও এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। কাপ্তেন **বেঞ্জামিন্ ব্লেক্**, পিণ্ডখর্জূর পুষ্পের গর্ভাধান সম্বন্ধে **রক্সবর্গকে** এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"আমি প্রায়ই বসোরার পিণ্ডখর্জূরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। উদ্যানপালকেরা অধিক ফললাভের জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাধান

নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের অসিফলকবৎ পৌষ্পিকপত্র (যাহাকে লোকে খেজুরের "মোচ" বলে। স্বয়ং বিদীর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উহাতে দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া, তন্মধ্যে পুংপুষ্প-গুচ্ছ প্রবেশ করাইয়া রাখে, কেহবা তদুপরি পুংপুষ্পগুচ্ছ ঝুলাইয়া রাখে। প্রথমোক্ত প্রণালীই সুনিশ্চিত"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, মস্তক (মেথি), ফল।

বৈদ্যকে খর্জ্জূরের ব্যবহার।

সুশ্রুত—হিক্কায় খর্জ্জূরমধ্য—খেজুরের মেথি পিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে হিক্কা নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫০ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** খর্জ্জূর—মধুর সহিত পিণ্ডখর্জ্জূর লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্রমহরবর্গে খর্জ্জূর পাঠ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরী-য়নিঘণ্টুতে** খর্জ্জূরের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। **রাজনিঘণ্টুকার,** খর্জ্জূর, পিণ্ডখর্জ্জূরী, রাজখর্জ্জূরী, মধুখর্জ্জূরী ও ভূখর্জ্জূরী এই পাঁচ প্রকার এবং **ভাবমিশ্র,** ভূমিখর্জ্জুরী, পিণ্ডখর্জ্জুরী, ছোহারা ও স্থলেমানি এই চারি প্রকার খর্জ্জূরের গুণ লিখিয়াছেন। খর্জ্জুরী ও ভূখর্জ্জুরী ভিন্ন যাবতীয় খর্জ্জুর বসোরা বা আরবদেশ হইতে ভারতে আনীত হইয়া থাকে।

Constituents.—Tannin, extractive, mucilage, insoluble matters and lime.

Actions and uses.—Khajur is nutritive, tonic and duretic ; used as dessert. Kharaka is used as an ingredient in various aphrodisiac and tonic confections. Boiled with milk it is given during convalescence from fevers and small-pox. The juice or toddy obtained from the stem is a good diuretic. A spirit known as Khajura-no-daru (lagbi) is obtained by distilation of the fruits. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. p. 626).

নব্যমত—খর্জ্জূর পোষক, বল্য এবং মূত্রল। বিবিধ বল্য ও বৃষ্য মোদকাদিতে খর্জ্জুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর এবং মসূরীকার (বসন্তরোগ) অন্তে রোগীর যে দুর্ব্বলতা থাকে তাহা দূর করিবার জন্য, খর্জ্জুর গব্যদুগ্ধসহ পাক করিয়া সেব্য। **খর্জ্জূর-রস** উত্তম মূত্রজনক পানীয়। খর্জ্জূর "চোয়াইয়া" একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহা "লগ্‌বি" নামে প্রসিদ্ধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—অর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬২৬ পৃঃ)। খেজুরের **মেথি** প্রমেহ এবং **মূল** দন্তশূলে উপকারী। খেজুর "নার্ভাস্ ডেবিলিটী"র পক্ষে ভাল। (ওয়াট্)।

গণিকারিকা—गणिकारिका ।

गणिकारिका, तर्कारी, वैजयन्ती, अग्निमन्थः—Premna Spinosa, *Roxb.* क्षुद्राग्निमन्थः—Premna Serratifolia, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा—"तनुत्वचा," "गन्धपुष्पा," गन्धपत्रा"। तर्कारी कटुरुष्णा च तिक्तानिलकफापहा। शोफश्लेष्माग्निमान्द्यार्शोविड्‌बन्धाऽऽध्माननाशनी। 'अग्निमन्थद्वय'ञ्चैव तुल्यं वीर्य्यरसादिषु। तत्प्रयोगानुसारेण योजयेत् स्वमनीषया। राजनिघण्टुः॥ तर्कारी कटुका तिक्ता तथोष्णाऽनिलपाण्डुजित्। शोथश्लेष्माग्निमान्द्यामविबन्धांश्च विनाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ अग्निमन्थः श्वयथुनुद्वीर्य्योष्णः कफवातहृत्। पाण्डुनुत् कटुकस्तिक्तस्तुवरोमधुरोऽग्निदः। भावप्रकाशः॥ गणिकारी तु शोथघ्नी हिता वातविकारिणाम्। राजवल्लभः॥ लघ्वग्निमन्थस्य गुणाः प्रोक्ता वृद्धाग्निमन्थवत्। विशेषाल्लेपनेचोपनाहे शोफे च पूजितः। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु अग्निमन्थः—अग्निमन्थस्य * पत्राणि। जलेनोत्क्वाथ्य शूलार्त्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्"। (चिः ८ अः)। चरकः॥ इक्षुमेहे गणिकारिका—"इक्षुमेहिनं वैजयन्तीकषायम्" (चिः ११ अः)। (२) चक्षुःकामिले गणिकारिकामूलम्—(५४ पृष्ठायां मृग्यम्)। सुश्रुतः॥ वातव्रणे गणिकारिकामूलम्—"मातुलुङ्गाग्निमन्थौ च * काञ्जिकेन च। * लेपो वातव्रणे हितः" (चिः २५ अः)। हारीतः॥ वसामेहे गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थकषायन्तु वसामेहे प्रयोजयेत्" (प्रमेह—चिः)। (२) शीतपित्ते गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थभवं मूलं पिष्टं पीतञ्च सर्पिषा। शीतपित्तोदर्द्दकोठान् सप्ताहादेव नाशयेत्"। (शीतपित्तोदर्द्द—चिः)। (३) स्थौल्ये गणिकारिकामूलम्—"स्थौल्यनुत् स्यादग्निमन्थरसोवापि शिलाजतु"। (स्थौल्य—चिः)। चक्रदत्तः॥

গণিকারিকার ভাষানাম—গণিয়ারী বৈদ্যকে, অগ্নিমন্থ, তর্কারী, বৈজয়ন্তী নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—গনিয়ারী, অগ্‌গাস্ত। কোঃ—গন্নেন্দারী, গঁয়দারী। हिः—अरणी অগেথু। মঃ—থোরঐরন। গুঃ—অরণী। কঃ—নরুবল। তৈঃ—নেলিচেট্ট। উঃ—

অগিবথ। আসাঃ—গণিয়রী। খিং—খিহিন্‌মিদি। গণিকারিকার অম্বর্থ-সংজ্ঞা—"তনুত্বচা," "গন্ধপত্রা," "গন্ধপুষ্পা"।

বর্ণন—গণিকারিকার বৃক্ষ ১০।১২ হস্ত উচ্চ হয়, বহুশাখ। কাণ্ডত্বক্, উপরি ম্লানশুভ্র, তদভ্যন্তর হস্তিদন্তবৎ অতিশুভ্র, লঘু, অল্পাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। পত্রবৃন্ত, পত্রের দৈর্ঘ্যের প্রায় ¼র্থাংশ দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর মসৃণ ও চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর পত্রে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। পুষ্প, সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত, পুষ্পদণ্ডের প্রত্যেক শাখা ৩।৪টি পুষ্প ধারণ করে, পুষ্প অতিক্ষুদ্র, হরিদাভ শুভ্রবর্ণ, মিলিতদল, দলের অঙ্গ প্রধানতঃ ২ ভাগ, একভাগ তিন অংশে ঈষৎ খণ্ডিত ও দীর্ঘ, অপরাংশ অখণ্ড ও হ্রস্ব। পুংকেসর ৪টী, তন্মধ্যে ২টী বৃহৎ, ২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শ্বেতাভ পুষ্পোপরি দীর্ঘ পুংকেসরের কৃষ্ণবর্ণ পরাগকোষ স্পষ্ট নেত্রগোচর হয় বীজ, মটরকলায়ের মত। পুষ্পকাল—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের বৃক্ষ ক্ষুদ্রতর, এমন কি ইহাকে গুল্মও বলা যায়। গণিয়ারীর কাণ্ড ও শাখায়, বৃহৎ, দৃঢ়, পরস্পর বিপরীত দিকে বিস্তৃতভাবে স্থিত তীক্ষ্ণাগ্রশাখা, থাকে, ইহাতে তাহা নাই। ইহাই অগ্নিমন্থদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদক লিঙ্গ। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল ও কাণ্ডত্বক্। মাত্রা—ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে গণিকারিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে গণিয়ারীপত্র—অর্শের বেদনায় আর্ত্ত রোগীকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ গণিয়ারীপত্রক্বাথে অবগাহন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। সুশ্রুত—ইক্ষুমেহে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বক্—যাহার ইক্ষুমেহ হইয়াছে তাহাকে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বকের ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) চক্ষুঃকামিল্বে গণিয়ারী-মূলত্বক্—(৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ)। হারীত—বাতব্রণে গণিয়ারীমূল—মাতুলুঙ্গ ও গণিয়ারীর মূল কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক বাতব্রণে লেপ দিবে (চিঃ ৩৫ অঃ)। চক্রদত্ত—বসামেহে গণিয়ারীমূলত্বক—বসামেহী গণিয়ারীমূলত্বকের ক্বাথ পান করিবে। (প্রমেহ—চিঃ)। শীতপিত্তে গণিয়ারীরমূল—পিষ্ট গণিয়ারীমূলত্বক্ গব্যঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ নিবৃত্তি পায় (শীতপিত্তউদর্দ্দ—চিঃ)। স্থৌল্যে গণিয়ারীমূলত্বক্—গণিয়ারীমূলত্বক্‌কৃত ক্বাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতি স্থূলব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে (স্থৌল্য—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে এবং সুশ্রুত, বরুণাদি ও বীরতর্ব্বাদিগণে গণিয়ারী পাঠ করিয়াছেন। কোন কোন দেশে, বাতরোগীর শাকার্থ গণিয়ারীপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Constituents.—A resin, a bitter alkaloid and tannin,

Actions and uses.—Stomachic, alterative and tonic. The infusion of the leaves is used in eruptive fevers, colic and flatulence ; the decoction of the root is given in Gonorrhœa during convalescence from fevers, also in Rheumatism and Neuralgia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 472). **Ainslie** states that the root has a worm bitter taste and agreeable smell, and is prescribed in decoction as a gentle cordial and stomachic in fevers. **Rheede** calls the plant Apeel, and notices the use of a decoction of the leaves for flatulence. **Atkinson** states that the leaves rubbed with pepper are administered in colds and fevers, and that externally a decoction of the whole plant is used in Rheumatism and Neuralgia." (*Dymock*, Part III., p. 67).

নব্যমত—গণিয়ারী পাচক, রসায়ন এবং বল্য। ইহার পত্রক্বাথ, বিস্ফোটাদিকৃত জ্বর, শূল ও উদরাধ্মানে এবং মূলত্বকের ক্বাথ, জ্বরাবসানজ দুর্ব্বলাবস্থা, "গণোরিয়া," বাত এবং "নিউর‍্যাল্‌জিয়া" রোগে সেব্য। **এন্‌স্লি** বলেন, গণিয়ারীর মূলত্বকের ক্বাথ, হৃদ্য, পাচক এবং জ্বরে হিতকর। **রীডি** বলেন, গণিয়ারীপত্রক্বাথ উদরাধ্মানে সেব্য। **এট্‌কিন্‌সন্‌** বলেন, শৈত্যপ্রভব রোগ এবং জ্বরে গণিয়ারীপত্র মরিচসহ সেবিত হইয়া থাকে ; শাখাপত্রসহ কুট্টিত গণিয়ারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বাত ও "নিউর‍্যাল্‌জিয়া" গ্রস্ত রোগীর অঙ্গে সেচন করিবে (ডিমক্‌, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃঃ)।

গম্ভারী—गम्भारी ।

श्रीपर्णी, काश्मर्य्यः—**G**melina Arborea, *Linn.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुदृढ़त्वचा," "स्थूलत्वचा," "चौरिणी," "कृष्णवृन्ता," "महाकुसुमिका," "पीतपुष्पा," "पीतफला," "स्निग्धपर्णी"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातहा"। श्रीपर्णी स्वरसे तिक्ता गुरूष्णा रक्तपित्तजित्। त्रिदोषभ्रमदाहार्त्तिज्वरतृष्णाविषाञ्जयेत्। अन्यच्च—श्रीपर्णी स्वादु तिक्ता च रक्तपित्तज्वरापहा। काश्मर्य्यं 'कुसुमं' वृष्यं वल्यं पित्तास्रनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ काश्मरी कटुका तिक्ता गुरूष्णा कफशोफनुत्। त्रिदोषविषदाहार्त्तिज्वरतृष्णास्रदोषजित्। राजनिघण्टुः॥ काश्मरी तुवरा तिक्ता वीर्य्योष्णा

मधुरा गुरुः। दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी भ्रमशोषजित्। दोषतृष्णाऽऽमशूलार्शोविषदाहज्वरापहा। तत् 'फलं' बृंहणं वृष्यं गुरु केश्यं रसायनम्। वातपित्ततृषारक्तक्षयमूत्रविबन्धनुत्। स्वादु पाके हिमं स्निग्धं तुवराम्लविशुद्धिकृत्। हन्याद्दाहतृषावातरक्तपित्तक्षतक्षयान्। भावप्रकाशः॥ गम्भारिका 'फलं' ग्राहि सतिक्तं मधुरं गुरु। केश्यं रसायनं मेध्यं शीतलं दाहपित्तजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रक्तातिसारे गम्भारीफलम्—"काश्मर्य्याः फलयूषो वा किञ्चिदम्लः सशर्करः"। (चिः १० अः)। (२) गर्भे शुष्के शुष्यति वाले च गम्भारीफलम्—"गर्भे शुष्के तु वातेन बालानाञ्चापि शुष्यताम्। सिताकाश्मर्य्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः"। (चिः २८ अः)। (३) वातरक्ते गम्भारी त्वक्—"सिद्धं (तैलं) मधुककाश्मर्य्यरसैर्व्वा वातरक्तनुत्"। (चिः २९ अः)। चरकः॥ दाहतृष्णान्विते पित्तज्वरे गम्भारीफलम्—"* काश्मर्य्यस्याथवा पुनः। * कषायैः शर्करायुतैः। सुशीतैः शमयेत्तृष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च"॥ (उः ३९ अः)। सुश्रुतः। टीका—"यद्यपि काश्मरीफलमत्रलिखितं तथापि काश्मरीफलमज्जा गृह्यते अत्यन्तपित्तहरत्वात्" —डल्वणः। रक्तपित्ते—गम्भारीफलम्—"पक्वोदुम्बरकाश्मर्य्य *। मधुना घ्नन्ति संलीढ़ा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्"॥ (रक्तपित्त—चिः)। (२) शीतपित्ते गम्भारीफलम्—"गम्भारिकाफलं पक्वं शुष्कमुत्स्वेदितं पुनः। क्षीरेण शीतपित्तघ्नं खादितं पथ्यसेविना"। (शीतपित्तादि—चिः)। चक्रदत्तः॥ अङ्गुलिवेष्टे गम्भारीपत्रम्—"काश्मर्य्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परिवेष्टिताः। अङ्गुलिवेष्टकः पुंसां ध्रुवमाशु प्रशाम्यति"॥ भावप्रकाशः॥ पतितयोः पयोधरयोः गम्भारीत्वक्—"श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवम्। तत्तैलं तूलके न्यस्य स्तनयोः परिधारयेत्। पतितावुत्थितौ स्त्रीणां भवेयातां पयोधरौ। गजकुम्भसमाकारा वुन्नतौ परिमण्डलौ। वङ्गसेनः॥

গাম্ভারীর ভাষানাম—বাঃ—গামার। কোঃ—গামারি। আঃ—গমারি। হিঃ—খম্ভারি। মঃ—শিবণগম্ভারী। গুঃ—শবন। কঃ—সীবনী। তৈঃ—গাম্ভারী গুম্মুটিচেট্টু। গম্ভারীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"মৃদুচ্ছদা," "শ্লক্ষ্ণত্বচা,"

"ক্ষীরিণী," "স্নিগ্ধপর্ণী," "কৃষ্ণবৃন্তা," "পীতপুষ্পা," "মহাকুসুমিকা," "পীতফলা"। **গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বাতহা"।

বর্ণন—গম্ভারী, বহুশাখ, মহোচ্চ, বিশাল ছায়াতরু। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বহুপল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটী গম্ভারীবৃক্ষ পথিকের নেত্রগোচর হয়। **কাণ্ড**, দীর্ঘ, কাণ্ডত্বক্ স্থূল, শুভ্রবর্ণ। **পত্রের** বৃন্ত দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, বৃন্তসন্নিধানে পত্রভাগ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া অবসিত হইয়াছে, এইস্থানে দুইটী তিনটী কিম্বা ৫টী গ্রন্থি বিদ্যমান, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ যেন কোন শুভ্রচূর্ণলিপ্ত। **পুষ্প**, মিলিতদল, বৃহৎ, পীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে তাম্রবর্ণে চিহ্নিত, হ্রস্ববৃন্ত, ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে স্থিত। **কুণ্ড ও পুষ্পদণ্ড**, তাম্রবর্ণ, সূক্ষ্ম রোম-ব্যাপ্ত। **পুংকেসর** ৪টী, তন্মধ্যে দুইটী ছোট দুইটী বড়, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক উত্থিত। **ফল**, বৃহত্ত্বে বকুলফলের মত, আকৃতি অলাবুর মত, পক্কফল পীতবর্ণ, স্বাদে অম্লমধুর, বীজশস্য বাদামের মত। **রক্সবর্গ** বলেন, গম্ভারীর কাষ্ঠ তিন বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন জলের ভিতর থাকিয়াও কিঞ্চিন্মাত্রও বিকৃত হয় নাই। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, ফলমজ্জা। **মাত্রা**—ফলস্বরস—১—২ তোলা। ফল ও ত্বক্‌ক্বাথ—৫—১০ তোলা। পুষ্পচূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গম্ভারীর ব্যবহার।

চরক—রক্তাতিসারে গম্ভারীফল—দাড়িমরসযোগে অম্লীকৃত এবং শর্করাযোগে মধুরীকৃত গম্ভারীফলের যূষ রক্তাতিসারী পান করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **গর্ভে শুষ্কে** গাম্ভীরফল—গম্ভারীফল যষ্টিমধু এবং চিনির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, শীর্ণশিশু কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক শুষ্কীকৃত গর্ভ পুষ্টিলাভ করে। (চিঃ ২৮ অঃ)। (৩) **বাতরক্তে** গম্ভারীত্বক্—যষ্টিমধু এবং গম্ভারীত্বকের ক্বাথে যথাবিধি পক্ক তিল তৈল অভ্যাঙ্গ করিলে বাত-রক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অং)। **সুশ্রুত**—দাহতৃষ্ণান্বিত **পিত্তজ্বরে** কাশ্মরী-ফলমজ্জা—গম্ভারীফলমজ্জার ক্বাথ শীতল হইলে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমক। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে গম্ভারীফল—পিষ্ট গম্ভারীফল মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। **শিবদাস** বলেন দৈবাৎ মধুর অপ্রাপ্তি কিম্বা মধুপ্রয়োগ অসঙ্গত হইলে অগস্তির রস, চিনির জল, কিম্বা কদলীপুষ্পরসের সহিত সেব্য (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** গম্ভারীফল—পক্ক, শুষ্ক, দুগ্ধে সিদ্ধ গম্ভারীফল ভক্ষণ করিলে শীতপিত্ত প্রশমিত হয়। **ভাবপ্রকাশ—অঙ্গুলিবেষ্টে** কোমল গম্ভারীপত্র—যে আঙুলে আঙলহাড়া হইয়াছে সেই আঙুলটী ৭টী কোমল গম্ভারীপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে,

আঙুলহাড়া সত্বর নিশ্চিত প্রশমিত হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—পতিত-স্তনে** গম্ভারীত্বক্—গম্ভারীত্বকের ক্বাথ ও কল্কের দ্বারা যথাবিধি পক্ব তিল তৈলে তূলা ভিজাইয়া সেই তূলা পতিত স্তনে স্থাপন করিলে পতিত পয়োধর উত্থিত হইয়া থাকে (স্ত্রী-রোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগ ও শোথহরবর্গে গম্ভারী এবং দাহপ্রশমনবর্গে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** সারিবাদিগণে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—"দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যমধূকপুষ্পখর্জ্জূরপ্রভৃতীনি। রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরানি চ। কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥ (সুঃ ৪৬ অঃ)। পরিভাষাকার কিস্‌মিসের অভাবে গম্ভারীফল ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

Constituents.—The root contains a yellow viscid oil, resin, an alkaloid, a trace of Benzoic acid, and ash free from manganese ; the fruit contains butyric and tartaric acids, an alkaloid, saccharine matter, resin and a trace of tannin.

Actions and uses.—Demulcent, stomachic, tonic, refrigerant and laxative. The root bark is given in Fevers, Indigestion and Anasarca. With liquorice it is given to increase the secretion of milk in women. The juice of the leaves is demulcent and given in Gonorrhœa ; other properties are similar to those of Arani. The fruits are bitter and cooling and given in Fever and burning heat of the body. The bark is used to regulate fermentation of toddy. The wood is used for making artificial limbs, stethescopes &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—গম্ভারী, স্নিগ্ধ, পাচক, বল্য, শ্রমহর এবং মৃদুরেচক। **মূলত্বক,** জ্বর, অজীর্ণ এবং অগম্ভীর শোথে সেব্য। যষ্টিমধুসহ ইহা স্তন্যবর্দ্ধনার্থ সেবিত হইয়া থাকে। **পত্রস্বরস,** স্নিগ্ধ, ইহা "গণোরিয়ায়" সেব্য। অন্যান্য গুণে গম্ভারী গণিয়ারীর তুল্য। গম্ভারীর **ফল,** তিক্ত (?), জ্বর ও দাহে সেব্য। **বৃক্ষত্বক্‌** তাড়ির উৎসেচন নিয়মিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গম্ভারীর কাষ্ঠে কৃত্রিম অঙ্গ এবং "ষ্টেথেস্কোপ্‌" প্রভৃতি গঠিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর্‌, এন্‌, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)।

गुग्गुलू—गुग्गुलुः ।

गुग्गुलुः, पलङ्कषा, पुरः—Amyris Commiphora, *Roxb.* Balsamodendron Mukal.

अन्वर्थसंज्ञा - गुग्गुलोः—"मरुदेश्यः," "कालनिर्य्यासः"" "महिषाक्षः"। कणगुग्गुलोः—"गन्धराजः," "स्वर्णकणः," "सुरसः"। भूमिजस्य—"दुर्गाह्लादः"। सुगन्धिः सुलघुः सूक्ष्मस्तीक्ष्णोष्णः कटुको रसः। कटुपाकः सरोहृद्यो गुग्गुलुः स्निग्धपिच्छिलः। स 'नवो' वृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वपकर्षणः। तैक्ष्ण्यौष्ण्यात् कफवातघ्नः सरत्वात् मलपित्तनुत्। सौगन्ध्यात् पूतिकोष्ठघ्नः सौक्ष्म्यात् चानलदीपनः। सुश्रुतः (चिः ५ अः)। गुग्गुलुः पिच्छिलः प्रोक्तः कटुस्तिक्तः कषायवान्। वर्ण्यः स्वर्य्योलघुः सूक्ष्मो रुक्षो वातबलासजित्। अन्यच्च—गुग्गुलुः प्रथितः स्निग्धः सरोष्णोऽथ कफानिल।—वस्तिमेदोव्रणान्मेहशोफभूतविकारजित्। गुग्गुलु विंशदस्तीक्ष्णः कषायः पिच्छिलः कटुः। वर्ण्यः स्वर्य्यो लघुर्भेदी स्निग्धो वातबलासजित्। स नवो वृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ गुग्गुलुः कटुतिक्तोष्णः कफमारुतकासजित्। कृमिवातोदरप्लीहशोफार्शोघ्नो रसायनः। कणगुग्गुलुः कटूष्णः सुरभिर्वातनाशनः। शूलगुल्मोदराऽऽध्मानकफघ्नश्च रसायनः। गुग्गुलुर्भूमिजस्तिक्तः कटूष्ण कफवातजित्। उमाप्रियश्च भूतघ्नो मेध्यः सौरभ्यदः सदा। राजनिघण्टुः॥ 'महिषाक्षो' 'महानीलः' 'कुमुदः' 'पद्म' इत्यपि। 'हिरण्यः' पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पञ्चजातयः। भृङ्गाञ्जनसवर्णस्तु 'महिषाक्ष' इति स्मृतः। 'महानोलस्तु' विज्ञेयः स्वनामसमलक्षणः। 'कुमुदः' कुमुदाभः स्यात् 'पद्मो' माणिक्यसन्निभः। 'हिरण्याक्षस्तु' हेमाभः पञ्चानां लिङ्गमीरितम्। महिषाक्षो महानोलो गजेन्द्राणां हिताबुभौ। हयानां कुमुदः पद्मः स्वस्थ्यारोग्यकरौ परौ। विशेषेण मनुष्याणां कनकः परिकीर्त्तितः। अभावान्महिषाक्षस्य मतः कैश्चिन्नृणामपि। गुग्गुलुर्विशदस्तिक्तो वीर्य्योष्णः पित्तलःसरः। भग्नसन्धानकृद् वृष्यः कफवातव्रणापचीः। मेदोमेहाश्मवातांश्च क्लेदकुष्ठाममारुतान्। पोड़काग्रन्थिशोफार्शः गण्डमालाकृमीन्

जयेत्। मधुर्य्याच्छमयेद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा। तिक्तत्वात् कफजित्तेन गुग्गुलुः सर्व्वदोषहा। स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः। स्निग्धः काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बूफलोपमः। नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः। शुष्को दुर्गन्धिकश्चैव त्यक्तप्रकृतवर्णकः। पुराणः स तु विज्ञेयो गुग्गुलु वीर्य्यवर्ज्जितः। अम्लं तीक्ष्ण मजीर्णञ्च व्यवायं श्रममातपम् मद्यं दोषन्त्यजेत् सम्यग् गुणार्थी पुरसेवकः। जायन्ते पुरपादपा मरुभुवि, ग्रीष्मेऽर्कसन्तापिता। शीतार्त्ता शिशिरेऽपि गुग्गलुरसं, मुञ्चन्ति ते पञ्चधा। हेमाभं महिषाच्चतुल्यमपरं, सत्पद्मरागोपमम्। भृङ्गाभं कुमुदद्युतिञ्च विधिना ग्राह्या 'परीक्षा' ततः। वह्नौ ज्वलन्ति तपने विलयं प्रयान्ति। क्लिद्यन्ति कोष्ण-सलिले पयसः समानाः। ग्राह्याः शुभाः परिहरेच्चिरकालजाता।—नङ्गारवर्ण-समपूयविगन्धवर्णान्। भावप्रकाशः॥ गुग्गुलुर्दीपनस्तिक्तः सकषायो रसायनः। कटुर्मेदोऽनिलश्लेष्मकुष्ठघ्नः स्रंसनो लघुः। सुस्वादः पीड़काघ्नश्च सोष्णश्च स्पर्श-शीतलः। वर्ण्यः स्वर्य्यः कटुः पाके रुक्षस्तीक्ष्णोऽग्निदीपनः। क्लेदमेहापची-ग्रन्थिशोफक्रिमिविनाशनः। स्निग्धः काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बूफलोपमः। नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिश्चापि पिच्छिलः। पुराणः शुष्को दुर्गन्धो मलानां नापकर्षकः। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—उदररोगे गुग्गुलुः—"शिलाजतु विधानेन गुग्गुलुं वा प्रयोजयेत्" (चिः १८ अः)। चरकः। ऊरुस्तम्भे गुग्गुलुः—मूत्रैर्व्वा गुग्गुलुं श्रेष्ठम्" (चिः (५ अः)। (२) शोथे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा मूत्रेण" (चिः २३ अः)। (३) कर्णदौर्गन्ध्ये गुग्गुलुः—कर्णदौर्गन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते" (उः २१ अः)। सुश्रुतः। श्वासे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा *। * घृतप्लुतम्" (चिः ४ अः)। वाग्भटः। गृध्रस्यां गुग्गलुः—"रास्नायास्तु पलञ्चैकं कर्षान् पञ्चच गुग्गुलोः। सर्पिषा गुड़िकां कृत्वा खादेद्वा गृध्रसीहराम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) क्रोष्टुकशीर्षे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं क्रोष्टुशीर्षे च गुड़ूचीत्रिफलाम्भसा" (वातव्याधि—चिः)। (३) विद्रधौ गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ कफसम्भवे' (विद्रधि—चिः)। चक्रदत्तः।

গুগ্‌গুলুর ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার গুগ্‌গুলুর ভেদ স্বীকার করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুতে** গুগ্‌গুলু, কণগুগ্‌গুলু এবং ভূমিজগুগ্‌গুলুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ভাবমিশ্রের** মতে গুগ্‌গুলু পাঁচ প্রকার, যথা—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম এবং হিরণ্য। ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত স্বরূপলক্ষণ ভাবপ্রকাশোদ্ধৃত বচনে দ্রষ্টব্য। **গুগ্‌গুলুর অন্বর্থ সংজ্ঞা**—"মরুদেশ্য," "কালনির্য্যাস," "মহিষাক্ষ।" **কণগুগ্‌গুলুর**—"গন্ধরাজ," "স্বর্ণকণ," "সুরস"। **ভূমিজের**—"দুর্গাহ্লাদ"। **গুগ্‌গুলুর ভাষানাম**—বাঃ—গুগ্‌গুল্। হিঃ—**গূগল্, মৈষাগূগল** গুঃ—গুগুল। মঃ—ক্ষ্ণাগুগুঠ্ঠ। কঃ—ইডবোল। তৈঃ—গুগি্গলমুচেট্টু, মহীসাছী। ফাঃ—বোএজ্‌হুদান্। অঃ—মুক্কিলেঅর্জক।

বর্ণন—গুগ্‌গুলুর বৃক্ষ ভারতবর্ষ, আরব এবং আফ্রিকা দেশে জন্মে। গুগ্‌গুলুবৃক্ষের আঠা গুগ্‌গুল নামে খ্যাত। গুগ্‌গুলুর নিঘণ্টুক্ত "মরুদেশ্য" নাম পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, অতি প্রাচীনকালেও আরব বা আফ্রিকা দেশ হইতে ভারতবর্ষে গুগ্‌গুলু আনীত হইত। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে গুগ্‌গুলুর বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। শীতকালে গুগ্‌গুলু বৃক্ষের কাণ্ডত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া দিলে কাণ্ডগাত্র হইতে গুগ্‌গুলু ক্ষরিত হয়। গুগ্‌গুলু ধারণ করিবার জন্য ভূমিতে কোন পাত্র রক্ষিত হয় না, মাটীতেই পড়ে, সুতরাং বাজারের গুগ্‌গুলু এতাদৃশ আবর্জ্জনাপূর্ণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজলেখকগণ, গন্ধবিরেজা, শিলারস প্রভৃতি নির্য্যাসকে গুগ্‌গুলু কল্পনা করিয়া, গুগ্‌গুলু বিষয়ক বক্তব্যকে নিরর্থক অতি দীর্ঘ ও নিতান্ত দুরধিগম্য করিয়াছেন। ভাবমিশ্রবৎ যূনানী-লেখকগণও গুগ্‌গুলুর বহুভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কথিত মহিষাক্ষ, মহানীল, পদ্ম ও কনক, যথাক্রমে যূনানীগ্রন্থকারোক্ত সকল্‌বী, মুকুল্-ই-আরব্, মুকুল্-ই-আজরক্ ও মুকুল্-ই-আহুদ্। **উত্তম গুগ্‌গুলুর লক্ষণ** বর্ণনে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—যে গুগ্‌গুলু অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে, যাহা রৌদ্রে রাখিলে গলিয়া যায়, এবং গরম জলে ফেলিলে গলিয়া দুগ্ধের মত হয় তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা বাজারে সচরাচর যে গুগ্‌গুলু পাওয়া যায় তাহা, ত্বক্ পত্র, কেশ ও কঙ্করাদিপূর্ণ, নিতান্ত পুরাণ এবং শুষ্ক। এবম্বিধ পরিহারযোগ্য গুগ্‌গুলুর ভেষজার্থ ব্যবহার ফলপ্রদ ও নিরাপদ্ নহে। ইহা দহনার্থ ব্যবহৃত হওয়াই স্পৃহনীয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—নির্য্যাস। **মাত্রা**—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে গুগ্‌গুলুর ব্যবহার।

চরক—উদররোগে গুগ্‌গুলু—উদররোগী দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া, একমাস

গুগ্গুলু (গোমূত্রসহ) সেবন করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। **সুশ্রুত—ঊরুস্তম্ভে** গুগ্গুলু—ঊরুস্তম্ভরোগী গোমূত্রের সহিত উত্তম গুগ্গুলু পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। **শোথে** গুগ্গুলু – শোথরোগী গোমূত্রের সহিত গুগ্গুলু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) **কর্ণদৌর্গন্ধ্যে** গুগ্গুলু—পূতিকর্ণে গুগ্গুলুর ধূম হিতকর। (উঃ ২১ অঃ)। **বাগ্ভট—শ্বাসে** গুগ্গুলু—শ্বাসরোগী গব্যঘৃতদ্বারা আপ্লুত বিশুদ্ধ গুগ্গুলু পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। **চক্রদত্ত—গৃধ্রসীরোগে** গুগ্গুলু—রাস্নার মূলচূর্ণ ৮ তোলা ও ১০ তোলা বিশুদ্ধ গুগ্গুলু, গব্যঘৃতের সহিত মর্দ্দনান্তে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণোদকের সহিত প্রাতঃকালে, গৃধ্রসীবাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী সেবন করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) **ক্রোষ্টুকশীর্ষবাতব্যাধিতে** গুগ্গুলু—যাহার "শিবামুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে গুড়ূচী ও ত্রিফলার ক্বাথসহ উত্তম গুগ্গুলু সেবন করাইবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) **বিদ্রধিতে** গুগ্গুলু—কফজবিদ্রধিরোগী গোমূত্রসহ গুগ্গুলু পান করিবে। (বিদ্রধি—চিঃ)। **বক্তব্য—চরক** সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং **সুশ্রুত** এলাদিবর্গে গুগ্গুলু পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Volatile oil, gum resin, bitter principle.

Actions and uses—Alterative, demulcent, stimulant, tonic, antispasmodic and emmenagogue, often combined with aromatics and given in Rheumatism, scrofulous affections and nervous diseases. The compound pill known as Yogaraja Gugala, used as an alterative in enlarged glands in the neck, chronic Rheumatism, Dropsy, Gleet &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 179).

নব্যমত—গুগ্গুলু, রসায়ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বল্য, আক্ষেপনিবারক এবং আর্ত্তবরজঃ স্রাবকারী। ইহা সচরাচর অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বাত, গলগণ্ড-গণ্ডমালা এবং বাতব্যাধিতে সেবিত হইয়া থাকে। **যোগরাজগুগ্গুলু** রসায়ন, ইহা বাত, শোথ, "গণোরিয়া" এবং গলগণ্ডগণ্ডমালা রোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)। গুগ্গুলু স্নিগ্ধ, মৃদুরেচক, আধ্মানহর এবং রসায়ন। কুষ্ঠ, বাত, ফিরঙ্গরোগের আনুষঙ্গিক রোগবিশেষে ফলপ্রদ। ইহা বাতব্যাধি, গলগণ্ডগণ্ডমালা ও চর্ম্মরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কদর্য্যক্ষতে ইহার মলম হিতকর। (**ওয়াট্**)।

গুঞ্জা—गुञ्जा ।

रक्तगुञ्जा, चूड़ामणिः, उच्चटा। श्वेतगुञ्जा, श्वेतकाम्भोजी, सितोच्चटा—Abrus Precatorius, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा—रक्तगुञ्जायाः—"कृष्णचूड़िका," "रक्तिका," "भिल्लभूषणी"। गुञ्जा रुक्षा तथा तिक्ता वीर्य्योष्णा च प्रकीर्त्तिता। विषवैषम्यजन्तुघ्नी रोगग्राम-भयापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'गुञ्जाद्वयञ्च' शीतोष्णं 'वीजं' वान्तिकरं 'शिफा'। शूलघ्नो विषहृत् 'पत्रं' वश्ये श्वेता प्रशस्यते। धन्वन्तरीयनिघण्टे राजनिघण्टुश्च। गुञ्जाद्वयन्तु केश्यं स्यात् वातपित्तज्वरापहम्। मुखशोषभ्रम-श्वास तृष्णामदविनाशनम्। नेत्रामयहरं वृष्यं वल्यं कण्डूव्रणं हरेत्। क्रिमीन्द्र-लुप्तकुष्ठानि रक्ता च धवलाऽपिच। भावप्रकाशः। * मुखशोषरुजं वातं भ्रमं श्वासं तृषान्तथा। * वीजं वान्तिकरं मतम्। शूलनाशकरं मूलं पर्णञ्च विषनाशनम्॥ वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

वैद्यके व्यवहारः—इन्द्रलुप्ते गुञ्जापत्रम्—"प्रच्छयित्वावगाढ़ं वा गुञ्जाकल्कैर्मुहुर्मुहुः। लेपयेदुपशान्त्यर्थं *" (चिः २० अः)। (२) वाजीकरणार्थं गुञ्जाफलम्—"उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते" (चिः २६ अः)। (३) पूतनाग्रहप्रतिषेधार्थं गुञ्जाफलम्—"* गुञ्जाश्चधारयेत्" (उः ३२ अः)। सुश्रुतः। कर्णपालीविवर्द्धनार्थं गुञ्जाफलम्—"गुञ्जाचूर्णयुते जाते माहिषे क्षीर उद्गतम्। नवनीतं तदभ्यङ्गात् कर्णपालीविवर्द्धनम्"। (कर्णरोग—चिः)। चक्रदत्तः। पित्तविसर्पे गुञ्जापत्रम्—"* पित्तविसर्पे वा गुञ्जापत्रैस्तु लेपनम्"। (चिः २२ अः)। हारीतः। दारुणके गुञ्जाफलम्—"गुञ्जाफलैः शृतं तैलं भृङ्गराजरसेन च। कण्डूदारुणहृत् कुष्ठकपालव्याधिनाशनम्"॥ भावप्रकाशः। गण्डमालायां गुञ्जाफलमूले—गुञ्जाफलमूलैस्तैलं तोये द्विगुणिते पचेत्। नस्या-भ्यङ्गेन शमयेद्गण्डमालां सुदारुणाम्"॥ (गण्डमाला—चिः)। (२) गृध्रस्यां गुञ्जापत्रम्—"द्वित्रिस्थानेषु गृध्रस्यां शिरां प्रच्छन्नवेधिताम्। गुञ्जा-कल्केन लिप्ता च सद्यस्त्यजति वेदनाम्। वङ्गसेनः।

গুঞ্জার ভাষানাম—বৈদ্যকে, রক্তগুঞ্জা—চূড়ামণি ও উচ্চটা এবং শ্বেতগুঞ্জা—শ্বেতকাম্ভোজী ও সিতোচ্চটা নামে ব্যবহৃত। বাঃ—কুঁচ। কোঃ—রত্তিফল। হিঃ—ঘুঁঘচি,

বিরমিটী। মঃ—গুঞ্জা। গুঃ—চণোটিরাতী। কঃ—গুলগুঞ্জে, এরডু। তৈঃ—গুলুবিন্দে। তাঃ—কারিন। উঃ—রুঞ্জ। ফাঃ—চশ্‌মেথ্‌রুস্‌। অঃ হব্‌ (সুর্থ, সফেদ)। রক্ত-গুঞ্জার অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃষ্ণচূড়িকা," "রক্তিকা," "ভিল্লভূষণী।

বর্ণন—গুঞ্জা পরিবেষ্টিকা লতা। শিম্বি পরিপক্ক হইলে লতার প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার বারিপাতে মূল হইতে পুনঃ অভিনব প্রতান নির্গত হইয়া থাকে। শরৎকালে গুঞ্জালতা পুষ্পিত হয়। গুঞ্জার পাতা, তেঁতুলপাতার মত। ফুল,—শিমের ফুলের মত—কেবল তদপেক্ষা বৃহত্তর এবং গোলাপীবর্ণ। শিম্বি,—ছোট, প্রত্যেক শিম্বির ভিতর ২—৬টী কুঁচ থাকে। রক্ত ও শ্বেতভেদে কুঁচ প্রধানতঃ দুই প্রকার। লালকুঁচের গাত্র লাল, কাল চিহ্নযুক্ত এবং শ্বেতকুঁচের গাত্র শ্বেত, কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত, ক্বচিৎ বা এই কৃষ্ণ-চিহ্নের অভাব লক্ষিত হয়। গুঞ্জার বর্ণগত বৈচিত্র্য গণনীয় নহে—প্রত্যক্ষদর্শী জানেন একই লতায় এমনকি একই শিম্বির ভিতর, একটী লাল, কৃষ্ণচিহ্নান্বিত, অপরটী নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ, কোনটীর কতকটা লাল কতকটা কাল কুঁচ থাকে। ইহাও প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে লালকুঁচগুলি অর্দ্ধপক্বাবস্থা পর্য্যন্ত সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ থাকে। গুঞ্জার মূলাপেক্ষা পত্রের স্বাদ মধুরতর। ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ।

বৈদ্যকে গুঞ্জার ব্যবহার।

সুশ্রুত—ইন্দ্রলুপ্তে গুঞ্জাপত্র—কেশভূমির ত্বকে কিঞ্চিৎ "আঁচড়" দিয়া পিষ্ট-গুঞ্জাপত্র লেপন করিলে টাকা নিবৃত্তি পাইয়া কেশোদ্গম হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (২) বাজীকরণার্থ গুঞ্জাফল—শোধিত গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ (কাঁজিতে কিম্বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়) ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৩) পূতনাগ্রহপ্রতিষেধার্থ গুঞ্জাফল—শিশু পূতানাগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে গুঞ্জাফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। চক্রদত্ত—কর্ণপালী-বিবর্দ্ধনার্থ গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই চূর্ণ মাহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া, এই দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধি হইতে যে নবনীত প্রস্তুত হইবে তাহা কাণের পাতায় মর্দ্দন করিলে কানের পাতা (কর্ণপালী) বর্দ্ধিত হয়।

হারীত—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্র—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্রের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)। ভাবপ্রকাশ—দারুণকে গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলশস্যের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা যথাবিধি পক্ব তিল তৈল মর্দ্দন করিলে, রুকি, খুস্কি, কেশদদ্রু নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। বঙ্গসেন গণ্ডমালায় গুঞ্জাফল—গুঞ্জামূল ও ফলের কল্ক ও দ্বিগুণ (তৈলের দ্বিগুণ) জলসহ যথাবিধি পক্ব তিল তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে

সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ)। (২) গৃধ্রসীতে গুঞ্জাপত্র ও ফল—গৃধ্রসী রোগীর কটী কিম্বা সকৃথির দুই তিন স্থানের সিরা প্রচ্ছন্নবেধিত করিয়া গুঞ্জাপত্রকল্ক লেপন করিলে সদ্য বেদনার নিবৃত্তি হয়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। লৌহিত্যোৎপাদক বলিয়া ফলশস্যের প্রলেপই যুক্ত। ফলশস্য ব্যবহৃত হইলে সিরাবেধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বক্তব্য—গুঞ্জাফল উপবিষ। **চরক**, স্থাবরবিষবর্গে (চিঃ ২৫ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করেন নাই। **সুশ্রুত**, মূলবিষবর্গে (কঃ ২ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং সৌশ্রুত মতে গুঞ্জার মূল বিষ। **রসরাজসুন্দরে** লিখিত আছে "গুঞ্জা কাঞ্জিক-সংস্বিন্না প্রহরাচ্ছুধ্যতি ধ্রুবম্"। গুঞ্জাবিষের প্রতীকার প্রস্তাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—"মেঘনাদরসোগ্রাহ্যঃ শর্করায়ুক্তপানতঃ। উচ্চ্‌টায়া বিকারস্ত শান্তিঃ স্যাৎ—"। মেঘনাদের বাঙ্‌লা নাম চাঁপানটে। **নব্যেরা** বলেন—গুঞ্জাফলশস্য সেবিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু ক্ষতমুখে ইহার প্রলেপ বিষতুল্য ক্রিয়া করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চর্ম্মকারেরা চর্ম্মলোভে ত্বগ্‌ভেদ পূর্ব্বক গো-শরীরে পিষ্টগুঞ্জাফলশস্যের তীক্ষ্ণাগ্রবর্ত্তি প্রবিষ্ট করাইয়া গোহত্যা করিয়া থাকে। **বৈদ্যকে** কেশভূমি আঁচড়াইয়া তাহাতে গুঞ্জাকল্কের প্রলেপ বিহিত হইয়াছে। ছিন্নাঙ্গে গুঞ্জাফলপ্রলেপের বিষকারিত্ব স্মরণপূর্ব্বক, এসকল স্থলে গুঞ্জাশব্দে গুঞ্জাপত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পঞ্জাবান্তর্গত হোসিয়ারপুর জেলায় গুঞ্জামূলকাথ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য সেবিত হইয়া থাকে। অশুদ্ধ গুঞ্জাফল সেবিত হইলে অতিবিরেচন ও অতিবমন হইয়া বিসূচীকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। **চরকে** অন্তঃপরিমার্জ্জনার্থ গুঞ্জাফলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। **ভাবমিশ্র** কুষ্ঠাধিকারোক্ত "মহাভল্লাতকাবলেহে" এবং **গোপাল-ভট্ট** উরুস্তম্ভাধিকারোক্ত "গুঞ্জাভদ্ররসে" সেবনার্থ গুঞ্জাফল ব্যবহার করিয়াছেন। অজ্ঞলোকে মনে করে গুঞ্জার মূলই যষ্টিমধু। উভয়েই স্বাদুত্বই বোধ হয় এই ভ্রান্তির কারণ।

Constituents.—The seeds contains some fixed oil, arabic acid, two proteid poisons, called aphyt-albuminose and paraglobulin, closely allied to principles found in snake venom, like ricin and to proteids contained in papaw juice. The root, leaves and branches contain sugar, and glycyrrhizic acid.

Actions and uses.—The seeds are harmless when eaten, but poisonous when a paste of them is applied to open wounds. Applied to the eyes they set up inflammation, œdema of the lids and ulceration of the cornea. The face and neck become swollen and the maxillary glands enlarged. Internally the seeds are demulcent, expectorant like liquorice; used in cough and gonorrhœa. The fresh leaves are chewed with

cubebs and sugar to relieve hoarseness of voice as in sore-throat and aphthæ in the mouth. In spermatorrhœa with bloody discharges, the white Abrus leaves and Henna leaves triturated with the powder of the root of holostemma rheedii with cumin seeds and sugar are given internally. With bhitrakamula the paste of the leaves is applied in skin diseases as leucoderma, and also recommended as a cure for baldness over the scalp. The infusion of the seeds should be used fresh, as in a short time it decomposes and swarms with bacteria. Boric acid may be added to prevent decomposition. It is used as an application for the eyes for the cure of pannus and old granular lids. Its use should be followed by weak solution of Alum or Borax. When applied to the inner surface it produces artifical purulent ophthalmia, varying in intensity with the frequency of the applications. It is also used for the cure of lupus and unhealthy ulcers. The paste of the seeds (1 in 4) is used as a rubefacient in sciatica, stiff shoulders and paralysis. The dried roots are made use of in the same manner as liquorice root. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 181).

নব্যমত—গুঞ্জাফলশস্য সেবন করিলে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না, কিন্তু ক্ষতে ইহার প্রলেপ দিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্রের প্রদাহ, চোখের পাতার স্ফীতি এবং অক্ষিতারকায় ক্ষত জন্মে, মুখমণ্ডল ও গ্রীবা স্ফীত এবং কর্ণমূলসমীপস্থ গ্রন্থি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভক্ষিত হইলে ইহা যষ্টিমধুর মত স্নিগ্ধ ও কফ-নিঃসারক, এবং কাস ও “গণোরিয়া” রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুঁচের টাট্‌কা পাতা কাবাবচিনি ও চিনির সহিত চর্ব্বণ করিলে স্বরভঙ্গ, গলক্ষত এবং মুখের শ্লেষ্মধরাকলার দধিবিন্দুবৎ শুভ্রক্ষত (Aphthæ) প্রশমিত হয়। রক্তমিশ্রিত শুক্রমেহে শ্বেতগুঞ্জার পত্র, মেউদিপাতা, জীরা ও চিনিসহ সেবন করিবে। চিতামূল ও শ্বেতগুঞ্জার পত্রের প্রলেপ চর্ম্ম বিকার বিশেষে (Leucoderma) হিতকর, টাকে ইহার প্রলেপ ভিষগ্‌গণের অনুমোদিত। গুঞ্জাফলের ফাণ্ট (infusion) প্রস্তুত করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই উহা বিকৃত এবং জীবাণুবহুল হইয়া থাকে। কিন্তু ফাণ্টে “বোরিক্ এসিড্” মিশ্রিত করিলে উহা অবিকৃত থাকে।

गुड़ूची—गुड़ूची।

गुड़ूची, अमृता, छिन्नरुहा, वत्सादनी—Tinospora Cordifolia, *Prain.*

अन्वर्थसंज्ञा—वल्लीगुड़ूच्याः—"छिन्नरुहा," "वत्सादनी," "ज्वरनाशनी"। कन्दोद्भवायाः—"पिण्डामृता," "कन्दरोहिणी," "रसायनी"। गुड़ूची स्वरसे तिक्ता कषायोष्णा गुरुस्तथा। त्रिदोषजन्तुरक्तार्शः कुष्ठज्वरहरा परा। गुड़ूच्या-युष्प्रदा मेध्या तिक्ता संग्राहिणी बला। ज्वरतृट्पाण्डुवातास्रक्छर्द्दिमेहत्रि-दोषजित्। गुड़ूची कफवातघ्नी पित्तमेदोविशोषिणी। रक्तवातप्रशमनी कण्डूविसर्पनाशनी। 'कन्दोद्भवागुड़ूची' च कटूष्णा सन्निपातहा। विषघ्नी ज्वरभूतघ्नी वलीपलितनाशिनी। अन्यच्च—घृतेन वातं सगुड़ा विबन्धं। पित्तं सिताढ्या मधुना कफञ्च। वातास्र मुग्रं रुवुतैलमिश्रा। शुण्ठ्याऽऽमवातं शमयेद् गुड़ूची। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। ज्ञेया गुड़ूची गुरुरुष्णवीर्य्या। तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च। दाहार्त्तितृष्णावमिरक्तवात।—प्रमेहपाण्डुभ्रमहारिणी च॥ राजनिघण्टुः। गुड़ूची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी वल्याऽग्निदीपनी। दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्। कामलाकुष्ठवातास्रज्वरक्रिमिवमीन् हरेत्। प्रमेहश्वासकासार्शःकृच्छ्रहृद्रोग-वातानुत्। भावप्रकाशः॥ गुड़ूची ग्राहिणी वल्या त्रिदोषघ्नी रसायनी। दीपनी ज्वरतृट्छर्द्दिकामलावातपित्तनुत्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—रसायने गुड़ूची—"रसोगुड़ूच्यास्तु" (चिः १ अः)। (२) विषमज्वरे गुड़ूची—"* गुड़ूच्या रसमेव वा" (चिः ३ अः)। (३) कामलायां गुड़ूची—"* गुड़ूच्या वा रसं। शीतं मधुयुतं प्रातः कामलार्त्तः पिबेन्नरः"। (चिः २० अः)। (४) पित्तात्मिकायां छर्द्द्यां गुड़ूची—* गुड़ूच्या जलं" (चिः २३ अः)। (५) वातरक्ते गुड़ूची—"गुड़ूचीरसदुग्धाभ्यां तैलं * वातरक्तनुत्"। (चिः २९ अः)। (६) स्तन्यशुद्ध्यर्थं गुड़ूची—"अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथश्चैव सनागरम्"। (चिः ३० अः)। चरकः॥ पित्त-प्रवले वातरक्ते गुड़ूची—"पित्तप्रवले * गुड़ूचीकषायं वा" (चिः ५ अः)। (२) अर्शःसु गुड़ूची—"एष एव * गुड़ूचीषु तक्रकल्पः" (चिः ६ अः)।

(३) वातज्वरे गुड़ूची —"शृतशीतकषायं वा गुड़ूच्याः पेयमेवतु (उः ३८ अः)। सुश्रुतः ॥ मेहे गुड़ूची—"मधुयुक्तं गुड़ूच्या वा रसं" (चिः १२ अः)। वाग्भटः ॥ बलाधानार्थं गुड़ूची—"अमृतायाः शतं चूर्णं वाससा परिशोधितम्। पृथक् षाड़शभागाः स्युः गुड़माक्षिकसर्पिषाम्। यथाग्निं भक्षयेदेत नरो हितमिताशनः। नास्य कश्चिद्भवेद्व्याधि र्न जरापलितं नच। (मः खः १मः भाः। (२) जीर्णज्वरे गुड़ूची—"पिप्पली मधुसंयुक्तः क्वाथ श्छिन्नोद्भवोद्भवः। जीर्णज्वरकफध्वंसी *" (ज्वर—चिः)। (३) कामलायां गुड़ूचीपत्रम्—"गुड़ूचीपत्रकल्कं वा पिबेत्तक्रेण कामली" (कामला—चिः)। भावप्रकाशः। आमवाते गुड़ूची—"गुड़ूचीं नागरेण वा" (आमवात—चिः)। (२) ज्वरिणः शाकार्थं गुड़ूची—"पत्रं गुड़ूच्याः शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर – चिः)। (३) श्लीपदे गुड़ूची—"श्लीपदघ्नो रसोऽभ्यासात् गुड़ूच्यास्तैलसंयुतः" (श्लीपद—चिः)। (४) कुष्ठे गुड़ूची—"छिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमाना यथाबलम्। जीर्णे घृतेन भुञ्जीत स्वल्पं यूषोदकेन वा। अतिपूतिशरीरोऽपि दिव्यरूपो भवेन्नरः"। (कुष्ठ—चिः)। चक्रदत्तः। तिसृष्वपि छर्द्दिषु गुड़ूची—"कृतं गुड़ूच्या विधिवत् कषायं हिम संज्ञितम्। तिसृष्वपि भवेत् पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्" (छर्द्दि—चिः)। (२) हृदयस्थिते वायौ गुड़ूची—"हृदयानिलनाशाय गुड़ूची मरिचान्वितम्। पिबेत् प्रातः प्रयत्नेन सम्यगुष्णाम्भसा सह"॥ (वातव्याधि—चिः)। वङ्गसेनः।

গুড়ূচীর অন্বর্থ সংজ্ঞা—বল্লীগুড়ূচীর—"ছিন্নরুহা," "বৎসাদনী," "জ্বরনাশনী"। **কান্দোদ্ভবার**—"পিণ্ডামৃতা," "কন্দরোহিণী," "রসায়নী"।

গুড়ূচীর ভাষানাম—বাঃ—গুলঞ্চ। কোঃ—গুলটাই, গুল্লাই। হিঃ গিলোয়। মঃ—গুঠ্‌ঠবেল। গুঃ –গলো। কঃ—অমরদবল্লী। তৈঃ—তিপ্পতিগা, তিপ্পাতিজ গোধূচি। তাঃ—সিন্দি, নকোদি। কন্য—গুরুঞ্চী। কাঃ—গিলাই। অঃ –গিলোই।

বর্ণন—গুড়ূচী দুই প্রকার—বল্লীগুড়ূচী ও কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী। বল্লীগুড়ূচী পরিবেষ্টিকা **লতা**। অতি পুরাণ হইলে মনুষ্যের বাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। ত্বক পাতলা কাগজের মত। **পাতা**, প্রায় পানের মত। **ফুল** গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত, অতিক্ষুদ্র, হরিদ্রাভশ্বেতবর্ণ। **ফল**, মটর কলায়ের মত, পাকিলে লাল হয়। আর এক প্রকার

গুড়ূচী আছে ইয়ার ডাঁটায় কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণাগ্র অর্ব্বুদাকৃতি উৎসেধ থাকে, লোকে ইহাকে পদ্মগুড়ূচী বলে। কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী সুপরিচিত ও সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, সমগ্রলতা। **মাত্রা**—পত্রকল্ক—৪—৮ আনা কাণ্ডচূর্ণ ২—৪ আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে গুড়ূচীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নে গুড়ূচী—রসায়নকামী কন্দোদ্ভবা গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। (২) **বিষমজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস বিষমজ্বরে হিতকর। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) **কামলায়** গুড়ূচী—কামলাপীড়িত মনুষ্য প্রাতঃকালে গুড়ূচীর রস কিম্বা শীতকষায় মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) **পিত্তজবমনে** গুড়ূচী—পিত্তজবমনে গুড়ূচীর ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) **বাতরক্তে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৬) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** গুড়ূচী—গুড়ূচী ও সপ্তপর্ণের ক্বাথ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত**—পিত্তপ্রবল **বাতরক্তে** গুড়ূচী—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ূচীর ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। **অর্শে** গুড়ূচী—গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক একটী মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া, ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শোরোগীর পক্ষে এই দধিজাত তক্রপান প্রশস্ত। (চিঃ ৬ অঃ)। **বাতজ্বরে** গুড়ূচী—বাতজ্বররোগী গুড়ূচীর ক্বাথ শীতল হইলে পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মেহে** গুড়ূচী—মেহরোগী মধু প্রক্ষেপ দিয়া গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বলাধানার্থ** গুড়ূচী—বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম গুড়ূচীচূর্ণ ১০০ ভাগ, পুরাণ ইক্ষুগুড়, মধু এবং গব্যঘৃত প্রত্যেকে ১৬ ভাগ। মোদক প্রস্তুত করিয়া, হিতমিতাশী হইয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিবে। ইহা পরম বল্য। (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। (২) **জীর্ণজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর ক্বাথ পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ ধ্বংস করে। (জ্বর—চিঃ)। (৩) **কামলায়** গুড়ূচীপত্র—কামলারোগী তক্রের সহিত গুড়ূচীপত্র পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। (কামলা—চিঃ)। **চক্রদত্ত—আমবাতে** গুড়ূচী—আমবাতগ্রস্ত মনুষ্য গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) জ্বররোগীর **শাকার্থ** গুড়ূচীপত্র—জ্বররোগী গুড়ূচীর পত্র শাকস্বরূপ ভোজন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (৩) **শ্লীপদে** গুড়ূচী—তিলতৈল বা কটুতৈলযোগে গুড়ূচীর রস সেবন করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)। (৪) **কুষ্ঠে**

গুড়ূচী—বলানুসারে গুড়ূচীর স্বরস পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে গব্যঘৃতের সহিত কিম্বা কিঞ্চিৎ যূষের (মুদ্গাদির) সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিতকুষ্ঠীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বমনে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তকফজ, ত্রিবিধ বমনই নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) হৃদয়স্থিত বায়ুতে গুড়ূচী—বায়ু বিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে "বুক ধড়ফড়" করিলে, প্রাতঃকালে পিষ্টগুড়ূচী কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণসহ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সন্ধানীয়, পিপাসানাশক, স্তন্যশোধক, স্নেহোপগ, তৃষ্ণানিগ্রহণ, মূত্রবিরেচনীয়, দাহপ্রশমন ও বয়ঃস্থাপন বর্গে এবং **সুশ্রুত**, আরগ্বধাদি, শ্যামাদি, পটোলাদি, কাকোল্যাদি, গুড়ূচ্যাদি ও বল্লীসংজ্ঞ বর্গে গুড়ূচী। পাঠ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে গুড়ূচী তাহাদের অন্যতম।

Constituents.—The root and stem contains starchy extract, bitter principle and a trace of berberine.

Actions and uses.—Fresh stem is more efficacious than the dry and is a good substitute for calumba. It is a stomachic bitter tonic, alterative, aphrodisiac, antiperiodic and demulcent, given in dyspepsia and in debility caused by repeated attacks of fever. Like peruvian barks it is a good febrifuge ; used in enlarged spleen. As an alterative given in secondary Syphilis, Rheumatism, Leprosy, skin diseases, such as Impetigo, and in Jaundice. As a diuretic and demulcent it is given in dysuria in scanty high-coloured urine due to catarrh of the bladder. The juice of the stem combined with Pakanbhed and honey, is given in Gonorrhœa. The starchy extract is nutritious, largely used in native practice in cold fevers, and seminal weakness, also in urinary affections. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., P. 31.) "Favourably spoken of by those who have tried it (T. Cordifolia) as a tonic, antiperiodic and diuretic" *Dymock*—Part I. P. 55).

নব্যমত—শুষ্কাপেক্ষা আর্দ্রগুড়ূচী অধিক ফলপ্রদ। ইহা কলম্বার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গুড়ূচী, পাচক, তিক্তবল্য, রসায়ন, বৃষ্য, জ্বরনিবারক ও স্নিগ্ধ। ইহা গ্রহণী ও পুনঃ পুনঃ জ্বরাগমন কৃত দৌর্ব্বল্যে সেব্য। গুড়ূচী "পিরুভিয়ান্ বার্কের" মত জ্বরঘ্ন এবং প্লীহবিবৃদ্ধি রোগে সেবনীয়। গুড়ূচী রসায়ন বলিয়া ফিরঙ্গরোগের অবস্থা বিশেষে (secondary syphilis), বাত, কুষ্ঠ, চর্ম্মবিকারবিশেষ (Impetigo) এবং কামলা

রোগে সেব্য। স্নিগ্ধ এবং মূত্রল হেতু ইহা, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং বস্তিগত দুষ্টশ্লেষ্মকর্তৃক রক্তবর্ণ অল্পপরিমাণ মূত্রনির্গমে হিতকর। পাষাণভেদী ও মধুসহ গুড়ূচীর রস "গণোরিয়া" রোগে সেবনীয়। গুলঞ্চের নাল পুষ্টিকর। এতদ্দেশীয় চিকিৎকগণ, শীতজ্বর, শুক্রক্ষয়কৃত দৌর্ব্বল্য এবং মূত্রদোষে ইহা ব্যাপকরূপে ব্যবহার করেন। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)। গুড়ূচী যে বল্য, জ্বরনিবারক এবং মূত্রল ইহা বহুচিকিৎসক এবং কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। (ডিমক্—১ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ)।

গোক্ষুর—गोक्षुरः।

गोक्षुरः, त्रिकण्टकः, श्वदंष्ट्रः—Tribulus Terrestris, *Linn.* T. Lanuginosus, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा—"गोक्षुरः," "त्रिकण्टकः," "वनशृङ्गाटः," "कण्टफलः," "क्षुरकः," "श्वदंष्ट्रः," "चणपत्रकः,"। श्वदंष्ट्रः बृंहणो वृष्यस्त्रिदोषशमनोऽग्निकृत्। शूलहृद्रोगकृच्छ्रघ्नः प्रमेहविनिवर्त्तकः। अन्यच्च—गोक्षुरो मूत्रकृच्छ्रघ्नो वृष्यः स्वादुः समीरजित्। शूलहृद्रोगशमनो बृंहणो मेहनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्यातामुभौ गोक्षुरकौ सुशीतलौ। बलप्रदौ तौ मधुरौ च बृंहणौ। कृच्छ्राश्मरीमेहविदाहनाशनौ। रसायनौ तत्र बृहद्गुणः परः। राजनिघण्टुः। गोक्षुरः शीतलः स्वादुर्बलकृद्वस्तिशोधनः। मधुरो दीपनो वृष्यः पुष्टिदश्चाश्मरीहरः। प्रमेहश्वासकासार्शःकृच्छ्रहृद्रोगवातनुत्। त्रिकण्टशाकं वृष्यं स्यात्तिक्तं स्रोतोविशोधनम्। भावप्रकाशः। गोक्षुरोमूत्रकृच्छ्रघ्नो बल्यो वृष्योऽनिलापहः। तिक्तं गोक्षुरकं शाकं वृष्यं स्रोतोविशोधनम्। राजवल्लभः। बीजं गोक्षुरकं शीतं मूत्रलं शोथवारणम्। वृष्यमायुष्करं शुक्रमेहनुत् कृच्छ्रनाशनम्। आत्रेयसंहिता।

वैद्यके व्यवहार—अश्मर्यां गोक्षुरः—"गोक्षुरको मूत्रकृच्छ्रानिलहराणाम्" (सुः २५ अः)। (२) मूत्रमार्गात् सरुजं प्रवृत्ते मूत्रे गोक्षुरः—गोक्षुरकैः शृतम्बा" (चिः ५ अः)। (३) अश्मर्यां गोक्षुरः—"घृतं श्वदंष्ट्रास्वरसेन सिद्धम्।

ক্ষীরেণ চৈবাষ্টগুণেন পেয়ম্”। (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ। অশ্মরীভেদনার্থং গোক্ষুরঃ—“ত্রিকণ্টকস্য বীজানি চূর্ণং মাক্ষিক—সংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহ-মশ্মরীভেদনং পিবেৎ” (চিঃ ৭ অঃ) সুশ্রুতঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুরঃ—“ক্কাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জঞ্চ পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ” (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (২) আমবাতে গোক্ষুরঃ—“শুণ্ঠীগোক্ষুরক-ক্কাথঃ প্রাতঃ প্রাত র্নিষেবিতঃ। সামে বাতে কটীশূলে পাচনং রুক্‌প্রণাশনম্”॥ (আমবাত—চিঃ)। বঙ্গদত্তঃ।

গোক্ষুরের ভাষানাম—বাঃ—গোখ্‌রি। কোঃ—গোক্ষুরকাঁটা। হিঃ—গোখুরু, ছোটগোখরু, গোরখুল। মিঃ—গোকটু। গুঃ—গোখরু। তৈঃ—পালেরু। উঃ—গোখরা। ফাঃ—তুরম্বেথার খস্ক। অঃ—বজ্‌রুল্‌খস্ক, বকূলতল্‌খার, খস্‌ক্‌। গোক্ষুরের অন্বর্থ সংজ্ঞা—‘ত্রিকণ্টক,” “বনশৃঙ্গাটঃ,” “কণ্টফল,” “ক্ষুরক,” “শ্বদংষ্ট্রা,” “চণকদ্রুম”।

বর্ণন—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে গোক্ষুর দ্বিবিধ। ক্ষুদ্রগোক্ষুরের পাতা বুটের (চণকের) পাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফল ছয়টী কণ্টকযুক্ত। বৃহৎগোক্ষুরের ক্ষুপ, হ্রস্ব, পত্র শ্বেতাভ, ফুল—শ্বেত ও পীতবর্ণ, ফল—মার্ব্বেলের মত, পাঁচকোণা এবং চারিকোণে ৪টী কণ্টক বিদ্যমান। বৃহৎগোক্ষুরের বীজ আর্দ্র নবীনাবস্থায় সুগন্ধি স্বাদে কষায়। ডিমক্ Pedalimu Murex, *Linn.* উদ্ভিদের নাম বড়গোক্ষুর লিখিয়াছেন। ইহা দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। ইহার কাঁচা গাছে একপ্রকার বোট্‌কা গন্ধ আছে। কচি ডাল যদি জলে কিছুক্ষণ নাড়া যায় তাহা হইলে জল অণ্ডলালের মত গাঢ় ও পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। গোয়ালারা দুধে জল মিশাইয়া সেই দুধে ইহার ডাল একবার নাড়িয়া লয়, তাহাতেই দুধ ঘন হইয়া যায়। ইহার ফল কণ্টকযুক্ত। কঙ্কন দেশের লোকে ফলের গুঁড়া ঘৃত ও চিনি যোগে “পোষ্টাই” বলিয়া ব্যবহার করে। ইহাও বৃহৎ গোক্ষুর কিনা ঠিক্ বলা যায় না। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র—ফল। পত্র—শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গোক্ষুরের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে গোক্ষুর—মূত্রকৃচ্ছ্রহর ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ১৫ অঃ)। (২) সরুক্ মূত্রনির্গমে গোক্ষুর—মূত্রত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইলে গোক্ষুরের ক্কাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অশ্মরীতে গোক্ষুর—গোক্ষুরের স্বরস (অভাবে ক্কাথ) এবং ঘৃতের অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সঞ্চিত অশ্মরী নির্গত হইয়া থাকে। (চিঃ ২৬ অঃ)। সুশ্রুত—অশ্মরীভেদনার্থ গোক্ষুর—গোক্ষুরচূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত

পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সঞ্চিত বৃহৎ অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। চিঃ ৭ অঃ)। **চক্রদত্ত—শঙ্কজ্জ মূত্রকৃচ্ছ্রে** গোক্ষুর—গোক্ষুরের ক্বাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিরন্তর মলবেগ ধারণ জন্য যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা নিবৃত্তি পায়। (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (২) **আমবাতে** গোক্ষুর—শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের ক্বাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটীশূল প্রণষ্ট হয়। (আমবাত—চিঃ)। **বক্তব্য-চরক,** অনুবাসনোপগ, মূত্রবিরেচনীয় ও শোথহর বর্গে এবং **সুশ্রুত,** বিদারিগন্ধাদি, বীরতর্ব্বাদি এবং কণ্টকসংজ্ঞবর্গে গোক্ষুর পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The extract of the powdered fruits contains an alkaloid, a resion, probaly the source of the aroma, fat and mineral matter 14 p. c.

Actions and uses.—Alterative, diuretic, demulcent, and aphrodisiac. An infusion is used to releive painful micturition to increase the flow of urine, and as a vehicle for diuretic medicines in Dysuria, Gonorrhœa, urinary disorders, and for the relief of noctnrual emissions, incontinence of urine and impotence; its action closely resembles that of buchu and nva ursi. It is generally given with hyoscyamus and opium. (*Matcria Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 149).

নব্যমত—গোক্ষুরবীজ, রসায়ন, মূত্রজনক, স্নিগ্ধ এবং বৃষ্য। গোক্ষুরের শীতকষায়, কষ্টপ্রদ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছায় সেবন করিতে দিলে মূত্রের স্রাব বর্দ্ধিত করিয়া যন্ত্রণার লঘুতা জন্মাইয়া থাকে। গোক্ষুর মূত্রকৃচ্ছ, "গণোরিয়া" এবং বিবিধ মূত্রদোষের পীড়ায় ব্যবহৃত ঔষধের অনুপানরূপে সেবিত হইয়া থাকে ইহা সেবিত হইলে, মূত্রবেগ ধারণের অশক্তি, স্বপ্নদোষ এবং পুরুষত্বহানি প্রশমিত হয়। এস্থলে গোক্ষুর "বুচু" (Barosma Betulina, B. p.) এবং "উভাঅর্সি"—(Arctostaphylos Uva Ursi, B. p.) তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে; ইহা প্রায়ই খোরাসানি যমানী এবং অহিফেনের সহিত প্রযুক্ত হয়। (কোরি—২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ)।

গোধাপদী—गोधापदी।

गोधापदी, हंसपादी गोधावती—Cissus Vitiginea, *Linn.*

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"गोधावती गोह्वालिया इति ख्याता" शिववासः। हंसपादी कटुष्णा स्याद्विषभूतविनाशनी। भ्रान्त्यपस्मारदोषघ्नी विज्ञेया च

रसायनी । राजनिघण्टुः ॥ हंसपादो गुरुः शीता हन्ति रक्तविषव्रणान् । विसर्पदाहातीसारलुताभूताग्निरोहिणीः । भावप्रकाशः ।

वैद्यके व्यवहारः—मूत्राघाते गोधावतीमूलम् "गोधावत्या मूलं क्वथितं घृततैलगोरसैः मिश्रम् । पीतं निरुद्धमचिराद्भिनत्ति मूत्रस्य संघातम् (मूत्राघात—चिः) । (२) श्लीपदकोपोत्थे ज्वरे गोधावतीमूलम्—"गोधावतीमूलयुक्तां खादेन्माषेण्डरीं नरः । जयेत् श्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः । चक्रदत्तः ।

গোধাপদীর ভাষানাম—বাঃ—গোয়ালে লতা।

বর্ণন—ইহা বৃক্ষাশ্রিতা সুদীর্ঘ লতা। পত্রের বৈচিত্র্যানুসারে গোয়ালেলতা তিন প্রকার—বড় গোয়ালে, ছোট গোয়ালে, ছয় আঙুলে গোয়ালে। শেষোক্ত জাতিই ঔষধার্থে প্রশস্ত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল।

বৈদ্যকে গোধাপদীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মূত্রাঘাতে গোধাপদীমূল—গোধাপদীমূলের ক্বাথে গব্যঘৃত, তিলতৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (মূত্রাঘাত—চিঃ)। (২) **শ্লীপদকোপোত্থজ্বরে** গোধাবতীমুল—গোধামতীর মূল পেষণ পূর্ব্বক পিষ্টমাষ-কলায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে শ্লীপদ (গোদ) জন্য জ্বর নিঃসংশয় নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে গোধাপদীর উল্লেখ নাই। সৌশ্রুত বিদারীগন্ধাদিগণের টীকায় **ডল্বণ** লিখিয়াছেন—"হংসপাদী মধুশ্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলমুক্তদেশজাতা হংসপাঙ্গী ইতিলোকে প্রসিদ্ধা"। আমরা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের দৃষ্টান্তানুসারে হংসপাদী শব্দ গোধাপদীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। ডল্বণোক্ত হংসপাদী পৃথক্ উদ্ভিদ্।

Actions and uses—The leaves are astringent. The decoction is used to cheek uterine and other fluxes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 136).

নব্যমত—গোয়ালিয়ার পাতা কষায় ও ধারক। মূলকাথ, রক্তমূত্রণ কিম্বা অন্যবিধ রক্তস্রাব রোধ করিতে পারে। (খোরি—২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

গোধূম—গোধূমঃ।

गाधुमः—Triticum Vulgari, *Linn.* T. Stivum, *Lam.*.

वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तहा। सन्धानो वृंहणो वल्यो गोधुमः स्थैर्य्यकृत् सरः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। गोधूमः स्निग्धमधुरो वातघ्नः पित्तदाहकृत्। गुरुः श्लेष्मामदो बल्यो रुचिरो वीर्य्यवर्द्धनः। स्निग्धोऽन्योलघु-गोधूमो, गुरुर्वृष्यः कफापहः। आमदोषकरो वल्यो मधुरो वीर्य्यपुष्टिदः। राजनिघण्टुः॥ सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः। जीवनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्य्यकरो गुरुः। 'नान्दीमुखी' 'मधुली' च मधुरस्निग्धशीतले। चरकः—सूः २७ अः। गोधूम उक्तो मधुरोगुरुश्च। वल्यः स्थिरः शुक्ररुचि-प्रदश्च। स्निग्धोऽतिशीतोऽनिलपित्तहन्ता। सन्धानकृत् श्लेष्महरः सरश्च॥ सुश्रुतः—सूः ४६ अः। गोधूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरोगुरुः। कफशुक्रप्रदो वल्यः स्निग्धः सन्धानकृत् सरः। जीवनो वृंहणो वर्ण्यो व्रण्योरुच्यः स्थिरत्वकृत्। 'मधुली' शीतला स्निग्धा पित्तघ्नी मधुरा लघुः। शुक्रला वृंहणी पथ्या तद्व-'नान्दीमुखः' स्मृतः। भावप्रकाशः। गोधूमः स्थैर्य्यकृद्वृष्यः स्निग्धः शीतः सरो गुरुः। सन्धाता वृंहणो वल्यो जीवनो वातपित्तहा। चक्रपाणिः॥ गोधुमो वृंहणो वल्यो जीवनो वातपित्तहा। वृष्यो स्निग्धो गुरुः शीतः सन्धाता स्थैर्य्यकृत् सरः। राजवल्लभः॥ गुरुर्मधुरविष्टम्भी वृष्यो वल्योऽथ वृंहणः। ईषत्कषाय-मधुरो गोधूमःस्यात्त्रिदोषहा। हारीतः॥

वैद्यके व्यवहारः—अस्थिभग्ने गोधूमः—"सघृतेत * गोधूमं *। सन्धि-युक्तेऽस्थिभग्ने च पिवेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न—चिः)। चक्रदत्तः॥ कफशूले जीर्णगोधूमः—"मधुना जीर्णगोधुमं कफशूले प्रयोजयेत् (शूल—चिः)। (२) हृदामये गोधूमः—"तैलाज्यगुड़विपक्वं चूर्णं गोधूमपार्थोत्थम्। पिवति पयोभुक् स भवति गतसकलहृदामयः पुरुषः। भावप्रकाशः॥

গোধূমের ভাষানাম—বাঃ—গম। হিঃ—গেহুঁ সিং—তিরিনৃগু। মঃ—গহুঁ। গুঃ—ঘউ। কঃ—গোদী। তৈঃ—গোহুম্। ফাঃ—গন্দুম্। অঃ—হিণ্ডে। পাঃ—খানক্। ইঃ—হুইট্।

গোধূমের জেন্দ—ভারতবর্ষে মধ্যে পঞ্জাব, মুলতান, রাজপুতানা, সিন্ধু, অযোধ্যা,

সম্বলপুর, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, হোসেঙ্গাবাদ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কাঠিয়াবাড় এবং ইংলণ্ড, ব্রহ্ম ও চীনদেশে প্রচুর গোধূম জন্মে। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার গোধূমের আবাদ হয়। কার্ত্তিক হইতে মাঘের প্রথম পর্য্যন্ত বপনের কাল এবং বৈশাখে ছেদনের উপযুক্ত হয়। ইংলণ্ডে শরৎ ও বসন্তকালে দুই জাতীয় গোধূমের চাস হইয়া থাকে। চীনদেশে শীত ও বসন্ত ঋতুতে হো-নন, শেন-সি, শান-সি, শান-তুঙ্গ ও পে-চি-লি নাম স্থানে গোধূমের চাষ হইয়া থাকে। পঞ্জাবে নানাজাতীয় গোধূম জন্মে তন্মধ্যে দুই প্রকার গোধূমের শূঁয়া আছে। একের রুটী কাল অন্যের রুটী কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণের হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একপ্রকার সমধিক শুভ্র গোধূম জন্মে ইহার নাম "দাদঘানি"। মূলতানের গমে শূঁয়া নাই। অযোধ্যায় চারিপ্রকার গোধূম জন্মে—সফেদ, মোরিলবা, রমোদবা ও লালিয়া। মোরিলবার শূঁয়া নাই। বোম্বাই প্রদেশের গম অপেক্ষাকৃত শুভ্র। ইহা কাঠিয়াবাড় জেলার গম অপেক্ষা ভারী। কাঠিয়াবাড়ের গমের ময়দা কিছু কাল হয়। **ভাবমিশ্র** বলেন—গোধূম তিনপ্রকার—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহাগোধূম (বড়গোধূমা) পশ্চিম দেশ হইতে আনীত। মধূলীগোধূম এতদপেক্ষা কিছু ছোট। ইহা মধ্যদেশে (দেহ্লী, আগরা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে) জন্মে। দীর্ঘগোধূমের শূঁয়া নাই, ইহাকে নান্দীমুখ বলে।

বৈদ্যকে গোধূমের ব্যবহার।

চক্রদত্ত-অস্থিভঙ্গে গোধূম—যাহার অস্থি ভগ্ন হইয়াছে তাহাকে গব্যঘৃত ও দুগ্ধসহ পুরাণ গোধূমচূর্ণ সেবন করাইবে। (ভগ্ন—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ কফশূলে** জীর্ণগোধূম—কফশূলী মধুর সহিত পুরাণ গোধূম চূর্ণ করিয়া সেবন করিবে। (শূল—চিঃ)। (২)**হৃদ্রোগে** গোধূম—গোধূম ও অর্জ্জুনত্বকচূর্ণ সমভাগে লইয়া, তিলতৈল ও ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ভাজিয়া, জল ও গুড়যোগে মোহনভোগের মত পাক করিবে। দুগ্ধমাত্রভোজী হইয়া ইহা ভোজন করিলে মনুষ্য হৃদ্রোগমুক্ত হইতে পারে। (হৃদ্রোগ—চিঃ)।

Coustituents.—Wheaten flour contains all the constituents of wheat except cellulose, a part of starch, sugar and a large proportion of gluten, hence of less nutritive value than brown bread. It contains albuminoids 13-4 p. c., starch 68-4, oil 1-2, fibre 2-7, ash 1·7, free extractive 6-7, and sachhorine matter. The ash contains phosphoric acid. The flower contains nitrogenated principles chiefly gluten or vegetable fibrin, vegetable coseine and fat.

Actions and uses.—Wheat stareh is nutritive, restorative, demulcent and emollient. It is used by women to check profuse menstruation

and in Leucorrhœa. As an emollient, it is dusted over the inflamed skin as in burns, scalds &c. It also makes an excellent binding material in bandage. The bran is used for making poultices. Starches—These are hydrocarbons found in vegetable food and represent fats in animal food. They are heat-producing agents, and do not enter into the structure or into the repair of the waste of tissues; for the well being of humane frame about 14 ozs. of hydrocarbon is necessary. In vegetable food, starch and sugar exists in four or five times the quantity of proteid material. Wheat contains starch in very large quantity. When taken in excess it delays tissue metamorphosis, deposits fat and increases the production of adipose tissue and leads to flatulence and acidity. It often poduces sugar in the urine. Given in disorders of the stomach and intestines as Diarrhœa, Dysentery, in hepatic disorders, in Bright's disease, Alcoholism, gout and Rheumatism. In fevers, these carbo-hydrates are very useful in supporting life and in preventing starvation and exhaustion due to want of fuel food. (*Metaria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 646).

নব্যমত—গোধূমশ্বেতসার, পোষক, স্বাস্থ্যানুবর্ত্তক এবং স্নিগ্ধ। প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবরোধার্থ এবং প্রদরে স্ত্রীলোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অগ্নি বা উষ্ণ বস্তু দ্বারা দগ্ধস্থান এতদ্দ্বারা অবধূলিত করা হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মেদোবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং মূত্রে শর্করা জন্মে। ইহা যকৃদ্বিকৃতিজাত রোগ, শোথবিশেষ, (Bright's disease) মদাত্যয়, আমবাত রোগের পথ্য। (ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ৬৪৬ পৃঃ)।

ঘৃতকুমারী—घृतकुमारी।

कुमारी, गृहकन्या, कन्या—Aloe Indica, *Royle.* A. Perfoliata, *Roxb.* A. Vera (Common Aloe). Perryi (Socotrine Aloe). A. Abyssinica (Jaferabod Aloe).

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"स्थलेरुहा"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्थूलदला," "दीर्घपत्रिका," "कण्टकप्रावृत्ता," "विपुलस्रवा"। गृहकन्या हिमा तिक्ता मदगन्धि कफापहा। पित्तकासविषश्वासकुष्ठघ्नी च रसायनी। राजनिघण्टुः। कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी। मधुरा बृंहणी बल्या वृष्या

वातविषप्रणुत्। गुल्मप्लीहयकृद्वृद्धि कफज्वरहरी हरेत्। ग्रन्थ्यग्निदग्धविस्फोट-पित्तरक्तत्वगामयान्। भावप्रकाशः।

वैद्यकी व्यवहारः—कामलायां कुमारी—"अपहरति कामलार्त्तिं नस्येन कुमारीका जलं सद्यः" (कामला—चिः)। (२) गुल्मे कुमारी—"गुल्मी कुमारिकामांसं कर्षार्द्धं गोघृतान्वितम्" (गुल्म—चिः)। भावप्रकाशः। प्लीह्नि कुमारी—"निशाचूर्णयुतः कन्यारसः प्लीहाऽपचीहरः"। शार्ङ्गधरः।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"স্থলেরুহা" **পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"দীর্ঘপত্রিকা," "স্থূলদলা," "কণ্টকপ্রাবৃতা," "বিপুলস্রবা"। **ঘৃতকুমারীর ভাষানাম**—বাঃ—ঘৃতকুমারী। हिः—घिउकुमार कुवरपाठ। सिं—कौमारिका कोः—ঘিত্বকঞ্চন। মঃ—কোরফড, কোরফান্টা। গুঃ—কুবার। কঃ—লোল্লিসর। তৈঃ—পিন্নগোরিকণ্টলবন্দ। ফাঃ—দরখতেসিন্ন। অঃ—মুসব্বর।

বর্ণন—উপরিলিখিত অন্বর্থ পর্য্যায়শব্দগুলি দ্বারাই ইহা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ঘৃত-কুমারীর যষ্ট্যাকৃতি পুষ্পদণ্ড হইতে লেবু রঙের ফুল বাহির হয়—এই ফুলের জন্যই ঘৃতকুমারী "ভৃঙ্গেষ্টা"। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ঘৃতকুমারীর রস হইতে মুসব্বর প্রস্তুত হয়। চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কুমারী কিম্বা মুসব্বরের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে আমরা কুমারীর উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু মুসব্বরের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসব্বর চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছদেশ হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয় ইহার ব্যবহারে কুণ্ঠা জন্মিয়াছিল। ঘৃতকুমারীর শস্য ১—২ তোলা। মুসব্বর ½—১ আনা।

বৈদ্যকে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—কামলায় কুমারী—কামলারোগী ঘৃতকুমারীর রসে নস্য করিলে কামলা প্রশমিত হয় (কামলা—চিঃ)। (২) **গুল্মে** কুমারী—গুল্মরোগী গব্যঘৃত যোগে ঘৃতকুমারীর শাঁস সেবন করিবে (গুল্ম—চিঃ)। **শার্ঙ্গধর—প্লীহায়** কুমারী—হরিদ্রাচূর্ণ যোগে ঘৃতকুমারীর রস সেবন করিলে প্লীহা ও অপচীরোগ প্রশমিত হয়।

ব্যক্তব্য—মুসব্বর প্রধানতঃ চারি প্রকার:—(১) সকোট্রাইন, (২) এরেবিয়ান্, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।

সকোট্রাইন্ মুসব্বর প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকুমারীক্ষুপের সন্নিহিত মৃত্তিকায় ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া, সেই স্থলে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং পরিপুষ্ট, কর্ত্তিত ঘৃতকুমারী পত্রাবলীর কর্ত্তিত প্রান্ত ছাগচর্ম্মাস্তৃত বিবরের অভিমুখী করিয়া বৃত্তাকারে ৩।৪

থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে কর্ত্তিত প্রান্ত হইতে মৃদুভাবে সমস্ত রস প্রবাহিত হইয়া ছাগচর্ম্মে সঞ্চিত হয়। এই রস বর্ণতঃ ফিকে পীত। ইহার স্বাদ ও গন্ধ অহৃদ্য। অনন্তর সঞ্চিত রস চর্ম্মবিনির্ম্মিত পুটকে (থলে) স্থাপন করে এবং এইরূপ তরলাবস্থাতেই ইহা মস্কট ও আরব দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। মাসাবধিকাল এই ভাবে থাকিলে, ইহার জলীয়াংশ পরিশুষ্ক হইয়া গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং পক্ষান্তে জমাট্ বাঁধিয়া কঠিন হয়। এই কঠিনাবস্থাতেই ইহা ভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। চর্ম্মেবদ্ধ সকোর্ট্রাইন্ মুসব্বর জাঞ্জিবর এবং লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে বোম্বাই সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই মুসব্বরে প্রচুর চর্ম্মখণ্ড এবং প্রস্তরাদি মিশ্রিত থাকে। বোম্বাই সহরে আনীত হইলে ইহা চর্ম্মপুটক হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বাক্সে স্থাপিত ও য়ুরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। **উত্তম সকোর্ট্রাইন মুসব্বর** দেখিতে কটাসোণালী রঙের, উপরি কঠিন, অভ্যন্তর কোমল ও এক প্রকার বিচিত্র সুগন্ধযুক্ত। ইহার কণা বা চূর্ণ কটা লেবুরঙ্গের, কচিৎ ইহা প্রায় তরলাবস্থাতেই থাকে।

এরেবিয়ান্ অর্থাৎ **আরবদেশজাত মুসব্বর**—এডেন্ নামক বন্দর হইতে এদেশে আনীত হয় বলিয়া লোকতঃ ইহা প্রসিদ্ধ। **প্রস্তুত প্রণালী**—ঘৃতকুমারীর স্থূলপত্র পেষণপূর্ব্বক যাবৎ তন্নিস্থিত রস তরল না হয় তাবৎ পদতলে মর্দ্দন করে। কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় তখন চর্ম্মপুটকে বদ্ধ করিয়া যাবৎ শুষ্ক না হয় তাবৎ রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। এইরূপ কদর্য্য প্রণালীতে প্রস্তুত করে বলিয়াই আরবদেশীয় মুসব্বর তাদৃশ উত্তম হয় না। আরবীয় ও পারসীয় গ্রন্থকারগণ আরবীয় মুসব্বরাপেক্ষা সকোর্ট্রাইন মুসব্বরের উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আরবদেশীয় মুসব্বরেরই প্রচলন অধিক। ভৈষজ্যগুণ ইহাতে যথেষ্ট বিদ্যমান। খণ্ডাকৃতি **আরবীয় মুসব্বর**, কৃষ্ণবর্ণ, সচ্ছিদ্র, ইহার ছোট ছোট টুক্‌রা পীতাভ কটারঙের এবং চিক্কণ। ইহাতে মুসব্বরের তীক্ষ্ণ গন্ধ বিদ্যমান্। সকোর্ট্রাইন্ বা জাফিরাবাদের মুসব্বরের মত সুগন্ধি নহে। নাইট্রিক্ এসিড্ সহ মিলিত হইলে ইহা লোহিতবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জাফিরাবাদের মুসব্বর—জাফিরাবাদ হইতে আনীত মুসব্বর বৃত্তপিষ্টকাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাতে চক্‌চকে ফা'ট আছে। ক্ষুদ্র টুক্‌রাগুলি পীতাভকটা, চক্‌চকে ; ইহার চূর্ণ ফিকেপীতবর্ণ। গন্ধ, মুসব্বরের গন্ধও কিঞ্চিৎ অনুভূত হয়। নাইট্রিক্ এসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা লোহিতবর্ণ হয় না।

মহীশূর—মুসব্বর—যে জাতীয় ঘৃতকুমারীর পত্ররস হইতে এই মুসব্বর প্রস্তুত হয় সম্ভবতঃ তাহা A. Veraরই জাতিভেদ। মহীশূর মুসব্বর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Constituents.—Aloin ; resins 30 to 50 p. c., volatile oil and ash 1 p. c., also aloetic and chrysammic acids. The odour is due to the volatile oil.

Actions and uses—Hepatic, stimulant, cathartic, emmenagogue and vermifuge ; in small doses stomachic. hepatic, tonic and astringent. It stimulates the mammæ, liver and the pelvic organs, giving rise to abortion, hæmorrhoids, and priapism in the male ; and the milk in the female assumes a purgative quality ; in large doses it is an indirect emmenagogue and cathartic. It acts chiefly on the lower half of the large intestines and especially on the rectum producing copious soft stools with some griping and pain. It diffuses into the blood and is eliminated by the mucous membranes of the colon. It is chiefly given in fevers and enlarged glands as the liver, spleen &c. It is rubbed round the naval to open the bowels in young children. It is commonly given with honey to children (newly born) to hasten expulsion of the meconium. I has a slow but certain action in constipation, dependant upon fever and debilitating diseases due to old age, to sedentary habits and to repeated pregnancies. In hæmorrhoids with mucous discharges it is very useful. As an enema it is used to expell ascarides. Aloes with myrrh nuxvomica and iron is useful in amenorrhœa, hypochondriasis, atonic dyspepsia and constipation. As a local stimulant it acts favourably in skin diseases. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 609-10).

নব্যমত—মুসব্বর যকৃতের ক্রিয়াবর্দ্ধক, মৃদুরেচক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং ক্রিমি নিঃসারক। অল্পমাত্রায় পাচক, যকৃতের বলর্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর সেবিত হইলে স্তন যকৃৎ এবং কট্যভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়, সুতরাং গর্ভস্রাব অধোগরক্তপ্রবৃত্তি, এবং পুংশরীরে সতত উত্তেজিত ভাবে অবস্থান, জন্মাইয়া থাকে। মুসব্বর সেবন করিলে রমণীগণের স্তন্যও রেচনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে রজঃস্রাবকারী ও রেচক। মুসব্বর বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে বিশেষতঃ গুদদেশে (Rectum) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং কুন্থনের সহিত প্রচুর অকঠিন মল পাতিত করে। ভক্ষিত মুসব্বর রক্তে মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া, অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের নাভিতে এরণ্ডতৈলে মর্দ্দিত মুসব্বর মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সদ্যোজাতশিশুকে মধুসহ মর্দ্দিত মুসব্বর লেহন করাইলে গর্ভমল ("কাল্‌গু") ত্বরায় বহির্গত হয়। বৃদ্ধবয়সের দৌর্ব্বল্যোৎ-

পাদক পীড়া, ব্যায়ামবর্জ্জনপূর্ব্বক শয্যাসনসুখে রতি এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে তাহা দূরীকরণার্থ মুসব্বর সেবন করা উচিত। এস্থলে মুসব্বরের ক্রিয়া ত্বরিত না হইলেও নিশ্চিত বটে। অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত রক্তস্রাবে ইহা ফলপ্রদ। লৌহাদির সহিত সেবিত হইলে ইহা আর্ত্তবরজোরোধ বা রজঃকৃচ্ছ্র, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, গ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহার প্রলেপ চর্ম্মবিকারনাশক। (কোরি—২য় খণ্ডঃ)।

চক্রমর্দ্দ—चक्रमर्द्दः।

चक्रमर्द्दः, एड़गजः, प्रपुन्नाटः—Cassia Alata, C. Fœtida.

अन्वर्थसंज्ञा—"मेषाचिकुसुमः," "दद्रुघ्नः," "शकुनाशनः," "दृढ़वीजः" "खर्ज्जूघ्नः"। चक्रमर्द्दः कटूष्णः स्यात् प्रोक्तो वातकफापहः। दद्रुकण्डूहरः कान्तिसौकुमार्य्यकरो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। चक्रमर्द्दः कटुस्तीव्रमेदोवातकफापहः। व्रणकण्डूतिकुष्ठार्त्तिदद्रुपामादिदोषनुत्। राजनिघण्टुः। चक्रमर्द्दोलघुः स्वादू रुचःपित्तानिलापहः। हृद्योहिमः कफश्वासकुष्ठदद्रुक्रिमीन् हरेत्। हन्त्युष्णं तत् 'फलं' कुष्ठकण्डूदद्रुविषानिलान्। गुल्मकासक्रमिश्वासनाशनं कटुकं स्मृतम्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—सिध्मकुष्ठे एड़गजफलम्—"एड़गजसर्ज्जरसः *। काञ्जिके युक्तान्तु पृथङ्मतमिदमुद्वर्त्तनं क्रमशो लेपाः"। (चिः ७ अः)। चरकः। गण्डमालायां चक्रमर्द्दमूलम्—चक्रमर्द्दकमूलस्य कल्कं कृत्वा विपाचयेत्। केशराजरसे तैलं कटुकं मृदुनाऽग्निना। पक्वा शेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्। एतत् तैलं निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्"। (२) दद्रौ चक्रमर्द्दवीजम्—चक्रमर्द्दकवीजञ्च मूलकाम्बुप्रपेषितम्। दद्रुघ्नं लेपनं कुर्य्यात् *। (कुष्ठ—चिः)। (३) अर्द्धावभेदे चक्रमर्द्दवीजम्—"* अर्द्धविभेदजित्। चक्रमर्द्दकवीजैर्व्वा लेपः काञ्जिकसाधितः"। (शिरोरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

চক্রমর্দ্দের ভাষানাম—বাঃ—চাকুন্দে। কোঃ—বড়হেঞ্চা। আসাঃ—মেদেলুয়া। चिः—चक्रवड़, पमाड़। सिं—तोर। মঃ—টাংকাঠ্ঠা, তরোটা। গুঃ—কুবাধিয়ো। কঃ—চগচে। তৈঃ—তাংট্যামু। ফাঃ—সংজীস্‌বোয়া। **চক্রমর্দ্দের অন্বর্থ-সংজ্ঞা**—"মেষাক্ষিকুসুম," "দদ্রুঘ্ন," "শকুনাশন," "দৃঢ়বীজ," "খর্জ্জঘ্ন"।

বর্ণন—অনেকে চক্রমর্দ্দ ভ্রমে কাসমর্দ্দ এবং কাসমর্দ্দ ভ্রমে চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিয়াছেন। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ আমরা কাসমর্দ্দের সহিত তুলনায় চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিতেছি। কাসমর্দ্দের কাণ্ড নরাঙ্গুষ্ঠাধিক স্থূল হয় না; চক্রমর্দ্দের **কাণ্ড**, উর্ব্বর ভূমিতে নরজঙ্ঘাতুল্য স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। কাসমর্দ্দের পত্র গোল এবং প্রায় এক সাধারণ বৃন্তে ৫টার অধিক হয় না, চক্রমর্দ্দের **পত্র** দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র এবং এক সাধারণ বৃন্তে সাতটী নয়টী ক্বচিৎ এতদধিক দৃষ্ট হয়। চক্রমর্দ্দের পত্রসন্নিবেশের বিশিষ্টত্ব এই—ইহার প্রথম যুগ্মপত্র অন্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম এবং পত্রাগ্রভাগ শাখারদিকে মোড়া। কাসমর্দ্দের পুষ্প ক্ষুদ্র, ইহার **পুষ্প** বৃহৎ। কাসমর্দ্দের শিম্বি ক্ষীণ এবং গোল ইহার **শিম্বি** চ্যাপ্টা, বীজ সংখ্যানুসারে উচ্চনীচ ভাবে বন্ধুর এবং তরুণাবস্থায় শিম্বির আদ্যন্ত কতকগুলি বেগুণে রঙের চিহ্নাঙ্কিত থাকে; চক্রমর্দ্দ বর্ষাশেষে কিম্বা শরতে পুষ্পিত হয়—পুষ্প পীতবর্ণ। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে চক্রমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—সিধ্মকুষ্ঠে চক্রমর্দ্দফল—ধুনা এবং চাকুন্দেবীজ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক সিধ্ম (ছুলি) স্থান তদ্দারা ঘর্ষণ করিলে কিম্বা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনাশ পায়। (চিঃ—৭ অঃ)। **বঙ্গসেন—গণ্ডমালায়** চক্রমর্দ্দমূল—চাকুন্দের মূলের ছালের কল্ক এবং কেশরাজের রসের সহিত যথাবিধি সার্ষপ তৈল পাক করিয়া কিঞ্চিৎ সিন্দূর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ) (২) **দদ্রুরোগে** চক্রমর্দ্দবীজ—মূনার ক্বাথে চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) অর্দ্ধাবভেদকে চক্রমর্দ্দবীজ—কাঁজিপিষ্ট চক্রমর্দ্দবীজের প্রলেপ দিলে আধকপালে আরাম হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)।

Constituents.—The seeds contain a glucosidal substance similar to emodin which agrees with chrysophanic acid in most of its properties. The leaves contain a principle similar to cathartin and a red colouring matter as in senna leaves, also mineral matters.

Actions and uses.—It has a great effect as an alterative in all kinds of skin diseases accompanied with induration as leprosy, cheloid, psoriasis &c. The juice of the leaves is applied to relieve cutaneous inflammation caused by bhilamo. The seeds, mixed, with Karanja tela (Pongamia glabra) are used locally as an application forring worm. With sour milk it is used externally in eczema. A paste of the root with lime juice is used for ring-worm also for buboes in plague. The decoction of the leaves is aperient and given to children during teething.

Locally they are used as a poultice over the boils to hasten suppuration. Lately the seeds have been used as a substitute for coffee. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 202.)

নব্যমত—চক্রমর্দ্দ রসায়ন, বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ভল্লাতকক্ষত ত্বগ্‌গত প্রদাহে ইহার পত্ররস লেপন করা হয়। ইহার বীজ করঞ্জতৈলে পেষণ পূর্ব্বক দক্রতে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। দধিপিষ্ট বীজের লেপ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। লেবুর রসে পিষ্ট বীজকল্ক, দক্র এবং প্লেগের গ্রন্থিস্ফীতিতে লেপনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রক্বাথ সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, শিশুগণের দন্তোদ্গমকালে এই ক্বাথ পান করান হইয়া থাকে। পত্রের লেপ অপক্ক স্ফোটককে পক্ক করে। সম্প্রতি চক্রমর্দ্দপত্র কাফির প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২০২ পৃঃ)।

চন্দন—चन्दनम्।

श्वेतचन्दनम्, श्रीखण्डम्, भद्रश्रीः—Santalum Album, *Linn.* **रक्तचन्दनम्**—Pterocarpus Santalinus, *Linn.* **कुचन्दनम्**—Adenanthera Pavonina, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा—श्वेतचन्दनस्य—"गन्धराजं," "सर्पावासम्," "गन्धसारम्," "मलयजम्"। रक्तचन्दनस्य—"तिलपर्णम्," "प्रवालफलम्," "रक्तसारम्," "ताम्रसारम्," "क्षुद्रचन्दनम्"। कुचन्दनस्य—"रक्तकाष्ठम्," "पत्त्रङ्गनम्"। कालीयकस्य—"नारायणप्रियम्," "पीतकाष्ठम्"। वर्व्वरिकस्य—"श्वेतम्," "निर्गन्धम्"। हरिचन्दनस्य—"महागन्धं," "लोहितम्"॥ 'श्रीखण्डं' शीतलं स्वादु तिक्तं पित्तविनाशनम्। रक्तप्रसादनम् वृष्यमन्तर्दाहापहारकम्। पित्तास्रविषतृड्दाहक्रमिघ्नं गुरु रूक्षणम्। सर्व्वं सतिक्तमधुरं चन्दनं शिशिरं परम्। 'रक्तचन्दन'मप्याह रक्षोघ्नं तिक्तशीतलम्। रक्तोद्रेकहरं हन्ति पित्तकोपं सुदारुणम्। आदर्शान्तरे पठ्यते—रक्तचन्दनमेवं स्याद्, योषां शीतलं मृदु। चक्षुष्यं रक्तपित्तघ्नं वर्ण्यं 'लोहितचन्दनम्'। स्वादु पाके रसे शीतं 'पतङ्गं' नातिशीतलम्। 'कुचन्दनं' तु तिक्तं स्यात् सुगन्धि व्रणरोपणम्। आदर्शविशेषे दृश्यते—स्वादु पाके रसे शीतं श्लेष्मलं नाति पित्तलम्। वातसाधारणे प्रोक्तं मुखरोगेषु शस्यते। 'कालीयकं' पवित्राढ्यं शीतलं रक्तपित्तजित्। 'वर्व्वरिकस्य' गुणाः—पित्तास्रकफ-

दाहघ्नं कृमिघ्नं गुरुरूक्षणम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'श्रीखण्डं' कटुतिक्तशीतल-गुणं, स्वादे कषायं कियत्। पित्तभ्रान्तिवमिज्वरकृमितृषा, सन्तापशान्तिप्रदम्। वृष्यं वक्त्ररुजापहं प्रतनुते, कान्तिं तनोर्देहिनाम्। लिप्तं सुप्तमनोजसिन्धुरमदा, रक्षादिसंरक्षदम्। 'श्रेष्ठ'' कोटरकर्परोपकलितं, सुग्रन्थि सद्गौरवम्। छेदे रक्तमयं तथा च विमलं पीतञ्चयद्वर्षणे। स्वादस्तिक्तकटुः सुगन्धवहलं, शीतं यदल्पं गुणे। चोणं चार्द्रगुणान्वितं तु कथितं, तच्चन्दनं 'मध्यमम्'। चन्दनं द्विविधं प्रोक्तं वेट्टसुकड़िसंज्ञकम्। 'वेट्ट'' तु सार्द्रं विच्छेदं स्वयं शुष्कं तु 'सुकड़ि'। मलयाद्रिसमोपस्थाः पर्व्वता वेट्टसंज्ञकाः। तज्जातं चन्दनं यत्तु वेट्टवाच्यं क्वचिन्मते। वेट्टचन्दनमतीवशीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्। छर्द्दिमोहतृषिकुष्ठतैमिरात् कासरक्तशमनञ्च तिक्तकम्। 'सुकड़ि'चन्दनं तिक्तं कृच्छ्रपित्तास्रदाहनुत्। शैत्यसुगन्धदं चार्द्रं शुष्कं लेपे तदन्यथा। रक्तचन्दन मतीवशीतलं तिक्तमीक्षणगदास्रदोषनुत्। भूतपित्तकफकासज्वरभ्रान्तिजन्तुवमिजित्तृषापहम्। 'पत्राङ्ग'' (कुचन्दनम्) कटुकं रूक्षमम्लं शीतं तु गौल्यकम्। वातपित्तज्वरघ्नञ्च विस्फोटोन्मादभूतहृत्। 'पीतञ्च' शीतलं तिक्तं कुष्ठश्लेष्मानिलापहम्। कण्डूविचर्च्चिकादद्रुकृमिहृत् कान्तिदं परम्। 'वर्व्वरं' शीतलं तिक्तं कफमारुतपित्तजित्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति विशेषाद्रक्तदोषजित्। 'हरिचन्दनं' तु दिव्यं तिक्तहिमं तदिह दुर्लभं मनुजैः। पित्ताटोपविलेपि च दवथुश्रमशोषमान्द्यतापहरम्। चन्दनसामान्यगुणाः—सर्व्वाण्येतानि तुल्यानि रसतो वीर्य्यतस्तथा। गन्धेन तु विशेषः स्यात् पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। अन्यच्च—चन्दनानि समानानि रसतो वीर्य्यतस्तथा। भिद्यन्ते किन्तु गन्धेन तत्राद्यं गुणवत्तरम्। राजनिघण्टुः। (श्वेत) चन्दनं शीतलं रूक्षं तिक्तमाह्लादनं लघु। श्रमशोषविषश्लेष्मतृष्णापित्तास्रदाहनुत्। स्वादे तिक्तं कषे पीतं छेदे रक्तं तनौ सितम्। ग्रन्थिकोटरसंयुक्तं चन्दनं 'श्रेष्ठ'मुच्यते। 'कालीयकं' रक्तगुणं विशेषाद्व्यङ्गनाशनम्। 'रक्तं'—(चन्दनं) शीतं गुरु स्वादु छर्द्दितृष्णास्रपित्तहृत्। तिक्तं नेत्रहितं वृष्यं ज्वरव्रणविषापहम्। 'पत्राङ्ग'' मधुरं शीतं पित्तश्लेष्मव्रणास्रनुत्। हरिचन्दनवद्वेद्यं विशेषाद्दाहनाशनम्। चन्दनानि तु सर्व्वाणि सदृशानि रसादिभिः। गन्धेन तु विशेषोऽस्ति पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहार:—रक्तपित्ते चन्दनम् –"उशीरकालीयक *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिका:। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुता:। रक्तं सपित्तं शमयन्ति सद्य:।" (चि: ४ अ:)। (२) रक्तार्शसां स्निग्धरक्तसंग्रहणे चन्दनम्—"* सनागरश्चन्दनरसश्च"। (चि: ८ अ:)। (३) हिक्कायां चन्दनम्—"नावयेच्च-न्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतम्"। (चि: २१ अ:)। (४) वमनी चन्दनम्—"धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा"। (चि: २३ अ:)। (५) रक्तातिसारे चन्दनम्—"पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्बसा। दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाद्वि-मुच्यते"॥ (चि: १० अ:)। चरक:॥ प्रदरे भद्रश्रीश्चन्दनश्च—"दुर्गन्धि-पूयसङ्काशे मज्जतुल्ये तथाऽऽर्त्तवे। पिबेद्भद्रश्रिय: क्वाथं चन्दनक्वाथमेव वा" (शा: २ अ:)। (२) शुक्रमेहे चन्दनम्—"ककुभचन्दनकषायं वा" (चि: ११ अ:)। (३) मञ्जिष्ठामेहे चन्दनम्—"मञ्जिष्ठामेहिनं मञ्जिष्ठाचन्दनकषायम्"। (चि: ११ अ:)। सुश्रुत:॥ पित्तोत्क्लिष्टे च नेत्ररोगे चन्दनम्—"* क्षीरं चन्दनसाधितम्"। वाग्भट:॥ मूत्राघाते चन्दनम्—"शृतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डुलाम्बुना। पिबेत् सशर्करं श्रेष्ठ मुष्णवाते सशोणिते"॥ (मूत्रघात—चि:)। भावप्रकाश:॥ मसूरिकायां श्वेतचन्दनम्—श्वेतचन्दनकल्केन हिलमोचाभवं रसम्। पिबेन्मसूरिकारम्भे *"। (२) शिशोर्नाभिपाके चन्दनम्—* नाभिपाकेऽवचूर्णनम्। त्वक्चूर्णै: क्षीरिणां वापि कुर्य्या-च्चन्दनरेणुना"। (बालरोगाधि:)। वङ्गसेन:।

চন্দনের ভাষানাম—বাঃ—শ্বেতচন্দন। हिः—चन्दन। सिं—सन्दुन्। কঃ—গন্ধ। গুঃ—সুখড়। ফাঃ—সন্দল্ সফেদ্। অঃ—সন্দলে অবীয়দ্। ইং—স্যাণ্ডেল্ উড্। দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষায় চন্দন। **রক্তচন্দনের ভাষানাম**—বাঃ—রক্তচন্দন। হিঃ—লালচন্দন। মঃ—রক্তচন্দন। গুঃ—রতাঞ্জলী। কঃ—রক্তচন্দন। তৈঃ—এর গন্ধপুচেক্। তাঃ—সেন্ শাগুনম্। ফাঃ—সন্দলে সুর্খ। অঃ—সন্দলে অহমর। ইং—রেড্ স্যাণ্ডেল্ উড্।

চন্দনের ভেদ—**ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** চন্দন, রক্তচন্দন, কুচন্দন, কালীয়ক ও বর্বরিক এই পাঁচ প্রকার; **রাজনিঘণ্টুতে** চন্দন (বেট্ট ও সুকড়ি), রক্তচন্দন, কুচন্দন (পত্রাঙ্গ), কালীয়ক, বর্ব্বর এবং হরিচন্দন এই ছয়প্রকার; **ভাব-**

প্রকাশে চন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্রাঙ্গ বা পতঙ্গ) এই চারিপ্রকার চন্দনের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে ক্বচিৎ শবরচন্দনেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** পৃথক্ হরিচন্দন পঠিত হয় নাই, রক্তচন্দনের পর্য্যায়েই হরিচন্দন শব্দ লিখিত হইয়াছে। **ভাবমিশ্র**ও হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া, পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দ পাঠ করিয়াছেন।

শ্বেতচন্দন—চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন, যথা—"চন্দনং গন্ধসারঞ্চ মহার্হং শ্বেতচন্দনম্" (ধন্বঃ নিঃ)। পরিভাষাকারোক্ত "চন্দনে রক্তচন্দনম্" এই ব্যবস্থা নিঘণ্টু সম্মত নহে। চন্দন পীতাভশ্বেত সুগন্ধি কাষ্ঠ। উৎপত্তিস্থানভেদে শ্বেতচন্দন বিবিধ। মলয়পর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন ভদ্রশ্রী নামে প্রসিদ্ধ—"ভদ্রশ্রীস্তু মলয়জম্"। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** শ্বেতচন্দনের পর্য্যায়ে "গোশীর্ষ" এবং "তিলপর্ণ" শব্দ পঠিত হইয়াছে। অমরকোষের টীকাকৃৎ ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন "তৈলপর্ণগোশীর্ষে গিরী আকরাবস্থ"। **তৈলপর্ণ** এবং **গোশীর্ষ** নাম পর্ব্বতজাত চন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠকে তৈলপর্ণ ও গোশীর্ষ শ্বেতচন্দন বলে। এইরূপ **বেট্টট** ও **সুক্কড়** নামে আরও দুইপ্রকার শ্বেতচন্দনের উল্লেখ দেখা যায়। বেট্টট ও সুক্কড় চন্দনের পরিচয় নির্দ্দেশে মতভেদ আছে। রাজনিঘণ্টুকার বলেন জীবিত শ্বেতচন্দনবৃক্ষ ছেদন করিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম বেট্টট এবং স্বয়ংশুষ্ক শ্বেতচন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠ সুক্কড় চন্দন। অন্যে বলেন, মলয়াদ্রিসমীপস্থ পর্ব্বতমালার নাম বেট্ট। এই সমস্ত পর্ব্বতজাত শ্বেতচন্দন বেট্টটনামে প্রসিদ্ধ। এই মতভেদে দুইটী তত্ত্ব নিহিত আছে। স্থানভেদে এবং ছেদনের কালভেদে চন্দনের গন্ধ, বর্ণ ও তৈলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দেখা যায়, সরস উর্ব্বরভূমিজাত সুবর্দ্ধিত চন্দনবৃক্ষাপেক্ষা প্রস্তরকঙ্করমিশ্রিত অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় জাত চন্দনবৃক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও উহার সারকাষ্ঠে অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সারকাষ্ঠে সঞ্চিত তৈলের ন্যূনাধিক্যানুসারেই চন্দন অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যে চন্দনবৃক্ষ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় তাহাতেই অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। ৪০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। অপরিপক্ক ও পরিপক্ক কাষ্ঠের গন্ধ, বর্ণ, তৈলগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান্ থাকিবে। সুতরাং ছেদনের কালানুসারে গুণভেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্ব্বর, বর্ব্বরপর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন। একথা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য রাজনিঘণ্টুকার ইহাকে "শ্বেতবর্ব্বরক" বলিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকারের মতে ইহা "নির্গন্ধ," রাজনিঘণ্টুকারের মতে ইহা "সুরভি"। এই যে পাঁচপ্রকার (গোশীর্ষ, তৈলপর্ণ, বেট্টট, সুক্কড় ও বর্ব্বর) শ্বেতচন্দনের উল্লেখ করিলাম এইগুলি একই বৃক্ষের কাষ্ঠ, কেবল উৎপত্তিস্থান ও সংগ্রহকালভেদে গুণান্তর প্রাপ্ত হওয়ায় নিঘণ্টুতে পৃথক্ নামে অভি-

হিত হইয়াছে মাত্র। **শ্বেতচন্দনের উৎপত্তিস্থান ও বাণিজ্য**—চন্দন বহুশাখ বৃক্ষ। বৃক্ষত্বকে দীর্ঘ বিদারণ দৃষ্ট হয়। **পাতা**, চৌড়া অপেক্ষা লম্বার বড়, অগ্রভাগ সরু নহে। **ফুল**, বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র, বিকাশের প্রথমাবস্থা ফিকেপীতবর্ণ পরে ঘোর বেগুণেরঙে পরিণত হইয়া থাকে। **ফল**, গোল, মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ইহার পত্র, বৃক্ষ ত্বক্ ও পুষ্প মর্দ্দন করিলে কোন গন্ধ অনুভূত হয় না। মহীশূর রাজ্যে প্রচুর চন্দনবৃক্ষ জন্মে। চন্দন বিক্রয় করিয়া মহীশূরাধিপতি বার্ষিক বহুলক্ষমুদ্রা লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে চন্দন সংগ্রহ ও বিক্রয়ের জন্য নয়টী কুটী আছে। ভূমি যাহারই অধিকারে থাকুক, তজ্জাত চন্দনবৃক্ষ রাজা ভিন্ন কাহারও কর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। কেবল শৃঙ্গেরী মঠের গুরু জলেন্দরের জায়গীরদারগণের এই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব জায়গীরস্থিত চন্দনবৃক্ষের যথাভিরুচি ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করা হইত, কিন্তু চন্দনবৃক্ষের মূলে কাণ্ডশাখা অপেক্ষা অধিক তৈল থাকে, এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর, বৃক্ষ কর্ত্তিত না হইয়া উৎপাটিত হইতেছে। উৎপাটিত চন্দনবৃক্ষের ত্বক্ ও অসার কাষ্ঠ পরিত্যক্ত হয় এবং সঞ্চিত তৈল, গন্ধ ও বর্ণের ন্যূনাধিক্যানুসারে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর চন্দন একটন্ ৫১৭ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। চন্দন, মহীশূর হইতে বোম্বাই সহরে নীত হয় এবং বোম্বাই হইতে ফ্রান্স, জার্ম্মনি ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া থাকে। মহীশূররাজ্যে চন্দনকাষ্ঠ চোয়াইয়া তৈল নিষ্কাশন করিবারও ব্যবস্থা আছে। চন্দনের মূল হইতেই প্রচুর ও উত্তম তৈল পাওয়া যায়। একমণ উত্তম কাষ্ঠ হইতে তিন ছটাক তৈল নিষ্কাশিত হইতে পারে। তৈল, অচ্ছ, ফিকে পীতবর্ণ। চন্দনের তৈল ও "চুয়া" একই দ্রব্য, কেবল নিষ্কাশনের প্রণালী ভিন্ন। উড়িষ্যা অঞ্চলে "চুয়া" পানের সহিত ব্যবহৃত হয়।

পীতচন্দন—নিঘণ্টু দ্বয়ে পীতচন্দন নামে কোন চন্দনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার কালীয়কের পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন—"মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং চতুর্থং হরিচন্দনম্;" কালীয়ক, মলয়পর্ব্বতোদ্ভব পীতকাষ্ঠ চন্দন, হরিচন্দন ইহার নামান্তর। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বহুকাল পরে রচিত রাজনিঘণ্টুতে কালীয়ক ও হরিচন্দন পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। আবার ভাবমিশ্র পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে কালীয়ক বা হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। নিঘণ্টুদ্বয়ে পীতকাষ্ঠবৎ রক্তকাষ্ঠ হরিচন্দনেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজনিঘণ্টূক্ত লোহিতহরিচন্দন "দুর্লভং মনুজৈঃ," সুতরাং ভাবমিশ্র হরিচন্দন শব্দ পীতহরিচন্দনার্থে গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠবর্ণানুসারে কালীয়ক ও হরিচন্দনকে পীতচন্দন এই সামান্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধন্বন্তরি, "মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং" বাক্যে শ্বেতচন্দনবৎ পীতচন্দনেরও উৎপত্তিস্থান যে মলয় পর্ব্বত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উত্তম

শ্বেতন্দনের স্বরূপবর্ণনে ধন্বন্তরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই বলিয়াছেন—"কষে পীতং" অর্থাৎ উত্তম শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিলে পীতবর্ণ হয়। সুতরাং ঘৃষ্ট উত্তম শ্বেতচন্দন ও পীতচন্দন বর্ণতঃও তুল্য হইতেছে। শ্বেত ও পীতচন্দনের উৎপত্তিস্থান ও কষ তুল্য হইল, কেবল কষ্ঠের বর্ণ-পার্থক্য বিদ্যমান রহিল। এক্ষণে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে উত্তম শ্বেতচন্দনের সারই পীত-চন্দন, তাহা হইলে কি অসঙ্গত হয়? নব্যেরাও বলেন শ্বেত ও পীতচন্দন একই বৃক্ষের কাষ্ঠ—চন্দনবৃক্ষের উপরের পীতাভশ্বেতকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন, ভিতরের পীতবর্ণ সারকাষ্ঠ পীতচন্দন। উড়িষ্যা অঞ্চলে পীতচন্দন অনুলেপনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত রক্তচন্দন, "অল্পলোহিতং হরিচন্দম্" অর্থাৎ 'মহাগন্ধ' লোহিত হরিচন্দনকেই, ধন্বন্তরি রক্তচন্দন শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যে নির্গন্ধ কাষ্ঠকে রক্তচন্দন বলিয়া ব্যবহার করি, ইহা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্ত কুচন্দন এবং রাজ-নিঘণ্টুক্ত পতঙ্গ বা পত্রাঙ্গ। ইহার "রাগকাষ্ঠ," "পট্টরঞ্জন," "সুরঙ্গ," নাম পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, পূর্ব্বে ইহার কাষ্ঠ অনুপেনার্থ ব্যবহৃত হইত না—ইহা কেবল রঞ্জনকর্ম্মে ও ভেষ-জার্থ প্রযুক্ত হইত। কালে সুগন্ধি লোহিতচন্দন দুর্লভ হওয়ায় বোধ হয় নির্গন্ধ লোহিতচন্দন (কুচন্দন) যথার্থ রক্তচন্দনের স্থান অধিকার করিয়াছে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাষ্ঠ। মাত্রা—½—১আনা। তৈল ৫—১৫ ফোঁটা।

বৈদ্যকে চন্দনের ব্যবহার।

চরক রক্তপিত্তে শ্বেতচন্দন—উশীরাদি প্রত্যেক বস্তুত সমভাগ শ্বেতচন্দন শর্করা-যোগে পেষণ ও তণ্ডুলোদকে আপ্লুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** শ্বেতচন্দন—শুঁঠ ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করিলে অর্শোরোগীর স্নিগ্ধরক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **হিক্কায়** শ্বেতচন্দন—স্ত্রীদুগ্ধে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের নস্য লইলে হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে। (চিঃ ২ অঃ)। (৪) **বমনে** পীতচন্দন—আমলকীর রসে সুপিষ্ট পীতচন্দন পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) **রক্তাতিসারে** শ্বেতচন্দন—সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন শর্করা ও মধুসহ তণ্ডুলোদকে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ এবং রক্তাতিসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (চিঃ ১০ অঃ)। **সুশ্রুত—আর্ত্তবদোষে** শ্বেতচন্দন—ঋতুকালে স্রুত রক্ত দুর্গন্ধি পূযতুল্য কিম্বা মজ্জার মত হইলে, শ্বেতচন্দন কিম্বা গোশীর্ষ শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করাইবে। (শাঃ ২ অঃ। (২) **শুক্রমেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুনত্বক্ ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **মঞ্জিষ্ঠা-মেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার মঞ্জিষ্ঠামেহ আছে তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান

করিতে দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগ্‌ভট—**পিত্তোৎক্লিষ্ট ও রক্তোৎক্লিষ্ট **নেত্ররোগে** লোহিতচন্দন—লোহিতচন্দনযোগে ক্বথিত দুগ্ধ রক্ত বা পিত্তোৎক্লিষ্ট নেত্রে সেচন করিবে। (উঃ ৯ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে** শ্বেতচন্দন—শৃতশীত দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া, সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন ও শর্করা তণ্ডুলোদকের সহিত পান, উষ্ণবাতাখ্য মূত্রাঘাতে প্রশস্ত (মূত্রাঘাত—চিঃ)। **বঙ্গসেন—মসূরিকায়** শ্বেতচন্দন—মসূরিকার প্রারম্ভে সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে (মসূরিকা—চিঃ)। (২) **শিশুর নাভিপাকে** শ্বেতচন্দন—শিশুর নাভিপাকে, শ্বেতচন্দন চূর্ণদ্বারা নাভি পূরণ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে। (বালরোগাধিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, কণ্ডুঘ্ন, বিষঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন-বর্গে চন্দন এবং **সুশ্রুত,** সালসারাদি পটোলাদি, সারিবাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও গুড়ূচ্যাদিবর্গে চন্দন ও কুচন্দন পাঠ করিয়াছেন। কালীয়ক সালসারাদিবর্গে পঠিত হইয়াছে। **টীকাকারগণ** কুচন্দন শব্দের অর্থ রক্তচন্দন লিখিয়াছেন। **সুশ্রুত** বহুস্থলে চন্দন কুচন্দন একত্র পাঠ করিয়াছেন। চন্দন শব্দের রক্তচন্দন হইলে কুচন্দনের উল্লেখ নিরর্থক হয়। চন্দন শব্দের রক্তেতর চন্দনার্থে প্রয়োগই ঋষির অভিপ্রেত। নির্ব্বাপণপ্রদেহে চরক লিখিয়াছেন—"প্রিয়ঙ্গুকালীয়কচন্দনানি" (সুঃ ৩ অঃ)। এস্থলে চন্দন শব্দের পীতেতর-চন্দনার্থই মুনির অনুমোদিত, নচেৎ কালীয়ক শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। নিঘণ্টুমতানুসারে চন্দন শব্দে যে শ্বেতচন্দন ইহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "চন্দনে রক্তচন্দনং" এই বিধি বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য নহে। চরক ও সুশ্রুতোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে চন্দনের উল্লেখ নাই।

Constituents.—The wood contains a volatile oil 2 to 2·5 p. c., a dark resin and tannic acid.

Actions and uses.—The wood is bitter, cooling, sedative and astringent. The oil is an astringent to the mucous membrane. It causes dryness in the fauces, great thirst, colicky pains and fulness in the lions ; a paste of it is applied to the body in pains in limbs during high fever ; with rose-water and camphor or with Sarcocolla, to the head in headache, to inflammatry swellings, or to the skin in skin affections. The oil is astringent, diuretic, expectorant and stimulant ; given internally with cardamoms and bamboo-manna in gonorrhœa, bronchitis, in inflammation of the mucous membranes as cystisis, pyelitis and chronic diarrhœa. The seeds are used as a pessaries by native women to procure abortion. (*Materia Medica of India*—R. N, Khory, Part II., p. 536.)

Constituents *of Pterocarpus Santalinus.*—Santalin, Santal, Pterocarpin, Homopterocapin or Santalic acid.

Actions and uses.—Refrigerant and astringent. A paste of the powder is used as a cooling application to the head in headache and to inflamed and swollen limbs. As an astringent it is used in combination with other astringent medicines in dysentery, diarrhœa &c. Its chief use, however, is a colouring agent in pharmacy. (*Meteria Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 227).

নব্যমত—শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ তিক্ত, শীত, অবসাদক এবং ধারক। ইহার **তৈল**, শ্লেষ্মধরাকলার উপরি সঙ্কোচনী শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই তৈল সেবিত হইলে শুষ্কগলত্ব, অতিপিপাসা, শূলবৎ বেদনা এবং কটীদেশে গুরুত্বানুভব হয়। তীব্রজ্বরে রোগীর অঙ্গে বেদনা থাকিলে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলাপজল এবং কর্পূরের সহিত ইহার প্রলেপ শিরঃপীড়ায়, মস্তকের প্রদাহ ও স্ফীতিযুক্ত অঙ্গে এবং চর্ম্মবিকারগ্রস্ত ত্বকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দনের তৈল, ধারক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক এবং উষ্ণ। দারুচিনি এবং বংশলোচন সহ এই তৈল, "গণোরিয়া", কাস, মূত্রাশয়ের ও বৃক্কদ্বয়ের প্রদাহ এবং পুরাণ অতিসারে সেব্য। শ্বেতচন্দনবীজ দ্বারা কৃত পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে গর্ভস্রাব হয়। (ক্ষোরি—২ও খণ্ড, ৫৩৬ পৃঃ)। **রক্তচন্দনকাষ্ঠ**—শীত ও ধারক। ইহার চূর্ণের প্রলেপ, স্নিগ্ধ ও শিরোবেদনাহর এবং প্রদাহান্বিত স্ফীত অঙ্গের হিতকর। ধারক বলিয়া ইহা অন্যান্য গ্রাহিভেষজসহ আমাতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতিতে সেবিত হইলেও প্রধানতঃ বর্ণোৎপাদক দ্রব্য বলিয়াই ইহা ঔষধালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ২২৭ পৃঃ)।

চবিকা ও গজপিপ্পলী—चविकागजपिप्पल्यौ।

चविका—Piper Chaba. **गजपिप्पली**—Fruit of Piper Chaba, **अन्वर्थसंज्ञा**—चविकायाः—"वल्ली," "कुटलमस्तकम्"। गजपिप्पल्याः—"चव्यफला," "चव्यजा," "छिद्रवैदेही," "दीर्घग्रन्थिः," "वत्तूली," "स्थूलवैदेही"। चव्यं च कटुकोष्णं स्याज्जन्तुहृद्दीपनं परम्। कफोद्रेककरं वातप्रकोपशमनं भवेत्। गजपिप्पलीका स्वादुः कटुरुष्णा च कीर्त्तिता। बलासं हन्ति वातेन जन्था धन्तुजयप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ चव्यं स्वादूष्णकटुकं लघु रोचन-

दीपनम्। जन्तूद्रेकापहं कासश्वासशूलार्त्तिकृन्तनम्। गजोषणा कटूष्णा च रुक्षा मलविशोषणी। बलासवातहन्त्री च स्तन्यवर्णविवर्द्धिनी। राजनिघण्टु॥ चविकागजपिप्पल्यौ पिप्पलीमूलवत् स्मृते। राजवल्लभः॥ कणामूलगुणं चव्यं विशेषाद् गुदजापहम्। गजकृष्णा कटु र्वातश्लेष्महृद्वह्निवर्द्धिनी। उष्णा निहन्त्यतिसारं श्वासकण्ठामयक्रिमीन्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—अर्शःसु चव्यम्—"चव्यम्वा शीधुसंयुक्तं * पिवेत्"। (चिः ८ अः) चरकः॥

অন্বর্থসংজ্ঞা—চবিকার—"বল্লী", "কুটলমস্তক"। গজপিপ্পলীর—"চব্যফলা," "চব্যজা," "ছিদ্রবৈদেহী," "দীর্ঘগ্রন্থি," "বর্ত্তুলী," "স্থূলবৈদেহী"।

চব্যের ভাষানাম—বাঃ—চঞি। হিঃ—चव्य। মিং—विष्णुक्रान्ति। মঃ—মিরবেলীচেঁ মুঠ্ঠ চবঠ্ঠ। গুঃ—চবক। কঃ—চব্য। তৈঃ—সেবামু, চৈকার্ণ। আঃ—জাতিচঞি বড়চঞি।

বর্ণন—চবিকা বৃক্ষাশ্রয়ী **বল্লী**, কোচবিহারে এবং ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ইহার **কাণ্ড** নরবাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। শাখার গ্রন্থিস্থান স্ফীত এবং কিঞ্চিৎ পীড়নমাত্রে দ্বিধা বিভক্ত হয়। **পত্র**, পানের মত, কিন্তু সিরাসন্নিবেশের বিচিত্রতাহেতু পত্রগাত্র উচ্চাবচ। ইহার পত্রবৃন্ত তাম্বুলাপেক্ষা হ্রস্বতর। **ফল**, পিপ্পলী অপেক্ষা দীর্ঘতর ও স্থূলতর। চবিকার কাণ্ড, শাখা, পত্র, মূল, ফল সমস্তই ঝাল। কোচবিহারের বহু গৃহস্থলীতে তাম্বূলবল্লীবৎ চবিকাবল্লীও যত্নে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। লোকে চঞের ডাঁটার রস ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে এবং কন্দবৎ স্থূল চবিকামূল "ভাতে দিয়া" খায়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাণ্ড, মূল ও ফল। 'মাত্রা—পিপ্পলীবৎ।

বৈদ্যকে চবিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে চবিকামূল—অর্শোরোগী শীধুনামক মদ্য বিশেষের সহিত চবিকামূল-চূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

বক্তব্য—স্থূলপিপ্পলীর তুল্য আকৃতি এবং শূকবিশিষ্ট প্রকার বস্তু, গজপিপ্পলী ভ্রমে অজ্ঞলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঁঠাল অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় যেমন দেখায় ঠিক্ সেইরূপ লম্বা ও স্থূল এক প্রকার ফল, কোচবিহারে গজপিপ্পলী, নামে পরিচিত। বস্তুতঃ গজপিপ্পলী চবিকার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে—"চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী"। লতার নাম চবিকা, ফলের নাম গজপিপ্পলী, ইহাও বিচিত্র নহে। সকলেই জানেন যে, বৃক্ষের নাম

কুটজ, তাহারই বীজের নাম ইন্দ্রযব। নব্যেরা লিখিয়াছেন মেদিনীপুরের বাজারে কর্ত্তিত গজপিপ্পলী বিক্রীত হয় এবং ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ডিমকের মত ভিন্ন (পিপ্পলী দেখ)। **চরক,** দীপনীয়, তৃপ্তিঘ্ন ও অর্শোঘ্নবর্গে এবং **সুশ্রুত** পিপ্পল্যাদি বর্গে চব্য পাঠ করিয়াছেন।

Actions and uses.—Carminative and stimulant; given in colic, tympanitis and in renal disease. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 517).

নব্যমত—চব্য আধ্মানহর, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা শূল, অতিমাত্র আধ্মান এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরি—২য়ঃ খঃ ৫১৭ পৃঃ)।

চিত্রক—चित्रकः।

चित्रकः, अग्निः—Plumbago Zeylanica, *Linn.* रक्तचित्रः—Plumbago Rosea, *Willd.*

अन्वर्थसंज्ञा चित्रकस्य—"शिखी"। रक्तचित्रकस्य—"महाङ्गः," "अतिदीप्यः," "गुणाढ्यः"। चित्रकोऽग्निसमः पाके कटुकः कफशोफजित्। वातोदरार्शोग्रहणीक्षयपाण्डुविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'चित्रको'ऽग्निसमः पाके कटुः शोफकफापहः। वातोदरार्शोग्रहणीकृमिकण्डूविनाशनः। स्थूलकायकरो रुच्यः कुष्ठघ्नो 'रक्तचित्रकः'। रसे नियामकः लौहे वेधकश्च रसायनः। राजनिघण्टुः॥ चित्रकः कटुकः पाके वह्निकृत् पाचनो लघुः। रुक्षोष्णो ग्रहणीकुष्ठशोथार्शःकृमिकासनुत्। वातश्लेष्महरो ग्राही वातार्शःश्लेष्मपित्तहृत्। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'अग्र्यग्रन्थ्ये' चित्रकमूलम्—"चित्रकमूलं दीपनीयगुदशोफहराणाम्" (सू: २५ अ:)। (२) 'अर्शःसु' चित्रकमूलम्—सनागरं चित्रकं वा शीधुयुक्तं प्रयोजयेत्" (चि: ८ अ:)। चरकः॥ 'कुष्ठे' चित्रकमूलम्—"एवं पिबेच्चित्रकः सूक्ष्मपिष्टः" (चि: ८ अ:)। (२) 'सिकतामेहे चित्रकमूलम्—"सिकतामेहिनं चित्रककषायम्" (चि: ११ अ:)। सुश्रुतः॥ 'अर्शःसु' चित्रकमूलम्—"यो जातो गोरसः क्षीराद्धङ्किचर्णावचूर्णितात्। पिबंस्तमेव

तेनैव भुञ्जानो गुदजान् जयेत्"। (चि: ८ अ:)। (२) 'रसायनार्थं चित्रक-मूलम्—"यथास्वं चित्रकः पुष्पैर्ज्ञेयः पीतसितासितैः। यथोत्तरं स गुणवान् विधिना च रसायनम्। छायाशुष्कं ततो मूलं मासं चूर्णीकृतं लिहन्। सर्पिषा मधुसर्पिर्भ्यां पिवन् वा पयसा यतिः। अम्भसा वा हिताहाशी शतं जीवति नीरुजः। मेधावी वलवान् कान्तो वपुष्मान् दीप्तपावकः। तैलेन लीढो मासेन वातान् हन्ति सुदुस्तरान्। मूत्रेण श्वित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्। (उ: ३९ अ:)। वाग्भटः॥ 'ग्रहण्यां चित्रकमूलम्—"चित्रकक्वाथकल्काभ्यां ग्रहणीघ्नं शृतं हविः। गुल्मशोथोदरप्लीहशूलार्शोघ्नं प्रदीपनम्" (ग्रहणी—चि:)। (२) 'श्लीपदे' चित्रकमूलम्—"हितश्चालेपने नित्यं चित्रकोदेवदारु वा" (श्लीपद—चि:)। (३) 'व्रणशोथदारणार्थं' चित्रकमूलम्—"* चित्रकोहय-मारकः * दारणम्"। (व्रणशोथ—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'ग्रहण्यां चित्रकक्षारः—"बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपरिस्रुतः। द्विगुणेन घृतं पक्वं वर्द्धयत्याशु पावकम्"। (ग्रहणी—चि:)। (२) 'मेदोरोगे' चित्रकमूलम्—"मधुना चित्रकमूलं तथैव हितभोजनो भुङ्क्ते" (मेदोऽधिकाः)। (३) 'शोथे शाकार्थं चित्रकपत्रम्—"शाकं वह्निपुनर्नवा" (शोथ—चि:)। वङ्गसेनः।

চিত্রকেরকের অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতচিত্রকের—"শিখী"। রক্তচিত্রকের—"মহাঙ্গ," "অতিদীপ্য," "গুণাঢ্য"।

চিত্রকের ভাষানাম—বাঃ—চিতা। কোঃ—ধলা ওড়া। हिः—चीता। सिं—रत्नेटुल। মঃ—চিত্রক। কঃ—চিত্রমূল। তৈঃ—চিত্রমূলমু। তাঃ—শিবপু। উঃ—ধুবচিতা। গুঃ—চিত্রো। ফাঃ—বেখ্‌বরন্দা। অঃ—শিতরঝ্। **রক্তচিত্রকের ভাষানাম**—বাঃ—লালচিতা। কোঃ—লাল ওড়া। हिः—लालचीता। মঃ—রক্তচিত্রক। কঃ—কেপিন চিত্রমূল। তৈঃ—এরচিত্র। তাঃ—তাঃ—চিত্রির। উঃ—রক্তচিতা। **চিত্রকের ভেদ**—**ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার** চিত্রের ভেদ স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই। কেবল পর্য্যায়নির্দ্দেশ স্থলে "কৃষ্ণারুণোঽনলোদ্বীপী চিত্রভানুশ্চ পাবকঃ" লিখিয়াছেন। **রাজনিঘণ্টুতে** চিত্রক ও রক্তচিত্রকের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। **ভাবমিশ্র** কেবল চিত্রেকের উল্লেখ করিয়াছেন। **বাগ্‌ভট** বলিয়াছেন "যথাস্বং চিত্রকঃ পুষ্পৈ র্জ্ঞেয়ঃ পীতসিতাসিতৈঃ। যথোত্তরং স গুণবান্ বিধিনা চ রসায়নম্" (উঃ ৩৯ অঃ)। বাগ্‌ভটের মতে পুষ্পবর্ণ ভেদে

চিত্রক তিন প্রকার—পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে পীতাপেক্ষা শ্বেত এবং শ্বেতাপেক্ষা কৃষ্ণচিত্রক গুণবান্। নিঘণ্টুকারের মতে শ্বেতাপেক্ষা রক্তচিত্রক গুণাঢ্য। বাগ্‌ভটোক্ত পীতশব্দ যদি রক্তার্থে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে চিত্রক চারি প্রকার হয়—রক্ত, শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ। রাঢ়ে শ্বেতচিতার মত রক্তচিতা সুলভ নহে। কোচবিহারে শ্বেত রক্ত উভয় চিত্রকই সুলভ। তদ্দেশীয় লোকে রক্তচিতাই অধিক ব্যবহার করে। পীত এবং কৃষ্ণপুষ্প চিত্রক আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। **রক্সবর্গ** প্রভৃতি নবীন উদ্ভিদবেত্তৃগণ, শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার চিতারই উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণন—চিত্রক ১½-২ হস্ত উচ্চ কএকবর্ষজীবী গুল্ম। বর্ষে বর্ষে মূল হইতে নূতন কাণ্ড নির্গত হইয়া চিত্রকগুল্ম ক্রমশঃ স্তম্বকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **কাণ্ড**, ক্ষীণ, গ্রন্থিযুক্ত, মসৃণ ও নমনশীল। **শাখা** দীর্ঘরেখাঙ্কিত। **পত্র**, অণ্ডাকৃতি, মসৃণ, অখণ্ড; **পত্রবৃন্ত**, খর্ব্ব, শাখাবেষ্টনকারী এবং উচ্চরেখান্বিত। **পুষ্প**, পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ডে একপ্রকার চট্‌চটে বস্তুদ্বারা লিপ্ত ক্ষুদ্র রোম আছে; মিলিতদল, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; **কুণ্ড**, দীর্ঘনলাকার, নলাগ্র সঙ্কুচিত, কুণ্ডগাত্রে লাল কঠিন রোম বিদ্যমান। **পুষ্পনল**, কুণ্ডনলের প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ। **মূল** অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল, মাংসল, শতমূলীর মূলের মত ইহারও মূলের মধ্যে এক একটী সূত্রাকৃতি বস্তু থাকে। পুষ্পকাল—পৌষ মাঘ। **শ্বেতচিত্রক**, সর্ব্বথা রক্তচিত্রকবৎ। কেবল ইহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পুষ্পদণ্ড ও পৌষ্পিক পত্রের কিঞ্চিৎ বিভিন্নত্ব লক্ষিত হয়। **পৌষ্পিকপত্র** কি? যে পত্রের কক্ষে পুষ্প বিদ্যমান থাকে তাহার নাম পৌষ্পিকপত্র। পুষ্প যদি অবৃন্তক হয় তাহা হইলে পৌষ্পিকপত্র পুষ্পে এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে উহাকে কুণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পৌষ্পিকপত্রের বিলক্ষণ আকৃতিবৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। খেজুরের মোচ, কোলার মোচার খোল, আনারসের গাত্রস্থিত আঁসের মত প্রত্যঙ্গগুলি এবং ফলাগ্রস্থিতপত্রচূড়া পৌষ্পিকপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। **ঔষধার্থ-ব্যবহার**—মূল ও পত্র। **মাত্রা**—মূলচূর্ণ ¼—১ আনা। মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব ব্যক্তিবিশেষে সাবধানে মাত্রাস্থির করা উচিত।

বৈদ্যকে চিত্রকের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে চিত্রকমূল—অগ্নিবৃদ্ধিকর, অর্শোহর ও শোথঘ্ন যত বস্তু আছে তন্মধ্যে চিত্রকমূল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **অর্শে** চিত্রকমূল—অর্শোরোগী শুণ্ঠীযুক্ত চিত্রকমূল শীধুযোগে (ইক্ষুরসকৃত মদ্যবিশেষকে শীধু বলে) পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে চিত্রকমূল—কুষ্ঠরোগী চিতামূল গোমূত্রের সহিত উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **সিকতামেহে** চিত্রকমূল—সিকতামেহী

চিতামূলের ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। সাধারণ অনুশাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এস্থলে ক্বাথ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। **বাগ্‌ভট—অর্শে** চিত্রকমূল—দুগ্ধে চিত্রকচূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধিজাত তক্র পান এবং এই তক্রযোগে পথ্য সেবন করিলে অর্শ জয় করা যায়। (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **রসায়নার্থ** চিত্রকমূল—রক্ত, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণ চিত্রকের মূল ছায়াশুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। হিতভোজী ও সংযত হইয়া এই চূর্ণ, গব্যঘৃত, মধুগব্যঘৃত, দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে, নীরোগ, মেধাবী, বলবান্, কান্ত ও দীপ্তপাবক হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। চিত্রকচূর্ণ এক মাস তিলতৈল যোগে সেবন করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়, গোমূত্রসহ পান করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠ দূর করে এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৩৯ অঃ ,। **চক্রদত্ত—গ্রহণীতে** চিত্রকমূল—চিতামূলের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্মশোথোদরাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয় (গ্রহণী—চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** চিত্রকমূল—চিতামূল এবং দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক শ্লীপদে প্রলেপ দিবে। (শ্লীপদ—চিঃ)। (২) **ব্রণশোথদারণার্থ** চিত্রকমূল—অপক্বস্ফোটকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ব্রণশোথ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—গ্রহণীতে** চিত্রকক্ষার—বৃহতী ও চিত্রকের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারদ্বারা ক্ষীরোদক প্রস্তুত করিবে। সপ্তবার পরিস্রুত এই ক্ষারোদক ঘৃতের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত যোগ্য মাত্রায় পান করিলে সত্বর অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (গ্রহণী—চিঃ)। (২) **মেদোরোগে** চিত্রকমূল—হিতভোজী হইয়া মধুর সহিত চিত্রকমূল লেহন করিলে স্থৌল্যরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (স্থৌল্য—চিঃ)। (৩) **শোথে** শাকার্থ চিত্রকপত্র—শোথরোগী চিত্রকপত্র ও পুর্নবার শাক সেবন করিবে। (শোথ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, ভেদনীয়, দীপন, তৃপ্তিঘ্ন, অর্শোঘ্ন ও শূলপ্রশমন বর্গে এবং সুশ্রুত, আরগ্বধাদি, বরুণাদি ও পিপ্পল্যাদিগণে চিত্রক পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহারের লোকে বাতরোগীর স্ফীতসন্ধিস্থানে রক্তচিতার প্রলেপ দেয় এবং প্লীহোদরে, রক্তচিতার রসে সূতা সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া, রোগীর বাহূর্দ্ধদেশে বন্ধন করিয়া রাখে—ফোস্কা পড়িলে সূতা খুলিয়া দেয়।

Constituents.—Plumbagin, an acrid principle.

Actions and uses.—Alterative and gastric stimulant ; given in chronic diarrhœa, dyspepsia and general anasarca. Locally as a vesicant the root causes more pain than the ordinary blisters and the vesication does not heal readily. A paste of the root is used as a stimulant appli-

cation to rheumatic joints, leprosy, paralytic limbs and to abscesses to promote suppuration. The compound powder is alterative and given in flatulence, rheumatism. The root is acrid and if introduced into the os uteri causes abortion. Lal Chitraka is a more powerful vesicant than chitro or safed chitraka and is used in the preparation of caustic application. Taken internally it is said to expel the fætus whether dead or alive. In large doses it is a narcotico irritant poison. (*Mateia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 381)

নব্যমত—চিতামূল, রসায়ন, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা অগম্ভীর শোথ, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে ফোস্কা হয়—ইহা "ব্লিষ্টার" অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ এবং ইহার প্রলেপে যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না। চিতামূলের প্রলেপ দ্বারা, আমবাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থান, কুষ্ঠ, এবং বাতব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। অপক্ক স্ফোটক, পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দ্বারা পক্কতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "ষড়ধরণযোগ" (চিত্রক যাহার অন্যতম উপাদান) রসায়ন, ইহা উদারাধ্মান ও আমবাতে ফলপ্রদ। চিত্রকমূল যোনিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে গর্ভস্রাব ঘটে। শ্বেতচিত্রকাপেক্ষা **রক্তচিত্রকের** প্রলেপ অধিক ফোস্কা জন্মায়। রক্তচিত্রক ক্ষার প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগ্যমাত্রায় প্রসূতিকে চিত্রকমূলচূর্ণ সেবন করাইলে গর্ভস্থ শিশু (জীবিত বা মৃত) সত্বর বহির্গত হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে চিত্রক বিষক্রিয়া দর্শাইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)।

চুক্র, চাঙ্গেরী ও বাস্তুক—चुक्रचाङ्गेरीवास्तुकाः।

चाङ्गेरी—Oxalis Corniculata. **वास्तुकः**—Chenopodium Album. **तद्भेदाः—पलाशलोहिता चिल्ली**—Chenopodium Album (Purple) **श्वेतचिल्ली**—C. Album (Green), **छुनकचिल्ली**—C. Laciniatum.

अन्वर्थसंज्ञा—चुक्रस्य—"अम्लवास्तुकम्," "दलाम्लम्"। 'वास्तुकस्य'—"शाकराजः"। 'पलाशलोहितायाः'—"मृदुपत्री," "चारदला," "चोरपत्री"। 'श्वेतचिल्ल्याः'—"सुपथ्या," "क्षुद्रवास्तुकी," "ज्वरघ्नी"। 'चुक्रं स्यादम्लपत्रन्तु लघूष्णं वातगुल्मनुत्। रुचिकृद्दीपनं पथ्यमीषत्पित्तकरं परम्। 'वास्तुकं' तु

मधुरं सुशीतलं, चारमीषदम्लं त्रिदोषजित्। रोचनं ज्वरहरं महार्शसां, नाशनञ्च मलमूत्रशुद्धिकृत्। 'चिल्ली' वास्तुकतुल्या च सक्षारा श्लेष्मपित्तनुत्। प्रमेहमूत्रकृच्छ्रघ्नी पथ्या च रुचिकारिणी। 'श्वेतचिल्ली' सुमधुरा क्षारा च शिशिरा च सा। त्रिदोषशमनी पथ्या ज्वरदोषविनाशनी। 'खचिल्ली' कटुतीक्ष्णा च कण्डूतिव्रणहारिणी। 'चाङ्गेरीशाकमत्युष्णं कटु रोचनपाचनम्। दीपनं कफवातार्शःसंग्रहण्यतिसारजित्। राजनिघण्टुः। "* त्रिदोषघ्नं भिन्नवर्च्चस्तु 'वास्तुकम्'। 'प्रशस्यतेऽम्लचाङ्गेरी' ग्रहण्यर्शोहिता च सा। सू: २७ अ:—चरकः॥ कटुर्विपाके कृमिहा मेधाग्निबलवर्द्धनः। सक्षारः सर्व्वदोषघ्नो 'वास्तुको' रोचकः सरः। चिल्ली वास्तुकवज्ज्ञेया *"। सु: ४६ अ:—सुश्रुतः॥ वास्तुकस्तु सरो हृद्यो दोषनुत् पाकतो लघुः। सक्षारः कृमिहा मेध्यो रुच्योऽग्निबलवर्द्धनः। लघुपत्रातु या 'चिल्ली' सा वास्तुकसमा मता। 'चाङ्गेरी' तु कषायोष्णा मधुरा वह्निदीपनी। साम्ला वातकफौ हन्ति ग्रहण्यर्शोविकारनुत्। 'चुक्रकं' दुर्ज्जरं भेदि अम्लं पित्तकरं गुरु। 'चक्रपाणिः॥ 'चाङ्गेरी' दीपनी रुच्या रुक्षोष्णा कफवातनुत्। पित्तलाम्ला ग्रहण्यर्शःकुष्ठातिसारनाशिनी। 'वास्तुकद्वितयं स्वादु क्षारं पाके कटूदितम्। दीपनं पाचनं रुच्यं लघु शुक्रबलप्रदम्। सरं प्लीहास्रपित्तार्शःकृमिदोषत्रयापहम्। 'चुक्रात्वम्लतरा' स्वाद्वी वातघ्नी कफपित्तकृत्। रुच्या लघुतरा पाके कट्वी च नातिरोचनी। भावप्रकाशः॥ कटुर्विपाके कृमिहा मेधाग्निबलवर्द्धनः। संस्कारे सर्व्वदोषघ्नो 'वास्तुको' रोचनः सरः। 'चाङ्गेरी' कफवातघ्नी वह्निकृद् ग्राहिणी हिता। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'अर्शःसु' चाङ्गेरी—"चाङ्गेर्य्याश्चित्रकस्य च। सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतम्'। (चि: ८ अ:)। (२) 'रक्तार्शःसु' वास्तुकः—"छागलोपयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकं रसश्च" (चि: ८ अ:)। (३) प्रवाहिकायां वास्तुकः—* यमान्या वास्तुकस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाड़िमसिद्धेन वहुस्नेहेन भोजयेत्। (चि: १० अ:)। (४) 'वातजकासे वास्तुकः—"वास्तुकं * शस्यते वातकासे तु *"। (चि: २२ अ:)। 'ऊरुस्तम्भे' वास्तुकः—"शाकैरलवणैरद्याज्जलतैलोपसाधितैः *।

वायसीवास्तुकौ: * जन्तुघ्नविनाशनाः। (वि: २७ अ:)। चरकः। 'कर्णशूले' चुक्रः—"कर्णौ कोष्णेण चुक्रेण पूरयेत् कर्णशूलिनः। (उ: २१ अ:)। सुश्रुतः। 'चातुर्थकज्वरे' चाङ्गेरी—"अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुक्रतां पिबेत्। पेयां घृतप्लुतां जन्तु श्चातुर्थकहरां त्र्यहम्। (ज्वर—वि:)। चक्रदत्तः।

চুক্রাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—চুক্রের—"অম্লবাস্তুক," "দলাম্ল"। বাস্তুকের—"শাকরাজ"! বাস্তুকভেদ—পলাশলোহিতের—"মৃদুপত্রী," "ক্ষারদলা" "চীরপত্রী"। শ্বেতচিল্লীর—"সুপথ্যা", "ক্ষুদ্রবাস্তুকী," "জ্বরঘ্নী"।

চুক্রাদির ভাষানাম—চুক্রের—বাঃ—চুকাপালঙ্। हि:—चुका, चुकाका शाक। मिं—एम्बुलेम्बिलिय। মঃ—আম্বটচুকা, লঘুবথোর। গুঃ—চুকোথাটীভাজী। কঃ—হুলিচকোত। ফাঃ—তুর্শক্। অঃ—হুমাজ্বুকুলে হামেজা। চাঙ্গেরীর—বাঃ—আম্‌রুল শাক। হিঃ—चुकातिपटी। বঃ—অম্বুটী, ভূঁই-সর্পটী। তাঃ—পুলিয়ারৈ। তৈঃ—পুলিচিন্তকুঃ। ইং—হর্সউড্ সোরেল। বাস্তুকের—বাঃ—বেতোশাক। কোঃ—বাতুয়াশাক। हि:—बथुया बड़बथुया। মঃ—চাকবত, চিবিল, চাকবতাটীভাজী। গুঃ—টাঙ্কো, চীল। কঃ—চক্রবতী, বিলিপচ্ছিলিকে। ফাঃ—সুশেলেফা সরমক্। অঃ—বোকবতুল, বজামেল্ কুতুফ্। ইং—গুজফুট্ (হোয়াইট্ ও পর্পেল্)। টক্‌পালঙ্ ও আম্‌রুলশাক স্বনামপ্রসিদ্ধ। চিল্লী বাস্তুকভেদ মাত্র। লোকে যাহাকে "রাজবেতো" বলে তাহাই সংস্কৃত "পলাশলোহিতা"। ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ বা বল্লী। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে চুক্রচাঙ্গেরীবাস্তুকের ব্যবহার।

চরক—অর্শে চাঙ্গেরী—অর্শোরোগী, যমকে (সমভাগে মিশ্রিত তিলতৈল ও গব্যঘৃতের নাম যমক) ভাজা ভাজা আমরুল বা চিত্রক শাক, দধির সর সহ ভোজন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রক্তার্শে বাস্তুক—ছাগীদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায় বাস্তুক—প্রবাহিকায় শুষ্ক বাস্তুকশাক দধি ও দাড়িম রসসহ পাক করিয়া তিলতৈলযোগে সেব্য। অতিসারের পক্কাবস্থায়, বহুকুন্থনে পিচ্ছিল, অল্পাল্প মলনির্গম হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) বাতজকাসে বাস্তুক—বাতজকাসরোগীর পক্ষে বস্তুকশাক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) উরুস্তম্ভে বাস্তুক—উরুস্তম্ভ-রোগী জল ও তিলতৈল যোগে পক্কশাক, লবণসংযোগ না করিয়া ভোজন করিবে। (চিঃ

২৭ অঃ)। **সুশ্রুত—কর্ণশূলে চুক্র**—ঈষদুষ্ণ টক্‌পালঙের রস বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে চাঙ্গেরী** উত্তমরূপ শিলাপিষ্ট এক হাজার আমরুলের পাতা ওজনে যত হইবে, তাহার পঞ্চদশগুণ জলের সহিত মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তিন দিন সেবন করিলে দুইদিনছাড়া জ্বর প্রশমিত হয়। (জ্বর—চিঃ)।

Constituents *of Oxalis Corniculata.*—It contains acid potassium oxalate.

Actions and uses.—Cooling, refrigerant, appetizing and astringent; given in mild cases of dysentery, prolapse of the rectum and vagina, and as a stomachic in fever and billiousness. The fresh juice is given as an antidote to poisoning by Dhatura, (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 153.) **Constituents** *of Chenopodium Ambrosioides*—Oleum Chenopodii, a volatile oil, 3 p. c., obtained by distilling the fruit with water or steam, It is a thin yellowish liquid, of a highly comphoraceous odour and pungent bitter taste, It consists of a hydrocarbon and a liquid oxygenated oil. Dose, 4 to 10 ms. **Actions and uses.**—Anthelmintic; used chiefly for round worms. As an antispasmodic and stimulant, the oil is given in hysteria, chorea, flatulent dyspepsia and malarial and intermittent fevers. It increases the action of the heart and promotes the secretion of the skin, kidneys and bronchi. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 507.) Many plants of Chenopodiaceæ order are succulent, as the beetroot; some of them are used as pot herbs; seeds of some are nutritious. Several contain a volatile oil which renders them anthelmintic, antispasmodic, aromatic, carminative and stimulant. Several of them inhabit salt marshes and yield on combustion an ash called Barilla, known to the Greeks as salt-wort. The Arabs called it elkali, arkali, or ushnar, sujikhara (Hindi.)—a mixture of potash and soda. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 506.)

নব্যমত—আমরুলশাক, শীত, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও ধারক। ইহা আমরক্তাতিসার, গুদভ্রংশ ও নিঃসৃত যোনিতে (Prolapse of the rectum and vagina) হিতকর। পাচক বলিয়া ইহা পিত্তবিকৃতি এবং জ্বরে সেব্য। ধুস্তূর বিষের অগদ (Antidote) স্বরূপ ইহার রস পান করা হয়। নানাজাতীয় বেতোশাক কৃমিঘ্ন, ইহা প্রধানতঃ বৃত্তকৃমিরোগে ব্যবহৃত

হয়। ইহার তৈল উষ্ণ এবং আক্ষেপনিবারক বলিয়া, মূর্চ্ছা, বিসূচীকা, আধ্মান, গ্রহণী, "ম্যালেরিয়া" এবং বিষমজ্বরে হিতকর। ইহা সেবিত হইলে হৃদয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং ঘর্ম্ম, মূত্র ও শ্লেষ্মস্রাবের আধিক্য জন্মে।

জম্বূত্রয়—জম্বূত্রয়ম্।

রাজজম্বূঃ, মহাজম্বূঃ—Eugenia Jambolana, *Lamarck*. কাকজম্বূঃ—Eugenia Caryophyllifolia, *Lamarck*. ভূমিজম্বূঃ—Eugenia Fruticosa, *Roxb*.

'পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"জম্বূস্ত্রিবিধা, রাজজম্বূর্মহাফলা, কাকজম্বূর্বনজম্বূরিতিখ্যাতা, ভূমিজম্বূরল্পফলা" (চক্রকৃতদ্রব্যগুণসংগ্রহটীকায়াং শিবদাসঃ)। 'অন্বর্থসংজ্ঞা রাজজম্বাঃ—"সুরভিপত্রা," "মহাফলঃ," "মহাস্কন্ধঃ," "নীলফলা," "রাজার্হা," "শুকপ্রিয়া," "মেঘমোদিনী"। 'কাকজম্বাঃ'—"নাদেয়ী," "কাকবল্লভা," "ভৃঙ্গেষ্টা"। 'ভূমিজম্বাঃ—"হ্রস্বফলা," "ভৃঙ্গবল্লভা," "পিকভক্ষ্যা," "কাষ্ঠজম্বূঃ। "জাম্ববং (জম্বূফলং) কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বাতকরং পরম্"। (চরকঃ—সূঃ ২৭ অঃ—ফঃ বঃ)। "অত্যর্থং বাতলং গ্রাহি জাম্ববং কফপিত্তজিৎ"। (সুশ্রুতঃ—সূঃ ৪৬ অঃ ফঃ বঃ)। জাম্ববং বাতলং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতজিত। হৃৎকণ্ঠঘর্ষণং চান্যৎ কষায়ং 'ক্ষুদ্রজাম্ববম্'। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। 'জম্বূঃ কষায়মধুরা শ্রমপিত্তদাহ।—কণ্ঠার্ত্তিশোষশমনো ক্রিমিদোষহন্ত্রী। শ্বাসাতিসারকফকাসবিনাশনী চ। বিষ্টম্ভিনী ভবতি রোচনপাচনী চ। 'মহাজম্বূ' রুষ্ণা সমধুরকষায়া শ্রমহরা। নিরস্যত্যাস্যস্থং ঝটিতি জড়িমানং স্বরকরী। বিধত্তে বিষ্টম্ভং শময়তি চ শোষং বিতনুতে। শ্রমাতিসারার্ত্তিশ্বসিতকফকাসপ্রশমনম্। 'কাকজম্বূঃ' কষায়াম্লা পাকে তু মধুরাঃ গুরুঃ। দাহশ্রমাতিসারঘ্নী বীর্য্যপুষ্টিবলপ্রদা। 'ভূমিজম্বূঃ' কষায়া চ মধুরা শ্লেষ্মপিত্তনুৎ। হৃদ্যা সংগ্রাহিহৃৎকণ্ঠদোষঘ্নী বীর্য্যপুষ্টিদা। রাজনিঘণ্টুঃ॥ জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্রদাহজিৎ। রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্। ভাবপ্রকাশঃ। জাম্ববং গুরু বিষ্টম্ভি

কষায়ং স্বাদু শীতলম্। অগ্নিসন্দূষণং রুচ্যং বাতলং কফপিত্তজিৎ। রাজবল্লভঃ॥ জাম্ববং বাতলং গ্রাহি রুচ্যং পিত্তকফাপহম্। দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ॥ 'তন্মজ্জা' কষায়ো গ্রাহী বিশেষান্মধুমেহহা। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'অগ্র্যগণ্যে' জাম্ববম্—"জাম্ববং বাতজননানাম্" (সুঃ ২৫ অঃ)। (২) 'ব্রণরোপণার্থং জম্বূত্বক্—"* লোধ্রজাম্ববকট্ফলৈঃ। ত্বচমাশ্বেব গৃহ্ণন্তি ত্বক্চূর্ণৈশ্চূর্ণিতা ব্রণাঃ"। (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) 'পিত্তজে বমনে' জম্বূপল্লবম্—"জম্ব্বাম্রয়োঃ পল্লবজং কষায়ম্। পিবেৎ সুশীতং মধুসংযুতং বা। (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ। অতিসারে 'শোণিতস্রুতিনিবারণার্থং' জম্বূত্বক্—"শল্লকীবদরীজম্বূ * ত্বচঃ। পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ"। (অতিসার চিঃ)। (২) 'বালগ্রহণ্যাং জম্বূত্বক্—"তদ্বদজাক্ষীরসমো জম্বূত্বগুদ্ভবো রসঃ" (বালরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

জম্বুত্রয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা।—রাজজম্বুর—"সুরভিপত্রা," "মহাফলা," "মহাস্কন্ধা," "নীলফলা," রাজার্হা," "শুকপ্রিয়া," "মেঘমোদিনী"। কাকজম্বুর—"নাদেয়ী," "কাকবল্লভা," "ভৃঙ্গেষ্টা"। ভূমিজম্বুর—"হ্রস্বফলা," "ভৃঙ্গবল্লভা," "পিকভক্ষ্যা," "কাষ্ঠজম্বূ"।

বড়জামের ভাষানাম—বাঃ—বড়জাম, কালজাম। হিঃ—জামুন, বড়িজামুন। সিং—দম্ব। মঃ—থোরজাম্ভুঠ্ঠ্। কঃ—নিরলু। গুঃ—রাজজাম্বু। তৈঃ—পেদ্দানেরডি। ছোটজামের ভাষানাম—বাঃ—বনজাম, ছোটজাম। হিঃ—ফরেন্দ্র, ছোটীজামুন। জামুন। মঃ—নদীজাম্ভুঠ্ঠ্। গুঃ—বেলরোপাজাম্বু, ডুঙ্গরিজাম্বু। কঃ—দোহুনিরলু। তৈঃ—নীরনেরডি।

জম্বূর ভেদ—বঙ্গে যাহা কালজাম বা বড়জাম নামে প্রসিদ্ধ তাহা রাজজাম্বব (জম্বূর ফল জাম্বব) নহে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পর্ব্বতবহুল প্রদেশে একজাতীয় জম্বুবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার ফল পারাবতাণ্ডতুল্য বৃহৎ। আমার বোধ হয় ইহাই নিঘণ্টূক্ত যথার্থ রাজজম্বুবৃক্ষ। বঙ্গে এতাদৃশ বৃহৎফলা জম্বূ নাই, যেগুলি আছে তন্মধ্যে কালজামই বৃহত্তম সুতরাং ইহা রাজজাম্ববের প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। জম্বূর ভেদ কেবল ফলের ক্ষুদ্রত্ববহুত্বে প্রতিষ্ঠিত নহে—বৃক্ষ ও পত্রের আকৃতিপার্থক্য এবং ফলের স্বাদভেদও লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদ্যক ফলের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপনার্থ কাকশব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, যথা—উড়ুম্বর, কাকোডুম্বর। এস্থলে কাকজম্ব শব্দের কাকশব্দও তদর্থে প্রযুক্ত

হইয়াছে। বৃক্ষের উৎপত্তি স্থানভেদে ভেদস্বীকারও বৈদ্যকসম্মত, অতএব আমরা গোশীর্ষচন্দন, শাবরলোধ্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। নদীজম্বূ ক্ষুদ্রজম্বূ হইলেও উৎপত্তিস্থানবৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থ কেহ কেহ ইহার পৃথগুল্লেখ করিয়া থাকেন। রাজজম্বূর ফলাপেক্ষা কাকজম্বূর ফল ক্ষুদ্রতর এবং কাকজম্বূর ফলাপেক্ষা ভূমিজম্বূর ফল ক্ষুদ্রতর। ভূমিজম্বূর ফল মটর কলায়ের অপেক্ষা বৃহত্তর হয় না—ইহা বর্ষায় পরিপক্ক হয়। ক্ষুদ্রজম্বূর নানা জাতি লোকতঃ প্রসিদ্ধ। যে সকল জম্বূ চট্টগ্রামে "লম্বানলি জাম," "বুটিজাম," "ফুলজাম" "লালফুলজাম" নামে খ্যাত, সেগুলি কাকজম্বূ, ভূমিজম্বূর ভেদমাত্র। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ত্বক্, বীজ। **মাত্রা**—ত্বক্ ও পত্রের স্বরস—১-২ তোলা। বীজচূর্ণ—½—১ আনা।

বৈদ্যকে জম্বূর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে জম্বূফল—বায়ুজনক যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে জম্বূফল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **ব্রণরোপণার্থ** জম্বূত্বক্—জম্বূত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণদ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) **পিত্তজবমনে** জম্বূপল্লব—জম্বূ ও আম্র পল্লবের ক্বাথ শীতল হইলে মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্তজবমনে প্রশস্ত। (চিঃ ২০ অঃ)। **চক্রদত্ত**—অতিসারের **শোণিতস্রাবে** জম্বূত্বক্—পিষ্ট জম্বূত্বক্ প্রচুর মধুযোগে ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অতিসারীর শোণিতস্রাব নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **বালগ্রহণীতে** জম্বূত্বক্—জম্বূত্বকের স্বরস ছাগীদুগ্ধসহ পান করিলে বালকের গ্রহণী প্রশমিত হয়। (বাল—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ছর্দ্দিনিগ্রহণবর্গে জম্বূপত্র এবং পুরীষবিরজনীয় ও মূত্রসংগ্রহণবর্গে জম্বূ পাঠ করিয়াছেন। জম্বূর বীজই মূত্রসংগ্রহণ। **চক্রোক্ত** মূত্রবিকারাধিকারে পঠিত ন্যগ্রোধাদ্যচূর্ণের "আম্রজম্বূকপিত্থঞ্চ" পাঠের টীকায় **শিবদাস** লিখিয়াছেন "আম্রজম্বোঃ ফলাস্থি"। **বৃন্দোক্ত** ন্যগ্রোধাদিচূর্ণের টীকায় **শ্রীকণ্ঠ** ও বলিয়াছেন "আম্রকপিত্থজম্বূনাং ফলাস্থি"। যে দ্রব্য মূত্রের ভূরিস্রাব হ্রাস করে তাহার নাম মূত্রসংগ্রহণ।

Constituents.—The seed contains jambulin a glucoside; also a trace of essential oil, chlorophyll, fat, resin, gallic acid, albumen. etc. The bark contains tannin 12 p. c. and a kino-like gum.

Actions and uses.—The juice of the ripe fruit or syrup is stomachic, astringent, and diuretic acid given in scanty urine. The decoction of bark is astringent and used in diarrhœa of children, in chronic dysentery, as a gargle mixed with Dhumaso for the relief of spongy gums, and sore, cracked or irritable tongue. A paste of the leaves is used to promote healthy discharges from indolent sores or from unhealthy ulcers,

The extract of the powdered seeds and dried fruits is used in diabetes. It cheks diastatic conversion of starch into sugar in cases depending on increased production of glucose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 269).

নব্যমত—পক্বজম্বু ফলরস কিম্বা জম্বূর "সিরাপ," পাচক, ধারক, মূত্রকারক ; ইহা মূত্রাম্লতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **জম্বূত্বকের** কাথ শিশুর অতিসারে এবং রক্তাতিসারে হিতকর। জম্বূত্বক্ ও দুরালভার ক্বাথের কবল, দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, ক্ষত এবং জিহ্বা বিদারণে (জিবফাটা) বিশেষ উপকারী। **পিষ্টপত্রের** প্রলেপ দিলে কদর্য্য ক্লিন্ন ক্ষতের শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। **বীজচূর্ণ** কিম্বা **শুষ্কফল** মধুমেহে (Diabetes) বিশেষ ফলপ্রদ। "ফ্লোরিড্‌জিন্" ভেষজের এমন গুণ যে ইহা সেবন করিলে মধুমেহ জন্মে। ডাঃ সি, গ্রেজার্ একটী কুকুরকে "ফ্লোরিড্‌জিন্" সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন যে, জম্বূবীজের, "ফ্লোরিড্‌জিন্" কর্তৃক উৎপাদিত মধুমেহ প্রশমনের শক্তি আছে। মনুষ্যের মধুমেহ প্রশমনপক্ষে ইহা কতদূর কার্য্যকারী হইবে তাহা পরীক্ষা করিবার বিষয়। পূর্ব্বে মুঙ্গেরে জম্বূফল হইতে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হইত। (আর, এন্, কোরি —২য় খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ। ডিমক্—২য়ঃ খণ্ড, ২৬-২৯ পৃঃ)।

জম্বীরমাতুলুঙ্গাদি—जम्बीरमातुलुङ्गादयः।

जम्बीरः, मधुजम्बीरः, लिम्पाकः—Citrus Acida. **अन्वर्थसंज्ञा—"दन्तहर्षणः"**। **मातुलुङ्गः, वीजपूरः**—Citrus Medica. **नागरङ्गः**—C. Aurantium. **मधुकर्कटिका**—C. Decumana. **मिष्टनिम्बूः**—C. Nobilis. **अन्वर्थसंज्ञाः मातुलुङ्गस्य—"गन्धकुसुमः," "दन्तुरत्वचः," "वराम्लः," "केसराम्लः," "क्रमिघ्नः," "रोचनफलः"**। **'जम्बीरभेदाः' 'धन्वन्तरीयनिघण्टूक्ताः'—(१) जम्बीरः, (२) मधुजम्बीरः, (३) नारङ्गः, (४) वीजपुरः (मातुलुङ्गः), (५) मधुकर्कटी। 'राजनिघण्टूक्ताः'—(१) जम्बीरः, (२) (मधुजम्बीरः,) (३) निम्बूकः, (४) नारङ्गः, (५) वीजपुरः, (मातुलुङ्गः), (६) मधुकर्कटी, (७) वनवीजपूरकः। 'भावप्रकाशोक्ताः'—(१) निम्बूः, (२) मिष्टनिम्बूः, (३) बीजपुर (मातुलुङ्गः), (४) मधुकर्कटिका, (५) जम्बीरद्वयम्। 'राजवल्लभोक्ताः'—(१) मातुलुङ्गः, (२) जम्बीरः, (३) मधुकर्कटिका,**

(४) नागरङ्गः। तृष्णाशूलकफोत्क्लेशच्छर्दिश्वासनिवारणः। वातश्लेष्मविवन्धघ्नं 'जम्बीरं' गुरु पित्तलम्। अम्लं समधुरं हृद्यं विषदं भक्तरोचनम्। वातघ्नं दुर्ज्जरं प्रोक्तं 'नागरङ्ग फलं' गुरु। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। लघूष्णं दीपनं हृद्यं 'मातुलुङ्ग'मुदाहृतम्॥ 'त्वक्' तिक्ता दुर्ज्जरा तस्य वातक्रमिकफापहा। स्वादु शीतं गुरु स्निग्धं 'मांसं' मारुतपित्तजित्॥ मेध्यं शूलार्त्तिच्छर्दिघ्नं कफारोचकनाशनम्। दीपनं लघु संग्राहि गुल्मार्शोघ्नं तु 'केसरम्'॥ पित्तमारुतकृद्बल्यं पित्तलं 'वह्निकेसरम्'। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्॥ शूलाजीर्णविवन्धेषु मन्दाग्नौ कफमारुते। अपची-श्वासकासेषु 'रस'स्तस्योपयुज्यते। 'रसो'ऽति मधुरो हृद्यो वीर्य्यपित्तानिलापहः॥ कफकृद्दुर्ज्जरा पाके 'मातुलुङ्गजटा' कटुः। 'मूल'ञ्चैव क्रिमीन् हन्ति 'पुष्पवीजञ्च' गुल्मजित्। अन्यच्च—चेतोहारी 'रसेन' प्रथयति कटुता, मम्लताञ्चापि धत्ते। हृद्रोगोदानगुल्मश्वसनकफहरः, प्लीहकोपापहन्ता। 'वीर्य्यादर्शां'सि कासग्रहणी-मपहरत्यग्निकृत् पाचनोऽयम्। संधत्ते रक्तपित्तं 'परिणतिसमये,' केसरो मातुलुङ्ग्याः॥ 'मधुकर्कटिका' स्वादुः शीता पित्तास्रजिद्गुरुः। एषा त्रिदोष-जिद्वृष्या रुचिकृच्चैव दुर्ज्जरा। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः'॥ मधुरो, 'मधुजम्बीरो' शिशिरः कफपित्तजित्। अर्शोघ्नस्तर्पणो वृष्यः श्रमघ्नः पुष्टिकारकः। 'धन्वन्तरीय-निघण्टू राजनिघण्टुश्च॥ जम्बीरस्य 'फलं' रसेऽम्लमधुरं, वातापहं पित्तकृत्। पथ्यं पाचनरोचनं बलकरं, वह्नेर्विवृद्धिप्रदम्। 'पक्वं' चेन्मधुरं कफार्त्तिशमनं, पित्तास्रदोषापनुत्। वर्ण्यं वीर्य्यविवर्द्धनं च रुचिकृत्, पुष्टिप्रदं तर्पणम्॥ निम्बूफलं प्रथित मम्लरसं कटूष्णं। गुल्मामवातहरमग्निविवृद्धिकारि। चक्षुष्य-मेतदथ कासकफार्त्तिकण्ठ।—विच्छर्दिहारि परिपक्वमतीव रुच्यम्॥ 'नारङ्गं' मधुरञ्चाम्लं गुरूष्णं चैव रोचनम्। वातामकृमिशूलघ्नं श्रमहृद्बलरुच्यकम्॥ 'वीजपूरफल'मम्लकटूष्णं श्वासकासशमनं पाचनञ्च। कण्ठशोधनपरं लघु हृद्यं दीपनं च रुचिकृत् पाचनञ्च। तथाच—'वालं' पित्तमरुत्कफास्रकरणं, 'मध्यञ्च' तादृग्विधम्। 'पक्वं' वर्णकरञ्च हृद्यमथ तत्, पुष्णाति पुष्टिं बलम्॥ शूला-जीर्णविवन्धमारुतकफश्वासार्त्तिमन्दाग्निजित्। कासारोचकशोकशान्तिदमिदं, स्यान्मातुलिङ्गं सदा। अन्यच्च—'त्वक्' तिक्ता दुर्ज्जरा स्यात् क्रमिकफपवनध्वं'सिनी

स्निग्ध सुष्णम्। 'मध्य'' शूलार्त्ति पित्तप्रशमनमखिलारोचकघ्नञ्च गौल्यम्। वातार्त्तिघ्नं कटूष्णं जठरगदहरं 'केसरं' दीप्यमम्लं। 'वीजं' तिक्तं कफार्शःश्वयथु-शमकरं वीजपूरस्य पथ्यम्॥ 'मधुकर्कटी' मधुरा शिशिरा दाहनाशिनी। त्रिदोषशमनी रुच्या वृष्या च गुरुदुर्जरा। अम्लः कटूष्णो 'वनवीजपुरो'। रुचिप्रदो वातविनाशनश्च। स्यादम्लदोषः क्रमिनाशकारी। कफापहः श्वासनिषूदनश्च। 'राजनिघण्टुः'॥

निम्बूकं क्रमिसमूहनाशनम्। तीक्ष्णमम्ल मुदरग्रहापहम्। वातपित्त-कफशूलिने हितम्। कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्। त्रिदोषवह्निक्षयवातरोग-निपीड़ितानां विषविह्वलानाम्। मन्दानले वद्धगुदे प्रदेयं विसूचीकायां मुनयो वदन्ति॥ 'मिष्टनिम्बूफलं' स्वादु गुरुमारुतपित्तनुत्। गररोग-विषध्वंसि कफोत्क्लेशि च रक्तहृत्। शोषारुचितृषाच्छर्द्दिहरं वल्यञ्च वृंहणम्॥ 'वीजपूरफलं' स्वादु रसेऽम्लं दोपनं लघु। रक्तपित्तहरं कण्ठजिह्वाहृदयशोधनम्। श्वासकासारुचिहरं हृद्यं तृष्णाहरं स्मृतम्॥ 'मधुकर्कटिका' स्वाद्वी रोचनी शीतला गुरुः। रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्काभ्रमापहा॥ 'जम्बीर' सुष्णं गुर्वम्लं वातश्लेष्मविवन्धनुत्। शूलकासकफोत्क्लेशच्छर्द्दितृष्णामदोषजित्। आस्यवैरस्यहृत्पीड़ावह्निमान्द्यक्रिमीन् हरेत्। 'स्वल्पजम्बीरिका' तद्वत् तृष्णा-च्छर्द्दिनिवारणी॥ भावप्रकाशः॥ मातुलुङ्गफलं हृद्यमम्लं लघ्वग्निदीपनम्। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। विवद्धे चैव हिक्कायां शूले छर्द्याञ्च शस्यते॥ 'लिम्पाकं' सुरभि स्वादु नात्यम्लं भक्तरोचकम्। वातश्लेष्महरं हृद्यं छर्द्दिघ्नं नातिपित्तकृत्॥ जम्बीरं मधुरं किञ्चिदत्यम्लं पित्तकृद् गुरु। सुगन्धि दुर्जरं शुक्रकफवातविवन्धनुत्॥ 'मधुकर्कटिका' शीता श्लेष्मास्यस्यप्रसादनी। रुच्या स्वादुर्गुरुः स्निग्धा वातपित्तविनाशिनी॥ 'नागरङ्गन्तु सुरभि विपाके दुर्ज्जरं गुरु। नात्यम्लमीषन्मधुरं वृष्यं वातविनाशनम्॥ राजवल्लभः॥ 'गुल्मानाहयोः' मातुलुङ्गमूलम्—"चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितस्य रसेन वा। कुर्य्याद्वर्त्तीः सगुड़िका गुल्मानाहार्त्तिशान्तये"। (चिः ५ अः)। (२) 'पित्तं स्वमाशय-

माननाय' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसं चौद्रं पिप्पलीमरिचान्वितं। सनागरं पिवेत् पित्तं तथास्यैति स्वमाश्रयम्"। (चिः २१ अः)। चरकः॥ ज्वरक्कते 'आस्यवैरस्ये' मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्। * वैरस्ये धारयेत् कल्कं—"। (उः ३९ अः)। (२) 'रक्तपित्ते' मातुलुङ्गपुष्पमूले—"मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्ग्याः पिष्टा पिवेत् तण्डुलधावनेन"। (स ४७ अः)। सुश्रुतः॥

'कर्णशूले' मातुलुङ्गरसः—"रसेन वीजपुरस्य * पूरयेत्"। (उः १८ अः)। वाग्भटः॥ पित्तज्वरिणः 'पिपासायां' मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्। पेषमानं तालुलेपः सद्यः पित्ततृषापहः"। (चिः २ अः)। (२) 'तालुशोषे' मातुलुङ्गकेसरम्—केसरं मातुलुङ्गस्य पिष्टं तण्डूलवारिणा। प्रतप्तं मधुना तालुलेपः शोषापहः परः"। (चिः १४ अः)। (३) 'शर्कराय' मातुलुङ्गमूलम्—"यो मातुलुङ्गिकामूलं पिवेत् पर्य्युषिताम्बुना तस्यान्तः शर्करोद्भूतं दुःखं सद्यो विलीयते"। (चिः २९ अः)। (४) 'वातविसर्पे' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसेनापि धावनं वातसर्पिषु"। (चिः ३२ अः)। (५) 'पित्तजे शिरोरोगे' मातुलुङ्गकेसरम् —"केसरैर्मातुलुङ्गस्य पित्तजे शीतलेपनम्"। (चिः ३९ अः)। (६) 'गुर्व्विणीनामरुचौ' मातुलुङ्गकेसरम्—"* सकटुकं मातुलुङ्गस्य केसरम्। मार्ज्जनं दन्तजिह्वासु गण्डूषश्चोष्णवारिणा। गुर्व्विणीनाञ्च सर्व्वासामरुचिञ्च नियच्छति"। (चिः ५० अः)। 'हारीतः'। ज्वरिणः 'अरुचौ' मातुलुङ्गकेसरम्—"अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्। * आस्येन धारयेत्" (ज्वर—चिः)। (२) 'वातभवे शूले' वीजपूरकमूलम्—"वीजपूरकमूलञ्च घृतेन सह पाययेत्। जायेद् वातभवं शूलं कर्षमेकं प्रमाणतः। (शूल—चिः)। (३) 'पार्श्वहृद्वस्तिशूले' मातुलुङ्गरसः—रमातुलुङ्गरसो वापि *। सक्षारो मधुना पीतः पार्श्वहृद्वस्ति शूलनुत्"। (शूल—चिः)। (४) अम्लपित्ते जम्बीररसः—"जम्बीरस्वरसः पीतः सायंहन्त्यम्लपित्तकम्" (अम्लपित्त—चिः)। (५) 'मसूरिकापाचनार्थं मातुलुङ्गकेसरम्—"सौवीरेण तु संपिष्टं मातुलङ्गस्य

केसरं प्रलेपात् पाचयत्याशु दाहश्चाशु नियच्छति"। (मसूरिका—चिः०)। चक्रदत्तः॥

'घृतस्य परिपाकाय जम्बीररसः—"घृतस्य परिपाकाय जम्बीरस्य रसो हितः। (अजीर्ण—चिः)। (२) 'हिक्कासु' मातुलुङ्गरसः—"मधुसौवर्च्चलोपेतं मातुलुङ्ग रसं पिवेत्"। (हिक्का—चिः)। भावप्रकाशः॥

'वमनें' मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसो लाजाशर्करामधुसंयुतः। पिप्पलीचूर्ण-संयुक्तः श्रेष्ठ श्छर्द्दिनिवारणः"। (छर्द्दि—चिः)। (२) 'कृमिदन्तरुजायां' वीजपूरकमूलम्—"वीजपूरकमूलस्य वाकूचीनां तथैव च। भागाभ्यां तु समं कृत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिन्तु कारयेत्। एषा रदस्थवर्त्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीड़येत्। सद्योऽवस्थितमात्रा तु कृमिदन्तरुजापहा। (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

অন্বর্থসংজ্ঞা।—জম্বীরের—"দন্তহর্ষণ"। **মাতুলুঙ্গের** (বীজপূরের)—"গন্ধকুসুম," "দন্তরত্বচ," "বরাম্ল," "কেসরাম্ল," "কৃমিঘ্ন," "রোচনফল"। **জম্বীরের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে** পাঁচ প্রকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নারঙ্গ, (৪) বীজপূর, (৫) মধুকর্কটী। **রাজনিঘণ্টুক্ত** সাত প্রকার যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নিম্বুক, (৪) নারঙ্গ, (৫) বীজপূর (মাতুলুঙ্গ) (৬) মধুকর্কটী, (৭) বনবীজপূরক। **রাজবল্লভোক্ত** চারি প্রকার ; যথা—(১) মাতুলুঙ্গ, (২) জম্বীর, (৩) মধুকর্কটিকা, (৪) নাগরঙ্গ। **ভাবপ্রকাশোক্ত** পাঁচ প্রকার, যথা—(১) নিম্বূ, (২) মিষ্টনিম্বূ, (৩) বীজপূর, (৪) মধুকর্কটিকা, (৫) জম্বীরদ্বয়। **জম্বীরাদির ভাষানাম**—আমরা জম্বীর শব্দ লেবুর সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বৈদ্যকোক্ত **জম্বীর** ও মহাজম্বীর শব্দে গোঁড়ালেবু গ্রহণ করিতে হইবে। **মাতুলুঙ্গের** পর্য্যায় বীজপূর ও মাতুলুঙ্গ একই লেবুর দুইটী নাম। মাতুলুঙ্গের বাঙলা নাম টাবালেবু। মাতুঙ্গের নিঘণ্টূক্ত অন্বর্থ নামগুলির মধ্যে "বরাম্ল" ভিন্ন যাবতীয় নামই বাতাবি লেবুতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বরং "গন্ধকুসুম" শব্দ টাবালেবু অপেক্ষা বাতাবি লেবুতেই সম্যক্ অন্বর্থ। **ভাবমিশ্রোক্ত** মধুরবীজপূরক অর্থাৎ মধুকর্কটিকা, বাতাবিলেবু ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজনিঘণ্টূক্ত "**বনবীজপূরক**" বোধ হয় আরণ্য বাতাবিলেবু—"অত্যম্ল," "গন্ধাঢ্যা," "পীতা" ইহার পর্য্যায়। **রক্সবর্গ** লিখিয়াছেন টাবালেবুর গাছে কাঁটা আছে। বৈদ্যগণ যাহাকে টাবালেবু বলিয়া জানেন এবং প্রাকৃত লোকেও টাবালেবু নামে যাহা ব্যবহার করে, তাহার বৃক্ষ কণ্টকী নহে। **টাবালেবু**, বৃহৎ, গোল, ত্বক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল, বীজ চ্যাপ্টা, ফলশস্য অর্থাৎ "রোয়া"

পক্কাবস্থাতে ও শ্বেতবর্ণ, রস প্রচুর, স্বাদ অত্যম্ল। রাজনিঘণ্টূক্ত নিম্বুক এবং ভাবপ্রকাশোক্ত নিম্বূ এক নহে। নিণ্টূক্ত নিম্বুক "প্রথিতমম্লরসং" এবং "পরিপক্কম তীবরুচ্যং"। বোধ হয় ভাবমিশ্রকথিত **নিম্বূ** এবং রাজবল্লভোক্ত **লিম্পাক** একই বস্তু। নিম্বু "নষ্টকষ্টরুচিরোচনংপরং" এবং লিম্পাক "ভক্তরোচকং"। এতদুভয়ের বাঙ্‌লা নাম পাতিলেবু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিঘণ্টূদ্বয়ে বা ভাবপ্রকাশে লিম্পাক নামে কোন্ লেবুর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টূকার ও ভাবমিশ্র বলিয়াছেন,—"বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তা মধুরা মধুকর্কটী," সুতরাং রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশোক্ত **মধুকর্কটী** বাতাবিলেবু। রাজবল্লভোক্ত মধুকর্কটী বাতাবিলেবু কি কমলালেবু ঠিক্ বলা যায় না। নিঘণ্টূক্ত **মধুজম্বীর** বোধ হয় গ্রাম্য কমলালেবু, কিম্বা শ্রীহট্টিয় কমলালেবুও হইতে পাপে। রাঢ়ে যাহা নারেঙ্গালেবু নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই নিঘণ্টূক্ত নারঙ্গ এবং রাজবল্লভোক্ত নাগরঙ্গ। ভাবপ্রকাশোক্ত **স্বল্পজম্বীর** কে কেহ কেহ কাগজীলেবু বলিয়া থাকেন। বেবুর বহুভেদ দেশে দেশে প্রসিদ্ধ। শীতকালে কোচবিহারে, শ্রীহট্টীয় কমলালেবু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, ঈষদম্লযুক্ত মধুরাস্বাদ এক প্রকার লেবু পাওয়া যায়, ইহা হিমগিরির পাদদেশে জন্মিয়া থাকে, লোকে ইহাকে "**সন্ত্রা**" বলে; ইহা কগজিলেবুরই মত কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু তদপেক্ষা বৃহত্তর, স্থূলত্বক্, সুগন্ধি, অম্লরসপূর্ণ। আর একপ্রকার লেবু কোচবিহারে প্রচুর জন্মে, ইহাকে লোকে "**জম্বুরা**" বলে। চিড়া ও দালের সহিত ইহা ভক্ষণ করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পল্লব, পুষ্পকেসর, ফলত্বক্, ফলরস ও বীজ।

বৈদ্যকে জম্বীরাদির ব্যবহার।

চরক—গুল্ম ও আনাহে মাতুলুঙ্গমূল—মাতুলুঙ্গের মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গেররসেই ভাবনা দিয়া বর্ত্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মলমূত্রপ্রবৃত্তি রোধ এবং তজ্জন্য অন্যান্য উপসর্গের নাম আনাহ। আনাহরোগীর মলদ্বারে এই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে। এবং গুল্মরোগীকে এই গুড়িকা সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **পিত্তের স্বমার্গানয়নার্থ** মাতুলুঙ্গরস—ত্রিকটুচূর্ণযোগে মাতুলুঙ্গরস পান করিলে, আশয়চ্যুত পিত্ত স্বমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। কামলাদি পীড়ায় পিত্ত রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া, সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, মাতুলুঙ্গরস এই মার্গভ্রষ্ট পিত্তকে যথামার্গে আনায়ন করে অর্থাৎ সুস্থলোকের পিত্ত যেমন মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে সেইরূপ নির্গত করায়। **সুশ্রুত—জ্বরকৃত মুখবিরসতায়** মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগীর মুখ বিস্বাদ হইলে মাতুলুঙ্গপুষ্পের কেসর মধু ও সৈন্ধবলবণসহ পেষণপূর্ব্বক মুখে রাখিলে, আস্যবৈরস্য থাকে না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** মাতুলুঙ্গপুষ্প ও মূল—রক্তপিত্তী মাতুলুঙ্গের

মুলত্বক্ ও পুষ্প তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কর্ণশূলে** মাতুলুঙ্গরস—মাতুলুঙ্গ ফলের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিলে কাণের বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৮ অঃ)। **হারীত—পিত্তজ্বরীর পিপাসায়** মাতুলুঙ্গকেসর—মধু ও সৈন্ধবলবণযোগে পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা তালু প্রলিপ্ত করিলে (টাক্‌রায় লাগাইয়া রাখিলে) পিত্তজতৃষ্ণা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২ অঃ)। (২) **তালুশোষে** মাতুলুঙ্গকেসর—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসর তপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ মধুযোগে তালুতে প্রলেপ দিলে, তালুশোষ অন্তর্হিত হয়। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) **শর্করারোগে** মাতুলুঙ্গমূল—বাসিজলের সহিত মাতুলুঙ্গমূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, শর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালির মত বস্তু নির্গত হয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৪) **বাতবিসর্পে** মাতুলুঙ্গরস—বাতজবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ মাতুলুঙ্গকেসর ও ফলরসে ধৌত করিবে। (চিঃ ৩৩ অঃ)। (৫) **পিত্তজশিরোরোগে** মাতুলুঙ্গকেসর—পিত্তজশিরোরোগে আর্দ্র মাতুলুঙ্গকেসর পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। (চঃ ৩৯ অঃ)। (৬) **গর্ভিণীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেসর—ত্রিকটু কিম্বা ইহার একতমের সহিত পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা জিহ্বাদন্ত মার্জ্জন, কিম্বা জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে গর্ভিণীর অরুচি বিনাশ পায় (চিঃ ৫০ অঃ)। **চক্রদত্ত—জ্বররোগীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগী, ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণসহ পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর মুখে ধারণ করিলে, অরুচি প্রশমিত হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **বাতজশূলে** বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ ২ তোলা, গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে বাতজশূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন। **পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলে** মাতুলুঙ্গরস—যবক্ষার ও মধুসহ মাতুলুঙ্গরস পান করিলে পার্শ্বহৃদয় এবং বস্তিদেশের শূল প্রশমিত হয়। (শূল-চিঃ)। **অম্লপিত্তে** জম্বীররস—সায়ংকালে জম্বীররস পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। (অম্লপিত্ত—চিঃ)। এস্থলে বৃদ্ধবৈদ্যগণ জম্বীর শব্দে পাতিলেবু ব্যবহার করেন। (৫) **মসূরিকাপাচনার্থ** মাতুলুঙ্গকেসর—বসন্তরোগীর গাত্রে কাঞ্জিপিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসরের প্রলেপ দিলে, বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবৃত্তি পায়। (মসূরিকা—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ঘৃতের পরিপাকজন্য জম্বীররস—ঘৃতের পরিপাক জন্য জম্বীররস পান করিবে। (অজীর্ণ—চিঃ)। (২) **হিক্কারোগে** মাতুলুঙ্গরস—হিক্কারোগী মধু ও সৌবর্চ্চললবণযোগে মাতুলুঙ্গ ফলের রস পান করিবে। (হিক্কা—চিঃ)। **বঙ্গসেন—ছর্দ্দিতে** মাতুলুঙ্গরস—খৈচূর্ণ, মধু, চিনি ও মাতুলুঙ্গরসের সহিত তরল করিয়া, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণসহ পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২)

ক্রমিদন্তশূলে বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ এবং সোমরাজ সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ক্রমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন পূর্ব্বক, দন্তে দন্তে এরূপভাবে পীড়ন করিবে যেন বর্ত্তি ক্রমিভক্ষিত দন্তে প্রলিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ক্রমিভক্ষিত দন্তের বেদনাহর। (মুখরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ও ছর্দ্দিঘ্নবর্গে মাতুলুঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। ফলবর্গে লিখিত আছে—"শূলেঽরুচৌ বিবন্ধে চ মন্দেঽগ্নৌ মদ্যবিক্ষেপে। হিক্কাকাসে চ শ্বাসে চ বম্যাং বর্চ্চোগদেষু চ। বাতশ্লেষ্মসমুত্থেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু দিশ্যতে। **কেসরং মাতুলুঙ্গস্য** লঘুশীত মতোঽন্যথা॥ মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্। দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু। (সূঃ ২৭ অঃ)। **সৌশ্রুত**ফলবর্গে লিখিত আছে—"কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু। শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনং। লঘ্বম্লং দীপনং হৃদ্যং মাতুলুঙ্গমুদাহৃতম্। **ত্বক্** তিক্তা দুর্জ্জরা তস্য বাতক্রমিকফাপহা। স্বাদুশীতং গুরুস্নিগ্ধং **মাংসং** মারুতপিত্তজিৎ। মেধ্যং শূলানিলচ্ছর্দ্দিকফারোচকনাশনম্। দীপনং লঘু সংগ্রাহি গুল্মার্শোঘ্নন্তু **কেসরং**। শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে। অরুচৌ চ বিশেষেণ রসস্তস্যোপদিশ্যতে"। (সূঃ ৪৬ অঃ)। নারঙ্গ ও জম্বীরের গুণ, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে যাদৃশ লিখিত হইয়াছে, সৌশ্রুত ফলবর্গেও অবিকল তাহাই দেখিতে পাই। উপরি উদ্ধৃত মাতুলুঙ্গের গুণবিবরণও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূক্ত পাঠের সহিত অভিন্ন। অন্যান্য স্থলেও পাঠক এতদুভয়গ্রন্থোক্ত পাঠের ঐক্য দর্শন করিবেন। এইরূপ পাঠৈক্যের কারণ, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বক্তা একই ব্যক্তি সেই কাশীরাজ ধন্বন্তরি। আমরা ইন্দ্রবারুণী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা সপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

Constituents *of C. Medica.*—Lemon juice contains citric acid 7 to 10 p. c., phosphoric and malic acids ; also citrates of potassium and other bases ; sugar, mucilage and ash. Dose 4 to 6 drs. Lemon peel contains a volatile oil, hesperidin, a bitter crystalline glucoside chiefly in the white of the rind ; and ash 4 p. c. Hesperidin a bitter principle 5 to 8 p. c. in yellow crystals, sparringly soluble in boiling water and ether, readily soluble in hot acetic acid, also in alkaline solutions.

Actions and uses—The juice, rind of the fruits and volatile oil are used in medicine. The peel is bitter tonic and stomachic, used for flavouring tinctures and infusions. It is also stimulant and carminative given in indigestion, flatulence, and as a corrective to purgatives. It is also extensively used to disguise the taste of medicines such as quinine, &c. The lemon juice is refrigerant, cooling and antiscorbutic, analogous

to orange juice, but it contains more citric acid less syrup, and hence called acid of lemons. The juice taken internally enters the blood as alkaline citrates, potassium salts and phosphoric acid. The citrates are partly oxidized into carbonic acid and water. The potassium salts and phosphoric acid act upon the red corpuscles. They precipitate uric acid and thus promote the formation of calculi. If long continued the juice or citric acid impairs digestion and impoverishes the blood. It is supposed to dissolve organic matters in the system ; hence used in the treatment of atheroma. The fresh juice is useful in scarvy. It is an ingredient in many refrigerant and diuretic effervescing drinks, used allaying febrile heat and thirst in saponing restlessness, promoting the action of the skin and kidneys. It is given in inflamatory affections and in Dyspepsia with vomiting. Its power of conveying alkalies into the blood renders it useful in acute Rheumatic affections Sciatica, Lumbago, &c., also given in obesity in large quantities with good results. It is often used with potassium bicarbonate and honey by the natives as a gargle in Diphtheria and sore throat. Externally it relieves itching if applied in sun-burn, and to check post partem hæmorrhage. The essential oil is a stimulating liniment for the relief of Rheumatic pains. The juice of baked lemon is used in bilious affections and to stop diarrhœa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 125-26).

নব্যমত—লেবুররস পান করিলে ইউরিক্ এসিড্ মূত্র হইতে বিশ্লিষ্ট হয় সুতরাং অশ্মরীসঞ্চয়ের অনুকূলতা করে। লেবুররস কিংবা সাইট্রিক এসিড্ দীর্ঘকাল সেবন করিলে, পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে এবং রক্তের উপাদানসম্পদ্ হ্রাস পায়। ইহা শরীরাভ্যন্তরজ অর্ব্বুদাদি বিলীন করিতে পারে বলিয়া, অষ্ঠীলাদি রোগে (Atherma) হিতকর। লেবুর টাট্কা রস "স্কার্ভি" রোগে উপকারী। ত্বক্ ও বৃক্কের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধন এবং জ্বরেরদাহ ও তৃষ্ণা প্রশমনার্থ যে সকল শীতল ও মূত্রকর পানীয় ব্যবহৃত হয়, লেবুররস তৎসমুদয় পানীয়ের অন্যতর উপাদান। ইহা প্রদাহমূলক পীড়া এবং অম্লপিত্তে সেব্য। লেবুররস রক্তে স্বীয় ক্ষারগুণ অর্পণ করিয়া থাকে, অতএব ইহা বাত গৃধ্রসী ও কটীশূলাদি পীড়ায় হিতকর। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা স্থৌল্যঘ্নং। রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে ও মুখক্ষতে দেশীয় চিকিৎসক মধু ও যবক্ষারের সহিত লেবুর রসের কবল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার বাহ্যপ্রয়োগ কণ্ডূ, রৌদ্রসেবাজন্য পীড়া এবং প্রসবান্ত-রক্তস্রাবে হিতকর। **লেবুর খোসা,**—পাচক, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও আধ্মানহর। অপিচ ইহার ক্বাথ, শীতকষায়াদি সুগন্ধিকরণার্থ এবং বিরেচকভেষজের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈল বাতে হিতকর। অগ্নিপক্ব লেবুররস অতিসারের ঔষধ।

জবা ও জাতি—जवाजाती।

जवा (पा)—Hibiscus Rosa Sinensis, Shoe-flower. जातिः—Jasminum Grandiflorum. Spanish Jasmine, *Chambeli*.

अन्वर्थसंज्ञा—जवायाः—"ओड्रपुष्पम्" ("आ ईषदुनत्ति, उन्दी क्लेदने, ओड्र पुष्पमस्य"), "रक्तपुष्पी," "अर्कप्रिया," "हरिवल्लभा," "सूर्य्याराधनसाधनी"। जवा तु कटुरुष्णा स्यादिन्द्रलुप्तकनाशकृत्। विस्फोटजन्तुजननी सूर्य्याराधन साधनी"। राजनिघण्टुः॥ जवा संग्राहिणी केश्या *। 'जातियुगं' (जातिः स्वर्णजातिश्च) तिक्तमुष्णं तुवरं लघु दोषजित्। शिरोऽक्षिमुखदन्तार्त्ति विषकुष्ठानि-लास्रजित्। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—'केशकृष्णीकरणे' जवापुष्पम्—(भृङ्गराजे द्रष्टव्यम्)। (२) 'आर्त्तवलाभाय' जवापुष्पम्—"सकाञ्जिकं जवापुष्पं * प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं लभेत्"। (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'पूतिकर्णे' जातीपत्ररसः—"जातीपत्ररसैस्तैलं विपक्वं पूतिकर्णजित्" (कर्णरोग—चिः)। (२) 'मुखपाके' जातिपत्रम्—"कार्य्यञ्च बहुधा नित्यं जातिपत्रस्य चर्व्वणम्" (मुखरोग—चिः)। भावप्रकाशः॥ 'सदाहमूत्रोष्णत्रवेदनाशमनार्थं' जातीमूलं—"अजाक्षीरेण संमिश्रं जातिमूलं प्रपेषितम्। पिवेत् सदाहमूत्रौष्णत्रवेदनाशमनं यतः। हारीतः॥

জবার অন্বর্থ সংজ্ঞা—"ওড্রপুষ্প" (পিচ্ছিলপুষ্প), "রক্তপুষ্পী" "অর্কপ্রিয়া," "হরিবল্লভা," "সূর্য্যারাধনসাধনী"। জবার ভাষানাম—বাঃ—জবাফুলের গাছ। हिः—अडहुल, जवा, गुडहर। सिं—वद। दे समन्। মঃ—জাসবন্দ। গুঃ—জাসুম। কঃ—দাসনল। তৈঃ—মন্দারপু। এস্থলে জাতি শব্দ ভাবমিশ্রোক্ত চামেলী অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

বর্ণন—জবাফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে রক্ষিত হয়। নিঘণ্টুকার জবাকে রক্তপুষ্প বলিয়াছেন, সূর্য্য "জবাকুসুমসঙ্কাশ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অনুমান হয় অধুনা যেমন ঈষৎ পীত ও ম্লানশুভ্র জবাপুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় পূর্ব্বে এই বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। কৃষি-প্রণালী ও জলবায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্প, ফলে বর্ণান্তরিত হইয়া থাকে। জড়জগৎ যেমন জবাকে বর্ণান্তরিত করিয়াছে মনুষ্যসমাজকর্ত্তৃক তদ্রূপ ইহা অধিকারভ্রষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে পাই জবা শাক্তসম্প্রদায়েরই অধিক প্রিয়, কিন্তু নিঘণ্টুকার ইহাকে "হরিবল্লভা" বলিয়া জানিতেন।

চামেলী ফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে পালিত হয়। উচ্চ চামেলীক্ষুপ আত্মদেহ ধারণক্ষম নহে, এজন্য পালকেরা অবলম্বনার্থ কিঞ্চিৎ দান করে। সাধারণ বৃন্তে ২—৩ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি অযুগ্ম পত্র থাকে, সাধারণবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, ক্ষুদ্রপত্রবৃন্ত অতিহ্রস্ব, কেবল অগ্রস্থিত অযুগ্মপত্রের বৃন্ত দীর্ঘতর, বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবসিত, পত্রোদর গাঢ়হরিদ্বর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম। পুষ্প—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘ, পুষ্প শ্বেত ও পীতবর্ণ, পীত পুষ্পের নাম **স্বর্ণজাতি**, পুষ্প মিলিতদল, পুংকেসর দলে সন্নিবিষ্ট, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক স্থিত, গন্ধ মনোহর, পুষ্পকাল—ফাল্গুন চৈত্র। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প।

বৈদ্যকে জবা ও জাতির ব্যবহার।

চক্রদত্ত—কেশকৃষ্ণীকরণে জবাপুষ্প—(ভৃঙ্গরাজ দেখ)। (২) **আর্ত্তবলাভার্থ** জবাপুষ্প—জবাপুষ্প কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ এবং বিলম্বিত ঋতুতে (অর্থাৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন না হইলে) প্রযোজ্য। **ভাবপ্রকাশ—পূতিকর্ণে** জাতিপত্ররস—"কাণ পাকিলে" তিলতৈলে চামেলীর পাতা ভাজিয়া, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (২) **মুখপাকে** জাতিপত্র—চামেলীর পাতা চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়। (মুখরোগ—চিঃ)।

হারীত—মূত্রের উষ্ণতাদাহ ও বেদনায় জাতিমূল—ছাগীদুগ্ধে পিষ্ট জাতিমূল পান করিলে প্রস্রাবকালীন দাহ, বেদনা এবং মূত্রের উষ্ণতা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—ভাবমিশ্র জাতির হিন্দিনাম চামেলী লিখিয়া, জাতিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকার মালতীর পর্য্যায়ে জাতি পাঠ করিয়াছেন, জাতির পৃথক উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে জাতিশব্দ গৃহীত হইল। "মালতী"তে এ বিষয় বিচার করা হইবে। চামেলীফুলের দ্বারা সুগন্ধীকৃত তিলতৈল বহুপ্রসিদ্ধ।

Actions and uses *of Shoe-flower.*—The petals are demulcent and emollient. As a refrigerant drink its infusion is given in fevers, as a demulcent in cough and cystitis; combined with milk, sugar and cumin; it is given in gonorrhœa. In menorrhagia, combined with lotus root the bark of Eerisdendron Anfractuosum, it is of benefit. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 98). **Constituents** *of Jasminum Grandiflorum.*—Resin, salicylic acid, an alkaloid —named jasminine and an astringent principle. **Actions and uses.**

—Astringent. The juice of the leaves or the oil is dropped into the ear in otorrhœa. The leaves are chewed, or locally applied to aphthous sores or ulcers in the mouth. As uterine sedative a poultice of the leaves and flowers is applied over the genitals, pubis and loins, in painful menstruation, and in loss of venereal desire. The fresh juice of the leaves is applied to soft corns with relief. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 435).

নব্যমত—জবাফুল স্নিগ্ধ, শীত ও পিচ্ছিল। ইহার ক্বাথ জর, কাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নিগ্ধশীত পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ, চিনি এবং জীরার সহিত ইহা „গণোরিয়া” রোগে সেব্য। পদ্মকন্দ ও সিমুলমূলের সহিত সেবিত হইলে, ইহা প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবে হিতকর। (আর্, এন্ ক্ষোরি—৯৮ পৃঃ)। **চামেলীর পাতা**—ধারক, কর্ণ হইতে জল বা পূয়স্রাব হইলে চামেলীর পাতার রস ও পত্রসহভর্জ্জিত তৈল কর্ণে ক্ষেপণ করিলে পূতিকর্ণ নিবৃত্তি পায়। মুখক্ষতে ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে কিংবা পত্রের প্রলেপ দিলে ক্ষত পূরণ হয়। যোনিসন্নিহিত প্রদেশে কিংবা কটীদেশে চামেলির পুষ্প ও পত্রের প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া সুখে আর্ত্তবস্রাব হয় এবং গ্রাম্যধর্ম্মের বিলুপ্তপ্রায় স্পৃহা পুনরানয়ন করে। পত্রস্বরস “কড়া”র (corn) পক্ষে হিতকর। (আর, এন্ ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ৪৩৫ পৃঃ)।

জয়ন্তী—जयन्ती।

জযা, जयन्ती—Sesbania Ægyptiaca, *Pers.* Aeschynomene Sesban, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—“सूक्ष्ममूला,” “केशरुहा,” “विषमोहप्रशमनी”। विषघ्नी तिक्तकटुका कफपित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। ज्ञेया जयन्ती गलगण्डहारी (मदगन्धयुक्ता)। तिक्ता कटूष्णाऽनिलनाशनी च। भूतापहा कण्ठविशोधनी च कृष्णा तु सा तत्र रसायनी स्यात्। राजनिघण्टुः। जयन्ती कफपित्तघ्नी क्रिमिशोथविषप्रणुत्। मदगन्धवती तिक्ता कटूष्णा कण्ठशोधिनी। भावप्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—ज्वरे जयन्तीमूलम्—मूलं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्व्वज्वरापहम्। (ज्वर—चिः)। (२) 'इक्षुमेहे' जयन्तीमूलम्—“पारिजातजया *।

जलेक्षुमद्य * मेहान् क्रमाद्घ्नन्ति चाष्टौ क्वाथाः समाक्षिकाः”। (प्रमेह—चिः)। (३) ‘मेढ्रपाके’ जयापत्रम्—“जयाजात्यश्वमारार्क * दलैः पृथक्। कृतं प्रक्षालने क्वाथं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्”। (उपदंश—चिः)। (४) ‘श्वित्रे’ श्वेतजयन्तीमूलम्—“श्वेतजयन्तीमूलं पिष्टं पीतञ्च गव्यपयसैव। श्वित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैद्यनाथाज्ञा” (कुष्ठ—चिः)। (५) ‘प्रथममसूरिकोद्गमे दृश्यमाने’ जयन्तीवीजम्—“पीतं वीजं जयायाः सघृतं *” (मसूरिका—चिः)। (६) ‘प्रतिश्याये’ जयन्तीपत्रम्—“पुटपक्वं जयापत्रं सिन्धुतैलसमन्वितम्। प्रतिश्यायेषु सर्व्वेषु शीलितं परमौषधम्”। (नासारोग—चिः)। चक्रदत्तः॥ ‘गर्भधारणवारणाय’ जयन्तीकुसुमम्—“आरणालपरिपेषितं त्र्यहं या जयाकुसुममत्ति पुष्पिनी। सह पुराणगुड़मुष्टिसेविनी सन्दधाति नहि गर्भमङ्गना” (वन्ध्या—चिः)। भावप्रकाशः॥

জয়ন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—“সূক্ষ্মমূলা” “কেশরুহা,” “বিষমোহপ্রশমনী”। **জয়ন্তীর ভাষানাম**—বাঃ—জৈন্তিগাছ। হিঃ—जाही। মঃ—শিভারী। তাং—চম্পাই। তৈঃ—সোমান্তি। অঃ—হব্-এল্-ফক্দ। ফাঃ—সিসিবন্।

বর্ণন—জয়ন্তীর বৃক্ষ নাত্যুচ্চ। **পাতা** তেঁতুলের পাতার মত। একটী সাধারণ-বৃন্তে জোড়া জোড়া পাতা থাকে—অগ্রে বেজোড় পাতা নাই। জয়ন্তী **দুই প্রকার**। একজাতীয়ের সাধারণ বৃন্তে ১৫—১৮ জোড়া এবং অপর প্রকারের ১০—১২ জোড়া পাতা দেখা যায়—প্রথমোক্তের পুষ্প পীতবর্ণ এবং প্রশস্ততম দলের পৃষ্ঠদেশ বেগুণেরঙের। দ্বিতীয়টীর পুষ্পের প্রশস্ততম দলের পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও রেখা দৃষ্ট হয়। পুষ্পের গঠন শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য, পুষ্প পুষ্পদণ্ডস্থিত, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩—১২টী পুষ্প থাকে। শিম্বী—দীর্ঘ, ক্ষীণ, বীজদ্বয়মধ্যগতাংশ সঙ্কুচিত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প, মূল, বীজ। পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে জয়ন্তীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—জ্বরে জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **ইক্ষুমেহে** জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীমূলের কাথ মধুযোগে পান করিলে ইক্ষুমেহ প্রকশমিত হয়। (প্রমেহ—চিঃ)। **মেঢ্রপাকে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্রের কাথে মেঢ্র ধৌত করিলে মেঢ্রপাক-বিনাশ পায়। (উপদংশ—চিঃ)। (৪) **মসূরিকার প্রথমাবির্ভাবকালে** জয়ন্তীবীজ—গব্যঘৃতসহ পিষ্ট ২৪টী জয়ন্তীবীজ বাসি

জলের সহিত, বসন্ত বাহির হইবার সময়ে পান করিবে। (মসূরিকা—চিঃ)। (৫) **শ্বিত্রে** শ্বেতজয়ন্তীমূল—রবিবারে, শ্বেতজয়ন্তীমূল গব্যদুগ্ধে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৬) **প্রতিশ্যায়ে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তী-পত্র পেষণপূর্ব্বক কলার পাতে আল্লা করিয়া বাঁধিয়া অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। বেষ্টিত কদলীপত্র অর্দ্ধদগ্ধ হইলে তুলিয়া, সৈন্ধবলবণ এবং সার্ষপ তৈলযোগে ভক্ষণ করিলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইলে জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব নিবৃত্তি যায়। **ভাবপ্রকাশ—গর্ভধারণবারণার্থ** জয়ন্তীকুসুম—ঋতুকালে তিন দিন, পুরাণগুড়যোগে পিষ্ট জয়ন্তী-পুষ্প সেবন করিলে নারী বন্ধ্যা হয়। (বন্ধ্যা—চিঃ)।

বক্তব্য—যাহারা কফপ্রকৃতি সর্ব্বঋতুতেই শ্লেষ্মরোগপীড়িত থাকে—কারণে অকারণে প্রত্যহই নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে শাকস্বরূপ জয়ন্তীপত্রের ব্যবহার পরম হিতকর। ইহা বহুধা পরীক্ষিত। মধুমেহে কিম্বা সোমরোগে পিষ্টজয়ন্তী পত্র আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া রুটী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রস্রাবের পরিমাণ সত্বর হ্রাস পায়—মূত্রের আপেক্ষিত গুরুত্ব লঘু এবং শর্করার পরিমাণ খর্ব্বীকৃত হয়।

Constituents.—The seeds contain a fixed oil, an odorous body, resin, sugar, an organic acid, gum, proteids and ash 5 p. c. **Actions and uses.**—The seeds and the juice of the bark are astringent and given in diarrhœa. The leaves are used as a poultice to promote suppuration. The powdered seeds are applied to relieve the pain of the scorpion bites. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 230).

নব্যমত—জয়ন্তীর **বীজ** এবং ত্বকের স্বরস, ধারক অতএব অতিসারে সেব্য। পিষ্ট ও উষ্ণ **পত্রের** প্রলেপ দিলে অপক্কস্ফোটক সত্বর পক্কতা প্রাপ্ত হয়। কীটদংশন জ্বালা প্রশমনার্থ **বীজের** প্রলেপ হিতকর। (আর, এন্, ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ২৩০ পৃঃ)।

জাতিফল ও জয়িত্রী—জাতিফলজাতিপত্রী।

জাতিফলম্—Myristica Fragrans, Nutmeg. **জাতিপত্রী**—Mace.

অন্বর্থসংজ্ঞা—'জাতিফলস্য'—"মদশৌণ্ডম্"। 'জাতিপত্র্যাঃ—"মলনাম্নিনী"।

'জাতীফলং' কষায়োষ্ণং কটু কণ্ঠামযার্ত্তিজিৎ। বাতাতিসারমেহঘ্নং লঘু বৃষ্যঞ্চ

दीपनम्। 'धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च। 'जातिपत्री' कटुका स्यात् सुरभिः कफनाशिनी। वक्त्रदौर्गन्ध्यहृद्वर्ण्या विषहृत् कायकान्तिदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'जातिपत्री' कटुस्तिक्ता सुरभिः कफनाशनी। वक्त्र वैशद्यजननी जाड्यदोषनिकृन्तनी। राजनिघण्टुः। 'जातिफल'' 'रसे तिक्तं तीक्ष्णोष्णं' रोचनं लघु। कटुकं दीपनं ग्राहि स्वर्य्यं श्लेष्मानिलापहम्। निहन्ति मुखवैरस्य—मलदौर्गन्ध्यकृष्णताः। क्रिमिकासवमिश्वासशोषपीनसहृद्रुजः। 'जातिपत्री' लघुः स्वादुः कटूष्णा रुचिवर्णकृत्। कफकासवमिश्वासतृष्णाक्रिमिविषापहा। वक्त्रवैशद्यजननी तिक्ता दौर्गन्ध्यहारिणी। भावप्रकाशः॥ 'जातीफल'' तृषाछर्द्दि-शूलघ्नं वातपित्तजित्। 'जातीपत्री' लघुस्तृष्णातोददौर्गन्ध्यजिन्मता। राजवल्लभः॥ 'तैल'' जातिफलोद्भूतं समुत्तेजनमग्निदम्। जीर्णातिसारशमनमाध्मानाक्षेप-शूलहृत्। आमवातहरं बल्यं दन्तवेष्टव्रणार्त्तिनुत्। आत्रेयसंहिता॥

वैद्यके व्यवहारः—पिपासोत्क्लेशयो जातिफलम्—"पिपासाया मथोत्क्लेशे * जातिफलस्य वा शीतं। (अग्निमान्द्य—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'व्यङ्गनीलिकायाः' जातिफलम्—"जातिफलस्य लेपस्तु हरेद् व्यङ्गञ्च नीलिकाम्" (मुखरोग—चिः)। भावप्रकाशः॥ 'विपादिकायां' जातिफलम्—"पिष्ट्वा जातीफलं लेपाद्विनिहन्ति विपादिकाम् (कुष्ठाधिकारः) वङ्गसेनः।

অন্বর্থ-সংজ্ঞা—জাতিফলের—"মদশৌণ্ড" (মদকারী)। জাতিপত্রীর—"মলনাশনী"। জাতিফলের ভাষানাম—বাঃ—জায়ফল। হিঃ—जायफल। সিং—साधिक्का। মঃ—জায়ফঠ্ঠ। কঃ গুঃ—জাইফল। তৈঃ—জাজিকায়া। তাঃ—জোদি করায়। বর্ম্মা—জাদিক্ষু। ফাঃ—জোমোবুবা। অঃ—জোঝ্-উৎলীব্। ইং—নট্মেগ্। জয়িত্রীর ভাষানাম—বাঃ—জৈত্রী। হিঃ—जावित्री। সিং—वसावासि। মঃ—জায়পত্রী। গুঃ—জাম্বত্রী। কঃ—জায়পত্রী। তৈঃ—জাজিপত্রী। ফঃ—জবিত্রী, বজ্বার। অঃ—বিস্বাসাঃ। ইং—মেস্।

বর্ণন—জাতিফলের বৃক্ষ মলকা দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। পিনাং, মালয় এবং জাঞ্জিবর দ্বীপে ইহার আবাদ হয়। জাতিফলবৃক্ষের কাণ্ড বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরলভাবে উত্থিত হয়। শাখাগুলি সমদূরবর্ত্তীরূপে স্থিত, শাখাগ্র ভূমির দিকে আনত। মর্দ্দিতপত্র কিঞ্চিৎ সুগন্ধি। পুষ্প—বহু, ক্ষুদ্র, নির্গন্ধ ও পীতবর্ণ। জাতিফলের ফল গোলকাকৃতি আকার কুক্কুটডিম্ববৎ, ফলগাত্র মসৃণ ও পীতবর্ণ। জায় ফলের তিনটী স্তর (১) ফলাবরণ (Pericarp), (২) জয়িত্রী,

(৩) বীজাবরণ (Testa)। (১) ফলাবরণ—স্থূল, মাংসল, পক্বাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহা বেষ্টন পূর্ব্বক একটী সীতাচিহ্ন বিদ্যমান্। ফল পরিপক্ব হইলে এই সীতাচিহ্ন বিদীর্ণ হইয়া ফলাবরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। (২) বিভক্ত হইলে দেখা যায়, পলাশপুষ্পবর্ণ মাংসল, বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুচ্ছ বীজাবরণ বেষ্টন পূর্ব্বক তদ্গাত্রে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। শুষ্ক হইলে জয়িত্রী ভঙ্গপ্রবণ, পীতবর্ণ এবং বীজাবরণ হইতে খসিয়া পড়ে। (৩) বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুলির আশ্লেষহেতু বীজাবরণ গাত্রে তদনুকারি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। এই বীজাবরণ কঠিন, স্থূল এবং দারুময়; ভাঙ্গিলে ইহার ভিতর জায়ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে দুই প্রকার জায়ফল পাওয়া যায়, বীজাবরণসহ জায়ফল এবং বীজাবরণবর্জ্জিত জায়ফল। জায়ফল যত বৃহৎ হইবে ততই উত্তম। সাবান সুগন্ধিকরণার্থ জয়িত্রী ও জায়ফলের তৈল ব্যবহৃত হয়—এতদর্থে ফ্রান্স ও য়ুরোপে ভূরিপ্রমাণ জায়ফল ও জয়িত্রী নীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফলকোষ (জয়িত্রী) ও তৈল। **মাত্রা**—জয়িত্রীর —½—২ আনা। জায়ফলের—১—২ আনা।

বৈদ্যকে জাতিফলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—পিপাসা ও উৎক্লেশে জাতিফল—জাতিফলের শীতকষায় পিপাসা ও বমনোদ্বেগনাশক। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—ব্যঙ্গে ও নীলিকায়** জাতিফল——"মেছেতা" কিম্বা মুখের নীলবর্ণচিহ্নে ঘৃষ্টজায়ফল লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বিপাদিকায়** জাতিফল—জাতিফলের প্রলেপে পাদস্ফোট প্রশমিত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতিপ্রাচীন কাল হইতে জায়ফল ও জয়িত্রী পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। "মাত্রাশিতীয়ে" **চরক** বলিয়াছেন—"জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা"। রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত জায়ফল জয়িত্রীর ভেষজার্থ ব্যবহার ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। **আকরোক্ত** সন্নিপাতজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণরোগের চিকিৎসায় কিম্বা বাজীকরণাধিকারে জায়ফল জয়িত্রী ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু রসচিকিৎসার অভ্যুদয়কালে রচিত গ্রন্থগুলিতে, ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসায় জায়ফল, জয়িত্রীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **আকরোক্ত** তৈলযোনি-ফলবর্গে জাতিফল ও জাতিপত্রীর উল্লেখ নাই। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** জাতিফল বা জাতিপত্রীর তৈলের গুণ বিবৃত হয় নাই।

Constituents.—The kernel contains a volatile oil, 2 to 8 p. c., a fixed oil, proteids, fat, starch, mucilage and ash ; concrete oil, called oil

of mace, 20 p. c. The mace contains a volatile oil (by distillation) identical with the volatile oil from the kernel, a fixed oil (by pressure), resin, fat, sugar, dextrine and mucilage. **Actions and uses.**—Aromatic, stomachic and stimulant. In small doses it stimulates digestion, increases appetite, relieves flatulence, dyspepsia and colic. In large doses it causes stupor and delirium. As a carminative, anodyne and astringent, it is given in diarrhœa and dysentery, to allay nausea and vomiting, small doses freq uently given relieves strangury. A paste of it is used as an external application to the head in headache, palsy cramps &c. The wood is used as an astringent to check diarrhœa. The oil is stimulant and carminative, and in large doses, narcotic and is given in atonic dyspepsia, diarrhœa and as an adjunct to other stimulant medicines. Locally diluted with bland oil, it is applied in rheumatism, paralysis, sprains &c. Butter of nutmeg is externally appli d in rheumatism, contusions, sprains etc. Mace is used for the same urposes as the kernel. (*R. N. Khory—Part II., p. 524*).

নব্যমত—জায়ফল ও জয়িত্রী—সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। অল্পমাত্রায় সেবিত হইতে ইহা পরিপাক ক্রিয়ার ত্বরিত নির্ব্বাহক, ক্ষুধার বর্দ্ধক এবং উদরাধ্মান, গ্রহণী ও শূল প্রশমক। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মূঢ়তা এবং প্রলাপ জন্মায়। পাচক, ধারক এবং বেদনাহর বলিয়া অতিসার, রক্তাতিসার এবং বিবমিষা ও বমনরোগে প্রয়োজ্য। অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তমূত্রণে হিতকর। প্রলেপ,—শিরঃপীড়া, বাতব্যাধি ও হস্তপদ সঙ্কোচে (cramp) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জায়ফলবৃক্ষের **কাষ্ঠ** ধারক—অতিসার প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। **তৈল**—উষ্ণ, বায়ুনাশক, ও গ্রহণীতে এবং অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মদকারক। ইহা সার্ষপাদি তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত, বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে মর্দ্দনার্থ প্রযুক্ত হয় (আর, এন্, কোরি—২য়ঃ খঃ, ৫২৪ পৃঃ)।

জীরকত্রয়--जीरकत्रयम्।

जीरक: (कम्), अजाजी Cuminum Cyminum, *Linn.* **उपकुञ्चिका**—Carum Carui, *Linn.* **कृष्णाजाजी**—Nigella Sativa, *Sibthorp.*. N. Indica, *Roxb.*

'भेदा:'—जीरकपञ्चकं यथा—"जीरक:" (पीताभ:), "शुक्लाजाजी," "कृष्णाजाजी," "उपकुञ्चिका," "वनजीरक:"। जीरकत्रयं यथा—"जीरक:,"

"कृष्णाजाजी," "उपकुञ्चिका"। 'पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्'—"जीरकशब्देन च प्रसिद्धं महज्जीरकम्" "कारवी, ईषत्कृष्णक्षुद्रजीरकम्" (उदररोगोक्तनारायणचूर्णस्य टीकायां 'शिवदासः')। "उपकुञ्चिका, स्थूलकृष्णजीरकम्" (ग्रहण्युक्तायामकाञ्जिकस्य टीकायां 'शिवदासः')। 'जीरकानां पर्य्यायाः—जीरकस्य—"अजाजी"। 'कृष्णजीरकस्य'—"कृष्णाजाजी," "कारवी" (शिवदासः)। कृष्णजीरकस्य 'शाजीरा कलौजी इति ख्यातस्य'—"कालाजाजी" "कारवी," "सुषवी," "पृथ्वीका" "उपकुञ्चिका"—'(राजनिघण्टु भावप्रकाशश्च)। 'अन्वर्थसंज्ञा—जीरकस्य—उत्पत्तिवोधिका'—"मागधम्"। 'परिचयज्ञापिका—"पीताभं"। 'गुणप्रकाशिका'—"रुच्यं," "मनोज्ञम्," "दीप्यम्"। 'शुक्लजीरकस्य'—"गौरजीरकः," "दीर्घकणा," "स्तन्या," "दीप्यः"। 'कृष्णजीरकस्य'—उत्पत्तिवोधिका—"काश्मीरजीरकः," "सुगन्धः"। 'उपकुञ्च्याः'—"कालिका," "स्थूलजीरकः"। 'जीरकं' कटु रुच्यं च वातहृद्दीपनं परम्। गुल्माध्मानातिसारघ्नं ग्रहणीक्रिमिहृत् परम्॥ 'गौराजाजी' हिमा रुच्या कटुर्मधुरदीपनी। क्रिमिघ्ना विषहन्त्री च चक्षुष्याऽऽध्माननाशिनी॥ जरणा (कृष्णाजाजी) कटुरुष्णा च कफशोफनिकृन्तनी। रुच्या जीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्या ग्राहिणी परा॥ 'वन्यजीरः' कटुः शीतो व्रणहा पञ्चनामकः। "धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'जीरकः' कटुरुष्णश्च वातहृद्दीपनः परः। गुल्माध्मानातिसारघ्नो ग्रहणीक्रिमिहृत् परः। 'गौराजाजी' हिमा रुच्या कटूर्मधुरदीपनी। क्रिमिघ्नी विषहन्त्री च चक्षुष्याऽऽध्माननाशनी। जरणा कटुरुष्णा च कफशोफनिकृन्तनी। रुच्या जीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्याग्राहिणी परा। 'जीरकादिगुणाः'—जीरकाः कटुकाः पाके क्रिमिघ्ना वह्निदीपनाः। जीर्णज्वरहरा रुच्या व्रणहाऽऽध्माननाशनाः। राजनिघण्टुः॥ 'जीरकत्रितयं' रुच्यं कटूष्णं दीपनं लघु। संग्राहि पित्तलं मेध्यं गर्भाशयविशुद्धिकृत्। ज्वरघ्नं पाचनं वृष्यं वल्यं रुच्यं कफापहम्। चक्षुष्यं पवनाऽऽध्मानगुल्मच्छर्द्यतिसारहृत्। भावप्रकाशः॥ जीरकं रुचिकृत् स्वादु गन्धाढ्यं कफवातजित्। पाके कटु च तीक्ष्णोष्णं लघुपित्ताग्निवर्द्धनम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'विषमज्वरे' अजाजी—"अजाजी गुड़संयुक्ता विषमज्वरनाशनी। अग्निसादं जयेत् सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्"। (ज्वर—चिः)।

(२) 'रक्तपित्ते' पृथ्वीका—"लोहगन्धिनी निःश्वासे उद्गारे रक्तगन्धिनि। पृथ्वीकां स्नानमात्रान्तु खादेद्द्विगुणशर्कराम्"। (रक्तपित्त—चिः)। (३) 'वृश्चिकदंशने' जीरकः—"जीरकस्य क्षतः कल्को घृतसैन्धवसंयुतः। सुखोष्णो वृश्चिकार्त्तानां सुखलेपो व्यथापहः"। (विष—चि)। चक्रदत्तः॥ 'विषमज्वरे'—कृष्णाजाजी—"कालजाजीतु सगुड़ा विषमज्वरनाशनी"। (ज्वर—चिः)। भावप्रकाशः॥ मुखपाके जीरकः—"कृष्णजीरककुष्ठेन्द्रयवचर्व्वणतस्त्र्यहात्। मुखपाकव्रणक्लेद-दौर्गन्ध्यमुपशाम्यति"। (मुखरोग—चिः)। (२) 'प्रतिश्याये कृष्णजीरकः—"प्रतिश्याये * घ्नं थं वा कृष्णजीरकं" (नासारोग—चिः)। वङ्गसेनः।

জীরকত্রয়ের সংস্কৃতনাম—যে কটারঙের জীরা বঙ্গে ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহৃত হয় তাহার নাম জীরক, অজাজী। যাহা "কেলেজীরে" নামে খ্যাত তাহা কৃষ্ণজীরক, ইহা শিবদাসের মতে কারবী; নিঘণ্টুকারের মতে কৃষ্ণাজাজী। যাহা শাজীরা কির্ম্মানী জিরা ও বিলাতী জিরা নামে বাজারে প্রসিদ্ধ তাহা ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, পৃথ্বীকা; রাজনিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কারবী ও পৃথ্বীকা; এবং ভাবপ্রকাশে কালাজাজী, উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কাবরী ও পৃথ্বীকা নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশে কারবী উপকুঞ্চিকার পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও চারক মতে ইহারা পৃথক্, অর্শোক্ত তক্রারিষ্টে কুঞ্চিকা ও কারবী পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ পার্থক্য এই, চরক ও শিবদাসের মতে কালজীরার নাম কারবী, ভাবমিশ্র ও নিঘণ্টুকারের মতে 'কারবী' শাজীরা। নিঘণ্টুক্ত কৃষ্ণাজ্জী এবং ভাবপ্রকাশোক্ত কালাজাজী এক নহে। প্রথমোক্তের ভাষানাম কালজীরা, শেষোক্তের নাম শাজীরা বা কলোঁজী। **জীরকত্রয়ের ভাষানাম—জীরকের**—বাঃ—জীরে। **হিং—জীরা**। মঃ—জিরেঁ। গুঃ—শাকনুজীরং। কঃ—জীরিগে। তৈঃ—জিলকার।। এাঃ—জীরভ। অঃ—কমুন্। য়ূনানী—রবামূন্। **কৃষ্ণাজাজীর**—বাঃ—কেলেজীরে, কালজীরে। হিঃ—কালাজীরা। মঃ—শহাজীরেঁ। গুঃ—শাজীরু। কঃ—করিজীরকে। তৈঃ—নল্লজীর। ফাঃ—জীরেশ্যাহ। অঃ—কমুন্‌কিরমানী। **উপকুঞ্চিকার**—বাঃ—শাজীরা কির্ম্মানী জিরা, বিলাতী জিরা। **হিঃ—কলোঁজী**। মগরেলা। মঃ—কলোঁজীজীরে। গুঃ—কলোজী জীরু। কঃ—করিদোড্ড-রিগে। তৈঃ—নল্লজীরাকারী। ফাঃ—শোনিব্‌, শ্যাদানে। অঃ—ইবতুস্‌সোদা। **অরণ্যজীরকের**—বাঃ—বনজীরেহিঃ—কানাজীরি। মঃ—কড়ুজিরেঁ। কঃ—কাজীরগে। গুঃ—কালাজীরি, কড়্‌বীজীরি। অঃ—কমুন্‌বহরী, মমুন্‌রুমী। **জীরকের ভেদ**—নিঘণ্টুদ্বয়ে জীরকপঞ্চকের উল্লেখ আছে। যথা—(১) জীরক (পীতাভ), (২) শুক্লজীরক,

(৩) কৃষ্ণজীরক, (৪) উপকুঞ্চিকা (শাজীরা), (৫) বনজীরক। ভাবমিশ্র জীরকত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জীরক, (২) কৃষ্ণজীর, (৩) কালাজাজী। (১) **জীরক—ধন্বন্তরি,** জীরকের পর্যায়ে পীতাভ শব্দ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে জীরক শব্দে পীতাভ-জীরক। **রাজনিঘণ্টুকার,** জীরকের বর্ণজ্ঞাপক কোন পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহার মতে জীরকের স্বরূপ স্পষ্ট জানা যায় না। (২) **শুক্লজীরক—ধন্বন্তরি,** অজাজীশব্দ জীরকের পর্য্যায়ে এবং **নরহরি,** শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। কণশব্দ, উভয়েই শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন। **ভাবমিশ্র** অজাজী ও কণা জীরকের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ধন্বন্তরির মতে অজাজী পীতাভজীরক, নরহরি ও ভাবমিশ্রের মতে শুক্লজীরক। অথবা ভাবমিশ্রোক্ত জীরক শব্দ পীতাভ ও শুক্ল দ্বিবিধ জীরকেরই জ্ঞাপক। আমরা যে কটারঙের জীরা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, তাহাকে শুক্লজীরা বলাই সঙ্গত। ইহাকেই ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরা বলিলে, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সহিত বিরোধ ঘটে। ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরক কি, স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করা যায় না। (৩) **কৃষ্ণাজাজী**—কালজীরা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিতে দানাদার বারুদের মত, কৃষ্ণবর্ণ, বীজগাত্র উচ্চনীচ, কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের ভিতর, শুভ্র, তৈলাক্ত, সুগন্ধি শস্য থাকে; গন্ধ লেবু বা কাবাবচিনির মত; স্বাদ যেন রসুনের মত। (৪) **কলৌঁজী** বা **শাজীরা**—ইহাও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কালজীরার মত ইহা গাঢ়কৃষ্ণ নহে তদপেক্ষা ফিকেরঙের; আকারে কালজীরা অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ক্ষীণ। উৎপত্তিস্থানভেদে কলৌঁজী দুই প্রকার—পারস্যজাতের নাম শাজীরা এবং কির্ম্মানীজীরা, উভয়েই শাজীরা নামে বিখ্যাত। (৫) **বন্যজীর—**নিঘণ্টুদ্বয়ে ইহা বৃহৎপালী নামে অভিহিত হইয়াছে—"সূক্ষ্মপত্রা" ইহার নামান্তর। অধুনা বাজারে বন্যজীরকের অপ্রচার দৃষ্ট হয়। বৈদ্যকে ব্যবহারক্ষেত্রে জীরকচতুষ্টয় বা জীরকপঞ্চাপেক্ষা জীরকত্রয়েরই অধিকতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ। **মাত্রা**—কৃষ্ণজীরা ও শাজীরার—½—১ আনা। শুক্লজীবার—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে জীরকত্রয়ের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বিষমজ্বরে শুক্লজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** শাজীরা—রক্তপিত্তরোগীর উদ্গার ও নিঃশ্বাসে রক্তগন্ধ অনুভূত হইলে শাজীরাচূর্ণ দ্বিগুণ চিনিসহ সেব্য। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** জীরক—বিছা কামড়াইলে দষ্টস্থান, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত ঈষদুষ্ণ শুক্লজীরার কল্কদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে দংশনজ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে** কালাজাজী—শাজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবিত

হইলে বিষমজ্বর নাশ করে। (জ্বর—চিঃ)। **বঙ্গসেন—মুখপাকে** কৃষ্ণজীরক, কুড় এবং ইন্দ্রযব একত্র তিনদিন চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত ও দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয়। (মুখরোগ —চিঃ)। (২) **প্রতিশ্যায়ে** কৃষ্ণজীরক—তরুণকফরোগে কৃষ্ণজীরকচূর্ণের নস্য লইবে। (নাসারোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—উপকুঞ্চিকা ও কারবীর অর্থ নির্দ্দেশে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। আচার্য্যগণও এসম্বন্ধে পরস্পর বিসম্বাদী। **ডল্বণ** বলেন—"জীরকদ্বয়ং শুক্লপীতভেদেন"। "কারবী কৃষ্ণজীরকঃ উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ"। "কারবী যমানীত্যেকে। অজমোদেত্যপরে"। "অন্যে রাজিকামাহুঃ"। আমরা নিঘণ্টুমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। **চরক** শূলপ্রশমনবর্গে অজাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of C. Cyminum.*—The seeds yield 7·7 p. c. fat oil, 13·5 p. c. resin, 8 p. c. mucilage and gum, 15·5 protein compounds, malates and an essential oil, on which the peculiar aromatic odour and taste depends. This essential oil contains cuminol or cuminaldehyde 56 p. c. a mixture of hydrocarbons, cymene or cymol, terpene, &c. **Actions and uses.**—Carminative, aromatic, stomachic and stimulant, used in hoarseness of voice, dyspepsia, flatulence and diarrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 286). **Constituents** *of Nigella Sativa.*—The seeds contain a fixed oil 37·5 and volatile oil 1 5, albumen 8·25, mucilage 2, albumen 1·8, organic acids 0·9, metarabin 1·4, melanthin, resembling helleborin, 1·4, ash 4·5, moisture 7·4, sugar glucose 2·5 and arabic acid 3·2, &c. **Actions and uses.**—Anthelmintic, diuretic, galactagogue, emmenagogue and carminative. It is an aromatie adjunct to purgative and bitter remedies. A decoction of the seeds just after delivery is given to stimulate the uterus to contraction and to increase the secretion of the milk ; also in worms. As a carminative and stomachic with plumbagoroot it is given in dyspepsia, loss of appetite, diarrhoea and intermittent fevers, As an emmenagogue it is used in amenerrhoea and in dysmenorrhœa. In large doses it causes abortion. Locally it is largely used prayed in water to remove painful swellings of hands and feet The seeds are scattered between woollen shawls and clothes as a protection against insect. (R. N. Khory—Part II., p. 17.)

নব্যমত—জীরক—বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। ইহা স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান এবং অতিসারে ব্যবহৃত হয়। **কালজীরা**—কৃমিঘ্ন, মূত্রকর,

স্তন্যবর্দ্ধক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং বায়ুনাশক। বিরেচক এবং তিক্তভেষজ সুগন্ধি করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্বাথ প্রসবের পরেই পান করিলে গর্ভাশয়দ্বার সঙ্কোচ প্রাপ্ত এবং স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। কৃমির পক্ষেও ইহা হিতকর। বিষমজ্বর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও অতিসারে ইহা চিতামূলের সহিত সেবন করান হয়। আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী বলিয়া ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ বা বিলম্বিতরজে সেব্য। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে গর্ভস্রাব ঘটায়। জলপিষ্ট কালজীরার প্রলেপ হস্তপদের কষ্টপ্রদ শোথে হিতকর। পশমীবস্ত্র ও শাল প্রভৃতিকে কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণজীরা তদুপরি ছড়াইয়া রাখে।

জীবন্তী—जीवन्ती।

जीवन्ती—Dendrobium Macraci, *Lsndl.*

'অন্বর্থসংজ্ঞা'—"जीववर्द्धनी," " शाकश्रेष्ठा," "शृङ्गाटी," "जीवपुष्ठा," "शशशिम्बिका," "सुपिङ्गला"।

चक्षुष्या सर्व्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा। शाकानां प्रवरा यूनां 'द्वितीया' किञ्चिदेवतु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ जीवन्ती मधुरा शीता रक्तपित्तानिलापहा। क्षयदाहज्वरान् हन्ति कफवीर्य्यविवर्द्धनी। एवमेक 'वृहत्पूर्व्वा' रसवीर्य्य-बलान्विता भूतविद्रावनी ज्ञेया वेगाद्रसनियामिका। राजनिघण्टुः॥ जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा। रसायनी बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः। रक्तपित्तं क्षयं हन्ति दाहहृत् स्वरशोधिनी। भावप्रकाशः॥ जीवन्ती श्वासकासघ्नी स्वर्य्या च क्षयनाशिनी। राजवल्लभः॥ 'अतिसारे' जीवन्ती—"* जीवन्त्याश्चिर्भिटस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। (चिः १० अः)। (२) 'विषदोषे' जीवन्ती—"तण्डुलीयकजीवन्ती-वार्त्ताकुसुनिषसकाः * शाकञ्च कुलकं हितम्" (विष—चिः)। चरकः॥ 'नक्तान्ध्ये' जीवन्ती—"घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च भक्षयेत्" (उः १३ अः)। वाग्भटः॥ 'मुखरोगे' जीवन्ती—"जीवन्तीकल्कं पयसा समांशम्। तैलं विपक्वा मधुना विमिश्रम्। ओष्ठास्ययोः सर्ज्जरसाष्टभागम्। व्रणं निहन्यात् सकृदेव लेपात्"॥ (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

'পার্শ্বশূলে' জীবন্তী—"জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ" (শূল—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

জীবন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"জীববর্দ্ধনী," "শাকশ্রেষ্ঠা," "শৃঙ্গাটী," "জীবপৃষ্ঠা," "শশশিম্বিকা," 'সুপিঙ্গলা"। **জীবন্তীর ভাষানাম**—হিঃ—ডোডী। গুঃ—রাডারুডী, বাঙটী। কঃ—হিরিয়াহলি। **জীবন্তীর ভেদ ও পরিচয়ে সন্দেহ**—জীবন্তী ও বৃহজ্জীবন্তী ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার। শালিগ্রামবৈশ্য স্বর্ণজীবন্তী, তিক্তজীবন্তীর উল্লেখ করিয়া, রাজনিঘণ্টু গ্রন্থ হইতে গুণোদ্ধার করিয়াছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু সহিত রাজনিঘণ্টুতে তিক্ত ও স্বর্ণজীবন্তীর উল্লেখ নাই। আমি যতগুলি মুদ্রিত রাজনিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে আনন্দাশ্রমের সংস্করণই সর্ব্বোত্তম। হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত কোচবিহার লৌহবর্ত্মের বক্সারোড্ নামক ষ্টেশনের নিকট হইতে, হিমগিরির প্রত্যন্ত পর্ব্বত সান্ত্রীবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যে, কোন আরণ্যবৃক্ষের স্থূলকাণ্ডে এবং শাখায়, বণিকগণ জীবন্তী নামে যে দ্রব্য বিক্রয় করে, অবিকল তদ্রূপ উদ্ভিদ্ দেখিয়াছি। **ডল্বণ** সৌশ্রুত উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায়ের টীকায় বলিয়াছেন "জীবন্তী পাঠাসমানপত্রা"। সিদ্ধযোগের কাসাধিকারোক্ত রাস্নাদ্য ঘৃতের টীকায়, জীবনীয়গণের ব্যাখ্যায় **শ্রীকণ্ঠ** বলিয়াছেন "জীবন্তী পটোলসদৃশৈঃ পত্রৈঃ কন্দবতী পশ্চিম দেশে প্রসিদ্ধৈব। লাটদেশে স্থূলবল্লী বিলক্ষণৈব"। একজন বলিলেন জীবন্তীর পত্র পাঠার পাতার মত, অপরে বলিলেন পটোলের পাতার মত; সুতরাং জীবন্তীর পরিচয়ের আচার্য্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী। **ক্ষোরি** বলেন, জীবন্তী জম্বূবৃক্ষোপরি জন্মে। ইহা বহুশাখ **কাণ্ড**—দীর্ঘ, লম্বিত, গ্রন্থিত, এবং কন্দাকৃতি উৎসেধযুক্ত। পত্র একটী, রক্তবর্ণ, অবৃন্তক, দীর্ঘ। **পুষ্প**—শুভ্র, পুষ্পোষ্ঠ পীত, সুগন্ধি। এই সকল বিভিন্ন মত পাঠে প্রতীত জন্মিতেছে যে, অধুনা বণিক্‌গণ যে উদ্ভিদ্ জীবন্তী নামে বিক্রয় করে, তাহা উপরি উক্ত কোনটীরই লক্ষণান্বিত নহে; সুতরাং উহা জীবন্তী কিনা সন্দেহ। **সুশ্রুত** তৈলযোণিবর্গে জীবন্তী পাঠ করিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ।

বৈদ্যকে জীবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অতিসারে জীবন্তী—অতিসারী দধির সহিত সিদ্ধ, দাড়িমরসে অম্লীকৃত জীবন্তীশাক বহুস্নেহযোগে, সেবন করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **বিষদোষে** জীবন্তী—সর্পাদিদ্বারা দষ্ট মনুষ্যের পক্ষে জীবন্তী হিতকর। (বিষ—চিঃ)। **বাগ্‌ভট—নক্তান্ধ্যে** জীবন্তী—ঘৃতে ভর্জ্জিত জীবন্তীশাক ভক্ষণ করিলে নক্তান্ধ্য অর্থাৎ রাতকাণা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৩ অঃ)। **বঙ্গসেন—মথরোগে** জীবন্তী—তিলতৈল,

জীবন্তীকল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধযোগে যথাবিধি পাক করিয়া, মধু এবং তৈলাষ্টমাংশ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, একবারমাত্র লেপন করিলে ওষ্ঠ ও মুখপাক দূর করে। (মুখরোগ—চিঃ)।

Costituents.—Two resinous principlrs termed alpha and beta jibantic acids and an alkaloid called jibantine. **Actions and uses.**—As a tonic given in debility due to siminal discharges. R. N. Khory, Part II., p. 588).

নব্যমত—জীবন্তী শুক্রক্ষয়জন্য দৌর্ব্বল্যে বল্য ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর, এন, কোরি—২য় খঃ, ৫৮৮ পৃঃ)।

জ্যোতিষ্মতী—ज्योतिष्मती।

कटभी, ज्योतिष्मती, अलवणा—Celastrus Paniculata, *Willd.*

'पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्'—"ज्योतिष्मती वर्त्तुलपक्वरक्तफला पीततैला काकुमर्द्दनिकेति लोके प्रसिद्धा"। (डल्वणः—सुः सूः ३८ अः)। अन्वर्थसंज्ञा—"वायसादनी," "पीततैला," "अग्निफला," "मेध्या," "दुर्ज्जरा"। कटभी कटुतीक्ष्णोष्णा कफजिच्च विरेचनी। मेधाकरी वर्णकरी व्रण्या जठरनाशिनी। ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ ज्योतिष्मती तिक्तरसा च रुच्या। किञ्चित् कटुर्वातकफापहा च। दाहप्रदा दीपनकृच्च मेध्या। प्रज्ञाञ्च पुष्णाति तथा द्वितीया। कटु ज्योतिष्मती 'तैलं तिक्तोष्णं' वातनाशनम्। पित्तसन्तापनं मेधाप्रज्ञाबुद्धिविवर्द्धनम्। राजनिघण्टुः॥ ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। भावप्रकाशः॥ मेध्या ज्योतिष्मती तीक्ष्णा व्रणविस्फोटनाशनी। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—'आर्त्तवलाभाय' ज्योतिष्मतीपत्रम्—"सकाञ्जिकं * भृष्टं ज्योतिष्मतीदलम्। * प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं लभेत्"। (योनिव्यापद—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'सन्निपातोदरे' ज्योतिष्मतीतैलम्—"ज्योतिष्मत्याः पिबेत्तैलं पयसा वा दिनाष्टकम्" (उदर—चिः)। वङ्गसेनः।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বায়সাদনী," "পীততৈলা," "অগ্নিফলা," "মেধ্যা," "দুর্জ্জরা"।

জ্যোতিষ্মতীর ভাষানাম—বঙ্গে জ্যোতিষ্মতী লতা জন্মে না, সুতরাং ইহার বাঙ্‌লা নাম নাই,—"লতাফট্‌কী" জ্যোতিষ্মতী নহে। **হিঃ--মালকাঙ্‌নী, মল্‌টাঙ্গুন্।** **মিং—দুদু**।মঃ—মালকাঙ্গোনী। কঃ—কোগুএরডু। তৈঃ—বাবজী। ফাঃ—কাল।

বর্ণন—জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষারোহী লতা। কাকে পক্ক জ্যোতিষ্মতীফল ভোজনপূর্ব্বক বিষ্ঠত্যাগ করিলে, তাহাতে যে অঙ্কুর জননোযোগী বীজ থাকে তাহা হইতেই প্রায় ইহা অঙ্কুরিত হয়। ইহার পত্র গোল ও পত্রপ্রান্ত চিরিত। ফলগুচ্ছে ৩।৪টী বা ততোধিক ফল থাকে। ফল আকারে সেয়াকুল বা ছোটমটরের মত। ভ্যারেণ্ডার ফলগাত্র যেমন ভাগ ভাগ করা—ইহার ও তদ্রূপ। পক্কফল পীতবর্ণ। ফলবীজ লাল, আকারে দ্রাক্ষাবীজের মত, স্বাদে কটু ও উষ্ণ। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়—তৈল পীতবর্ণ, গাঢ়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, পত্র, তৈল। তৈল—৫-১৫ বিন্দু।

বৈদ্যকে জ্যোতিষ্মতীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আর্ত্তবলাভার্থ জ্যোতিষ্মতীপত্র—ঘৃতভৃষ্ট জ্যোতিষ্মতীপত্র কাঁজির সহিত পান করিলে বনিতা আর্ত্তব লাভ করে। (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)। **বঙ্গসেন—**

সন্নিপাতোদরে জ্যোতিষ্মতী তৈল—যাহার সন্নিপাত জন্য উদর রোগ হইয়াছে তাহাকে দুগ্ধের সহিত ৮ দিন জ্যোতিষ্মতী তৈল পান করাইবে। (উদর—চিঃ)।

Cocstituents.—The seeds contain an oil, a bitter resinous principle tannin and ash 5 p.c. Oleum nigrnm—an empyreumatic. Black oil—is obtained by the destructive distillation of the seeds of C. Paniculatus to which Loban, lavang, jaiphal and javantri are often added. Dose 5 to 15 ms. Pomatum—1 in 8 of butter known as Magz Sudhi or brain-polisher, So named under the belief that it promotes the intelligence of pundits and learned men who use it as an application for the head. **Actions and uses.**—The seeds are alterative, stimulant and nervine tonic, combined with aromatics and given in rheumatism, gout, paralysis and leprosy. The oil is used as pomade and also as rubefacient for relieving rheumatic pains of a malarious character and in paralysis. Oleum nigrum has been tried in berberi with some benefit. (R. N. Khory, Part II., p. 155).

নব্যমত—জ্যোতিষ্মতী **বীজ**,—রসায়ন, উষ্ণ, এবং নর্ভের বলপ্রদ। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা আমবাত, বাত, বাতব্যাধি এবং কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষ্মতী-তৈল—পমেটমরূপে ব্যবহৃত হয়। ১ ভাগ জ্যোতিষ্মতী তৈল ৭ ভাগ মাখম মিশ্রিত করিয়া

পমেটম্ প্রস্তুত করা হয়। এই পমেটম্ "মগ্‌জশুদ্ধি" অর্থাৎ মস্তিষ্কশোধক নামে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ মেধাবর্দ্ধনার্থ এই পমেটম্ মাথায় মাখিয়া থাকেন। ইহা মর্দ্দন করিলে ম্যালেরিয়া রোগীর বাতের বেদনা এবং বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। জ্যোতিষ্মতীর কৃষ্ণবর্ণ তৈল (oleum nigrum) ভরতবর্ষে সচরাচরদৃষ্ট তরুণ শোথরোগবিশেষে (Berberi) ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। (আর্, এন্, ক্লোরি—২য় খঃ, ১৫৫ পৃঃ)। ইহার বীজ হইতে তৈল হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বাতের স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত হয়। ১০-৩০, ফোঁটা মাত্রায় সেবনে মূত্র ও ঘর্ম্মকারক। "বারবেরি" রোগের মহৌষধ। অধিকন্তু ইহা উত্তেজক এবং বায়ু-নাশক। মুদ্দেন্ সেরিফ্ বলেন, শোথে এই তৈল ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে ১০-৩০ ফোঁটা মাত্রায় মূত্রকারক এবং ৫-১৫ ফোঁটা মাত্রায় ঘর্ম্মকারক। (ওয়াট্)।

ঝিণ্টিকাচতুষ্টয়—झिण्टिकाचतुष्टयम्।

सैरेयकः (श्वेतपुष्पः)। आर्त्तगलः, दासी (नीलपुष्पः)। कुरण्टकः, किङ्किरातः (पीतपुष्पः), कुरवकः (रक्तपुष्पः)।

सैरेयकः—Barleria Dichotoma; दासी—B. Cærulea, B. Cristata; कुरण्टकः—B. Prionitis; कुरवकः—B. Ciliata. 'कुरण्टकः' हिमस्तिक्तः शोफतृष्णाविदाहनुत्। केश्यो वृष्योऽथ वल्यश्च त्रिदोषशमनो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ उष्णः कटुः 'कुरवको' वातामयशोफनाशनो ज्वरनुत्। आध्मानशूलकासश्वासार्त्तिप्रशमनो वर्ण्यः॥ 'किङ्किरातः' कषायोष्णस्तिक्तश्च कफ-वातजित्। दीपनः शोफकण्डूतिरक्तत्वग्दोषनाशनः॥ 'आर्त्तगलः' कटुस्तिक्तः कफमारुतशूलनुत्। कण्डूकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफत्वग्दोषनाशनो॥ 'झिण्टिकाः' कटुका स्तिक्ता दन्तामयशान्तिदाश्च शूलघ्नाः। वातकफशोफकासत्वग्दोषविनाश-कारिण्यः॥ राजनिघण्टुः॥ 'सैरेयकः' कुष्ठवातास्रकफकण्डूविषापहः। तिक्तोष्णो मधुरो दन्त्यः सुस्निग्धः केशरञ्जनः। भावप्रकाशः॥ 'श्वेत कुरण्टक' स्तिक्तः केश्यः स्निग्धो लघुः स्मृतः। कटुश्चोष्णो दन्तहितो वलीपलितनाशनः। कुष्ठं वातं रक्तदोषं कफं कण्डूं विषन्तथा। नाशयेद्दारुणञ्चैव ऋषिभिः परि-कीर्त्तितम्। 'पीतःकुरण्टक'श्चोष्णस्तिक्तश्चतुवरः स्मृतः। अग्निदीप्तिकरो

वातकफकण्डूहरः स्मृतः। शोथं रक्तविकारञ्च त्वग्दोषञ्चैव नाशयेत्। 'नीलः-कुरण्टक' स्तिक्तः कटुर्वातकफापहः। शोथकण्डूशूलकुष्ठव्रणत्वग्दोषनाशनः। 'रक्तःकुरण्टक' स्तिक्तो वर्ण्यः स्नोष्णः कटुः स्मृतः। शोथं ज्वरं वातरोगं कफं रक्तरुजन्तथा। पित्तमाध्मानकं शूलं श्वासं कासञ्च नाशयेत्। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—'वातजे क्षये' आर्त्तगलः—"साधितं (घृतं) कासजित् स्वर्य्यं सिद्धमार्त्तगलेन वा" (चिः ५ कः)। (२) 'आखोर्विषे सैरेयकमूलम्—अथवा सैर्य्यकान्मूलं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना (उः ३८ अः)। वाग्भटः॥ 'सिध्मनाशाय' नीलझिण्टिकापत्रस्वरसः—"नीलकुरण्टकपत्रं स्वरसेनालिप्य गात्रमतिबहुशः। लिम्पेन्मूलकबीजैः पिष्टैस्तक्रेण सिध्मनाशाय" (कुष्ठ—चिः)। (२) 'दन्तचाले' आर्त्तगलदलः—"आर्त्तगलदलक्काथगण्डूषो दन्तचालनुत्" (दन्तरोग—चिः)। चक्रदत्तः॥

ঝিণ্টিকার ভেদ—ধন্বন্তরি বলেন—"সৈরেয়কঃ সহচরঃ সৈরেয়শ্চ সহাচরঃ। পীতো রক্তোঽথ নীলশ্চ কুসুমৈস্তং বিভাবয়েৎ। পীতঃকুরণ্টকো জ্ঞেয়ো রক্তঃ কুরবকঃ স্মৃতঃ"। ইহাতে সৈরেয়কের পুষ্পের বর্ণ এবং নীলপুষ্প ঝিণ্টিকার বিশেষ নাম জানিতে পারা গেল না। **ভাবমিশ্র** বলিয়াছেন "সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ"; নরহরি লিখিয়াছেন—"নীপুষ্পাতু সা দাসী"। সুতরাং **ধন্বন্তরির** মতে ঝিণ্টিকা চারি প্রকার,—শ্বেতপুষ্প, পীতপুষ্প, রক্তপুষ্প, নীলপুষ্প। ইহাদের নাম যথাক্রমে সৈরেয়ক, কুরবক এবং দাসী। **নরহরির** মতে পুষ্পবর্ণভেদে ঝিণ্টিকা ছয় প্রকার। যথা—রক্তপুষ্প, রক্তাম্লানপুষ্প, পীতপুষ্প, পীতাম্লানপুষ্প, নীলপুষ্প, নীলাম্লানপুষ্প; যথাক্রমে ইহাদের নাম রক্তসহাখ্য, কুরক, কিঙ্কিরাত, কুরণ্টক, দাসী ও ছাদন। নরহরি শ্বেতপুষ্পা ঝিণ্টিকার উল্লেখ করেন নাই। **নরহরিই** পুষ্পের বর্ণের মলিনত্ব এবং ঔজ্জ্বল্যানুসারে ঝিণ্টিকার নামভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তা **রক্সবর্গও** নীল এবং উজ্জ্বলনীলপুষ্পভেদে দুই প্রকার ঝিণ্টির পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মতে নীলপুষ্পের নাম B. Cærulea এবং উজ্জ্বলনীলপুষ্পের নাম B. Cristata. আমরা উভয়েরই সংস্কৃত নাম দাসী লিখিয়াছি, কিন্তু নরহরির মতে B. Cærulea ছাদন এবং B. Cristata দাসী। নীলবৎ রক্তাদিরও মলিন উজ্জল পুষ্পেভেদ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় কি না, রক্সবর্গ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কুরণ্টক পীতঝিণ্টিকা হইলেও, নিঘণ্টু এবং চিকিৎসা গ্রন্থবিশেষে নীলরক্তাদি ঝিণ্টিকার্থেও কুরণ্টক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **ঝিণ্টিকার ভাষানাম**—বাঃ—ঝাঁটী, ঝিণ্টি।

কোঃ—পৈঝুটী (পীতপুষ্পের)। **হিঃ—কটসরৈয়া, পিয়াবাসা।** মঃ—করোণ্টা। গুঃ—কাঁটা অসেলীয়ো। কঃ—গোরটে। তৈঃ—গোরেণ্ডু। **সিং—গিরিনিল্ব।** এই সকল নামে পুষ্পের বর্ণবাচক শব্দ যোগ করিলেই তত্তৎ ঝিণ্টিকার বোধক হয়।

বর্ণন—পীতঝিণ্টির ক্ষুপ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায় হস্তদ্বয়াধিক উচ্চ হয় না। পীতঝিণ্টি বহুশাখ, পাতা, লম্বা, সরু কিঞ্চিৎ কর্কশ, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত, মসৃণ; পত্রবৃন্তসন্নিকটে সরল, ক্ষীণ, তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক আছে। পুষ্প পত্রবৃন্তসন্নিধানে স্থিত, পুষ্পকাল—প্রায় সর্ব্বঋতু, ফল যবাকৃতি। **নীলঝিণ্টির** ক্ষুপ পীতঝিণ্টি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর। শাখা—বহু, সরল, কর্কশ, গোল, গ্রন্থিযুক্ত এবং গ্রন্থির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত। পুষ্পদণ্ড, পত্রবৃন্তসন্নিধান ও শাখাগ্র হইতে বক্রভাবে বহির্গত হয়, বক্র পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ কুব্জপৃষ্ঠে পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে। পুষ্পের জন্য ইহা উদ্যানে পালিত হয়। পুষ্পকাল—শীতঋতু। পুষ্প নীলাম্লান। **উজ্জ্বলনীলপুষ্প** ঝিণ্টির পুষ্প, পত্রকক্ষে অবস্থিতি করে, পুষ্পের কুণ্ড কণ্টকিত, পত্র রোমান্বিত। রক্ত ও শ্বেতপুষ্প ঝিণ্টি সর্ব্বত্র সুলভ নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ পত্র।

বৈদ্যকে ঝিণ্টিকার ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—বাতজক্ষয়রোগে আর্ত্তগল—নীলঝিণ্টির ক্বাথ ও কল্কদ্বারা পক্বঘৃত ক্ষয়জিৎ ও স্বরবর্দ্ধক। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **মূষিকবিষে** সৈরেয়কমূল—মূষিকদংশনে শ্বেতঝিণ্টির মূল পেষণপূর্ব্বক মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। **চক্রদত্ত—সিধ্মে** নীলকুরণ্টকপত্র—সিধ্ম অর্থাৎ ছুলি প্রশমনার্থ নীলঝিণ্টির পত্ররস গাত্রে উত্তমরূপ লেপন করিয়া কাঁজিপিষ্ট মূলার বীজের প্রলেপ দিবে। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) **দন্তচালে** আর্ত্তগলদল—নীলঝিণ্টির পত্রক্বাথে গণ্ডূষ করিলে চলদন্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)।

Constituents.—Neutral and acid resins, soluble in petroleum and ether. **Actions and uses**.—The plant is slightly bitter and astringent, and given in catarrhal affections of children accompanied with fever ; also in anasarca Locally the juice of the leaves is apllied to the feet to prevent the cracking of the soles and with common salt to strengthen the gums when spongy. The paste of the root is applied to the boils and glandular swellings to cause their dispersion. The medicated oil is used as an application to unhealthy wounds. (R. N. Khory Part II., p. 466).

"Ainslie says that the juice of the leaves, which is slightly bitter

and acid, is a favourite medicine of the Hindus of Lower India in those catarrhal affections of children which are accompanied with fever and much phlegm ; it is generally administered in a little honey or sugar and water in the quantity of two table-spoonfuls twice daily. Dr. Bidie observes that it acts as a diaphoretic and expectorant. (Dymock—Part I I I., p. 44)

নব্যমত—ঝিন্টি ঈষত্তিক্ত এবং কষায়। বালকের কফজ্বর এবং অগম্ভীর শোথে সেব্য। **পাতার রস** হস্তপদে মর্দ্দন করিলে হাত পায়ের তলা ফাটিবার শঙ্কা থাকে না সামান্য কারণে অথবা অকারণে যাহার দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাকে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঝিন্টিপত্ররসের কবল করাইবে। ইহার মূলের প্রলেপ, স্ফোটক ও গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। ঝিন্টির কল্কে পক্কতৈল কদর্য্যক্ষতে হিতকর। (আর্, এন্, ক্ষোরি—২য় খঃ, ৪৬৬ পৃঃ)। **এন্সলি** বলেন হিন্দুগণ, বালকের কফজ্বরে মধু ব. চিনিসহ জলমিশ্রিত ঝিন্টিপত্রেররস চামচের একচামচ দৈনিক ২ বার সেবন করাইয়া থাকেন। ডাঃ বিডি বলেন, ঝিন্টি ঘর্ম্মকারক এবং কফনিঃসারক। (ডিমক্—৩য়ঃ খঃ, ৪৪ পৃঃ)।

তণ্ডুলীয়, জলতণ্ডুলীয় ও মারিষ—তণ্ডুলীয়-জলতণ্ডুলীয়ে মারিষশ্চ।

तण्डु (न्दु) लीयः, अल्पमारिषः—Amaranthus Polygamus. *Willd.* जलतण्डुलीयम्, कञ्चटम्—Jussieua repens. *Willd.* Commelina. Bengalensis, *Linn.* मारिषः—Amarantus Spinosus, *Linn.*

अन्वर्थसंज्ञा—'तण्डुलीयस्य'—"वहुवीर्य्यः"। 'कञ्चटस्य'—"जलजम्"। 'मारिषस्य'—"दीर्घनाल," "रक्तपर्णः," "विन्दुपर्णः"। तण्डुलीयो विषघ्नश्च रूक्षः शीतलरः शुचिः। मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः। मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ तण्डुलीयस्तु शिशिरो मधुरो विषनाशनः। रुचिवह्निदीपनः पथ्यः पित्तदाहभ्रमापहः। तण्डुलीयक'दलं' हिमसर्शः पित्तरक्तविषकासविनाशि। ग्राहकञ्च मधुरञ्च विपाके दाहदोषशमनं रुचिदायि। राजनिघण्टुः॥ 'तण्डुलीयो लघुः शीतो रुक्षः पित्तकफास्रजित्। सृष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनो विषहारकः। 'मारिषो' मधुरः शीतो विष्टम्भी

पित्तनुत् गुरुः। वातश्लेष्मकरो रक्तपित्तनुत् विषमाग्निजित्। 'रक्तमार्षो नातिगुरुः सचारो मधुरः सरः। श्लेष्मलः कटुकः पाके स्वल्पदोष उदीरितः। 'पानीयतण्डुलीयन्तु कञ्चट" समुदाहृतम्। कञ्चटं तिक्तकं रक्तपित्तानिलहरं लघु। भावप्रकाशः॥ 'तण्डुलीय'मस्रक्पित्तविषनुत् स्वादुपाकतः। 'मारिषो' मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तजिद्गुरुः। रक्तनाद्यादयश्चान्ये तज्जातीयाश्च तद्गुणाः। 'राजवल्लभः। तण्डुलीयकमूलं स्वादुष्णं श्लेष्मविनाशनम्। रजोरोधकरं रक्तपित्तप्रदरसंहरम् इति कश्चित्।

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते' तण्डुलीयकमूलम्—"* वेतसतण्डुलीयकम्। निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा। कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः" (चिः ४ः अः)। (२) 'सर्व्वविषदोषे तण्डुलीयकदलम्—"तण्डुलीयकजीवन्ती * हितम्" (चिः २५ अः)। (३) 'प्रदरे' तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयकमूलञ्च सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना" (चिः ३० अः)। चरकः। 'अर्शःसु' तण्डुलीयकदलम्—"यथादोषशाकैर्व्वास्तुकतण्डुलीयक * अन्यै र्वा" (चिः ६ अः)। (२) 'मूषिकविषे' तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयककल्कन्तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्" (कः ५ अः)। सुश्रुतः। 'अतिसारे' तण्डुलीयकमूलम्—"ज्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयम् पीतञ्च ससितामधु" (अतिसार-चिः। (२) 'ग्रहण्यां कञ्चटपल्लवम्—"जम्बूदाड़िमशृङ्गाटपाठाकञ्चटपल्लवैः। पक्वं पर्य्युषितं वालविल्वं सगुड़नागरं। हन्ति सर्व्वानातीसारान् ग्रहणीमतिदुस्तरां"। चक्रदत्तः। 'रक्तपित्ते तण्डुलीयदलम्—"शाकार्थे शाकसात्म्यानां तण्डुलीयादयो हिताः" (रक्तपित्त—चिः)। भावप्रकाशः। 'विषशमनार्थ" तण्डुलीयकमूलानि पिष्ट्वा चोष्णेण वारिणा। पीतं पीतविषं हन्ति वमनं लाघवं भवेत्"। चिः ५५ अः)। हारीतः॥ 'पूतिनखे' तण्डुलीयकमूलम्—तण्डुलीयकमूलस्य चूर्णं पूतिनखापहम्" (क्षुद्ररोग—चिः)। वङ्गसेनः।

তণ্ডুলীয়ের ভাষানাম—বাঃ—চাঁপানটে, কুদেনটে। हिः—चौलाईका शाक। তৈঃ—মোলাকুরা। মঃ—তান্দুলিজা। কঃ—কিরুকুশালে। তাঃ—মুলুকিরই। দ্রাবিঃ—কান্দেমাট। ফাঃ—স্পেজমৰ্জ্জ। অঃ—বুকলেয়মানির। জলতণ্ডুলীয়ের

ভাষানাম—বাঃ—কাঁচড়াদাম। **হিঃ—जलचौलाइ।** মঃ—চবঠ্ঠাই। তৈঃ—কুইকোরা। **মারিষের ভাষানাম**—বাঃ—কাঁটানটে। কোঃ—কাঁটাখুড়িয়া। **হিঃ—मरसा, नवड़ा।** মঃ—ভাজী। গুঃ—ডাম্ভো। উঃ—নেউটাশাক। তৈঃ—ডুগলকুরা।

কাঁটানটের সংস্কৃতনাম মারিষ, তণ্ডুলীয়ক যে কাঁটানটে নহে মারিষের সার্থক নামগুলির অর্থ চিন্তা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মারিষ "দীর্ঘনাল," নালশব্দের অর্থ পুষ্পদণ্ড, কাঁটানটেরই দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড আছে, চাঁপানটের নাই। এইরূপ "বিন্দুপর্ণ" শব্দ মারিষেই অন্বর্থ। পক্ষান্তরে নটে বহুবিধ; যথা—গোবরানটে বাঁশপাতানটে, টুনটুনি-নটে; কিন্তু তণ্ডুলীয়ক শব্দে চাঁপানটে ভিন্ন অন্য নটে নহে, যেহেতু আচার্য্য তণ্ডুলীয়কে "বহুবীর্য্য" বলিয়াছেন। এস্থলে আধারার্থে আধেয়ের ব্যবহার, অর্থাৎ বীর্য্য শব্দের অর্থ বীর্য্যবান্ পুংপুষ্প, সুতরাং "বহুবীর্য্য" শব্দের অর্থ বহুপুংপুষ্পধারী। চাঁপানটেই বহুপুংপুষ্প-ধারী, ইতরে নহে।

বর্ণন—মারিষ অর্থাৎ কাঁটানটের ক্ষুপ কণ্টকিত, প্রায় হস্তাধিক উচ্চ। পত্র ক্ষুদ্র, পত্রাংশ অগ্রভাগে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত এবং বৃন্তসন্নিধানে ক্রমে অবসিত। দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। **তণ্ডুলীয়ক** অর্থাৎ চাঁপানটের ক্ষুপ প্রায় ভূলুণ্ঠিত থাকে, শাখা ক্ষীণ, কণ্টকবর্জ্জিত। শ্বেত ও রক্তভেদে ইহা দ্বিবিধ। জলতণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ কঞ্চট, পল্বল ও পুষ্করিণীতে জন্মে। ইহার প্রতানকাণ্ড স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, পত্র কাঁঠালের পাতার মত স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ, ক্ষুদ্র। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ মুড়ির মত; পীড়ন করিলে অতিশয় সঙ্কুচিত হয়। কঞ্চটের গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া থাকে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্র ক্ষুপ বা মূল।

বৈদ্যকে তণ্ডুলীয়াদির ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের শীতকষায়, স্বরস, কল্ক, ফাণ্ট কিম্বা ক্বাথ রক্তপিত্তে হিতকর। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **সর্ব্ববিষদোষে** তণ্ডুলীয়শাক—চাঁপানটের শাক বিষদোষনাশক; (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) **প্রদরে** তণ্ডুলীয়মূল—প্রদরে চাঁপানটের মূল মধুযোগে পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। **সুশ্রুত—অর্শে** তণ্ডুলীয়দল—অর্শোরোগীর দোষসম্পর্ক বিবেচনা পূর্ব্বক তণ্ডুলীয়াদির অন্যতম শাক সেবন করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **মূষিকবিষে** তণ্ডুলীয়ক মূল—লালন নাম মূষিককর্তৃক দষ্ট হইলে, চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ) **চক্রদত্ত—অতিসারে** তণ্ডুলীয়কমূল—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ও তরলীকৃত চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)।

(২) গ্রহণীতে কঞ্চটপল্লব—জম্বু, দাড়িম- পাণিফল, পাঠা ও কাঁচড়ার পাতা উপর্য্যুপরি সজ্জীকৃত করিয়া, তদুপরি একটী কাঁচাবেল রাখিয়া, অনুরূপ জল দিয়া পাক করিবে। বাসী হইলে ঐ বিল্ব সমভাগ পুরাণগুড় এবং ঝাল হয় এতাবৎমাত্র শুণ্ঠীচূর্ণযোগে ভক্ষণ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ উৎস্বিন্নজল (যে জলে বেল সিদ্ধ হইয়াছিল) পান করিবে। ইহা গ্রহণীতে হিতকর। (গ্রহণী—চিঃ) ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়দল—রক্তপিত্তীর শাকার্থ চাঁপানটেশাক ব্যবস্থা করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। হারীত—বিষদোষশমনার্থ তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ জলসহ পান করিলে বমন হইয়া বিষদোষের লাঘব হয়। (চিঃ ৫৫ অঃ)। বঙ্গসেন—পূতিনখে তণ্ডুলীয়কমূল—নখকুনিতে চাঁপানটের মূল চূর্ণ করিয়া দিলে বেদনাপাকাদি নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

Actions and uses *of A. Spinosus.*—Demulcent, astringent and diuretic. A poultice of the leaves is used as an application over unhealthy sores. The root is given in combination with other astringents in menorrhagia and in gonorrhœa. Its ashes are used for the same purposes as the ashes of Aghada, a paste of which is applied in eczema (R. N. Khory, Part II., p. 505). "The authors of the *Pharmacopœia of India* regard the plant as a simple emollient, and inferior to many others, but recently the root has been found to be of great service in the treatment of gonorrhœa and eczema. In gonorrhœa it is said to stop the muco-purulent discharge and all the concomitant symptoms, such as heat, scalding and general irritation. (Dymock, Part III., p. 138.)

নব্যমত—কাঁটানটের **মূল**, পিচ্ছিল, ধারক এবং মূত্রকারক। কদর্য্যক্ষতে **পত্রের** প্রলেপ হিতকর। মূল,—অন্যান্য কষায় ভেষজের সহিত প্রদর ও "গণোরিয়া" রোগে প্রযোজ্য। অপামার্গের ক্ষার যে সকল রোগে প্রযোজ্য কাঁটানটের **ক্ষারও** তত্তৎ রোগে হিতকর। পাঁচড়ার পক্ষে কাঁটানটের ক্ষার উপকারী! (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৫০৫ পৃঃ)। সম্প্রতি প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে, কাঁটানটের মূল "গণোরিয়া" রোগে এবং পাঁচড়ায় বিশেষ উপকারী। ইহা গণোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং তদানুষঙ্গিক শিশ্নের উষ্ণতা, দাহ এবং উত্তেজনা নিবারণ করে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ১৩৮ পৃঃ)।

তামলকী—তামলকী।

তামলকী, ভূধাত্রী, শ্যামলকী—Phyllanthus Niruri, P, Urinaria, *Linn*.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্রিকা," "বহুফলা," "বৃষ্যা," "বিষঘ্নী"। ভূধাত্রী মধুরা তিক্তা বীর্য্যতঃ শিশিরা স্মৃতা। পিত্তং হন্তি কফাস্রঘ্নী দৃষ্টিদাহবিনাশনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ। ভূধাত্রী তু কষায়াম্লা পিত্তমেহবিনাশনী॥ ভূধাত্রী বাতকৃত্ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাসাকাসপিত্তাস্রকফকণ্ডূক্ষতাপহা। ভাবপ্রকাশঃ॥ ভূধাত্রী তু বিশেষেণ বিষঘ্নী পুত্রদায়িনী। শোঢ়লনিঘণ্টুঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'হিক্কাশ্বাসয়োঃ তামলকী—"সশর্করাং তামলকীং * প্রাশয়েন্নাবয়েত্ তথা"। (চিঃ ২১ অঃ)। চরকঃ॥ 'নেত্রপীড়ায়াং' ভূম্যামলকী—"ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সসৈন্ধব গেহবারিযোজিতা তাম্রে। জাতা ঘনলবমন্তো জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্"। (নেত্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ॥ 'রক্তপ্রদরে' ভূম্যামলকীবীজম্—ভূম্যামলকীবীজন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা। দিনদ্বয়ত্রয়েণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্রিকা," "বহুফলা," 'বৃষ্যা," "বিষঘ্নী"। তামলকীর ভাষানাম—বাঃ—ভূমিআমলকী, ভূঁইআমলা। হিঃ—ভূঁইআঁমলা, ফদ্রআঁবলা, পতালআঁবরা। মঃ—ভূঁইআম্বঠ্ঠী। গুঃ—ভোঁআম্বলা। কঃ—আরুনেল্লি। তৈঃ—নেলাউসীরীকে।

বর্ণন—ভূমি আমলকীর ক্ষুপ ক্ষুদ্র। পত্র আমলকীর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ চৌড়া। কোন কোনটীর শাখা ও পত্রবৃন্ত রক্তাভ আবার কোনটীর বা শ্বেতাভ। পত্রসন্নিবেশ ঠিক্ আমলকীর মত। প্রতি পত্রবৃন্তের নিকট একটী করিয়া সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে, সুতরাং সাধারণপত্রবৃন্তে যেমন দুই পংক্তিতে পত্রগুলি সজ্জিত থাকে, তেমনি বীজগুলিও দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে। ভূমিআমলকীর ক্ষুপ শরতেই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। বহার স্বাদ চর্ব্বণমাত্রে কষায়াম্ল এবং পরে কিঞ্চিৎ তিক্ত। কেহ বলেন পর্ব্বতজাত যে একপ্রকার ক্ষুপের মূলে আমলকীতুল্য ফল মালাকারে গ্রথিত থাকে তাহাই ভূম্যামলকী। উদ্দ্যার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল ও বীজ। মাত্রা—সমগ্রক্ষুপচূর্ণ—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে আমলকীর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে ভূধাত্রী - ভূমিআমলকীর মূলের রস চিনিসহ পান এবং নস্য করিলে হিক্কাকাস প্রশমিত। (চিঃ ২১ অঃ)। **চক্রদত্ত-নেত্রপীড়ায়** ভূমিআমলকীর মূল কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ সহ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, ঘন হইলে নেত্র-বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রব্যথাহর। (নেত্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তপ্রদরে** ভূমিআমলকীবীজ—ভূমিআমলকীবীজ তণ্ডুলোদকে পেষণপূর্ব্বক ২।৩ দিন পান করিলে রক্ত বা শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। **বক্তব্য**—চরক, শ্বাসহরবর্গে আমলকী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—A bitter principle, pseudo chiratin, an alkaloid, fat and colouring matter. **Actions and uses.**—Antiperiodic, diuretic, stomachic and demulcent. It is used in intermittent fevers, to prevent paroxysms ; also given in diseases of the spleen and liver, in dropsy, gonorrhœa, acid urine and in jaundice, A poultice of the leaves mixed with salt is used for itch and scaly affections of the skin. The infusion mixed with methi, is used as a stomachic, bitter and astringent, and also given as a remedy in chronic dysentery. (R. N. Khory, Part II. P. 552).

নব্যমত—ভূমিআমলকী—জ্বরনিবারক, মূত্রকর, পাচক এবং শীত। ইহা বিষমজ্বর, প্লীহযকৃতের পীড়া, শোথ, "গণোরিয়া" মূত্রের কটুত্ব, ও কামলারোগে এবং পর্য্যায়নিবারক রূপে জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সৈন্ধবযোগে পিষ্ট ভূমিআমলকী পত্রের প্রলেপ কণ্ডু এবং চর্ম্মরোগ বিশেষের (scaly) পক্ষে হিতকর। ভূমিআমলকী ও মেথির ক্বাথ পাচক, তিক্ত এবং ধারক—ইহা গ্রহণীর মহৌষধ। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৫৫২ পৃঃ)।

তাম্বূলবল্লী—ताम्बूलवल्ली।

ताम्बूलवल्ली—Piper betel.

तद्भेदाः—कृष्णपर्णं शुभ्रपर्णं (धन्वन्तरिः) श्रीवाटी, अम्लवाटी, सतसा, गुह्यागरि, अम्लसरा, पटुलिका, न्हेस्रनीया च (नरहरिः)। 'अन्वर्थसंज्ञा'— "मुखरागकरी," "कामजननी," "आमोदजननी," "श्रमभञ्जनी," "तीक्ष्णमञ्जरी," "सप्तशिरा," "भक्ष्यपत्री"। ताम्बूलं कटु तिक्तमुष्णमधुरं, क्षारं कषायान्वितम्। वातघ्नं कफनाशनं कृमिहरं, दुर्गन्धि निर्नाशनम्। वक्त्रस्याभरणं विशुद्धिकरणं,

कामाग्निसन्दीपनम्। ताम्बूलस्य सखे! त्रयोदशगुणाः, स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः। 'कृष्णं पर्णं तिक्तमुष्णं कषायं, धत्ते दाहं वक्त्रजाड्यं, मलञ्च'। 'शुभ्रं पर्णं श्लेष्मवातघ्नमिष्टं, पथ्यं रुच्यं दीपनं पाचनञ्च'। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम्। सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वर्यं वातकफापहम्। स्रंसनं कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम्। वक्त्रकण्डूमलं दन्तदौर्गन्ध्यादिविशोधनम्। सुश्रुतः॥ नागवल्ली कटुस्तीक्ष्णा तिक्ता पीनसवातजित्। कफकासहरा रुच्या दाहकृद्दीपनी परा। श्रीवाटी मधुरा तीक्ष्णा वातपित्तकफापहा। रसाढ्या सरसा रुच्या विपाके शिशिरा स्मृता। स्यादम्लवाटी कटुकाम्लतिक्ता तीक्ष्णा—लघ्वी सुखावहा... विदाहपित्तास्रविकोपनी च विष्टम्भदा वातनिबर्हणी च। सतसा मधुरा तीक्ष्णा कटुरुष्णा च पाचनी। गुल्माद्याध्मानहरा रुचिकृद्दीपनी परा। गुहागरे सप्तशिरा प्रसिद्धा। तत्पर्णजं तीक्ष्णरसाऽतिरुच्यम्। सुगन्धि तीक्ष्णं मधुरं सतिक्तं हृद्यं तु सन्दीपनी पुंस्त्वकराऽतिबल्या। नाम्नाऽन्याऽम्लसरा सुतीक्ष्णमधुरा, रुच्या हिमा। दाहनुत्। अपित्तोद्रेककरा सुदीपनकरी वल्या सुखामोदिनी। स्त्रीसौभाग्यविवर्द्धनी मदकरी, राज्ञां सदा वल्लभा। गुल्माऽऽध्मानविबन्धजिच्च कथिता, सा मालवे तु स्थिता। अन्या पटुलिका नाम कषाये षा कटुस्तथा। मलापकर्षी कण्ठस्य पित्तकृद्दातनाशिनी। वहेसनीया कटुस्तीक्ष्णा हृद्या दीपदला च सा। कफवातहरा रुच्या कटुदीपनपाचनी। अन्यच्च—सद्यस्त्रोटितभक्षितं मुखरुजाजाड्यावहं दोषकृत्। दाहारोचकरक्तदायि मलकृद्विष्टम्भि वान्तिप्रदम्। यद्भूयो जलमानपोषितरसं, तच्चेच्चिरात् त्रोटितम्। ताम्बूलीदलमुत्तमं च रुचिकृद्दृश्यं त्रिदोषार्त्तिनुत्। राजनिघण्टुः।

नागवल्लीफलं हृद्यं सुगन्धि कफवातजित्॥ आत्रेयसंहिता। न नेत्ररोगे न च रक्तपित्ते। घृते न वाते न विषे न शोषे। मदात्यये नापि च मोहमूर्च्छाश्वासेषु ताम्बूलमुशन्ति वैद्याः। सुवेदकः। ताम्बूलं विशदं रुच्यं तीक्ष्णोष्णं तुवरं सरम्। वश्यं तिक्तं कटु क्षारं रक्तपित्तकरं लघु। बल्यं श्लेष्मास्यदौर्गन्ध्यमलवातश्रमापहम्। भावप्रकाशः। ... ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु वातकफापहम्। ... रुचिकरं दृष्टिप्रसादकरम्...

বৈদ্যকে ব্যবহার:—শ্লীপদে তাম্বূলম্—"স্বনাম্বূপনাম্না কল্কো বারিণা সংপ্রতিলবণাপিত শ্লীপদং হন্তি স্বরনাৎ"। (শ্লীপদ—চি:) বঙ্গসেন।

তাম্বুলের অন্বর্থসংজ্ঞা—"মুখরাগকরী," "কামজননী," "আমোদজননী," "শ্রমভঞ্জনী," "তীক্ষ্ণমঞ্জরী," "সপ্তশিরা," "ভক্ষ্যপত্রী"। **তাম্বূলের ভাষানাম**—বাঃ—পান। **হি:—নাগরবেল, পান**। মঃ—নাগবেল। কঃ—পানবেলী। গুঃ—নাগরবেল; পান। কঃ—নাগরবল্লী, পর্ণ। তেঃ—তামলপাকু। তাঃ—বেট্রিলৈ। মাঃ—বেট্রিলা। অঃ—কান। ইঃ—বিটেল্ লিফ। **তাম্বূলের ভেদ**—**ধন্বন্তরি,** শুভ্র, কৃষ্ণ ভেদ দুই প্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন। **নরহরি** বলিয়াছেন—"শ্রীবাটাম্লাদিবাটাদি-নানাগ্রামস্তোমস্থানভেদাদ্বিভিন্নঃ। একঃ প্রোক্তো দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারঃ যাতি কায়ে, গুণে চ"। নানাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বূল আকার, বর্ণ ও গুণের বিশিষ্টতা লাভ করিয়া থাকে। **নরহরি** সাতপ্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—শ্রীবাটী, অম্লবাটী, সতসা, গুহাগরে, অম্লসরা, পটুলিকা ও বেহুসনীয়া। ইহাদের মধ্যে "গুহাগরে" এবং "অম্লসরা" সুগন্ধি তাম্বূল। অম্লসরা মালবে, পটুলিকা অন্ধ্রদেশে, এবং বেহুসনীয়া সমুদ্রতীরবর্তী দেশে জন্মে। "গুহাগর" দেশের পানের নাম গুহাগরে, এই দেশে সুপারি ও পান উভয়ই প্রচুর জন্মিত। "পূগ" প্রবন্ধে আমরা গুহাগর পূগের উল্লেখ করিয়াছি। আবাদের প্রণালী ভেদে, অধুনা পান দুই প্রকার। এক প্রকার পান বোরোজে পালিত হয়, অপর বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোচবিহার ও আসামাঞ্চলে প্রথমোক্ত জাতি ঘারুইপান এবং শেষোক্ত গাছপান নামে প্রসিদ্ধ। গাছপানের আকার, প্রকার দেখিয়া অনুমান হয়; উহা কর্পূরকর্ষবশতঃ অবহীস্তর প্রাপ্ত। চবিকামাত্র—গাছপান ক্ষুদ্রাকৃতি, নিতান্ত কটু এবং ইহার "ছিবড়ে" অধিক। বোরোজে পালিত পান নানাপ্রকার; নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন, দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারঃ যাতি কায়ে গুণে চ"। অধুনা বঙ্গে নানাস্থানে পানের আবাদ হয়, কিন্তু হুগলীর স্থগন্ধি পানের তুল্য উপাদেয় পান বঙ্গের কুত্রাপি জন্মে না। শালিগ্রাম বৈশ্য ছয় প্রকার পানের উল্লেখ করিয়াছেন—"বংগলা," "মৌহবা," "মহারাজপুর," "বিলৌআ," "কপূরী," "কুলবা"। **উপযোগ্যাঙ্গ্য**—**পত্র—মাত্রা**—স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে তাম্বূলের ব্যবহার।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে তাম্বুল [illegible] সহিত পান [illegible]

[illegible]

চরক মাত্রাশিতীয়ে এবং সুশ্রুত "অন্নপানবিধি"তে তাম্বুলের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে চর্ব্বনার্থ তাম্বূল ব্যবহৃত হইতেছে। আহারের পরবর্ত্তী কৃত্যের উপদেশ কালে সুশ্রুত বলিয়াছেন—তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্বা বিচক্ষণঃ। ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্রমো গতঃ "(সুঃ ৪৬অঃ)। চারক কিম্বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে তাম্বূল পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The leaves yield on distillation. a light aromatic and volatile oil known as betel oil and chavicol a very volatile pale essential oil. Betel oil contains terpene, betel phenol and sesquiterpene. **Actions and uses.**—Stimulant, carminative and antiseptic ; given in flatulence, fœtor of the mouth, dyspepsia, colic &c., mostly used as a masticatory by the natives of India. Chavicol is a powerful antiseptic, 5 times stronger than carbolic acid, and twice as strong as eugenol. The juice is also antiseptic and used in catarrhal affections and inflammation of the throat and bronchi in diphtheria &c. (R. N. Khory, Part II., p. 516). "Of late years the medicinal properties of betel leaves have been investigated in Europe. Dr. Kleinstuck of Zwatzen, near Jena, has found that the essential oil is of much use in catarrhal affections, inflammations of the throat, larynx and bronchi ; it has an antiseptic action. He has used it in diphtheria as a gargle and by inhalation. The dose is one drop in one hundred grams of water. In India the juice of four leaves may be used similarly diluted." (Dymock, Part I I I., p. 186). "Being always at hand, Pan leaves are used as a domestic remedy in various ways, the stalk of the leaf smeared with oil is introduced into rectum in constipation and tympanitis of children, with the object of iuducing the bowels to act. The leaves are applied to the temples in headache for relieving pain, to painful and swollen glands for promoting the secretion, and to the mammary gland with the object of checking the secretion of milk. Pan leaves are used as a reado dressing for foul ulcers, which seem to improve under them." (*Hind. Mat. Med.*, p 245.)

নব্যমত—পান—উষ্ণ, পাচক এবং পচননিবারক (Antiseptic). ইহা উদরাধ্মান, মুখদৌর্গন্ধ্য, গ্রহনী, অজীর্ণ, শূল প্রভৃতি রোগে বিশেষতঃ চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হয়। পান চোয়াইলে দুই প্রকার **তৈল** পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাহা ফিকেরঙের, সুগন্ধি এবং উদ্বেয় (উবিয়া যায়) তাহা **তাম্বূল তৈল** (Be tel oil) ; আর যাহা অতি উদ্বেয় তাহার নাম "চবিকল"

"চবিকল" মহান্ পচননিবারক। ইহা "কার্বলিক্ এসিড্" অপেক্ষা পঞ্চগুণ এবং "এজিনল্" অপেক্ষা দ্বিগুণ তীব্রতর। পানের রসও পচননিবারক, ইহা শ্লেষ্মরোগে এবং রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে হিতকর। (আর্, এন্, ক্যোরি, ২য় খঃ, ৫১৬ পৃঃ)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাম্বূলের তৈল কফীয় পীড়া এবং গল, বাগিন্দ্রিয় ও শ্বাসনাড়ী শাখার (Bronchi) প্রদাহে বিশেষ উপকারী। ইহার পচননিবারণী শক্তি আছে। রোহিণীতে (Diphtheria) ইহার কবল ও ধূমগ্রহণ করান দইয়াছে। ১০০ গ্রাম্ অত্যুষ্ণ জলে ১ ফোঁটা তৈল দিয়া তদুত্থিত ধূম আঘ্রাত হইয়াছিল। এদেশে ১ বিন্দু তৈলের পরিবর্ত্তে ৪টী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ১৮৬ পৃঃ)। পান এতদ্দেশীয় গার্হস্থ্য ঔষধ। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধে ও উদরাময়ে দাস্তের জন্য পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করান হইয়া থাকে। তাম্বূলপত্র শঙ্খদেশে (Temples) স্থাপন করিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। গ্রন্থিস্ফীতি কিম্বা প্রসূতির স্তনে স্থাপন করিলে স্ফীতি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় এবং স্তন্যস্রাব রোধ করে। তাম্বূলপত্রে ক্ষত আচ্ছাদিত হইলে ক্ষতশুদ্ধি হয়। (উদয়চাঁদ দত্ত, ২৪৪ পৃঃ)।

তাম্রপীতপাটলা ও মুষ্কক—তাম্রপীতপাটলে মুষ্ককস্য।

পাটলা, তাম্রপুষ্পা পাটলা—Stereospermum Suaveolens, D. C. Bignonia Suaveolens, *Roxb.* **পীতপুষ্পা পাটলা**—Bignonia Chelonoides, S *Willd.* Chelonoides. **সিতপুষ্পা পাটলা, কাষ্ঠপাটলা, মুষ্ককম্**—Schrebera Swietenioides, *Roxb.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—'তাম্রপুষ্পায়াঃ'—'ব্যবহারজ্ঞাপিকা'—"অম্বুবাসিনী; 'পরিচয়জ্ঞাপিকা—"বসন্তদূতী," "কালবৃন্তিকা," "স্থিরগন্ধা," "অলিবল্লভা"। 'মুষ্ককস্য'—"ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ"। পাটলাঽপি রসে তিক্তা গুরূষ্ণা পবনাস্রজিৎ। পিত্তহিক্কাবমিশোফকফারোচকনাশনী। 'পাটলাযুগলং হৃদ্যং সুগন্ধং কফবাতজিৎ।' পাটলায়া গুণস্তদ্বৎ কিঞ্চিন্মারুতকোপজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ পাটলী তু রসে তিক্তা কটূষ্ণা কফবাতজিৎ। শোফাঽধ্মানবমিশ্বাসশমনী সন্নিপাতনুৎ। 'সিতপাটলিকা' তিক্তা গুরুষ্ণা বাতদোষজিৎ। বমিহিক্কাকফঘ্নী চ শ্রমশোষাপহারিকা। রাজনিঘণ্টুঃ॥ পাটলা তুবরা তিক্তাঽনুষ্ণা দোষত্রয়াপহা। অরুচিশ্বাসশোথাস্রচ্ছর্দিহিক্কাতৃষাহরী। 'পুষ্পং' কষায়ং মধুরং

हिमं हृद्यं कफास्रनुत्। पित्तातिसारहृत् कण्ठ्यं फलं हिक्कास्रपित्तहृत्।" भावप्रकाशः॥ पाटला कफवातघ्नी। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—व्रणप्रच्छादनार्थं पाटलीपत्रम्—"* पाटल्याः *। व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राणि * चादिशेत्" (चि: १२ अ:)। चरकः॥ 'मूत्राघाते' पाटलीक्षारः—"क्षारः पीतोऽथवा मूत्रेण शर्करानाशनः परः। पाटली कदलीनाम्" (चि: ७ अः)। (२) 'हिक्कायां' पाटलाफलपुष्पे—"पाटलायाः फलं पुष्पं *। (चत्वारो यूषयोगास्तेषु: प्रतिपादप्रदर्शिताः) मधुविलीया कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता।" (उ: ५० अ:)। (३) 'मूत्राघाते' पाटलाक्षारः—"पाटलाक्षारमाहृत्य सप्तकृत्वः परिस्रुतम्। पिबेत्म्‌ त्रविकारघ्नं संसृष्टं तैलमात्रया" (उ: ५८ अ:)। सुश्रुतः॥ 'दग्धव्रणे पाटलामूलत्वक्—"सिद्धं कल्ककषायाभ्यां पाटल्याः कटुतैलकम्। दग्धव्रणरुजास्रावदाहविस्फोटनाशनम्।" (नाड़ीव्रण—चि:)। चक्रदत्तः॥ 'अम्लपित्ते' पाटलात्वक्—"पटोलपाटलाक्वाथो धान्यनागरकान्वितः। जलेन हितकः प्रोक्तस्त्वम्लपित्तनिवारणः"। (चि: २५ अ:)। हारीतः।

অন্বর্থ সংজ্ঞা।—তাম্রপুষ্প পাটলার—ব্যবহারজ্ঞাপিকা—"অম্বুবাসিনী"; পরিচয়জ্ঞাপিকা—"বসন্তদূতী," "কালবৃন্তিকা," "স্থিরগন্ধা" "অলিবল্লভা"। মুষ্ককের—"ক্ষারশ্রেষ্ঠ"। পাটলার ভাষানাম—বাঃ—পারুল। হিঃ—পাডরি, পাঢ়ল। মঃ—রক্তপাডঠঠ। গুঃ—রাতাফুলনা, পাড়ল। কঃ—হাদরী। তৈঃ—কলগৌর। তাঃ—পড়ি। উঃ—পাটুড়ি। তাম্রপুষ্পী ও পীতপুষ্পী পাটলার ভাষানামে পার্থক্য নাই। সিতাপাটলার ভাষানাম—বাঃ—ঘণ্টাপারুল। হিঃ—সফেদপাডর, কাঠপাডর। গুঃ—ধোলপাড়ল, কাঙ্কচ। কঃ—বিলিয়হাদরী। তৈঃ—কোমিনমু চেটু।

পাটলার ভেদ—ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই গুড়ূচ্যাদিবর্গে পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) এবং সিতা পাটলার (কাষ্ঠপাটলা) ও আম্রাদিবর্গে মুষ্ককের গুণপর্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয়েরই মতে মুষ্কক "দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ।" নিঘণ্টুদ্বয়ে কাষ্ঠপাটলার পর্যায়ে মুষ্ককশব্দ পঠিত হয় নাই, নরহরি মুষ্ককের পর্যায়ে পাটলি নাম কল্পিত করিয়াছেন। ভাবমিশ্র মুষ্কক ঘণ্টাপাটলি ... পর্যায়ে—পরাজ্যাক্ষকাষ্ঠা

সিতা। মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা”। কাষ্ঠপাটলার পর্য্যায়েই মুষ্কক শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ভাবমিশ্রের মতে শ্বেতপুষ্প পাটলাই মুষ্কক অর্থাৎ ঘণ্টাপারুল। নিঘণ্টুতে দেখি, পাটলা বসন্তদূতী এবং পাটলী মুষ্কক, ভাবমিশ্র পাটলার পর্য্যায়েই পাটলী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। **বিশ্বামিত্র** বলেন মুষ্কক বহুবিধ—“শ্বেতপুষ্পঃ কালপুষ্পো রক্তপুষ্প স্তথৈবচ। পীতপুষ্পো বরস্তেষু কালপুষ্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ”। (ভানুমতী সূঃ ১১ অঃ)। ভাবমিশ্রের উক্তি উপলক্ষণমাত্র অতএব পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) ও রক্তপুষ্প মুষ্কক, সিতা পাটলা ও শ্বেতপুষ্প মুষ্কক, পীতপুষ্প পাটলা ও পীতমুষ্কক স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুশ্রুত, ক্ষারপাকবিধি উপদেশকালে অসিতমুষ্ককেরই ক্ষারকার্য্যোপযোগিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নিঘণ্টুদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণ মুষ্কক নির্বিশেষে “ক্ষারশ্রেষ্ঠ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাটলা শব্দে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প পাটলাই ব্যবহার করেন, দেশান্তরে পাটলা শব্দে রক্ত ও পীতপুষ্প দ্বিবিধ পাটলাই ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা প্রবন্ধের শিরোনাম, কেবল পাটলার পরিবর্ত্তে তাম্রপীতপাটলা লিখিয়াছি। এবং ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। বঙ্গে পীতপুষ্পাপেক্ষা রক্তপুষ্পপাটলা সুলভতর। ঘণ্টাপারুল শব্দে বঙ্গে শ্বেতপুষ্পপাটলা গৃহীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপুষ্পমুষ্কক গিরিসানুজ বৃক্ষ, ইহা নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমিতে জন্মে না।

রূপ—পাটলা উচ্চবৃক্ষ। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। দীর্ঘ পত্রবৃন্তে ২ জোড়া বা ৪ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটী অযুগ্মপত্র আছে। প্রথম জোড়া এবং অগ্রস্থিত অযুগপত্র অন্যাপেক্ষা বৃহত্তর, পত্রবৃন্তমূল স্ফীত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম নহে। তরুণাবস্থায় পত্রের পৃষ্ঠোদর যেন গুল্ললেপাবৃত, পরিণতাবস্থায় কর্কশ। ইহা গ্রীষ্মে পুষ্পিত হয়। অচিরপ্রবৃদ্ধ গ্রীষ্মবর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন;—“পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ”। **পুষ্প**—সশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত, পাটল অর্থাৎ শ্বেতাভরক্তবর্ণ, মিলিতদল, অতি সুগন্ধি। **কুণ্ড**—ঘণ্টাকৃতি রোমাম্বিত, কুণ্ডাগ্র চতুর্ধা চিরিত। **পীতপুষ্পপাটলার** বিশিষ্টত্ব এই—ইহার পত্র ৪ জোড়ার কম হয় না, ইহারও অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকে। পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিত খণ্ডিত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, **শিম্বি**—ক্ষীণ, দীর্ঘ ও আবর্ত্তিত। **শ্বেতপুষ্প পাটলা** অর্থাৎ ঘণ্টাপারুলের বৃক্ষ প্রায় উপত্যকায় জন্মিয়া থাকে। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। **পত্র**—৩।৪ জোড়া, অগ্রে অযুগ্মপত্র আছে, প্রথম জোড়া বৃহত্তর ও চৌড়া, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ জোড়া ক্রমশঃ অপ্রশস্ত, সমস্ত পত্রেরই প্রান্ত অখণ্ড, অগ্রদেশ সূক্ষ্ম এবং পৃষ্ঠোদর মসৃণ। **পুষ্প**—ক্ষুদ্রতর, তাম্রাভশ্বেতবর্ণ, রজনীতে সুগন্ধি, উত্তানাকৃতি, মিলিতদল, স্রকণ্টা চোঙ্গার মত।

[illegible] কাষ্ঠ [illegible]

বৈদ্যকে পাটলার ব্যবহার।

চরক—ব্রণাচ্ছাদনার্থে পাটলাপত্র—পাটলাপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—শর্করারোগে** পাটলাক্ষার—যথাবিধি প্রস্তুত পাটলাক্ষার ছাগীমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা পরম শর্করাহর। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **হিক্কায়** পাটলাপুষ্প ও ফল—কোন কলায়ের সহিত পারুলের পুষ্প ও ফলেরযূষ পাক করিয়া মধুযোগে পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। উঃ ৫৩ অঃ)। (৩) **মূত্রাঘাতে** পাটলাক্ষার—সপ্তধা পরিস্রুত পাটলাক্ষারোদক তিলতৈলযোগে পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫৮ অঃ)। **চক্রদত্ত—দগ্ধব্রণে** পাটলামূলত্বক্—পারুলের মূলত্বকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিধি পক্ব সার্ষপতৈল লেপন করিলে দগ্ধব্রণের রোপণ হয়। (নাড়ীব্রণ—চিঃ)। **হারীত—অম্লপিত্তে** পাটলাত্বক্—পটোল ও পারুল ছালের ক্বাথ, ধনে ও শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়। (চিঃ ২৫ অঃ)।

বক্তব্য—পাটলা বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্যতম। চরক, শোথহর, প্রজাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে পাটলা পাঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পারুলফুল নিক্ষেপ করিয়া পানীয়জল সুরভীকৃত হইত, অতএব পাটলার নাম "অম্বুবাসিনী"।

Constituents.—The flowers contain albuminous, saccharine and mucilaginous matters and wax. **Actions and uses.**—Refrigerant and diuretic; used in dyspepsia, fever, cough, dropsy, &c. The flowers with honey stop troublesome hiccough. (R. N. Khory, Part II., p. 460).

নব্যমত—পাটলা শীত, শ্রমহর, মূত্রকর। ইহা গ্রহণী, জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পারুলের পুষ্প মধুর সহিত পেষণপূর্ব্বক লেহন করিলে কষ্টপ্রদ হিক্কা প্রশমিত হয়। (আর, এন্ ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৬ পৃঃ)

তাল—তালঃ।

तालः, तृणराजः—Borassus Flabelliformis.

अन्वर्थसंज्ञा—"दीर्घस्कन्धः," "चिरायुः," "दीर्घपत्रः," "दृढ़च्छदः" "लेख्य-पत्रः," "मधुररस," "आसवद्रुः"। 'फलं' स्वादु रसे पाके तालजं गुरु पित्तजित्। 'तद्बीजं' स्वादु पाकेतु 'मूलं' स्याद्रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तालस्य मधुरः शीतपित्तदाहश्रमापहः। स्वरस्य कफपित्तघ्नो मदकृद्दाहशोषनुत्।

রাজনিঘণ্টুঃ। পক্বং তালফলং পিত্তরক্তশ্লেষবিবর্দ্ধনম্। দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দশুক্রদম্। 'তালমজ্জা, তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ। শ্লেষলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ। তালজং তরুণং 'তোয়' মতীবমদকৃন্মতম্। অম্লীভূতং যদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষহৃৎ। ভাবপ্রকাশঃ॥ বাতঘ্নো বৃংহণো বল্যঃ ক্রিমিঘ্নো কুষ্ঠনাশনঃ। রক্তপিত্তহরঃ স্বাদু স্তালঃ সপ্তগুণান্বিতঃ। 'তালশস্যন্তু' মধুরং মূত্রলং বাতপিত্তজিৎ। তালাস্থি'মজ্জা' মধুরা মূত্রলা শীতলা গুরুঃ। কফক্রিমিহরা বৃথা বাতলা দুর্জ্জরা মতা। রাজবল্লভঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রে চ' তালশস্যম্—"* তালশস্যৈস্তথা শৃতম্। ঘৃতং পয়শ্চ মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্র এব চ"। (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ॥ 'মূত্রাঘাতে' তরুণতালমূলম্—"পিষ্টাঽথবা সুশীতেন শালিতণ্ডুলবারিণা তালস্য তরুণংমূলং *"। (উঃ ৫৮ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ 'উন্মাদে' তালশাখাভবো রসঃ—"উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ। রসঃ *"। (উন্মাদ—চিঃ)। (২) 'প্লীহোদরে' তাল পুষ্পভবঃ ক্ষারঃ—"তালপুষ্পভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ"। (প্লীহ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ। 'সুখপ্রসবার্থং' তালমূলম্—"তালস্য চোত্তরং মূলং স্ত্রীপ্রমাণেন তন্তুনা। বদ্ধা কট্যাঞ্চ নিয়তং সুখং নারী প্রসূয়তে"। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

তালের ভাষানাম—বাঃ—তালগাছ। হিঃ—তাড়। মঃ—তাড়। গুঃ—তাড। তাঃ—পনম। ফাঃ—তাল। অঃ—তার। অন্বর্থসংজ্ঞা—"দীর্ঘস্কন্ধ," "চিরায়ু," "দীর্ঘপত্র," "দৃঢ়চ্ছদ," "লেখ্যপত্র," "মধুররস," "আসবদ্রু। ঔষধার্থ ব্যবহার—মোচ, ফল, মূল, তালমস্তক (মেতি)। মাত্রা—মোচক্ষার ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে তালের ব্যবহার।

চরক—মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রে তালশস্য—কাঁচাতাল ফলের শস্যের (তালশাঁস) কল্কদ্বারা পক্বঘৃত কিম্বা ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ব তালশস্যের ক্বাথ, কাসরোগীর মূত্রের বৈবর্ণ্য ও কৃচ্ছ্রে পেয়। (চিঃ ২২ অঃ)। সুশ্রুত—মূত্রাঘাতে তরুণতালমূল—শীতলজল কিম্বা শালিতণ্ডুলোদকসহ তরুণ তালবৃক্ষের মূল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। উঃ ৫৮ অঃ)। চক্রদত্ত—উন্মাদে তালশাখারস

৪০

—উন্মাদরোগী তালশাখজ (তালশাঁড়ার) রস মধুসহ বা কেবল পান করিবে। (উন্মাদ—চিঃ)। (২) **প্লীহোদরে** তালপুষ্পভবক্ষার—তালজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পুরাণগুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা প্লীহবিবৃদ্ধিতে হিতকর। (উদর—চিঃ)। **বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ** তালমূল—তালবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল স্ত্রীশরীরসমদীর্ঘ সূত্রদ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—নিঘণ্টুদ্বয়ে তাল, শ্রীতাল, হিন্তাল ও মাড় এই চতুর্বিধ তালভেদের উল্লেখ আছে। শ্রীতালাদির অন্বর্থসংজ্ঞা ও গুণ উদ্ধৃত হইতেছে—**শ্রীতাল**—"মধুতাল," "মৃদুচ্ছদ," "বিশালপত্র," "শিরলিপত্রক," "লেখার্হ"। গুণ—শ্রীতালো মধুরোঽত্যন্তমীষচ্চৈব কষায়কঃ। পিত্তজিৎ কফকারী চ বাতমীষৎ প্রকোপয়েৎ॥ **হিন্তাল**—"স্থূলতাল," "কল্কপত্র," "বৃহদ্দল," 'বহুকণ্টক," "শিরাপত্র," "অম্লসার"। গুণ—হিন্তালো মধুরাম্লশ্চ কফকৃৎপিত্তদাহনুৎ। শ্রমতৃষ্ণাপহারীচ শিশিরো বাতদোষনুৎ॥ **মাড়**—"বিতানক," "মত্তদ্রুম," "মোহকারী"। গুণ—**মাড়ুস্তু** শিশিরো রুক্ষ্যঃ কষায়ঃ পিত্তদাহকৃৎ। তৃষ্ণাপহো মরুৎকারী শ্রমহৃৎ শ্লেষ্মকারকঃ॥ তালের মেতি, তালের রস, পক্ক তালের শাঁস, তালআঁটীর শাঁস, তালের মিছরি উত্তম খাদ্যৌষধ।

Contituents.—Gum, like tragaconth, fat, albuminoid. **Actions and uses.**—Demulcent, refrigerant and diuretic ; the root is cooling and restorative ; the juice is cooling and diuretic when fresh ; the pulp obtained from the unripe fruit is diuretic and demulcent, and nutritive ; given in gonorrhœa, leucorrhœa, &c., the tody when fermented is converted into Tada-no-daru (Arrak), a country drink. It is used as diuretic in gonorrhœa. The terminal bud of the tree and embryo of the germinating seed are used as vegetable and are nutritive and diuretic. The ash of the spathe is used by the natives in the treatment of enlarged spleen. (R. N. Khory, Part II., 622).

নব্যমত—তাল শীত, শ্রমহর ও মূত্রকর। তালমূল শীতল ও বলপ্রদ। তালরস টাট্‌কা থাকিতে পান করিলে, শীতল ও মূত্রকর। পর্য্যুষিত ও উদ্রিক্ত তালরস (তাড়ি) "গণোরিয়া" রোগে মূত্রকরহেতু পেয়। তালশাঁস মূত্রকর, শীত, পোষক, ইহা "গণোরিয়া," প্রদর প্রভৃতি রোগে সেব্য। তালের মেতি এবং তাল আঁটীর শাঁস পুষ্টিকর ও মূত্রল। তালজটাক্ষার দেশীয় লোকে প্লীহবিবৃদ্ধিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬২২ পৃঃ)।

তালীসক—তালীসকম্।

তালীসকম্, তালীসম্—Abies Webbiana, *Lindl.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—"আমলকীপত্রম্," "পত্রাঢ্যম্." "শুকোদরম্," "ঘনচ্ছদম্," "মুখরোগহরম্," "হৃদ্যম্"। তালীসং শ্বাসকাসঘ্নং দীপনং শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। মুখরোগহরং হৃদ্যং সুপত্রং পত্রসংজ্ঞকম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ॥ তালীসপত্রং তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতনুৎ। কাসহিক্কাক্ষয়শ্বাসচ্ছর্দিদোষবিনাশকৃৎ। রাজনিঘণ্টুঃ। তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্। নিহন্ত্য রুচিগুল্মামবহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্। ভাবপ্রকাশঃ॥ তালীসপত্রং মধুরং তিক্তোষ্ণং লঘু স্মৃতম্। তীক্ষ্ণং স্বর্য্যঞ্চ হৃদ্যঞ্চ অগ্নিদীপ্তিকরং মতম্। শ্বাসং কফং বাতং ক্ষয়গুল্মারুচীস্তথা। রক্তদোষং বমিশ্বামমগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ। মুখরোগঞ্চ পিত্তঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ॥

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'অরোচকে' তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণবটকাঃ সকর্পূরসিতোপলাঃ। রুচিকরা শ্রেষ্ঠম্"। (চিঃ ৫ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ। 'রক্তপিত্তে তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ। কফপিত্ততমকশ্বাসস্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

তালীসপত্রের ভাষানাম—বাঃ—তালীসপত্র। হিঃ—লঘুতালীসপত্র। কঃ—তালীসপত্র। তৈঃ—তালীসপত্র। ওঃ—তালীসপত্রী। গুঃ—তালীসপত্র। বম্—তাম্বঠ। দ্রাঃ—পনিঅল ফাঃ—জার্নব্। অঃ—তালীসফর। অন্বর্থসংজ্ঞা—"আমলকীপত্র," "পত্রাঢ্য," "শুকোদর," "মুখরোগহর," "হৃদ্য"।

বর্ণন—তালীসবৃক্ষ অত্যুচ্চ হয়। ইহা চিরহরিৎ কদাপি পত্রবিবর্জ্জিত হয় না। পাঞ্জাবের অন্তর্গত সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ হইতে ভুটান পর্য্যন্ত ব্যাপী হিমগিরির প্রত্যন্তপ্রদেশে তালীসপত্রের বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ব্রাণ্ডিস্ সাহেব-বলেন ঝিলম্ নদীতীরস্থ প্রদেশের লোকে তালীসের ক্ষুদ্র শাখা ও পত্র শীতকালে গোমেষাদির ভক্ষণার্থ রক্ষা করে। ইহার পত্র কল্কেফুলের (পীতকরবীর) পত্রাপেক্ষা সরু, লম্বা, শাখার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া থাকে। পত্রের পৃষ্ঠ, বৃন্ত হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী রেখাকৃতি আলিদ্বারা বিভক্ত, পত্রোদর বার্ণিশ করার মত চিক্কণ। পত্রপ্রান্ত সঙ্কুচিত। পত্রোদর উজ্জ্বল, শাখাগাত্রে পত্রবৃন্তমূল ভুমিআমলকী

বা সিদ্ধিবীজের মত ছোট ছোট ফল আছে। স্বাদ অতি তিক্ত। ক্ষুদ্রশাখাসহ শুষ্কপত্রের ঘ্রাণ প্রায় রেউচিনির মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র বা ক্ষুদ্রশাখাগ্রসমন্বিত পত্র। **মাত্রা**—¼—½ আনা।

বৈদ্যকে তালিসপত্রের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অরোচকে তালীসপত্র—মিছরির রস প্রস্তুত তালীসপত্রচূর্ণের বটক প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধিকরণার্থ কিঞ্চিৎ কর্পূর যোগ করিবে। এই বটক রুচিকারী। (চিঃ ৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** তালীসপত্র—বাসকপত্রের রস তালীসপত্র-চূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, স্বরভেদাদির পক্ষে হিতকর। (রক্ত-পিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—তালীসের লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাকে ডিমক্ Taxus Baccata, রয়লী Rhododendron Lepidotum, এন্সলি Flacourtia Cataphracta, মুদেন্ সেরিফ্ Cinnamomum Tamala এবং ডাঃ উদয়চাঁদ Abeis Webbiana বলেন। কিন্তু বঙ্গের কবিরাজগণ যাহা তালীসপত্র নামে ব্যবহার করেন তাহা Abeis Webbianaর ক্ষুদ্রশাখা ও পত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। চারক "দশেমানি"তে তালীসের উল্লেখ নাই। সুশ্রুত, শিরোবিরেচন বর্গে তালীস পাঠ করিয়াছেন। "তালীসাদীনামর্জ্জকান্তানাং পত্রাণি" (সুঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে তালীসপত্রেরই শিরোবিরেচকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। "তালীসাদ্যচূর্ণ," "ভাস্করলবণ," "শৃঙ্গারাভ্র" প্রভৃতি ঔষধে তালীসপত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নব্যেরা বলেন তালীসপত্র অতি মাত্রায় সেবিত হইলে বিষক্রিয়া করে।

Actions and uses.—Antispasmodic given in asthma, hæmoptysis, epilepsy and other spasmodic affections. (R. N. Khory, Part II., p, 584).

নব্যমত—তালীসপত্র আক্ষেপ নিবারক। ইহা শ্বাস, রক্তপিত্ত, অপস্মার, এবং অন্যান্য আক্ষেপমূলক পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫৮৪ পৃঃ)।

তিন্তিড়ী ও বৃক্ষাম্ল—তিন্তিড়ীবৃক্ষাম্ল।

তিন্তিড়ী, অম্লিকা, চিঞ্চা—Tamarindus Indica, *Linn.* **বৃক্ষাম্লম্**—Garcinia Purpurea, *Roxb.*

অন্বর্থসংজ্ঞা বৃক্ষাম্লস্য—"মাকাম্ল," "চুড়াম্ল," "ফলাম্ল," "অম্লবীজ"।

अम्लिकायाः 'फल'ञ्चाम्ल मत्यन्तं पित्तकृल्लघु। रक्तकृद्वातशमनं वस्तिशुद्धिकरं परं। 'पक्वन्तु' मधुराम्लञ्च भेदि विष्टम्भि वातजित्। 'त्वग् भस्म' स्यात् कषायोष्णं कफघ्नन्त्वनिलापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। चिञ्चाऽत्यम्ला भवे'दामा' 'पक्वा' तु मधुराम्लिका। वातघ्नी पित्तदाहास्रकफदोषप्रकोपनी। अम्लिकायाः फलं त्वाममत्यम्लं लघु पित्तकृत्। 'पक्वन्तु' मधुराम्लं स्याद्भेदि विष्टम्भवातजित्। 'पक्वचिञ्चाफलरसो' मधुराम्लो रुचिप्रदः। शोफपाककरो लेपाद् व्रणदोषविनाशनः। 'चिञ्चापत्रञ्च' शोफघ्नं रक्तदोषव्यथापहम्। तस्यशुष्क'त्वचाचारं' शूलमन्दाग्निनाशनः। राजनिघण्टुः। तिन्तिड़ीकं (वृक्षाम्लं) च वातघ्नं ग्राह्युष्णं रुचिकृल्लघु। धन्वन्तरिः॥ वृक्षाम्लमम्लं कटुकं कषायं। सोष्णं कफार्शोघ्नमुदीरयन्ति। तृष्णा समीरोदरहृद्गदादि।—गुल्मातिसारव्रणदोषनाशि। राजनिघण्टुः॥ 'वृक्षाम्ल माम'मम्लोष्णं वातघ्नं कफपित्तलं। 'पक्वन्तु' गुरु संग्राहि कटुकं तुवरं लघु। अम्लोष्णं रोचनं दीपनं कफवातकृत्। तृष्णार्शोग्रहणीगुल्मशूलहृद्रोगजन्तुजित्। भावप्रकाशः॥ अम्लिकाम्ला गुर्वातहरी पित्तकफास्रकृत्। 'पक्वा' तु दीपनी रुच्या सरोष्णा कफवातनुत्। भावप्रकाशः॥ 'वृक्षाम्ल' ग्राहि रुच्योष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते। 'अम्लिकायाः' फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणैः। चरकः। (सूः २७ अः)। चिञ्चा'पुष्पन्तु' तुवरं स्वाद्वम्लञ्च रुचिप्रदम्। विशदं चाग्निजनकं लघुवातकफापहम्। प्रमेहघ्नं समुद्दिष्टं 'पर्णं' शोथहरं मतम्। चिञ्चातु 'नूतना वातकफस्य कारिणी मता। सा 'वार्षिकी' वातपित्तनाशिनी परिकीर्त्तिता। निघण्टुरत्नाकरः।

বৈদ্যকে ব্যবহারঃ—'শোথে' তিন্তিড়ীপত্রম্—"সংস্বেদনক্রিয়া কার্য্যা সা কার্য্যা চ পুনঃ পুনঃ। * অথবা তিন্তিড়ীচ্ছদৈঃ"। (চিঃ ২৬ অঃ)। হারীতঃ। 'অরোচকে' অম্লিকা—"অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্। অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্"। (অরোচক—চিঃ)। (২) 'মসূরিকায়াং চিঞ্চাচ্ছদঃ—"নিশাচিঞ্চাচ্ছদৈ শীতবারিপীতৈ তথৈব তু। (মসূরিকা—চিঃ)। (৩) 'নবে প্রতিশ্যায়ে' চিঞ্চাপত্রম্—নবে প্রতিশ্যায়ে। শস্তো যূষশ্চিঞ্চাদলোদ্ভবঃ। ততঃ পক্বং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ"। (নাসারোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ। 'গুল্মে' চিঞ্চাক্ষারঃ—"পলাশবজ্রিশিখরীচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জিকা

ষীতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। এতে গুল্মহরাঃ ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ”। (গুল্ম—চিঃ)। (২) ‘অস্থিভগ্নে’ অম্লিকা—“অম্লিকাফলকল্কৈঃ সৌবীর-তৈলমিশ্রিতৈঃ স্বেদাৎ। ভগ্নাভিহতরুজাঘ্নৈঃ *”। (ভগ্ন—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ। ‘বাতব্যাধৌ’ তিন্তিড়ীপত্রম্—“তিন্তিড়ীকদলৈঃ স্বিন্নং নালমণ্ডিকয়া সহ। পিষ্ট্বা সুখোষ্ণমালেপং দদ্যাদ্বাতরুজাপহম্”। (বাতব্যাধি—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

তিন্তিড়ীর ভাষানাম—বাঃ—তেঁতুলগাছ। হিঃ—ইমলী। মঃ—চিঞ্চ। গুঃ—আম্বলী। কঃ—হুনিসে, হুণিসেহন্নু, হুনিসিনয়লে। তৈঃ—চিন্তাচেট্টু, চিণ্ট। উঃ—কংআং। তাঃ—পুঠ্‌ঠি। বম্—টিন্‌টজ্। অঃ—তমরহিন্দী। **বৃক্ষাম্লের ভাষানাম**—হিঃ—বিষাম্বিল, ততড়ীক। মঃ—আমসোল। গুঃ—কোকন। কঃ—তিন্তিড়ীক। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, ফল, ত্বকক্ষার। **মাত্রা**—পত্রকাথ, ৫—১০ তোলা। ত্বকক্ষার—½—২ আনা।

বর্ণন—তেঁতুলগাছ সর্ব্বজনপরিচিত। বৃক্ষাম্ল ও তিন্তিড়ী পৃথক্। বৈদ্যকে ইহাদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। বৃক্ষাম্লের পর্য্যায়ে তিন্তিড়ী পঠিত হইলেও তিন্তিড়ীর পর্য্যায়ে বৃক্ষাম্ল শব্দ পঠিত হয় নাই। **বৃক্ষাম্লের বৃক্ষ** উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিষাম্বিলবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অতি শোভনদর্শন। পত্র দীর্ঘ ও চিক্কণ। ইহা বসন্তে ফলিত হয়। ফল লেবুর মত। ইহার বৃক্ষাম্ল নাম সর্ব্বথা অন্বর্থ—যেহেতু ইহা “শাকাম্ল,” “চুড়াম্ল,” “ফলাম্ল” ও “অম্লবীজ”।

বৈদ্যকে তিন্তিড়ীর ব্যবহার।

হারীত—শোথে তিন্তিড়ীপত্র—তিন্তিড়ীপত্রসিদ্ধ অত্যুষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া কিম্বা পিষ্ট তিন্তিড়ীপত্রের উষ্ণপিণ্ডদ্বারা শোথে স্বেদ দিবে (চিঃ ২৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—অরোচকে** তেঁতুল—পাকা তেঁতুলের সরবৎ গুড়যোগে, মধু এবং দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ দ্বারা সুগন্ধি করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তচ্ছন্দ নাম অরোচক প্রশমিত হয়। (অরোচক—চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** তিন্তিড়ীপত্র—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বসন্তের পক্ষে হিতকর। (মসূরিকা—চিঃ)। (৩) **নবপ্রতিশ্যায়ে** তিন্তিড়ীপত্র—নূতন কফরোগে তেঁতুল-পাতার যূষপান প্রশস্ত। পরে কফ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে নস্যদ্বারা শীর্ষবিরেচন করাইবে। (নাসারোগ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—গুল্মে** ক্ষারক্ষার—তিন্তিড়ী বৃক্ষের কাণ্ডের

স্বয়ংশুষ্ক ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যোগ্যমাত্রায় সেবন করিবে, ইহা গুল্ম ও অজীর্ণে প্রশস্ত। (গুল্ম—চিঃ)। (২) **অস্থিভগ্নে** বা অভিহতে চিঞ্চাফল—কাঁচা তেঁতুল কাঁজি ও তিলতৈলযোগে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আঘাত পাইয়া কোন অঙ্গে বেদনা হইলে কিম্বা সন্ধির অস্থিচ্যুতি ঘটলে, এই প্রলেপ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভগ্ন—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** তিন্তিড়ীপত্র—তাড়িতে (উদ্রিক্ত তালরসে) তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহার ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বাতরক্তাহর। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

Constituents.—The pulp contains tartaric 5 p. c., citric 4 p. c., malic and acetic acids, bitartrate of potassium, sugar, gum and pectin, the seed's testa contains tannin, a fixed oil and insoluble matter.

Actions and uses.—Pulp antiscorbutic, refrigerant and laxative; used in fever to quench thirst, in sun-stroke and in bilious vomiting. As an aperient, it is given in habitual constipation. The pulp and the leaves made hot are applied locally to inflammatory swellings. A gargle of it is given in aphthous sores, and for the relief of sore-throat. The seeds are given in dysentery. The ash obtained from the suber is used as an alkaline medicine in acidity of urine and in gonorrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 231).

নব্যমত—পাকাতেঁতুলের **শাঁস** "স্কার্ভি"রোগ প্রতিষেধক, শ্রমহর এবং মৃদু-রেচক। ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, অংশুঘাত (সর্দ্দিগর্ম্মি) এবং পিত্তপ্রধান বমনে ব্যবহৃত হয়। রেচক হেতু, ইহা চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধরোগে হিতকর। কোন অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্ফীত হইলে, কাঁচাতেঁতুল ও তেঁতুল**পাতা** পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্ফীত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। ইহার কবল মুখক্ষতে হিতকর। তেঁতুল**বীজ** আম বা রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। স্বয়ংশুষ্ক তেঁতুলছালের **ক্ষার** মূত্রের কটুত্বে এবং "গণোরিয়া রোগে সেব্য। (আর্, এন্, ক্ষোরি—২য় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ)। পুরাণ তেঁতুলবীজশস্য কোষ্ঠবদ্ধরোগীর পক্ষে উপকারী। (ওয়াট্)।

তিন্দুক ও বিষতিন্দুক—তিন্দুকবিষতিন্দুকী।

তিন্দুকম্—Diospyros Embryopteris, *Pers.* **বিষতিন্দুকম্, কারস্কর:**—Strychnos Nux-vomica, *Linn.*

অন্বর্থসংজ্ঞা—'কারস্করস্য'—"বিষদ্রুমঃ," "রম্যফলঃ," "কালকূটকঃ"।

'तिन्दुकस्य'—"नीलसार," "कालस्कन्ध:"। 'आमं' कषायं संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्। विपाके गुरु: 'सम्पक्क" मधुरं कफपित्तजित्। धन्वन्तरीय-निघण्टु:॥ 'तिन्दुकस्तु' कषाय: स्यात् संग्राही वातकृत् पर:। 'पक्कन्तु' मधुर: स्निग्धो दुर्ज्जर: श्लेष्मलो गुरु:। 'कारस्कर:' कटूष्णश्च तिक्त: कुष्ठविनाशन:। वातामयास्रकण्डूतिकफामार्शोविषापह:। राजनिघण्टु:। 'स्यादामं' तिन्दुकं ग्राहि वातलं शीतलं लघु। 'पक्क" पित्तप्रमेहास्रश्लेष्मघ्नं मधुरं गुरु। 'कुपीलु' (विषतिन्दुकम्) शीतलं तिक्तं वातलं मदकृल्लघु। परं व्यथाहरं ग्राहि कफ-पित्तास्रनाशनम्। भावप्रकाश:। 'विषतिन्दु'र्हिमस्तिक्त: कफवातविषापह:। कारस्कारो मदकर स्तुवरो ग्राहक: स्मृत:। कटस्तिक्तो लघुश्चोष्ण: कुष्ठरक्त-विकारहा। कण्डूं कफं वातरोगं व्रणञ्चार्शोज्वरं जयेत्। निघण्टुरत्नाकर:॥

वैद्यके व्यवहार:—'गात्रसवर्णकरत्वे' तिन्दुकम्—"लेप: सवर्णकृत् पिष्टं खर-सेन च तिन्दुकम्" (उ: ३२ अ:)। वाग्भट:॥ 'अतिसारे' तिन्दुकम्—"तिन्दुकत्वचमाहृत्य काश्मरीपत्रवेष्टितम्। मृदा विलिप्य विधिवद्दहेत्सम्यगग्निना भिषक्। रसं गृहीत्वा सक्षौद्रं सर्व्वातिसारनाशनम्"। (चि: २ अ:)। हारीत:। 'अग्निदग्धे' तिन्दुकम्—"तिन्दुकस्य कषायैर्व्वा घृतमिश्रै: प्रलेपयेत्। सर्व्वेषामग्निदग्धाना मेतद्रोपणमुत्तमम्" (आगन्तुव्रण—चि:)। भावप्रकाश:॥ 'शिशोर्हिक्कासु' तिन्दुकपुष्पफले—"जम्बूकतिन्दुकानाञ्च पुष्पाणि च फलानि च। घृतेन मधुना लीढ्वा मुच्यते हिक्कया शिशु:"। (बालरोग—चि:)। वङ्गसेन:।

অন্বর্থ সংজ্ঞা—বিষতিন্দুক অর্থাৎ **কারস্করের**—"বিষদ্রুম," "রম্যফল," "কালকূটক"। **তিন্দুকের**—"নীলসার," "কালস্কন্ধ"।

তিন্দুকের ভাষানাম—বাঃ—গাবগাছ। কোঃ—গেঁদু। **তিঃ—তঁদু**। মঃ—টেম্ভুর্ণি আপন। গুঃ—টিম্বরবো। কঃ—রুম্বুরু। তৈঃ—তমিক্। তাঃ—তম্বিক। ফাঃ—অব্নুস্ঝাড়্। ইং—ইবনি। **বিষতিন্দুকের**—বাঃ—কুঁচ্লে। **হিঃ—কুচলা**। মঃ—কাজরা, কারস্কার, কুচলা। গুঃ—ঝেরকোচলাং। কঃ—কাঞ্জিবার। তৈঃ—মুংষ্টিগিঞ্জা। ফাঃ—ইফ্রাকী। অঃ—তাতিলুল্ কল্ব ফলুজ্মালী। ইং—পয়্জন্ নাট্।

বর্ণন—তিন্দুক নাত্যুচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ কাণ্ডত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। **পত্র**—দৃঢ়, হ্রস্ববৃন্ত, উজ্জ্বল, সূক্ষ্মাগ্র, নবীনাবস্থায় কোমল ও লোহিতবর্ণ। পুংপুষ্পধারী **পুষ্পদণ্ড**

—কাক্ষিক, আনত এবং শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র ৩।৪টী বা এতদধিক **পুষ্প** ধারণ করে। উভয়লিঙ্গ পুষ্পধারী, পুষ্পদণ্ড একটীমাত্র বৃহত্তর শ্বেতপুষ্প বহন করে। **ফল**—লড্ডুকাকৃতি, অপক্কাবস্থায় ফলগাত্র ইষ্টকচূর্ণবৎ পদার্থে আবৃতহেতু রঞ্জিত দেখায়। পক্কফল পীতবর্ণ, অপক্কফলের স্বাদ অত্যন্ত কষায়, পক্কফল মধুর। অপক্ক গাবফলের রসে নৌকার তলদেশ এবং মাছধরা জাল রঙ্ করে। ফলরস আঠাল।

বিষতিন্দুকের নাত্যুচ্চবৃক্ষ এদেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার **কাণ্ড,** খর্ব্ব, প্রায়ই বক্র, কিন্তু বেশ স্থূল। কাণ্ড ও শাখার ত্বক্ পাঁশুটে রঙের; **পত্র** প্রায় গোল, হ্রস্ববৃন্তক, চিক্কণ, পৃষ্ঠোদর মসৃণ, অখণ্ড, ৩—৫টী শিরা স্পষ্টলক্ষিত হয়। **পুষ্প**—ক্ষুদ্র, হরিদাভ শ্বেত; শাখাগ্রস্থিত ক্ষুদ্রপুষ্পদণ্ডে বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত। **ফল**—বৃহৎ লড্ডুকাকৃতি, ফলগাত্র মসৃণ, পক্কাবস্থায় রক্তাভ পীতবর্ণ। ফলাভ্যন্তরে শুভ্র কোমল শস্যে বীজ নিমজ্জিত থাকে, বীজ ক্ষুদ্র চক্রাকৃতি—বোতামের মত। অত্যন্ত চিম্‌শে সহজে চূর্ণ করা যায় না। **ঔষধার্থ ব্যবহার—তিন্দুকের**—পুষ্প, ফল, ত্বক্। **বিষতিন্দুকের**—বীজ **মাত্রা**—$\frac{1}{১৬}$—$\frac{1}{৮}$ আনা। অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

বাগ্‌ভট—গাত্রসবর্ণকরণে তিন্দুকফল—ক্ষত আরাম হইলেও কখন ক্ষতস্থান গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—শুভ্র থাকে, এস্থলে কাঁচা গাবফলের রস লেপন করিলে, শুভ্রবর্ণ অপগত হইয়া গাত্রসাবর্ণ্য জন্মিয়া থাকে। (উঃ ৩২ অঃ)। **হারীত—অতিসারে** তিন্দুকত্বক্—কুট্টিত গাব গাছের ছাল গম্ভারী পত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া রস নিষ্কাশন করিবে। এই রস মধুযোগে সেবন করিলে সর্ব্বাতিসার প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩ অঃ)। **ভাবপ্রকাশ—অগ্নিদগ্ধে** তিন্দুকফল—অপক্ক তিন্দুকফলের ক্বাথ পুনঃপাকে ঘনীভূত করিয়া গব্যঘৃতযোগে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে লেপন করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (আগন্তুব্রণ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—শিশুর হিক্কায়** তিন্দুকপুষ্প ও ফল—তিন্দুকের পুষ্প বা ফল মধুযোগে শিশুকে লেহন করাইলে, শিশুর হিক্কা প্রশমিত হয়। (বালরোগাধিঃ—চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরি ও নরহরি কথিত কাকতিন্দুক বা কপীলু, এবং ভাবমিশ্র লিখিত কপীলু এক নহে। ধন্বন্তরি ও নরহরি লিখিত কপীলু, তিন্দুক অর্থাৎ গাবের ভেদমাত্র, কিন্তু ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু, "বিষতিন্দুক," "মদকৃৎ" এবং "পরং ব্যথাহরং"। নরহরি কথিত কারস্কর এবং ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু একই উদ্ভিদ্। কারস্করের "বিষদ্রুম," "বিষতিন্দুক" এবং "রম্যফল" নাম পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে নরহরি কথিত কারস্কর ও ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু কুচিলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চরক, উদর্দ্দপ্রশমনবর্গে তিন্দুক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of Strychnos Nuxvomica—The seeds contain strychnine ⅓ p. c.; Brucine ⅓ to 1 p. c, Igasurine or impure frucine in combination with igasuric or strychnic acid. Loganin, a glucoside; proteids 11 p. c.; yellow colouring matter a concrete oil or fat, gum starch, sugar 6 p. c.; wax, earthy phosphates and ash 2 p, c. The wood bark and leaves contain brucine but no strychnine. **Actions and uses.**—The seeds are nervine, stomachic, tonic and aphrodisiac, Externally the paste is antiseptic; the solution is highly irritant to the tissues. If injected subcutaneously it is poisonous. The action of nuxvomica is that of strychnine. In small doses it stimulates the stomach and intestines, increases the gastric, the pancreatic, the intestinal and the biliary secretions. Strychnine promotes digestion, sharpens appetite, increases peristalsis and acts as a purgative. It stimulates the uterus and the genito urinary organs, promotes menstruation and increases virile powers. It increases the flow of urine and is often found in the urine, saliva and sweats, It is a cumulative poison, it contracts the renal arteries and thus hinders its own excretion by the kidneys. In large doses it produces tetanic spasms spasms with relaxation between the paroxysms. During the paroxysm is causes contraction of the arterioles and thereby raises the blood pressure. The pupils are dilated, there are jerking movements of the limbs, the respiration becomes spasmodic, the lower jaw becomes stiff and there is risus sardonicus or an unmeaning smile depicted on the face.

In poisonous doses there is an addition a sense of suffocation, great dyspnœa and rigidity of the limbs (which are stuck out) the hands are clenchid, ths feet arched and the belly tense. There is oposthotenos, and the breathing becomes arrested. In the height of the paroxysm the face becomes cyanosed and the eye-balls protrude. The pulse is frequent, there is increased blood heat, but the intellect remains clear to the last. These is a feelig of a sense of approaching death. In the interval of the paroxysms there is great prostration with profuse sweating. And slight cause, as a breath of wind, some noise or even bright light, brings on the recurrence of the paroxysm. Death may be due to exhaustion or asphyxia due to prolonged rigidity of the respiratory muscles.

As a general stimulant it is givn in acute or chronic fevers, anæmia,

chlorosis, wasting and other exhausting diseases ; also in hysteria, chorea, epilepsy, infra-orbital neuralgia or in neuralgia of the viscera &c. In local paralytic affections it should be given only after the acute stage has passed away. In prolapsus ani, in incontinence of urine, due to atony of the bladder and sometimes in impotence and spermatorrhœa it may be given with benefit. It is administered internally or injected subcutaneously in impending cardiac failure from any cause. With an imperceptible pulse, clammy breath and cold extremities, liquor strychninæ has been given with advantage. It is a nice bitter tonic, in atonic dyspepsia. Given as an adjunct to purgatives in constipation, in increases their peristaltic effects. In vomiting of pregnancy and of phthisis it is the best agent. In torpid liver with foul breath, coated and ferred tongue, pale coloured and offensive stools, if given with blue pill it is very useful. In sick headache or in headache occurring in women at the climateric period it is a very valuable agent. As a neurotic it influences the pneumogasrtic nerve and is useful in cough of phthisis, in bronchitis, pneumonia, emphysema ; also in bronchial asthma, in cardiac or pulmonary dyspnœa, cardiac palpitation with irregular heart and in hypochondriasis ; strychnine is of great service in acute and chronic alcoholism, under its use the morning vomiting, dyspepsia of drunkards and delirium tremens disappear. It removes the craving for stimulants. (R. N. Khory, Part II., pp. 407-8)

নব্যমত—কুচিলার বীজ উত্তেজক, নার্ভের বলকারক, এবং ইহা বাত, অজীর্ণ, বাতব্যাধি, বাতব্যাধি, গ্রহণী, বিসূচীকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অন্ত্রের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্যহেতুজাত কোষ্ঠবদ্ধ শ্বাস, শুক্রমেহ, গুদভ্রংশ, হৃৎস্পন্দন, মনোবিকার, মদাত্যয়, আক্ষেপ, মদ্যপায়ীর বমন ও অজীর্ণ, নেশাকরার ঝোঁক থামায় ও বিবিধ কফ ও কাসরোগে ব্যবহৃত হয়। **ডিমক্** বলেন—কুচিলার কাঁচাডালের দুই দিকে দুইটী পাত্র রাখিয়া মধ্যে অগ্নি সংযোগ করিলে, যে শাখাচ্যুত রস পাত্রমধ্যে সঞ্চিত হইবে, তাহার কএক বিন্দু প্রবল অতিসার ও বিসূচীকার পক্ষে হিতকর। বাজীকরণার্থ অনেকে কুচিলাবীজ টুক্‌রা করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহাতে একপ্রকার মত্ততা জন্মে। পাতিলেবুর রসে পিষ্ট কুচিলা-মূলত্বকের বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সাধ্যবিসূচীকা প্রশমিত হয়। কুচিলাবিষের লক্ষণ মূল ইংরাজিতে দ্রষ্টব্য।

তিল—तिलः।

कृष्णतिलः—Sesamum Indicum, *Linn.* S. Orientale, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"होमधान्यम्," "वनोद्भवः"। 'तद्भेदाः'—"कृष्णः," "सितः," "रक्तः," "वन्यः"। तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद्ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'स्निग्धो' वर्णबलाग्निवृद्धिजननः, स्तन्यानिलघ्नो गुरुः। सोष्णः पित्तकरोऽल्पमूत्रकरणः, केश्योऽतिपथ्यो व्रणे। संग्राही मधुरः कषायसहित स्तिक्तो विपाके कटुः। 'कृष्णः' पथ्यतमः 'सितोऽ'ल्पगुणदः, क्षीणा स्तथान्ये तिलाः। राजनिघण्टुः॥ तिलः कृष्णः सितोरक्तः स वन्योऽल्पतिलः स्मृतः। तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरोगुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद् ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः। 'कृष्णः' श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्लो मध्यमः 'सितः'। अन्ये हीनतराः प्रोक्ता स्तज्ज्ञैः रक्तादयस्तिलाः। भावप्रकाशः॥ 'पिण्याकं' मधुरं रुच्यं तीक्ष्णं नेत्रविकारकृत्। मलापष्टम्भकं रुक्षं कफवातप्रमेहनुत्। पित्तास्रबलपुष्टिञ्च ददातीति भिषङ्मतम्। निघण्टुरत्नाकरः॥ तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः। स्निग्धो व्रणालेपन एव पथ्यः। दन्त्योऽग्निमेधाजननोऽल्पमूत्र। स्त्वच्योऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च। राजवल्लभः॥ 'तिलतैलगुणा—तैलं स्नेहोत्तमं प्रोक्तं तिलजं तिलसम्भवं। कषायं च रसे स्वादु सूक्ष्म मुष्णं व्यवायि च। पित्तलं बद्धविरमूत्रं न च श्लेष्मविवर्द्धनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्नानाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं विशिष्यते। तद्वस्तिष्वपानेषु नस्यकर्णाक्षिपूरणे। अन्नपानविधौ वाऽपि प्रयोज्यं वातशान्तये। छिन्नभिन्नयुतापिष्टमथितक्षतपातिते। भग्ने स्फुटितविद्धाग्निदग्धविश्लिष्टदारिते। भयाभिहतनिर्भुग्ने मृगव्यालादिभिः क्षते। तैलयोगस्य संस्कारात् सर्व्वरोगापहो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तिलतैलमलं करोति केश्यं मधुरं तिक्तकषाय मुष्णतीक्ष्णम्। बलकृत् कफवातजन्तुखर्ज्जूव्रणकण्डूतिहरं च कान्तिदायि। राजनिघण्टुः॥ तिलतैलं गुरुस्थैर्य्यबलवर्णकरं

सरम्। द्रव्यं विकाशि विषदं मधुरं रसपाकयोः। सूक्ष्मं कषायानुरसं तिक्तं वातकफापहम्। 'वीर्य्येनोष्णं' हिमं 'स्पर्शे' बृंहणं रक्तपित्तकृत्। लेखनं बद्धविण्मूत्रं गर्भाशयविशोधनम्। दीपनं बुद्धिदं मेध्यं व्यवायि व्रणमेहनुत्। श्रोत्रयोनिशिरःशूलनाशनं लघुताकरम्। त्वच्यं केश्यञ्च चक्षुष्यमभ्यङ्गे भोजनेऽन्यथा। छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथिते क्षतपिच्चिते। भग्नस्फुटितविद्धाग्निदग्धविश्लिष्टदारिते। तथाभिहतनिर्भुग्नमृगव्याघ्रादिविक्षते। वस्तौ पानेऽन्नसंस्कारे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे। सेकाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं प्रशस्यते। भावप्रकाशः॥

वैद्यके व्यवहारः—'अर्शःसु' तिलः—"* तिलकल्कैः * सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः * स्वेदयेत् पोट्टलीकृतैः" (चिः ८ अः)। "नवनीततिलाभ्यासात् * अर्शांस्यपयान्ति रक्तानि" (चिः ८ अः)। (२) 'प्रवाहिकायां तिलः—"कल्कः स्याद्बालविल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः। दध्नः सरोऽम्ल स्नेहाढ्यः खड़ो हन्यात् प्रवाहिकाम्"। (चिः १० अः)। (३) 'व्रणोपनाहने' तिलः—"सतिलाः * दध्यम्ला * शक्तुपिण्डिका। * शस्ता स्यादुपनाहने"। (चिः १३ अः)। (४) 'मारुतोत्तरे व्रणे' तिलः—"सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तरा। तेषां तिलान्युमाश्चैव भृष्टान् पयसि निर्व्वृतान्"। (चिः १३ अः)। चरकः॥ 'वातरक्ते' तिलः—"लेपः पिष्टाः तिलास्तद्वत् भृष्टाः पयसि निर्वृताः" (चिः २२ अः)। (२) 'पोषणार्थं दन्तदृढ़ीकरणार्थञ्च' तिलः—"दिने दिने कृष्णतिलप्रकुञ्चं समश्नतां शीतजलानुपानं। पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो। दृढ़ीभवन्त्यामरणाच्च दन्ताः॥ (उः २८ अः)। 'तृष्णायां' तिलपिण्याकम्—"सव्वान्यङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्जिकैः"। (चिः ३ अः)। वाग्भटः॥ 'मूलरोधे' तिलकाण्डक्षारः—"यस्तिलकाण्डक्षारं दधिमधुसंमिश्रितं पिबेत्। स नरस्य मूत्ररोधं हत्वा सद्यः सुखमाप्नोति"। (चिः ३० अः)। हारीतः॥ 'वातशूले' तिलः—"तिलैश्च गुड़िकां कृत्वा भ्रामयेज्जठरोपरि। गुड़िका शमयत्येषा शूलञ्चैवातिदुःसहम्"। (शूल—चिः)। (२) 'अश्मर्य्यां' तिलनालक्षारः—"तद्वन्मधुदुग्धयुता त्रिरात्रं तिलनालभूतिश्च" (अश्मरी—चि)। चक्रदत्तः॥ 'आमवाते' तिलः—"कल्कमथाद्वा तिलविश्वयोः" (आमवात—चिः)।

(২) 'ব্রণশোধনরোপণে' তিলঃ—"বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্‌ ব্রণম্"। (ব্রণশোথ—চিঃ)। (৩) 'সূর্য্যাবর্ত্তে' তিলঃ—"ক্ষীরপিষ্টৈস্তিলৈঃ স্বেদঃ" (শিরোরোগ—চিঃ। (৪) 'মাংসভক্ষণজাজীর্ণে' তিলনালক্ষারঃ—"মাংসানি সর্ব্বাণ্যপি যান্তি পাকং। ক্ষারেণ সদ্যস্তিলনালজেন" (বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণ-- (৫) 'ইন্দ্রলুপ্তে' তিলপুষ্পম্—"গোক্ষুরস্তিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী। শিরঃপ্রলেপিতং তেন কেশৈঃ সমুপচীয়তে" (ক্ষুদ্ররোগ—চি)। ভাবপ্রকাশঃ॥ 'রক্তাতিসারে' তিলঃ—"বদরীমূলকল্কন্তু তিলকল্কং তথৈব চ। সংসৃজ্য সরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েত্" (অতিসার—চি)। (২) 'নেত্ররোগে' তিলঃ—"স্থানং কৃষ্ণতিলৈশ্চাপি চক্ষুষ্যং তিমিরাপহম্" (নেত্ররোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ॥

তিলের ভাষানাম—বাঃ—তিল। হিঃ—তিলী। মঃ—তিঠ্‌ঠ। গুঃ—তল। সিঃ—তল। কঃ—এলু। তৈঃ—তোবুলু। তাঃ—বাল্লেনেয়। দ্রাঃ—বারিক তিল। ফাঃ—কুঞ্জদ। অঃ—সিম্‌সিম্‌। ইং—সিসেমম্‌। **তিলের ভেদ**—কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তভেদে তিল তিন প্রকার। এতদ্ভিন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র তিল আছে তাহা বৈদ্যকে বন্যতিল নামে প্রসিদ্ধ। তিলবপনের কাল দুইটী—বর্ষার প্রথমে ও শীতে। বর্ষার প্রথমে উপ্ত তিল শরতে এবং শীতে উপ্ত গ্রীষ্মের প্রথমে পরিপক্ক হয়। রক্ততিল রামতিল নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। রক্ততিলের ক্ষুপ কৃষ্ণতিলেরই মত কেবল ইহার ক্ষুপ উচ্চতর, পত্র বৃহত্তর এবং পুষ্পেরও কিঞ্চিৎ বর্ণবিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। শ্বেততিলের তাদৃশ আবাদ হয় না। কৃষ্ণতিলে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং রাম তিলে ৩৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। তৈল নিষ্কাশনার্থ তিল তিনবার পেষণ করা হয়; প্রথম দুইবার শীতল এবং তৃতীয় বার উষ্ণ করিয়া—কলিকাতায় দুইবারের অধিক পেষণ করা হয় না। প্রথমবারে শতকরা ৩৬ ভাগ উত্তম তৈল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বারে শতকরা ১১ ভাগ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর তৈল নিঃসৃত হয়। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ, নাল, তৈল।

বৈদ্যকে তিলের ব্যবহার।

চরক—অর্শে তিল—পিষ্টতিল গব্যঘৃত কিম্বা তিলতৈলযোগে উষ্ণ করিয়া, এই ঈষদুষ্ণ পিণ্ডদ্বারা অর্শের বলিতে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। ননী ও পিষ্টতিল ভোজন করিলে রক্তার্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্রবাহিকায়** তিল—কাঁচা কচি বেলের শাঁস ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক দধির সর ও তিলতৈলযোগে খড়্‌যূষ পাক করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা ("আমাশা") প্রশমিত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **ব্রণোপ-**

নাহনে তিল—শক্তুর সহিত পিষ্টতিল মিশ্রিত করিয়া অম্লদধিযোগে স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, অপক্ক স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **বাতপ্রধান** ব্রণে তিল—("অতসী" দেখ)। **বাগ্‌ভট—বাতরক্তে** তিল—কাঠখোলায় ভাজা তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই দুগ্ধেই পেষণ পূর্ব্বক, বাতরক্তরোগীর স্ফুটিত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ২২ অঃ)। (২) **পোষণার্থ ও দন্তদৃঢ়ীকরণার্থ** তিল—প্রতিদিন ৮ তোলা কৃষ্ণতিল পেষণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে শরীর পুষ্টি এবং দন্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়,—আমরণ দন্ত পতিত হয় না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **তৃষ্ণায়** তিলপিণ্যাক—তিলের খইল কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে রৌদ্রসেবারজন্য তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)। **হারীত—মূত্ররোধে** তিলকাণ্ডক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলকাণ্ডক্ষার দধিমধুযোগে পান করিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)। **চক্রদত্ত—বাতশূলে** তিল—পিষ্ট তিলের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উদরের উপরি সেই গুড়িকাগুলি সঞ্চালিত করিলে দুঃসহ বাতজশূল প্রশমিত হয় (শূল—চিঃ)। (২) **অশ্মরীতে** তিলনালক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার মধু ও দুগ্ধসহ ত্রিরাত্র পান করিলে অশ্মরী পতিত হয়। (অশ্মরী—চিং)। **ভাবপ্রকাশ—আমবাতে** তিল—আমবাতরোগী তিল ও শুঁঠের কল্ক সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) **ব্রণশোধনরোপণে** তিল—পিষ্টতিল কিম্বা তৎবর্ত্তি ক্ষতে প্রয়োগ করিলে কদর্য্য স্রাবাদি নিবৃত্তি পাইয়া, ক্ষতশুদ্ধি এবং ক্ষতের রোপণ (পূরণ) হইয়া থাকে। (৩) **সূর্য্যাবর্ত্তে** তিল—দুগ্ধপিষ্ট তিলের স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগে প্রশমিত হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)। (৪) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** তিলনালক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার সেবন করিলে মাংসভক্ষণজাত অজীর্ণ প্রশমিত হয় কিম্বা অতি মাত্রায় ভক্ষিত মাংস পরিপাক করিবার জন্য তিলনালক্ষার সেব্য। (বিশিষ্ট দ্রব্যভক্ষণজাজীর্ণ—চিঃ)। (৫) **ইন্দ্রলুপ্তে** তিলপুষ্প—গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ ঘৃতমধুযোগে পেষণপূর্ব্বক শিরঃপ্রলিপ্ত করিলে টাক আরাম হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে** তিল—কুলমূলের কল্ক এবং তিলকল্কের রস নিপীড়ন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** তিল—কৃষ্ণতিলের ক্বাথে স্নান করিলে তিমির রোগ বিনাশ পায়—ইহা চক্ষুর হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

Constituents.—Fixed oil 50 to 60 p. c.; proteid 22 p. c., mucilage 4 p. c., and ash 48 p. c. **Actions and uses.**—The seeds are used as food. As laxative they are used in removing constipation and in piles.

As demulcent they are given in dysentery, and as diuretic in urinary diseases. The oil is used as a hair oil in place of olive oil for which it is a very good substitute. It is useful in preparing plasters, and other medicated fragrant or scented oils. (R. N. Khory, Part II., p. 462).

নব্যমত—তিল খাদ্যৌষধ। সারক বলিয়া ইহা কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগে সেব্য। পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধহেতু ইহা আমরক্তাতিসারে এবং মূত্রকারকহেতু মূত্ররোগে সেবিত হইয়া থাকে। তিলতৈল অলিভ্ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, ইহা উত্তম কেশতৈল। প্রলেপ, মলমাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তিলতৈল ব্যবহৃত হয়। ভেষজতৈল এবং সুগন্ধি তৈল, তিলতৈলে প্রস্তুত করা হয়। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ)।

তুলসী—तुलसी।

'तद्भेदाः'—सुरसा (सः), कुठेरका (अर्ज्जकाः) त्रयः ; मरुवकः, सुमुखः, वर्व्वरः। सुरसा, तुलसी—Ocymum Sanctum. कुठेरकाः (अर्ज्जकाः)—O. villosum, मरुवकः फणिज्जकः—O. Gratissimum, *Willd.* सुमुखः, वनवर्व्वरिका—O. Caryophyllatum, *Roxb.* वर्व्वरः—O. Pilosum, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञाः—'सुरसायाः'—"ग्राम्या," "सुलभा," "बहुमञ्जरी," "बहुपत्री," "पावनी," "विष्णुवल्लभा," "शूलघ्नी"। फणिज्जकस्य -"खरपत्रः," "गन्धपत्रः," "बहुवीर्य्यः," "प्रस्थकुसुमः," "आजन्मसुरभिपत्रः"। 'त्रयाणां कुठेरकानां'—"क्षुद्रपर्णः," "कठपत्रः," "विल्वगन्धः," "कृष्णमल्लिका"। 'सुमुखस्य' (वन-वर्व्वरकस्य)—"कठपत्रः," "सुगन्धि"। 'वर्व्वरस्य'—"ज्वरघ्नः," "सूक्ष्मपत्रकः," "निद्रालुः" "शोफहारी"। 'तुलसी' लघुरुष्णा च रुक्षा कफविनाशनी। क्रिमि-दोषं निहन्त्येषा रुचिकृद्वह्निदीपनी। 'फणिज्जको' हिमस्तिक्तो रुक्षः कफविना-शनः। रक्तहारी तथा हन्ति सुघोरं कृत्रिमं विषम्। 'मरुवकः' कफहरो रुच्यो मुखसुगन्धकृत्। 'अर्ज्जकः' शीतलस्तिक्तः श्लेष्मामयविनाशनः। द्विविधञ्च विषं हन्यादुष्टरक्तविनाशनः। 'कुठेरकाः' सुगन्धाः स्युः कटुपाकरसाः स्मृताः पित्तघ्ना लघुरुक्षाश्च तीक्ष्णोष्णाः पित्तवर्द्धनाः॥ पित्तकृत् पार्श्वशूलघ्नः 'सुमुखः' समुदाहृतः

कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ध्यनाशनः। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः'॥ 'तुलसी' कटुतिक्तोष्णा तुलसी श्लेष्मवातजित्। जन्तुभूतक्रिमिहरा रुचिकृद्वातशान्तिकृत्। 'मरुवः' कटुतिक्तोष्णः क्रिमिकुष्ठविनाशनः। विड्वन्धाऽऽनाहशूलघ्नो मान्द्यत्वग्दोषनाशनः। 'त्रयोऽर्ज्जकाः कटूष्णाः स्युः कफवातामयापहाः। नेत्रामयहरा रुच्याः सुखप्रसवकारकाः। ज्वरिमञ्च विषं हन्यू रक्तदोषविनाशनाः। 'वनवर्व्वरिका' चोष्णा सुगन्धो कटुका च सा। पिशाचवान्तिभूतघ्नो घ्राणसन्तर्पणी परा। राजनिघण्टुः॥ 'तुलसी' कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत्। दीपनी कुष्ठकृच्छ्रास्रपार्श्वरुक्कफवातजित्। 'शुक्ला' 'कृष्णा' च तुलसी गुणैस्तुल्या प्रकीर्त्तिता। 'वर्व्वरत्रितयं रुच्यं शीतं कटु विदाहि च। तीक्ष्णं रुचिकरं हृद्यं दीपनं लघुपाकि च। पित्तलं कफवातास्रकण्डूक्रिमिविषापहम्। भावप्रकाशः॥ तुलसी पित्तकृद्वातक्रिमिदौर्गन्ध्यनाशनी। पार्श्वशूलाऽरतिश्वासकासहिक्काविकारजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहार—'कफजकासे' असितसुरसः—"दद्यौद्रः कफकासघ्नः सुरसस्यासितस्य च"। (चिः २२ अः)। चरकः॥ 'नासारोगे' सुरसा—"श्लेष्मिके सुरसावासारसेन विहितञ्च तत्" (चिः ४२ अः)। 'हारीतः'। 'पोथक्यां' फणिज्जकदलम्—"फणिज्जकरसोनस्य रसैः पोथकिनाशनः" (नेत्ररोग—चिः)। (२) 'वृश्चिकदंशे' कुठेरमूलम्—"दंशे भ्रामणविधिना वृश्चिकविषहृत् कुठेरपादगुड़िकाः" (विष—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'वातव्याधौ'—"वृहत्फणिज्जकोत्थेन रसेन परिलेपयेत्। प्रदेशं वायुना ग्रस्तं नरः सम्यक् प्रशान्तये"। (वातव्याधि—चिः)। (२) 'शुक्रनामाक्षिरोगे' फणिज्जकदलस्वरसः—"फणिज्जकरसे वीजं पलाशस्य विभावितम्। शोषयित्वा सुपिष्टं तत् चाञ्जनाच्छुक्रहृत् परम्। (नेत्ररोग—चिः)। (३) 'वरटीविषे' फणिज्जकरसः—"फणिज्जकरसं हन्यात्लेपनाद्वरटीविषम्"। (विषाधिकाः)। वङ्गसेनः॥

তুলসীর ভেদ—(১) সুরসা, (২) কুঠেরক বা অর্জ্জকত্রয়, (৩) ফণিজ্জক, (৪) সুমুখ (বনবর্ব্বর), (৫) বর্ব্বর। সুরসা—ইহার পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি "দেবদুন্দুভি," "গ্রাম্যা," সুরভি," "বহুমঞ্জরী," এবং নরহরি "পূতপত্রী," "বিষ্ণুবল্লভা" শব্দ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং

বুঝা যাইতেছে অধুনা যে তুলসী দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়—যাহা গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নিতান্ত সুলভ তাহাই সুরসা। ভাষায় তুলসী শব্দ তুলসীভেদের সামান্য নাম হইলেও আমরা দেখিতে পাই ধন্বন্তরি ও নরহরি কেবল সুরসার পর্য্যায়েই তুলসী শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে তুলসীভেদের বহু পর্য্যায়ের মধ্যে আর কুত্রাপি তুলসী শব্দ নাই। **অর্জ্জক ও কুঠেরক**—নরহরি কথিত অর্জ্জক ও ধন্বন্তরি প্রোক্ত কুঠেরক এক—ভিন্ন নহে। অর্জ্জক তিন প্রকার, কুঠেরকও তিন প্রকার। ধন্বন্তরি মতে কুঠেরকের ভেদ—(১) কুঠেরক, (২) পর্ণাস, (৩) শালুক। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"কুঠেরকস্তু বৈকুণ্ঠঃ ক্ষুদ্র-পর্ণোঽর্জ্জকস্তথা"—ক্ষুদ্রপত্র অর্জ্জককে কুঠেরক বলে। "বটপত্রঃ কুঠেরোঽন্যঃ পর্ণাসো বিল্বগন্ধকঃ"—যাহার পত্র গোল ও বৃহৎ এবং যাহার গন্ধ বিল্বপত্রতুল্য তাহা বটপত্রকুঠের ইহার নামান্তর পর্ণাস। "কুঠেরকস্তৃতীয়োঽন্যঃ শালূক কৃষ্ণশালুকঃ," কৃষ্ণার্জ্জক ইহার নামান্তর। এক্ষণে আমরা নরহরির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে ধন্বন্তরি কথিত কুঠের কত্রয় এবং তদুক্ত অর্জ্জকত্রয় স্বরূপতঃ অভিন্ন। নরহরি বলিয়াছেন "অর্জ্জকঃ ক্ষুদ্রতুলসী ক্ষুদ্রপর্ণো *" সুতরাং কুঠেরক ও অর্জ্জক, "সিতার্জ্জকস্তু বৈকুণ্ঠো বটপত্রঃ কুঠেরকঃ" সুতরাং পর্ণাস ও সিতার্জ্জক, এবং "কৃষ্ণার্জ্জকঃ কৃতমালো শালুকঃ কৃষ্ণশালুকঃ" সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জক ও শালুক স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই কুঠেরক বা অর্জ্জকত্রয়ের বাঙ্‌লা নাম কি?—অর্জ্জক ও সুরসাতে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না! সিতার্জ্জক বা পর্ণাস, অধুনা যাহা শ্বেততুলসী নামে খ্যাত তাহারই স্থূলপত্র ভেদ মাত্র। কৃষ্ণার্জ্জক বা শালূক, অধুনাপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণতুলসী। **ফণিজ্জক** (মরুবক)—ইহার পর্য্যায়ে নরহরি, "খরপত্র," "গন্ধপত্র," "বহুবীর্য্য," "প্রস্থ-কুসুম," "আজন্মসুরভিপত্র" পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি ফণিজ্জককে "জম্বূক" বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে অন্যান্য তুলসী অপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর। ফণিজ্জককে রামতুলসী বলা যাইতে পারে। নরহরি বলেন "দ্বিধা মরুবকঃ প্রোক্তঃ শ্বেতশ্চৈব সিতেতরঃ। শ্বেতো ভেষজকার্য্যে স্যাদপরঃ শিবপূজনে'। **সুমুখ**—রাঢ়ে ইহা দুলালতুলসী নামে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরি যাহাকে সুমুখ বলিয়াছেন নরহরি তাহারই বনবর্ব্বর বা বনবর্ব্বরিকা নাম দিয়াছেন। "সুগন্ধি," "কটুপত্র," "সূক্ষ্মপত্রক," "নিদ্রালু," "শোফহারী" ইহার পর্য্যায়। "সুবক্ত্র," "স্বাস্য," "সুবদন" নাম পাঠ করিয়া বোধ হয় মুখমারুত সুরভি করিবার জন্য এই তুলসীর পত্রমঞ্জরী চর্ব্বণ করা হইত। পল্লীগ্রামের লোকে তামাক সুগন্ধি করিবার জন্য ইহার পত্র ও মঞ্জরী ব্যবহার করে। **বর্ব্বর**—ইহা বাবুই তুলসী নামে রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। কোচবিহারের লোকে "বাবর" বলে।

বৈদ্যকে তুলসীর প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—কফজকাসে কৃষ্ণসুরস—কৃষ্ণ সুরসের রস মধুর সহিত সেবন করিলে

কফজকাস বিনাশ পায়। (চিঃ ২২ অঃ)। **হারীত—নাসারোগে** সুরস—শ্লৈষ্মিক নাসারোগে সুরস ও বাসক স্বরসের নস্য হিতকর (চিঃ ৪১ অঃ)। **চক্রদত্ত—পোথকীতে** ফণিজ্জক—ফণিজ্জক ও রসোনের রস পোথকীনাশক। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (২) **বৃশ্চিকদংশনে** কুঠেরক মূল—কুঠেরক পেষণপূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে সঞ্চালিত করিলে দংশন জ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)। **বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে** বৃহৎ ফণিজ্জক—বায়ু দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ বৃহৎ ফণিজ্জক রস দ্বারা লিপ্ত করিলে সুস্থতা লাভ করা যায়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) **শুক্রনাম নেত্ররোগে** ফণিজ্জক পত্ররস—পলাশবীজ চূর্ণ করিয়া ফণিজ্জক রসে ৭টী ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে শুক্রনাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। নেত্ররোগ—চিঃ)। (৩) **বরটীবিষে** ফণিজ্জক রস—ফণিজ্জক রস লেপন বরিলে বোল্‌তা ভীমরুলের বিষ প্রশমিত হয়। (বিষ—চিঃ)।

Actions and uses *of O. Album.*—Stimulant, diaphoretic and carminative ; given to children in cold and catarrh. **Constituents** *of O. Basilicum.*—The leaves contain a yellowish green oil, which if kept for a time crystallizes, and is then known as Basil Camphor. **Actions and uses.**—Diaphoretic, mucilaginous, carminative and stimulant ; given in intestinal fluxes, gonorrhœa, catarrh and to relieve after-pains in parturition ; also given during the cold stage of intermittent fever and to alloy vomiting. It is dropped into the ear in ear-ache.

Actions and uses *of O. Gratimum.*—Demulcent and carminatine ; generally combined with o her expectorants, in cough mixtures ; also used in urinary disorders svch as gonorrhœa, scanty and scalding urine, &c. Locally, the jcice mixed with Gul-i-armani is used as an application to swollen hands or feet. Baths and fumigation of tulsi are used in Rheumatism. **Actions and uses** *of O. Sanctum.*—Demulcent, expectopant and antiperiodic ; with Kalamiri it is given in catarrhal affections of the lungs and cough. The powder of dry leaves is used by the natives ns snuff in ozæna and for destroying maggots. The paste of the leaves with Suntha and Saphedamiri is given in intermittent and remittent fevers. The medicated oil is used as drops into the ears in ear-ache and in purulent discharges and into the nose in ozæna. With lime juice tee leaves arh rubbed over ring-worm. The seed are mucilaginous and used as a diuretic in scanty urine and in cough. **Actions and uses** *of O, Pilosum.*—Demulcent, expectorant and

Gonorrhœa, strangury and kidney diseaces ; also in dysentery and cough. The jelly is given in speamatorruœa. (R. N. Khory—Part II., p.p. 490—3).

নব্যমত—শ্বেততুলসী—উষ্ণ, ঘর্ম্মকারক ও পাচক। বালকের প্রতিশ্যায় ও কফরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। **বাবুইতুলসী**—ঘর্ম্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা অমোতীসার, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণজ্বরের পীতাবস্থায় (colc stage) এবং বমন প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণশূলে ইহা রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিবে। ইহা রক্তমূত্রণ, বৃক্কের পীড়া, আম বা রক্তাতিসার ও কাসরোগে সেবিত হইয়া থাকে। বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিলে অণ্ডলালবত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা শুক্রমেহ পান করাইবে। **শ্বেত ও কৃষ্ণতুলসী**—শীতস্নিগ্ধ, ফকনিঃসারক, জ্বরনিবারক। মরিচের সহিত ইহা ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা এবং কফরোগে সেব্য। শুষ্কপত্রচূর্ণের নস্য পীনসে এবং কীট বিনার্থ ব্যবহৃত হয়। শুণ্ঠী ও শ্বেতমরিচসহ পিষ্ট তুলসীপত্র সবিরাম ও অবিরামজ্বরে সেব্য। তুলসীকল্কদ্বারা পক্ক তৈলের নস্য, কর্ণশূল এবং পূতিনাসাস্রাবে হিতকর। লেবুর রসসহ পিষ্টতুলসীপত্র দক্রগ্রস্ত সঙ্গে মর্দ্দন করিবে। বীজ—পিচ্ছিল, মূত্রপ্রদ, অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে প্রয়োজ্য। **রামতুলসী**—শীতস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক। ইহা অন্যান্য কফনিঃসারক বস্তুর সহিত কফরোগে ব্যবহৃত হয়। রামতুলসী "গণোরিয়া," সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্রাদি মূত্ররোগের পক্ষে উপকারী। হস্তপদস্ফীতিতে ইহার প্রলেপ হিতকর। তুলসীর ক্বাথে স্নান কিম্বা তুলসীর ধূমগ্রহণ আমবাতের পক্ষে হিতকর। (আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ)।

তুরবক—तुवरकः।

तुवरकः—Cynocardia Odorata. *R. Br.*

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठला"। तुवरस्तुवरस्त्वोष्णो रसे पाके च तिक्तकः। कफव्रणकृमिमेहकुष्ठज्वरविनाशनः। आनाहमर्शःशोफञ्च नाशयेदिति ते जगुः। निघण्टुरत्नाकरः॥

वैद्यके व्यवहारः—'कुष्ठे मधुमेहे च' तुवरकतैलम्—"पञ्चकर्म्मगुणातीतं

অত্রাবন্তং জিজীবিষুং যোগেনানেন মতিমান্ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরম্। বৃক্ষাস্তুবরকা যে স্যুঃ পশ্চিমার্ণবভূমিষু। বীচীতরঙ্গবিক্ষেপমারুতোদ্ধূতপল্লবাঃ। তেষাং ফলানি গৃহ্ণীয়াৎ সুপক্কান্যম্বুদাগমে। মজ্জাস্তেভ্যোঽপি সংহৃত্য শোষয়িত্বা বিচূর্ণ্য চ। তিলবৎ পীড়য়েদ্দ্রোণ্যাং স্রাবয়েদ্বা কুসুম্ভবৎ। তত্তৈলং সংহৃত্য ভূয়ঃ পচেদাতোয়-সংক্ষয়াৎ। অবতার্য্য করীষে চ পক্ষমাত্রং নিধাপয়েৎ। স্নিগ্ধঃ স্বিন্নোহৃতমলঃ পশ্চাদূর্দ্ধং প্রযত্নবান্। চতুর্থভক্তান্তরিতঃ শুক্লাদৌ দিবসে শুভে। মন্ত্রপূতস্য তৈলস্য পিবেন্মাত্রাং যথাবলম্। * তেনাস্যোর্দ্ধমধশ্চাপি দোষা যান্ত্যসকৃত্ততঃ। অস্নেহলবণাং সায়ং যবাগূং শীতলাং পিবেৎ। পঞ্চাহং প্রাশয়েত্তৈল মনেনা বিধিনা নরঃ। পথ্যং পরিহরেচ্চাপি মুদ্গযূষৌদনাশনঃ। পঞ্চভির্দিবসৈরেবং সর্ব্বকুষ্ঠৈর্বি-মুচ্যতে। তদেব খদিরক্কাথে ত্রিগুণে সাধু সাধিতম্। নিহন্তি পূর্ব্ববৎ পক্কং পিবেন্মাসমতন্দ্রিতঃ। তেনাভ্যক্তশরীরশ্চ কুর্বীতাহারমীরিতম্। ভিন্নস্বরং রক্ত-নেত্রং বিশীর্ণং ক্রিমিভক্ষিতম্। অনেনাশু প্রয়োগেণ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরম্। সর্পির্মধুযুতং পীতং তদেব খদিরাম্বুনা। পক্ষিমাংসরসাহারং করোতি দ্বিশতায়ুষম্। তদেব নস্যেপঞ্চাশদ্দিবসানুপযোজিতম্। বপুষ্মন্তং শ্রুতিধরং করোতি ত্রিশতায়ুষম্। শোধয়ন্তি নরং পীতা মজ্জানস্তস্য মাত্রয়া। মহাবীর্য্যস্তুবরকঃ কুষ্ঠমেহাপহঃ পরঃ। (চিঃ ১৩ অঃ)। 'কুষ্ঠে' তুবরাস্থীনি—"রসায়নপ্রয়োগেন তুবরাস্থীনি শীলয়েৎ" (চিঃ ১৯ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

তুবরকের ভাষানাম—বাঙ্‌লা হিন্দি ও পারস্য ভাষায় চালমুগরা নামে নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই সংস্কৃত নাম তুবরক। **তুবরকের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"কুষ্ঠহা"। **উৎপত্তিস্থান**—রেঙ্গুন, মালয়োপদ্বীপ, সিকিম, খাসিয়া-পর্ব্বত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—বীজ ও তৈল। বীজ একটী, ক্রমিক মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া ৫টী পর্য্যন্ত। তৈল ৩।৪ বিন্দু। শিশুর পক্ষে—১—২ বিন্দু। দিনে তিনবার সেব্য।

বৈদ্যকে তুবরকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—মধুমেহ ও কুষ্ঠে তুবরকতৈল—সুপক্ক তুবরক ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তিলবৎ বা কুসুম্ভবৎ তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যাবৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত না হয় তাবৎ এই তৈল অগ্নিতে পাক করিবে। অতঃপর এক পক্ষকাল শুষ্ক গোময় রাশিতে

স্থাপন করিবে। পক্ষান্তে উত্তোলন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, হৃতমল রোগীকে চতুর্থভক্তান্তরিত রূপে শুভদিবসে এই তৈল যোগ্য মাত্রায় যথাবল পান করিতে দিবে। চতুর্থভক্তান্তরিত শব্দের অর্থ এই—পক্ষান্তে শুষ্কগোময় রাশি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথম দিবসে প্রাতঃ সায়ং যথাবৎ ভোজন করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রাতে মাত্র ভোজন করিবে সায়ং অভুক্ত থাকিবে কিম্বা সায়ং ভোজনকালে ফলাম্ল ও উষ্ণোদক পান করিবে। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে লঘু কোষ্ঠে তৈল পান করিবে ইহারই নাম চতুর্থ-ভক্তান্তরিত। সায়ংকালে ঈষৎস্নেহ ও লবণান্বিত শীতল যবাগূ পান করিবে। পাঁচ দিন এইরূপে তৈল পান করিবে। এক পক্ষকাল মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে এবং ক্রোধাদি পরিহার করিবে। যে কুষ্ঠ রোগীর স্বর ভগ্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গ বিশীর্ণ ও ক্বমিভক্ষিত তাহাকে চাউলমুগরার তৈলের ত্রিগুণ খদির কাষ্ঠের ক্বাথযোগে চাউলমুগরার তৈল পাক্ করিয়া এই তৈল যোগ্য-মাত্রায় এক মাস পান এবং গাত্রে বর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা দিবে। কিম্বা চাউলমুগরার তৈল ঘৃত ও মধুযোগে খদির কাষ্ঠের ক্বাথের সহিত পান করিবে। তৈল সেবনকালে পক্ষিমাংসযূষপান করিবে। চাউলমুগরার তৈলের নস্য রসায়ন। তুবরকফলমজ্জাও এবং গুণবিশিষ্ট। (চিঃ ১৩ অঃ)।
বাগ্‌ভট—কুষ্ঠে তুবরকফলমজ্জা—রসায়নবিধিতে অর্থাৎ মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে চাল-মুগরার ফলমজ্জা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১৯ অঃ)।

Constituents.—Oleum Gynocardiæ, ohaulmogra oil—It is a fixed oil, very bulky, of a sherry wine or brownish colour. The odour is nauseous and peculiar. Dose 2 to 15 ms. The oil deposits on keeping crystalline fat, and contains palmitic acid 60 p. c. and therefore solid in cold climates. It contains Gynocardic acid 11 p. c., the active ingredient ; cocinic acid 2·5 p c. and hypogœic acid 4 p. c. Both of the latter acids are found either combined with glycerides as fats or in a free state. Gynocardic acid is a fatty acid crystallizes in yellowish flakes, and has an acrid burning taste Dose ½ to 2 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 56.)

Actions and uses.—The seeds and oil are alterative and tonic, used to improve the state of the blood as in leprosy, phthisis, skin diseases, &c. By some the oil is regarded as a specific in leprosy, and, no doubt, in some cases it has very beneficial effects. It is also used in scrofula, secondery syphilis, phthisis and Rheumatism with stiff joints both extrnally as an inunction or ointment, and internally with mucilage or as capsules or pearls. Gynocardic acid ointment, 15 to 25 grains to an ounce of vaseline is used in herps, tinea, leprosy and other

skin affections. It should be given after meals in milk or with Cod-liver oil. (R. N. Khory – art II., p. 57.

নব্যমত—চালমুগরার বীজ ও তৈল, রসায়ন, বলকারক এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও বিবিধ চর্ম্মরোগে রক্তের যে বিকৃতি জন্মিয়া থাকে তাহা প্রশমিত করে। কেল কেহ বলেন চালমুরার তৈল কুষ্ঠরোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কোন কোন স্থলে ইহা যে বিশেষ উপকারী তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। গণ্ডমালা, দ্বিরাবৃত্ত ফিরঙ্গরোগ (Secondary Syphilis), আমবাতে সন্ধিস্তব্ধতা বিদ্যমান থাকিলে চালমুগরার তৈল পান ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চালমুগরার তৈলে যে এসিড্ আছে তাহার নাম "গাইনোকার্ডিক্ এসিড্"। "ভেসিলীন্" যোগে এই এসিডের মলম প্রস্তুত করিয়া, কুষ্ঠ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করা হয়। চালমুগরার তৈল দুগ্ধ বা "কড্‌লিভার অয়েলের" সহিত পান করিতে হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি,—২য়ঃ খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসের "ইণ্ডিয়ান্ এনাল্‌স অভ্ মেডিক্যাল্ সায়েন্স" হইতে ডিমক্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত (১মঃ খঃ ১৪৩ পৃঃ) অংশ পাঠ করিলে চালমুগরার তৈলের ব্যবহার বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়।

ত্রায়মাণা—त्रायमाणा।

त्रायमाणा—Delphinium Zalil.

अन्वर्थसंज्ञा—"गिरिसानुजा"। **उत्पत्तिस्थानम्**—"हिमवति प्रसिद्धा।" त्रायन्ती कफपित्तास्रगुल्मज्वरहरा मता। उष्णा कटुकषाया च सूतिकाशूलनाशिनी। रक्तपित्तमच्छर्द्दिविषघ्नी तिक्तवल्कला। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ भ्रमतृष्णाक्षयग्लानिविषच्छर्द्दिविनाशिनी। अन्यच्च—त्रायन्ती शीतमधुरा गुल्मज्वरकफास्रनुत्। भ्रमतृष्णाक्षयग्लानिविषच्छर्द्दिविनाशनी। हिमवति प्रसिद्धा। राजनिघण्टुः॥ त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा। ज्वरहृद्रोगगुल्मास्रभ्रमशूलविषप्रणुत्। भावप्रकाशः॥ हृद्रोगं रक्तपित्तञ्च दुर्नामानि विनाशयेत्। निघण्टुरत्नाकर॥ * त्रायन्ती कफवातनुत्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'ज्वरे' त्रायमाणा—"* त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिवेत्" (चिः ३ अः)। (२) 'रक्तपित्ते' त्रायमाणा—"त्रायमाणागवाक्ष्योर्व्वा मूलं *। विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्"। (चिः ४ अः)। (३)

'गुल्मे' त्रायमाणा—"द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम्। अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिवेत्। पिवेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथावलं। तेन निर्हृते दोषेऽस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः।" (चि: ५ अ:)। (४) 'पैत्तिकातिसारे' त्रायमाणा—"पलाशवत् प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी" (चि: १० अ:)। (५) 'विसर्पे त्रायमाणा—"त्रायमाणाशृतं वापि पयोदद्याद्विरेचनम्"। (चि: ११ अ:)। चरकः।

ত্রায়মাণা কি ?—ত্রায়মাণা বলালতা বা বলাডুমুর নহে—ইহা বঙ্গদেশে জন্মে না। গুজরাটে অদ্যাপি যাহা ত্রায়মাণ নামে সর্ব্বজনপরিচিত তাহাই যথার্থ ত্রায়মাণা। ইহা পারস্য দেশ হইতে আনীত হয়। খোরাসানের পর্ব্বতে ত্রায়মাণ জন্মিয়া থাকে। ত্রায়মাণা ফলপাকান্ত—পুষ্প, পত্র এবং অপক্ক ফলসহ ইহা বাজারে বিক্রীত হয়, ইহার গন্ধ মধুর মত। ত্রায়মাণের ক্ষুপকাণ্ড ৬।৭ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হয় না। পত্র—ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। পুষ্প পীতবর্ণ, কোমল কণ্টকব্যাপ্ত। মূল, ক্ষুপকাণ্ডতুল্য দীর্ঘ। ত্রায়মাণ জলে নিমজ্জিত করিলে অবিলম্বে জল পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ হইয়া থাকে।

ত্রায়মাণার ভাষানাম—হিঃ—অস্তক্ ত্রায়মাণ। অঃ—জিরির্। বম্—ত্রায়মাণ, গুল্‌জলীন্। গুঃ—ত্রায়মাণ। মহা—ত্রায়মাণ। ফাঃ—জলীল, অস্ক্রক্। পঞ্জা—অম্‌বর্গ-আফিজ্ গাফিজ্। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—সমগ্রক্ষুপ।

বৈদ্যকে ত্রায়মাণার ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রায়মাণা—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ত্রায়মাণার ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রায়মাণা—বিরোচনযোগ্য রক্তপিত্তে ত্রায়মাণা ও ইন্দ্রবারুণীচূর্ণ প্রভৃত মধু ও শর্করাযোগে সেবন করাইবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **পৈত্তিকগুল্মে** ত্রায়মাণা—ত্রায়মাণা ১৬ তোলা চারি সের জলে পাক করিয়া, আধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আধ সের মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং পশ্চাৎ বলানুসারে দুগ্ধ পান করিলে দোষের নির্হরণ হইয়া পৈত্তিকগুল্ম প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **পৈত্তিকাতিসারে** ত্রায়মাণা—পলাশবৎ ("পলাশ" দেখ) ত্রায়মাণা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া পৈত্তিকাতিসার নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রায়মাণা—বিসর্পে বিরেচনার্থ ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক ত্রায়মাণার ক্বাথ পান করাইবে।

Actions and uses.—A bitter tonic, alterative, anodyne, diuretic and parasiticide. As a tonic it is used in fevers and dyspepsia ; as an

alterative and diuretic in enlargement of the abdominal viscera as liver and spleen, in jaundice and dropsy. Locally mixed with lime juice the ash is used in parasitic affections of the skin, as scabies, itch, etc. With barley meal a poultice of it is used in inflammatory swellings. (R. N. Khory,—Part II., p. 12.)

নব্যমত—ত্রায়মাণা তিক্তবল্য, রসায়ন, বেদনাহর, মূত্রকর এবং কীটনাশক। বল্যহেতু ইহা জ্বর এবং গ্রহণীতে, রসায়ন এবং মূত্রকরহেতু প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি, কামলা এবং শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবুর রসের সহিত পিষ্ট ত্রায়মাণা কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে মর্দ্দনার্থ ব্যবস্থা করা হয়। বার্লি শস্যের সহিত ত্রায়মাণার লুল্টিশ্ বিদাহান্বিত শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ)।

ত্রিবৃৎ—त्रिवृत्।

त्रिवृत्—Ipomœa Turpethum, *R. Br.* Convolvulus Turpethum, *Linn.*

पर्य्यायाः—'रक्तायाः'—"कालिन्दी," "त्रिपुटा"। श्वेतायाः—"त्रिभण्डी," "त्रिपुटा," "सरला," "सर्व्वानुभूतिः"। कृष्णायाः—"कालमेषी," "सुषेणी"। अन्वर्थसंज्ञाः—'रक्तायाः'—"ताम्रपुष्पिका," "कुलवर्णा," "मसूरी," "कास-नाशिकाः"। 'श्वेतायाः'—"कुमुदगन्धिनी"। 'कृष्णायाः'—"मालविका," "मसूरविदला"। त्रिवृता (श्यामा) कटूष्णा तु कृमिश्लेष्मोदरज्वरान्। शोफ-पाण्ड्वामयप्लीहान् हन्ति श्रेष्ठा विरेचने। कषाया मधुरा चोष्णा विपाके कटुका त्रिवृत् (श्वेता)। कफपित्तप्रशमनी रूक्षा चानिलकोपिनी॥ कफपित्तहरा रूक्षा मधुरा बहुरेचनी। वातकृत् कटुका पाके कषाया त्रिवृताऽरुणा। धन्व-न्तरीयनिघण्टुः। त्रिवृत् (श्यामा) तिक्ताकटूष्णा च क्रिमिश्लेष्मोदरार्त्तिजित्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति प्रशस्ता च विरेचने॥ 'रक्ता' त्रिवृद्द्वये तिक्ता कटूष्णा रेचनी च सा। ग्रहणीमलविष्टम्भहारिणी हितकारिणी। राजनिघण्टुः॥ 'श्वेता त्रिवृद्रे'चनी स्यात् स्वादु रूष्णा समीरहृत्। रूक्षा पित्तज्वरश्लेष्मपित्त-शोथोदरापहा॥ 'श्यामा' त्रिवृत्ततो हीनगुणा तीव्रविरेचनी। मूर्च्छादाह-मदभ्रान्तिकण्ठोत्कर्षणकारिणी। भावप्रकाशः॥ 'अरुणा त्रिवृता' स्वादुः

कषाया मृदुरेचनी । रुचा च कटूकाचैव पाके तिक्ता कफापहा ॥ तस्यास्वा- ल्पान्तरगुणा विज्ञेया 'त्रिवृता सिता' ॥ ज्वरहृद्रोगवातासृग्गुदावर्त्तादिरोगनुत् । राजवल्लभः ॥ 'विरेचने' त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठमाहु र्मनीषिणः । कषाया मधुरा रुचा विपाके कटुका च सा । कफपित्तप्रशमनी रौचाच्चानिलकोपनी । सैदानोमौषधैर्युक्ता वातपित्तकफापहैः । फल-वैशिष्ट्यमासाद्य सर्व्वरोगहरा भवेत् । मूलन्तु द्विविधं तस्याः श्यामञ्चारुणमेव च । तयोर्मुख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणप्रभम् । सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तच्छुभम् । मोहयेदा- शुकारित्वा'च्छ्यामा' कण्ठं चिणोत्यपि । तैक्ष्ण्यात् कर्षति हृत्कण्ठमाशु दोषं हरत्यपि । शस्यते वहुदोषाणां क्रूरकोष्ठाश्च ये नराः । गुणवत्यां तयोर्भूमौ जातं मूलं समुद्धरेत् । * गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णं न तिर्य्यग्विसृतञ्च यत् । गृहीत्वा विसृजेत् काष्ठं त्वचं शुष्कां निधापयेत् । स्निग्धस्विन्नो विरेच्यस्तु पेयामात्राशितः सुखम् । अक्षमात्रं तयोः पिण्डं विनीयाम्लेन ना पिवेत्" । 'दृढ़वलः' (चः कः ७ अः) ।

वैद्यके व्यवहारः—'ज्वरे' त्रिवृन्मूलम्—"* मृद्वीकानां रसेन वा । त्रिवृतां ज्वरितः पवेत्" । (चिः ३ अः) । (२) 'रक्तपित्ते त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृतां * विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्" (चिः ४ अः) । (३) 'अर्शःसु त्रिवृन्मूलम् —"पाययेत त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलाया रसेन वा । हृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्शांसि संचयं" (चिः ८ अः) । (४) 'अर्शःसु' त्रिवृच्छाकम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां * । सुस्रष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतम्" । (चिः ८ अः) । (५) 'विसर्पे त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृच्चूर्णं समालोड्य सर्पिषा पयसाऽपिवा । धर्म्माम्बुना वा संयोज्य मृद्वीकानां रसेन वा । विरेकार्थं प्रयोक्तव्यं सिद्धं विसर्पनाशनम्" (चिः ११ अः । (६) 'पित्तोदरे' त्रिवृन्मूलम्—"पयसा सत्रिवृत्कल्केन" (चिः १८ अः) । (७) 'गाढ़पुरीषाय उदररोगिणे त्रिवृच्छाकम्—"शङ्खिनीस्नुक् त्रिवृद्दन्ती * । शाकं गाढ़पुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्भिषक्" (चिः १८ अः) । (८) 'पित्तपाण्डुरुजि' त्रिवृन्मूलम्—"द्विशर्करं त्रिवृच्चूर्णं पलार्द्धं पैत्तिकः पिवेत्' । (चिः २० अः । चरकः ॥ 'वातशोफे' त्रिवृत्तैलम्—"तत्र वातश्वयथौ त्रैवृत मैरण्डतैलं वा मासमर्द्धमासं वा पाययेत् । (चिः २३ अः) । (२) 'प्रवलज्वरे'

ত্রিবৃন্মূলম্—"শান্তিং নয়েৎ ত্রিবৃচ্চাপি সক্ষৌদ্রা প্রবলং জ্বরং" (উঃ ২৮ অঃ)। (৪) 'গুল্মে' ত্রিবৃন্মূলম্—"পিবেৎ ত্রিবৃন্নাগরং বা" (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) গুল্মে ত্রিবৃচ্ছাকম্—"ত্রিবৃচ্ছাকেন বা স্নিগ্ধমুষ্ণং ভুঞ্জীত ভোজনম্" (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) 'কামলায়াং' ত্রিবৃন্মূলম্—"সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী" (উঃ ৪৪ অঃ)। সুশ্রুতঃ॥ 'রাজযক্ষ্মণি' ত্রিবৃন্মূলম্—"* বিরেচনং দদ্যাৎ ত্রিবৃচ্ছ্যামানৃপদ্রুমান্। সর্করামধুসর্পির্ভিঃ পয়সা তর্পণেন বা। দ্রাক্ষাবিদারীকাশ্মর্য্যমাংসানাং বা রসৈর্যুতম্" (চিঃ ৫ অঃ)। (২) 'নেত্ররোগে' ত্রিবৃন্মূলম্—"ত্রিফলাত্রিবৃদ্দারিণা পক্বং ঘৃতশুক্রে ঘৃতং পিবেৎ" (বঃ ১১ অঃ)। (২) 'কীটবিষে' ত্রিবৃন্মূলম্—"তণ্ডুলীয়কতুল্যাংশাং ত্রিবৃতাং সর্পিষা পিবেৎ" (উঃ ২৭ অঃ)। বাগ্ভটঃ॥ 'সুকুমারাণাং রেচনার্থং ত্রিবৃন্মূলম্—"শর্করাক্ষৌদ্রসংযুক্তং ত্রিবৃচ্চূর্ণাবচূর্ণিতম্। রেচনং সুকুমারাণাং ত্বক্পত্রমরিচাংশিকম্" (বিরেচনাধিকারে)। (২) 'পিত্তবিকৃতৌ ত্রিবৃন্মূলম্—"ছিত্বা দ্বিধৈস্তু পরিলিপ্য কল্কৈঃ। ত্রিভণ্ডীজাতৈঃ পরিবেষ্ট্য রজ্জ্বা। পক্বন্তু সম্যক্ পুটপাকযুক্ত্যা। খাদেত্তু তং পিত্তগদী সুশীতম্" (বিরেচনাধিকারে)। চক্রদত্তঃ॥ 'বিষমজ্বরে ত্রিবৃন্মূলম্—"শান্তিং নয়েত্ত্রিবৃচ্চাপি সক্ষৌদ্রা বিষমজ্বরম্" (জ্বর—চিঃ বঙ্গসেনঃ।

ত্রিবৃতের ভাষানাম—বাঃ—তেউড়ী। হিঃ—নিসোত, পনিলর। সিং—এস্তবালু। মঃ—নিসোত্তর, তেণ্ড। গুঃ—নিসোতর। কঃ—তিগডে। তৈঃ—আলতেগডা। তাঃ—শিবদই। ফাঃ—নিসোথ। অঃ—তুরবুদ। ত্রিবৃতের ভেদ—ধন্বন্তরি কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত, নরহরি কৃষ্ণ ও রক্ত, ভাবমিশ্র কৃষ্ণ ও শ্বেত, রাজবল্লভ রক্ত ও শ্বেত, দৃঢ়বল কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণন—ত্রিবৃতের সুদীর্ঘ লতা আর্দ্র ভূমিতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। তেউড়ীর ডাটা ত্রিশির, শিরাগ্রভাগ পক্ষবৎ বর্দ্ধিত। বর্ষায় ত্রিবৃৎলতা প্রচুর শুভ্রবর্ণ পুষ্পে শোভিত হয়—পুষ্পের আকৃতি কল্কে বা ঘণ্টার মত। পত্র দূরে দূরে স্থিত, পত্রের আকৃতির নিয়তত্ব নাই, কোনটী চৌড়া কোনটী ক্ষীণদীর্ঘ, কিন্তু সকলেই সূক্ষ্মাগ্র, প্রান্তে চিরিত বা অসমভাবে খণ্ডিত। মূল—স্থূল, দীর্ঘ, সশাখ ও কোমল স্থূলত্বকে আবৃত। সদ্য উদ্ধৃত মূলত্বক্ ছেদন করিলে দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়—ইহা স্বাদে প্রথমে স্বাদু, পরে কটু। মূল কাষ্ঠগর্ভ। লতা যত পুরাণ হয় মূলত্বক্ ততই কাষ্ঠবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লতা ও পুষ্পের বর্ণানুসারে

ত্রিবৃতের কৃষ্ণ রক্ত ভেদ কথিত হইয়াছে। কোষকার কৃষ্ণত্রিবৃৎকে "মসূরবিদলার্দ্ধচন্দ্রা" বলিয়াছেন। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—ভেষজার্থ অরুণাভ ত্রিবৃন্মূলই প্রশস্ত, অভাবে শ্বেত। মূলত্বক্, পত্র, তৈল। ত্রিবৃৎকল্পে **দৃঢ়বল** বলিয়াছেন—গুণবতী ভূমিতে জাত রক্তত্রিবৃতের গম্ভীরপ্রবিষ্ট প্রধান মূল গ্রহণ করিবে—ইতস্ততঃ বিসৃত শাখামূল পরিত্যাগ করিবে। মূলের কাষ্ঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল মূলত্বক্ লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং কার্য্যকালে প্রয়োগ করিবে। **মাত্রা**—মূলত্বক্ চূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে ত্রিবৃতের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রিবৃন্মূল—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ সেব্য। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রিবৃন্মূল—রক্তপিত্তী, বিরেচনার্থ প্রভৃত মধু ও শর্করাযোগে ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **অর্শে** ত্রিবৃন্মূল—অর্শোরোগীকে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ত্রিবৃন্মূল পান করাইলে গুদস্থিত অর্শঃকারী দোষ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, সুতরাং অর্শও প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) **অর্শে** ত্রিবৃৎশাক—অর্শোরোগী তেউড়ীর পাতা যমকে (তিলতৈল ও গব্যঘৃত সমভাগ) ভাজিয়া দধির সরের সহিত সেবন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রিবৃন্মূল—বিসর্পরোগীকে ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ত্রিবৃচ্চূর্ণ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৬) **পিত্তোদরে** ত্রিবৃন্মূল—পিত্তোদরী দুগ্ধের সহিত ত্রিবৃৎকল্ক পান করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **গাঢ়পুরীষ উদররোগীর** শাকার্থ ত্রিবৃৎ—তেউড়ীর শাক বিবিধ কল্পনানুসারে ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে সেবন করাইলে গাঢ়বিট্‌কতা প্রশমিত হইয়া তরল মল নিঃসৃত হয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৮) **পিত্তপাণ্ডুরোগে** ত্রিবৃন্মূল—পিত্তপাণ্ডুরোগী দ্বিগুণ শর্করাসহ ত্রিবৃচ্চূর্ণ সেবন করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। **সুশ্রুত—বাতজশোথে** ত্রিবৃৎতৈল—বাতজশোথরোগীকে ত্রিবৃতের কিম্বা এরণ্ডের তৈল এক মাস কিম্বা এক পক্ষকাল পান করাইবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (২) **প্রবলজ্বরে** ত্রিবৃন্মূল—মধুযোগে ত্রিবৃৎচূর্ণ সেবন করিলে প্রবল জ্বর নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **গুল্মে** ত্রিবৃন্মূল—গুল্মরোগে ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) **গুল্মে** ত্রিবৃৎশাক—গুল্মরোগী স্নিগ্ধোষ্ণ পথ্যের সহিত স্বিন্ন ত্রিবৃৎশাক ভোজন করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) **কামলায়** ত্রিবৃৎ—কামলারোগী শর্করাসহ শ্বেতত্রিবৃন্মূল সেবন করিবে। (উঃ ৪৪ অঃ)। **বাগ্‌ভট—রাজযক্ষ্মায়** ত্রিবৃন্মূল—বলবান্ যক্ষ্মরোগীকে, চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দ্রাক্ষাক্বাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, গম্ভারীফলরস বা মাংসযূষের সহিত ত্রিবৃন্মূল সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **নেত্র-**

রোগে ত্রিবৃৎ—গব্যঘৃত ত্রিবৃৎক্বাথের সহিত তিনবার পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহা ক্ষতশুক্রে হিতকর। (উঃ ১১ অঃ)। (৩) **কীটবিষে** ত্রিবৃন্মূল—কীটবিষ প্রশমনার্থ চাঁপানটের মূল ও ত্রিবৃন্মূল সমভাগে ঘৃতের সহিত পান করিবে। (উঃ ৩৭ অঃ)। **চক্রদত্ত—সুকুমারগণের রেচনার্থ** ত্রিবৃন্মূল—ত্রিবৃন্মূলত্বকচূর্ণ যত, শর্করা তত, সুগন্ধি করণার্থ দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া, মধুযোগে লেহন করিবে। সুকুমারগণের পক্ষে ইহা উত্তম বিরেচন। (বিরেচনাধিকারে)। (২) **পিত্ত-দুষ্টিতে** ত্রিবৃন্মূল—আর্দ্র শ্বেতত্রিবৃন্মূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক লম্বালম্বি দ্বিধা ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আগুনে সেকিয়া লইবে। ইহার রস, শীতল হইলে পিত্ত-রোগীকে পান করাইবে। (বিরেচনাধিকারে)।

Constituents.—Turbeth resin consists of a soft resin soluble in ether, and of a substance insoluble in ether, benzine, sulphide of carbon, and essential oils. This substance is called Turpeth or Turpethine ; a volatile oil and yellow colouring matter. Turpethin, a resin, a grey substance, analogous to jalapine and convolvuline. It is named as having some resemblance in colour to turpeth mineral. Alkaline bases convert it into turpeth acid and mineral acid into glucose and turpetholic acid. The root contains it to the extent of 4 p. c. **Actions and uses.**—Turbeth is cathartic, given either alone, or in combination with other purgatives. With Harade, it is particularly beneficial in rheumatic and paralytic affections, melancholia, gout, dropsy and leprosy, it is more powerful and drastic than jalap. (R. N. Khory—Part II., p. 420).

নব্যমত—তেউড়ীর মূলত্বক্ বিরেচক। ইহা কেবল কিম্বা অন্যান্য বিরেচক ভেষজ সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীসহ ত্রিবৃৎ আমবাত, পক্ষাঘাত, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, বাত, শোথ এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর। "জোলাপ" অপেক্ষা ইহার রেচনীশক্তি তীব্রতর। (আর্, এন্, কোরি—২য় খঃ, ৪২০ পৃঃ)।

দন্তী, দ্রবন্তী ও রেচক—দন্তীদ্রবন্তীরেচকাঃ।

দন্তী, নিকুম্ভা, মকূলকঃ, উপচিত্রা—Croton Polyandrum, *Roxb.* **দ্রবন্তী, আখুপর্ণিকা, চিত্রা**—A variety of C. Polyandrum, with

many fleshy roots रेचकः दन्तीवीजम्, जयपालः—The seeds of Danti and Drobanti. Croton Tiglium, *Linn.*

तद्भेदाः—दन्ती, अरणी, द्रवन्ती। अन्वर्थसंज्ञाः—'दन्त्याः—"उदुम्बर-पर्णी," "एरण्डफला," "एरण्डपत्रिका," "निःशल्या," "विशोधनी"। द्रवन्त्याः—"शतमूलिका," "आखुपर्णिका"। रेचकस्य—"मलद्रावी," "वीजरेचकः"। 'दन्ती' तीक्ष्णोष्णकटुका कफवातोदराञ्जयेत्। अर्शोव्रणाश्मरीशूलान् हन्ति दीपनशोधनी। 'दन्ती' (अरणी नाम) रसेषु तिक्तोष्णा शूलत्वग्दोषनाशनी। कफवातोदरार्शांसि हन्ति दीपनशोधनी। 'जेपालः' कटुरुष्णश्च क्रिमिहारी विरेचनः। दीपनः कफवातघ्नो जठरामयशोधनः। 'द्रवन्ती' ग्रहणीदृष्णा-त्रिदोषशमनी हिता। अभिच्छिन्नतनी ग्रन्थ्याँ प्रमेहे जठरे गरे। कफपित्ता-मये पाण्डौ क्रमिकोष्ठभगन्दरे। 'द्रवन्ती' हृद्रोगहरा कफक्रिमिविनाशनी धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'दन्ती' कटूष्णा शूलामत्वग्दोषशमनी च सा। अर्शो-व्रणाश्मरीशल्यशोधनी दीपनी परा। 'अन्या दन्ती' कटूष्णा च रेचनी क्रिमिहा परा। शूलकुष्ठामदोषघ्नी तन्द्रामयविनाशनी। 'जेपालः' कटुरुष्णश्च क्रिमिहारी विरेचनः। दीपनः कफवातघ्नो जठरामयशोधनः। 'द्रवन्ती' मधुरा शीता रसवन्धकरी परा। ज्वरघ्नी क्रिमिहा शूलशमनी च रसायनी। राजनिघण्टुः। 'क्षुद्रदन्तीफलन्तु' स्यान्मधुरं रसपाकयोः। शीतलं सृष्टविण्मूत्रं गरशोथकफा-पहम्। 'जयपालो' गुरुः स्निग्धो रेची पित्तकफापहः। 'दन्तीद्वयं' सरं पाके रसे च कटुदीपनम्। गुदाङ्कुरामशूलामकण्डूकुष्ठविदाहनुत्। तीक्ष्णोष्णं हन्ति पित्तास्रकफशोथोदरक्रिमीन्। भावप्रकाशः। दन्ती साष्ठीलिकाऽऽध्मान-गुल्मोदरोहरा सरा। 'कानकं' कफनुत् क्लेदि तीक्ष्णमुष्णं विरेचनम्। राज-वल्लभः। दन्ती वह्निसमा पाके शोफदद्रुविनाशनी। कण्डूपामाहरा कुष्ठ-नाशिनी क्रिमिहृत् परा। गणनिघण्टुः। तैलं निकुम्भवीजोत्थं मत्युग्रं रेचनं परम्। आनाहमुदरं हन्ति संन्यासञ्च शिरोगदम्। धनुस्तम्भज्वरोन्मादं गदमेकाङ्गसंज्ञकम्। आमवातञ्च शोषञ्च मर्द्दनात् कासनाशनम्। आत्रेय-संहिता।

वैद्यकी व्यवहारः—'अर्शःसु' दन्तीशाकम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां *। सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतम्" ॥ (चिः ८ अः)। (२) 'दुष्योदरे' दन्तीद्रवन्तीफलतैलम्—"दन्तीद्रवन्तीफलजं तैलं दूष्योदरे हितम्" (चिः १८ अः)। (३) 'पाण्डुरोगे' दन्तीशलाटुः—"दन्त्याश्च तष्फलरसैः पिष्टैर्दन्तीशलाटुभिः। तद्वत् प्रस्थो घृतात् सिद्धः प्लीहपाण्ड्वर्त्तिशोफजित्"। (चिः २० अः)। (४) 'कामलायां' दन्तीमूलम्—"दन्त्यर्द्धपलकल्कं द्विगुड़ं शीतवारिणा। कामली * पिबेत्"। (चिः २० अः)। (५) 'गुल्मोदरे' दन्तीमूलम्—"तयो (दन्तीद्रवन्त्योः) र्मूलानि संगृह्य स्थिरानि बहुलानि च। हस्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि बुद्धिमान्। पिप्पलीमधुलिप्तानि स्वेदयेन्मृत्कुशान्तरे। शोषयेदातपेऽर्काग्नौ हतोह्येषां विकाशिताम् * दधितक्रसुरामण्डैः पिबेन्मद्यसमं तयोः। पियालकोलबदरपीलुशीधुभिरेव च। पिबेद्गुल्मोदरी दोषैरभिखिन्नश्च यो नरः। (कल्पः १२ अः)। (६) 'विरेचनार्थं' दन्तीमूलकल्कम्—"पाटयित्वेक्षुकाण्डं वा कल्केनालिप्य चान्तरा। स्वेदयित्वा ततः स्वादेत् सुखं तेन विरिच्यते"। कल्पः—१२ अः)। (७) 'पक्वशोथप्रभेदने' दन्तीमूलम्—"चित्पलाशभवः क्षारो हेमक्षीरी 'मुकूलकः। इत्युक्तो भेषजगणः पक्वशोथप्रभेदनः॥ (चिः १२ अः)। 'चरकः। क्रिमिषु द्रवन्तीदलम्—"आखुपर्णीदलैः पिष्टैः पिष्टकेन च पूपिकाम्। जग्ध्वा सौवीरकञ्चानु पिबेत् क्रिमिहरं परम्। (क्रिमि—चिः)। चक्रदत्तः।

দন্তীর ভেদ—**ধন্বন্তরি**—দন্তী, অরণী এবং দ্রবন্তী, **নরহরি**—দন্তী, অন্যা দন্তী ও দ্রবন্তী; **ভাবমিশ্র**—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উল্লেখ করিয়াছেন। অরণী ও অন্যাদন্তীর পর্য্যায় শব্দ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে ধন্বন্তরি কথিত অরণী ও নরহরি লিখিত অন্যাদন্তী স্বরূপতঃ অভিন্ন। অরণী বা অন্যাদন্তী অধুনা নামমাত্রে পরিচিত। দন্তী ও দ্রবন্তীকেই ভাবমিশ্র লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী বলিয়াছেন। ভাবমিশ্র বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়ে "শতমূলিকা," "সহস্রমূলী" শব্দ পাঠ না করায় এবং "অর্কপর্ণ" এই অভিনব অথচ জয়পাল বৃক্ষে সু প্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করায়, তৎকথিত বৃহদ্দন্তীকে জয়পাল বলিয়া সন্দেহ হয়।

অন্বর্থসংজ্ঞা—**দন্তীর**—"উডুম্বরপর্ণী," "এরণ্ডফলা," "এরণ্ডপত্রিকা," "নিঃশল্যা," "বিশোধনী"। **দ্রবন্তীর**—"শতমূলিকা," সহস্রমূলী," "আখুপর্ণিকা"। **রেচকের**—"মলদ্রাবী," "বীজরেচক"।

দন্তীর ভাষানাম—বাঃ—দন্তী। কোঃ—দন্তী। **হিঃ—दन्ती, निरिफल।** মঃ—লঘুদন্তী। **সিং—দেন্ত।** গুঃ—দান্তএটলে, নেপালনাং মূল। কঃ—দন্তী। তৈঃ—দন্তীচেট্টু কোণ্ড অম্হম্। ফাঃ—দন্দ। অঃ—হবুলং মুলুক্। **দ্রবন্তীর ভাষানাম**—**হিঃ—मुगलाइ अरण्ड।** মঃ—থোরদন্তী। গুঃ—রতনজ্যোৎ। কঃ—এরন্দনেদন্তী। ফাঃ—শফারহজুবা। অঃ—অবুখলসা। **রেচক** অর্থাৎ **জয়পালের ভাষানাম**—বাঃ—জয়পাল। **হিঃ—जामालगोटा।** মঃ—জেপাঠ্ঠ। গুঃ—নেপালো। কঃ—জেপাল। অঃ—হবুস্‌সালাতীন্। ফাঃ—তুখ্ মেম্বেদং জীরখতাই। **সিং—মিনুগ।**

বর্ণন—দন্তী ক্ষুদ্রগুল্ম। অধোদেশস্থ **পত্র**—বৃহৎ, চৌড়া, গোলাকার; অগ্রভাগের পত্র ক্ষুদ্রতর ও সূক্ষ্মাগ্র। পত্রপ্রান্ত করাতদন্তিত বা ৩ ভাগে চিরিত। পত্রপৃষ্ঠোদর ও কোমল শাখাগ্র, শুভ্র, ক্ষুদ্র, ঘনরোমব্যাপ্ত **পুষ্প**—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড, পত্রকক্ষ হইতে নির্গত, পত্রবৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর। স্ত্রী ও পুংপুষ্প প্রায়ই পৃথক্ পুষ্পদণ্ডেস্থিত, পুংপুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পবহ পুষ্পদণ্ডাপেক্ষা দীর্ঘতর। ফলধারী হইলে বক্রভাবে অধোলম্বিত থাকে। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, পীতাভ। **ফল**—গভীরভাবে ভাগত্রয়ে চিহ্নিত, অতি সূক্ষ্ম রোমাবৃত। বীজসংখ্যা—৩। পুষ্পকাল—ফাল্গুন, চৈত্র। **দ্রবন্তী**—"আখুপর্ণিকা," "শতমূলিকা" ও "সহস্রমূলী" দন্তী। **দৃঢ়বল** বলিয়াছেন ইহার মূলগুলি "স্থিরানি বহুলানি হস্তিদন্তপ্রকারানি এবং শ্যাবতাম্রানি"। বৈদ্যকশব্দসিন্ধু সঙ্কলয়িতা দ্রবন্তীকে বুড়িগুয়াপান বলিয়াছেন। দ্রবন্তী বুড়িগুয়াপান নহে। বৃহদ্দন্তী উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইলেও বঙ্গে ইহা তাদৃশ সুলভ ও সুপরিচিত নহে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূল, বীজ, তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল এবং তৈলই **আকরে** বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখি, বীজের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরক হস্তিদন্তীকে (দ্রবন্তী) মূলিনীবর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ১ অঃ)। দূষ্যোদরের চিকিৎসায় দন্তীদ্রবন্তীর তৈল ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। সুশ্রুত সংশোধন সংশমনীয় অধ্যায়োক্ত ও অধোভাগহরবর্গে দন্তীদ্রবন্তী পাঠ করিয়া "তত্র তিল্বকপূর্ব্বানাং মূলানি" বাক্যে দন্তী দ্রবন্তীর মূলেরই বিরেচকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং তৈলবর্গে (সূঃ ৪৫ অঃ) দন্তী দ্রবন্তী তৈল অধোভাগহর কথিত হইয়াছে। দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল অসংস্কৃতাবস্থায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। **দৃঢ়বল** দন্তীদ্রবন্তী মূলের সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—সারবান্, পুষ্ট, হস্তিদন্ততুল্য এবং শ্যাবতাম্রবর্ণ দন্তীদ্রবন্তীর মূলসংগ্রহ করিবে। উত্তমরূপ ধৌত করিয়া মূল গুলিতে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু মাখাইয়া কুশপুটে স্থাপনপূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিপক্ব করিবে। অতঃপর নিষ্কাশিত করিয়া ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। অগ্নি ও রৌদ্র দন্তীদ্রবন্তীর বিকাশিতা নষ্ট করে। যে বস্তু অপক্বাবস্থাতেই সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া ধাতুশৈথিল্য জন্মায় তাহাকে বিকাশী বলে।

বীজ—ধন্বন্তরি ও **নরহরি** দন্তীবীজের গুণপর্য্যায়ের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা নিঘণ্টুদ্বয়ের মতে দন্তীবীজ, দ্রবন্তীবীজ নহে, রেচক ও জয়পাল ইহার পর্য্যায়। **ভাবমিশ্র**—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উভয়েরই ফলের গুণোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু "জয়পালে দন্তবীজং বিখ্যাতং তিন্তিরীফলম্" বাক্যে বৃহদ্দন্তী অর্থাৎ দ্রবন্তীর বীজকেই জয়পালবীজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জয়পাল শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে—পূর্ব্বে রেচক ও জয়পাল শব্দে দন্তীর বীজ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে জয়পাল বৃক্ষের বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে দন্তীবীজ হইতে জয়পালকে পৃথক্ করিবার জন্য বা দন্তীর সহিত জয়পালের সম্পর্ক সর্ব্বথা নিরাকরণার্থ জয়পালের দন্তী সম্পর্কীয় যাবতীয় পর্য্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব আমরা **রাজবল্লভে** জয়পালবীজার্থে "কানক" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। **মাত্রা**—১—২ বীজ। মূলকল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দন্তী ও দ্রবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অর্শে দন্তীপত্র—যমকে (ঘৃত ও তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত) উত্তমরূপ ভৃষ্ট দন্তীপত্র দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **দূষ্যোদরে** দন্তীদ্রবন্তী তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর ফলজাত তৈল দূষ্যোদরে হিতকর। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **পাণ্ডুরোগে** দন্তীমূল ও ফল—চারিপল দন্তীমূলের রস এবং ঘৃত চতুর্থাংশ অপক্ক দন্তীফল কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ জয় করা যায়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) **কামলায়** দন্তীমূল—দন্তীমূলত্বক্ পুরাতন ইক্ষু-গুড়সহ শীতল জলযোগে পান করিলে কামলা প্রশমিত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **গুল্মোদরে** দন্তীমূল—যথোক্তরূপ সংস্কৃত দন্তী বা দ্রবন্তীমূল যোগ্য মাত্রায় দধি, তক্রাদির সহিত সেবন করিলে দোষদ্বারা অভিখিন্ন গুল্মোদরী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। (কল্প ১২ অঃ)। (৬) **বিরেচনার্থ** দন্তীমূলকল্ক—ইক্ষুদণ্ডকে চিরিয়া উহাতে দন্তীকল্ক লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযোজিত করিয়া অগ্নিপক্ক করিবে। এই ইক্ষুরস পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। (কল্পঃ ১২ অঃ)। (৭) **পক্বশোথপ্রভেদনে দন্তী**—দন্তী-মূলত্বকের প্রলেপ পক্ক স্ফোটক বিদীর্ণ করিতে পারে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **চক্রদত্ত—ক্রিমিরোগে** দ্রবন্তীপত্র—বৃহদ্দন্তীর কোমলপত্রসহ পিষ্ট যবচূর্ণের (সুশ্রুত টীকাকৃতের মতে) কিংবা তণ্ডুলের (নিশ্চল মতে) পিষ্টকভোজন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কাঁজি পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (ক্রমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ভেদনীয় এবং ক্রমিঘ্নবর্গে দ্রবন্তী এবং **সুশ্রুত** শ্যামাদিবর্গে দন্তী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদ্যকোক্ত রেচক ও জয়পাল শব্দের অর্থ

দন্তীর বা দ্রবন্তীর বীজ, কিন্তু এক্ষণে বৈদ্যগণ জলপাল স্থলে জয়পাল বৃক্ষের (Croton Tiglium) বীজ ব্যবহার করেন। অতএব পরিচয়ার্থ এস্থলে **জয়পালবৃক্ষ** সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ইহা উচ্চবৃক্ষ ; পত্রাংশ বৃন্তসন্নিধানে চৌড়া, অগ্রভাগে অপ্রশস্ত, মধ্য-পশুর্কা কর্ত্তৃক অসমানভাগে বিভক্ত। অতি কোমল পত্র হরিদাভ সিন্দূরবর্ণ, পরিণত পত্র হরিদ্বর্ণ, অতি ক্ষুদ্র, উথিত রোমব্যাপ্ত, পত্রবৃন্তপার্শ্বে দুইটী মসৃর কলায়াকৃতি অর্ব্বুদ আছে। পত্রপ্রান্ত অতিসূক্ষ্মরূপে খণ্ডিত, দন্তাগ্রভাগ পত্রাগ্রাভিমুখী। পত্রবৃন্ত নাতিদীর্ঘ ও রেখাঙ্কিত। **পুষ্প** নগ্ন অর্থাৎ দলহীন, পুংপুষ্প, পুষ্পদণ্ডের উপরি এবং স্ত্রীপুষ্প নিম্নে থাকে। পুংপুষ্প বহু, স্ত্রীপুষ্প অল্প ও দীর্ঘতর। ইহার **বীজ** দন্তী দ্রবন্তীর বীজাপেক্ষা তীব্রতর বিরেচক। জয়পাল বীজ শোধন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। **শোধনপ্রণালী**—"জেপালং নিস্তূষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ। অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুঞ্জীয়াদ্রসকর্ম্মণি"। জয়পাল বীজ দ্বিধা বিভক্ত করিলে দলদ্বয়ের মধ্যে যে পত্রাকৃতি বস্তু থাকে তাহাই অন্তর্জিহ্বা। অন্তর্জিহ্বাবর্জ্জিত জয়পাল বীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

Constituents *of C. Polyandrum*—The root contains resin and starch. **Actions and uses.**—The root is purgative, often used with aromatics in constipation with flatulence, and in anasarca and jaundice. The seeds are drastic purgative and given with trikatu and tankana khara, &c. Dose 1 to 3 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 539).

Constituents *of Croton Tiglium*—The entire seed contains expressed or fixed oil—oleum crotonis, 30 to 40 p. c. and the kernel alone contains the oil 50 to 70 p.c. ; proteids albumin, &c. **Actions and uses.**—The seeds are never used until the testa and embryo are removed, and the kernel boiled in milk. It is a powerful drastic cathartic and the rubefacient. The oil is highly irritant, Applied to the skin it pustulates, leaving unsightly scab. In small doses as a cathertic it acts promptly, producing copious watery stools. In large doses it causes vomiting and produce gastritis ; it also irritates the intestinal glands as well as setting up inflammation of the intestinal mucous membrane and giving rise to increased peristalsis. The addition of an alkali increases hypercatharsis where prompt derivative action is desired, with speedy discharge of alvine evacuations and lowering of blood pressure. It is given in apoplexy, mania, coma, intestinal obstruction, paralysis, dropsy and constipation. It should not be given in inflammation of the stomach or intestines or if any organic obstruction exists. It may be used where bulky doses can not be taken. In

persons who refuse to take purgatives, the oil may be dropped upon the tongue with benefit. The seeds and the oil are especially used in fever, constipation, intestinal worms, anasarca, ascites, dropsy, enlargement of the abdominal viscera, tymponitis, colic. calculous affections and gout. Externally as a vesicant it is applied to the scalp in acute cerebral diseases, to the cord in spinal meningitis, to the chest in chronic bronchitis, and to the throat in laryngitis. Its liniment is used as a powerful counter-irritant in neuralgia, sciatica, ovaritis, gout, glandular swellings, chronic articular rheumatism, pulmonary diseases as bronchitis, pleurisy and tinca tonsurans of the scalp. (R. N. Khory,—Part II., p. 542).

নব্যমত—দন্তীমূল রেচক। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা উদরাধ্মানসনাথ কোষ্ঠবদ্ধ, অগভীর শোথ এবং কামলারোগে সেব্য। দন্তীবীজ অতিরেচক—½—১ পাই মাত্রায়, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ প্রভৃতির সহিত সেব্য। (আর্. এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৫৩৯ পৃঃ)। জয়পাল বীজের ত্বক্ এবং বীজ দ্বিধা ছেদন করিলে মধ্যে যে পত্রাকৃতি ক্ষুদ্র পাৎলা বস্তু থাকে তাহা নিষ্কাশিত এবং দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়পালবীজ, অপ্রতিহত তীব্রবিরেচক, পিষ্টবীজের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। জয়পালের তৈল অতিউত্তেজক। প্রলিপ্ত হইলে ত্বকে ফোস্কা পড়ে, ফোস্কার ক্ষতের উপরি যে মামড়ি পড়ে তাহা নিতান্ত বিকটদর্শন। অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে সত্বর জলবৎ প্রচুর মলস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করিলে, বমন, পাকস্থালীর প্রদাহ, অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিগণের (glands) উত্তেজন, অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলার (mucus membrane) প্রদাহ এবং অন্ত্রের "পেরিস্ট্যাল্টিক্ মুভ্মেণ্ট" (যে বিচিত্র গতির বলে অন্ত্রস্থিত বস্তু ক্রমশঃ লুঠিত হইয়া বহির্গত হয়) বর্দ্ধিত হয়। ক্ষার সংযুক্ত হইলে ইহার ত্বরিত রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপস্মার, মনোবিকার, জ্ঞানহীন ও হিমাঙ্গ অবস্থায় (coma), উদাবর্ত্ত, পক্ষাঘাত, শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকস্থালী কিংবা অন্ত্রের প্রদাহ বা কোন যান্ত্রিক বিবন্ধ (organic obstruction) বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করা উচিত নহে। যে রোগী ভূরি ঔষধ সেবনের অনুপযুক্ত, তথায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যে রোগী রেচক ঔষধ ব্যবহারে অসম্মত তাহার জিহ্বায় কএক বিন্দু জয়পালের তৈল লাগাইয়া দিলে ফললাভ হয়। বীজ এবং তৈল বহুরোগে প্রযোজ্য হইলেও জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, অগভীর শোথ উদররোগ, শোথ, প্লীহযকৃৎবিবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, শূল, অশ্মরী, শর্করা এবং বাতরোগে বিশেষতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজের প্রলেপ বা তৈলের অভ্যঙ্গ, শিরোদেশে তরুণ শিরোরোগ

বিশেষ (cerebral diseases), পৃষ্ঠবংশের পীড়া বিশেষে (spinal meningitis) মেরুদণ্ডে পুরাণ কাসরোগে বক্ষোদেশে এবং বাগিন্দ্রিয়ের প্রদাহে (leryngitis) কণ্ঠে ব্যবস্থা করিবে। ইহার লিনিমেণ্ট, নিউর‍্যালজিয়া, গৃধ্রসী (sciatica), "ওভেরির" প্রদাহ, বাত, গ্রন্থিস্ফীতি, বিবিধ বক্ষোরোগ, ও পুরাণ সন্ধিগতবাত রোগে হিতকর।

দাড়িম—दाड़िमः।

दाड़िमः—Punica Granatum.

तद्भेदाः—"द्विविधं तच्च विज्ञेयं मधुरञ्चाम्लमेव च" (ध: नि:)। "तत्फलं त्रिविधं स्वादु स्वाद्वम्लं केवलाम्लकम्" (भावप्रकाशः)। अन्वर्थसंज्ञा—नीलपत्रः," "लोहितपुष्पकः," "स्वाद्वम्लः," "रक्तवीजः," "दन्तवीज," "मणिवीजः," "मधुवीजः," "सुफलः," "कुचफलः," "वृत्तफलः," "वल्कफलः," "शुकवल्लभः"। अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं ग्राहिदीपनम्। स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च। रुक्षाम्लं दाड़िमं यत्तु तत् पित्तानिलकोपनम्। मधुरं पित्तनुत्तेषां तद्धि दाड़िममुत्तमम्। (चरकः—फः वः सूः २७ अः)॥ कषायानुरसं तेषां दाड़िमं नातिपित्तलम्। दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्च्चो विवन्धनं। द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च। त्रिदोषघ्नञ्च मधुरमम्लं वातकफापहं। सुश्रुतः। (सूः ४६ अः)। स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्तविरोधि च। 'धन्वन्तरीयनिघण्टुः'। दाड़िमं मधुराम्लकषायं कासवातकफपित्तविनाशि। ग्राहि दीपनकरं च लघूष्णं शीतलं श्रमहरं रुचिदायि। तत्र वातकफहारि किलाम्लं तापहारि मधुरं लघु पथ्यम्। ग्रन्थान्तरे--अम्लं कषायं मधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। राजनिघण्टुः। तत्तु 'स्वादु त्रिदोषघ्नं तृड्‌दाहज्वरनाशनम्। हृत्कण्ठमुखरोगघ्नं तर्पणं शुक्रलं लघु। कषायानुरसं ग्राहि स्निग्धं मेधाबलावहम्। 'स्वाद्वम्ल' दीपनं रुच्यं किञ्चित्पित्तकरं लघु। 'अम्लन्तु' पित्तजनकमम्लं वातकफापहम्। भावप्रकाशः। दाड़िमं हृद्यममोम्ल वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। कषायानुरसं प्रोक्तं कफपित्तविरोधि च। 'मधुरन्तु त्रिदोषघ्न मम्लं वातकफापहम्। ज्वरघ्नं दीपनं पथ्यं पाके लघ्वग्निदीपनम्। राजवल्लभः।

वैद्यके व्यवहारः—'व्रणात् प्रवृत्ते रुधिरे' दाड़िमपुष्परसः—"* तथा दाड़िमपुष्पतोयम्" (चिः ५ अः)। (२) 'रक्तार्शःसु' दाड़िमत्वक्—"* स्निग्ध-रक्तसंग्रहणः त्वग्दाड़िमस्य तद्वत्"। (चिः ८ अः)। चरकः। 'मुखप्रवृत्ते रुधिरे' दाड़िमफलत्वक्—"दाड़िमस्य फलत्वग्वा चूर्णं लिह्यात् सितायुतम्" (चिः ११ अः)। (२) 'चलितगर्भे' दाड़िमपत्रम् "पञ्चमे मासि चलिते गर्भे दाड़िमीपत्राणि चन्दनं दधि मधु च पाययेत्" (चिः ४८ अः)। हारीतः। सरक्ते 'अतिसारे' दाड़िमत्वक्—"कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाड़िमवत्-सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं दुर्निवारकम्"। (अतिसार—चिः)। (२) 'अरोचके' दाड़िमफलरसः—"विट्चूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाड़िमसम्भवः। असाध्यमपि संहन्यादरुचिं वक्त्रधारितः" (अरोचक—चिः)। (३) 'उपदंशे' दाड़िमत्वक्—"* दाड़िमत्वग्भवेन वा। गुण्डनं * उपदंशहरं परम्"। (उपदंश—चिः)। चक्रदत्तः॥ ज्वरकृते 'आस्यवैरस्ये दाड़िमवीजः—"शर्करा-दाड़िमाभ्याञ्च द्राक्षादाड़िमयोस्तथा। वैरस्ये धारयेत् कल्कं गण्डूषञ्च तथा-हितम्"। (ज्वर—चिः)। (२) 'रक्तातिसारे' दाड़िमवीजरसः—"कुटजस्य फलं ग्राह्य मष्टभागे जले शृतम्। तथैव विपचेद्भूयो दाड़िमोदकसंयुतम्। यावच्च लसिकाभासं शृतं तमुपकल्पयेत्। तस्यार्द्धकर्षं तक्रेण पिवेद्रक्तातिसार-वान्। अवश्यमरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गोचरम्। कुटजक्वाथतुल्योऽत्र दाड़िमस्य रसो मतः"। 'वङ्गसेनः॥ 'रक्तातिसारे' दाड़िमशलाटुत्वक्—"वत्सत्वग्दाड़िमतरुशलाटुफलसम्भवात् त्वक् च। त्वग्युगलं पलमानं विपचेद-ष्टांशसम्मिते तोये। अष्टमभागशेषं क्वाथं मधुना पिवेत् पुरुषः। रक्तातीसार मुल्वणमतिशयितम्" नाशयेन्नियतम्। (अतिसार—चिः)। (२) आमाजीर्णे दाड़िमम्—आमे अजीर्णे * अथ दाड़िमं वा आमेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु वर्चो-विबन्धेषु च नित्यमद्यात्"। (अजीर्ण—चिः)। भावप्रकाशः।

দাড়িমের অন্যথ সংজ্ঞা—"নীলপত্র," "লোহিত-পুষ্পক," "রক্তবীজ," "দন্তবীজ," "মধুবীজ," "মণিবীজ," "সুফল," "কুচফল," "বৃত্তফল," "বল্কফল," "শুকবল্লভ"।

দাড়িমেরভাষানাম—বাঃ—ডালিম। হিঃ—অনার। সিং—দেলুম্। মঃ—

২৫০

ডঠি্‌ঠ্‌ব। গুঃ—দাডয়ম। বঃ—দালিম্ব। তৈঃ—ডানিম্বচেট্টু, দালিম্বকায়া। তাঃ—মাদলই চেহেড্ডি। উঃ—দালিম্ব। ফাঃ—অনারবুতুরস্‌, অনারসীরী। অঃ—রুমানহামীজ, রুমান্‌হুলু।

দাড়িমের ভেদ—দাড়িম তিন প্রকার—কেবলমধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। কলিকাতার বাজারে "পাটনাই দাড়িম" নামে যাহা বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অম্লমধুর তন্মধ্যে কেবল মধুর ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে যে দাড়িমের বৃক্ষ দেখা যায় তৎফল অম্ল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৃক্ষত্বক্‌, কাঁচাফল, ফলত্বক্‌, পত্র, পুষ্প, বীজস্বরস।

বৈদ্যকে দাড়িমের ব্যবহার।

চরক—ঘ্রাণপ্রবৃত্তরুধিরে দাড়িমপুষ্পরস—দাড়িমপুষ্পরসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** দাড়িমত্বক্‌—দাড়িম বৃক্ষত্বকের ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান করিলে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব বিনাশ পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। **হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে** দাড়িমফলত্বক্‌—দাড়িমফলত্বক্‌চূর্ণ চিনির সহিত লেহন করিলে, মুখ হইতে রক্তপাত প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চলিতগর্ভে** দাড়িমপত্র—যে নারী অস্থিরগর্ভা অর্থাৎ যাহার প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় তাহার গর্ভস্রাবাশঙ্কা নিবারণার্থ তাহাকে পঞ্চম মাসে পিষ্টদাড়িমপত্র ও শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া পান করাইবে। (চিঃ ৪৯ অঃ)। **চক্রদত্ত—সরক্ত অতিসারে** দাড়িমত্বক্‌—কুটজ ও দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধুযোগে পান করিলে, সরক্ত দুর্নিবার অতিসার জয় করা যায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **অরোচকে** দাড়িমফলরস—দাড়িমের ফলরস বিট্‌লবণ ও মধুযোগে মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশমিত হইয়া থাকে। (অরোচক—চিঃ)। (৩) **উপদংশে** দাড়িমবৃক্ষত্বক্‌—দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের চূর্ণদ্বারা উপদংশক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত রোপণ হইয়া থাকে। (উপদংশ—চিঃ)। **বঙ্গসেন**—জ্বরকৃত **মুখবিরসতায়** দাড়িমবীজ—চিনিসহ পিষ্ট দাড়িমবীজ কিংবা শর্করা মিশ্রিত দাড়িমফলরস, কিস্‌মিস ও দাড়িমবীজ ফলের রসে তরল করিয়া মুখে ধারণ বা গণ্ডূষ করিলে জ্বররোগীর মুখবিরসতা বিনষ্ট হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** দাড়িমবীজস্বরস—কুট্টিত আর্দ্র কুটজের ত্বক্‌ ৮ তোলা ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। ইহাতে ১৬ তোলা দাড়িমফল রস মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। গুড়ের মত গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ফাণিতাকার বস্তু ১ তোলা সেবন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত রক্তাতিসারীও জীবনলাভ করিবে। **ভাবপ্রকাশ—রক্তাতিসারে** কোমল দাড়িমফল—আর্দ্র কুট্টিত কুটজত্বক্‌ ৪ তোলা কাঁচা দাড়িমফলের খোসা ৪ তোলা—৬৪ তোলা জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া

৮তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) **আমাজীর্ণে** দাড়িমফল—সুপিষ্ট দাড়িমফল পুরণ গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শঃ প্রভৃতি গুদরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রশস্ত। (অজীর্ণ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ছর্দ্দিনিগ্রহণ এবং শ্রমহরবর্গে দাড়িম পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The bark contalns tannin and punico tannic acid 22 p.c., mannit, sugar, gum, pectin, ash 15 p.c., an active liquid, alkaloid pelletierine and isopelletierine and two inactive alkoloids. **Therapeutics.**—The juice is given in dyspepsia and fevers ; flowers and rind of the fruit mixed with aromatics and astringents such as cloves, cinnamon, coriander, pepper, &c, are given in chronic diarrhœa of children and in chronic dysentery unaccompanied tenesmus. The juice of the flowers with durva root juice (cynodon dactylon) is used to stop bleeding from the nose. The decoction of root-bark is vermifuge and is used for expelling tape worms, (R. N. Khory, Part II., p. 278).

"Besides using the flowers and rind in a variety of ways on account of their astringency, they recommend the root bark as being the most astringent part of the plant, and a perfect specific in cases of tape-worms ; it is given, in decoction, prepared with two ounces of fresh bark, boiled in a pins and a half of water till but three quarters of a pint remain ; of this when cold a wine glassful may be drunk every half hour, till the whole is taken. This dose sometimes sickens the stomach a little, but seldom fails to destroy the worm, which is soon after passed." (Dymoch, Part II., p. 45).

নব্যমত—দাড়িমের রস গ্রহণী ও জ্বর বিশেষে সেব্য। দাড়িমের খোসা ও ফুল জৈত্রী, দারুচিনি, ধনে মরিচ প্রভৃতি সহ শিশুর দীর্ঘকালের অতিসার এবং রক্তাতিসারে কুন্থন বিদ্যমান না থাকিলে প্রযোজ্য। দূর্ব্বাঘাসের রসে দাড়িম্বপুষ্প পেষণপূর্ব্বক নস্য করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। মূলত্বকের ক্বাথ ক্রিমিঘ্ন, অন্ত্র হইতে ফিতার মত ক্রিমি পাতনার্থ ইহার ক্বাথ সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ)। ডিমক্ বলেন ২ ঔন্স (প্রায় এক ছাটক) দাড়িম মূলত্বক দেড় পাঁইট (প্রায় ৯ ছটাক) জলে সিদ্ধ করিয়া ৪½ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মদ্যপানের গ্লাসের এক গ্লাস করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সমস্তটুকু পান করিবে। এই মাত্রায় পান করিলে কদাচিৎ উদরের দোষ ঘটিয়া থাকে কিন্তু, ক্রিমিবিনাশ ও পাতন পক্ষে ইহার শক্তি প্রায় অব্যর্থ। (ডিমক্ ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)।

दारुहरिद्रा—दारुहरिद्रा।

दारुहरिद्रा, दार्वी, कटङ्कटेरी—Berberis Asiatica, *Roxb.*

अन्वर्थसंज्ञा—"पीतदारु," "स्थिररागा"। तिक्ता दारुहरिद्रा स्याद्रुक्षोष्णा व्रणमेहजित्। कर्णनेत्रमुखोद्भूतां रुजं कण्डुञ्च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तिक्ता दारुहरिद्रा तु कटूष्णा व्रणमेहनुत्। कण्डूविसर्पत्वग्दोषविषकर्णाक्षि-दोषनुत्। राजनिघण्टुः। एषोष्णा कटुका तिक्ता नेत्रकर्णास्यरोगनुत्। मेहकण्डूविसर्पघ्नो त्वग्दोषव्रणनाशनो। विषघ्नो स्वेदनो पित्तकफशोथविना-शनो। भावप्रकाशः। * दार्व्वी विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशनी। राजवल्लभः॥ 'दार्वीक्वाथसमुद्भवस्य रसाञ्जनस्य गुणाः—रसाञ्जनं हिमं तिक्तं रक्तपित्तकफा-पहम्। हिक्काश्वासहरं वर्ण्यं मुखरोगविषापहम्। रसाञ्जनं रसे चोष्णं चक्षुष्यं तिक्तकं कटु। रक्तपित्तविषच्छर्दि हिक्काघ्नं हृत्प्रसादनम्। अन्यच्च—रसाञ्जनञ्च पीताभं विषवक्त्रगदापहम्। श्वासहिक्काहरं वर्ण्यं वातपित्तास्र-नाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। * तत् नेत्रयो परमं हितम्। रसाञ्जनं कटुश्लेष्मविषनेत्रविकारनुत्। उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं व्रणदोषहृत्। भाव-प्रकाशः।

वैद्यके व्यवहारः—'व्रणरोपणार्थं दार्व्वीत्वमूलत्वक् "दार्व्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः १३ अः)। चरकः॥ 'पिष्टमेहे दारुहरिद्रा "पिष्ट-मेहिनं हरिद्रादारुहरिद्राकषायं (पाययेत्)" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः॥ 'श्लैष्मिके वृद्धौ' दारुहरिद्रा—"गोमूत्रेण पिबेत् कल्कं श्लैष्मिके पीतदारुजम्"। (चिः १२ अः)। (२) सर्व्वदोषप्रकुपिते नेत्रे दारुहरिद्रा—"षोड़शभिः सलिल-पलैः पलं तथैकं कटङ्कटेर्य्याः सिद्धम्। सेकोऽष्टभागावशिष्टः क्षौद्रयुतः सर्व्वदोष-प्रकुपिते नेत्रे"। (उः १६ अः)। 'वाग्भटः'। मुखरोगासृग्दरनाड़ीव्रणेषु' दार्वी-रसक्रिया "स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया। सक्षौद्रा मुखरोगा-सृग्दोषनाड़ीव्रणापहा"। (कण्ठरोग चिः)। (२) 'कामलायां' दार्वीरसः *

दार्व्या निम्बस्य वा रसः। प्रातर्माक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः"। (पाण्डु चिः)। 'चक्रदत्तः।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"পীতদারু," "স্থিররাগা"। **দারুহরিদ্রার ভাষানাম**—বাঃ—দারুহরিদ্রা। **হিঃ—दारुहल्दि।** মঃ—দারুহঠ্ঠ। গুঃ—দারুহল্দর। কঃ—মরদর্শিনা। তৈঃ—মনিপস্থপু। তাঃ—মরমঞ্জিল। ফাঃ—দারচোব। অঃ—দারহলদ্। **সিং—বনুবেল।**

বর্ণন—দারুহরিদ্রা পর্ব্বতজাত গুল্ম। গুল্মের মূল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কাণ্ড নির্গত হয়—এই সমস্ত কাণ্ড প্রায়ই এক পার্শ্বে অবনত হইয়া থাকে। শাখাগুলি বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। কোমল শাখার গাত্র কোণান্বিত এবং বন্ধুর। পুরাণ ত্বক্ উপরি পাঁশুটে রঙের, অভ্যন্তরে পীত; কাষ্ঠও পীতবর্ণ। ৬।৭ বৎসরের দারুহরিদ্রা গুল্ম ৪।৫ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। **পত্র**—কঠিন, শিরাবন্ধুর ক্ষুদ্রবৃন্তযুক্ত, পত্রপ্রান্ত কণ্টকাকৃতি দন্তযুক্ত। **পুষ্প**—বৃহৎ, পীতবর্ণ। দল ছয়টী দুই থাকে সজ্জিত। **ফল**—ঘোর পাটলবর্ণ, অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ, অম্লাস্বাদ এবং কষায় ফলশস্য দৃষ্ট হয়। রাঢ়ে যাহাকে মালঞ্চ ফুলের গাছ বলে কোচবিহারের লোকে তাহাই "দারুহল্দি" ভ্রমে ব্যবহার করে। মালঞ্চফুলের গাছের কাষ্ঠ বিশেষতঃ মূল পীতবর্ণ, ইহার মূলের রঙ্গে কোচবিহারের লোকে বস্ত্রাদি বয়নের সূতা রঞ্জিত করে। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—মূলত্বক্, কাষ্ঠ বর্ণে পীত, স্বাদে তিক্ত ও কষায়। **মাত্রা**—মূলত্বক্স্বরস ½—১ তোলা। কাষ্ঠকাথ—৫—১০ তোলা। ঘনীভূত ক্বাথ (রসাঞ্জন) ½ আনা—২ আনা।

বৈদ্যকে দারুহরিদ্রার ব্যবহার।

চরক—ব্রণরোপণার্থ দারুহরিদ্রামূলত্বক্—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের কল্কযোগে যথাবিধি পক্ব তৈল সেচন করিলে ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। **সুশ্রুত—পিষ্টমেহে** দারুহরিদ্রা—হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা কাষ্ঠের ক্বাথ, পিষ্ট মেহীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **বাগভট—শ্লৈষ্মিকবৃদ্ধিরোগে** দারুহরিদ্রা—যাহার কফজ বৃদ্ধিরোগে হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রপিষ্ট দারুহরিদ্রা পান করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) সর্ব্বদোষপ্রকোপজে **নেত্ররোগে** দারুহরিদ্রা—৮ তোলা দারুহরিদ্রা ৵২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই ক্বাথ মধুযোগে চক্ষুতে সেচন করিলে সর্ব্বদোষজন্য নেত্রের লৌহিত্য, ব্যথা, স্ফীতি, জলস্রাবও ক্লেদস্রাব নিবৃত্তি পায় (উঃ ১৬ অঃ)। **চক্রদত্ত—মুখরোগ, রক্তপ্রদর ও**

নাড়ীব্রণে দার্ব্বীস্বরসরসক্রিয়া—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের স্বরস ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। এই রসক্রিয়া (ঘনী ভূত ক্বাথ বা স্বরস) মুখরোগাদি নাশক। (কুষ্ঠরোগ—চিঃ)। (২) **কামলায়** দার্ব্বীরস—দারুহরিদ্রার ছালের রস মধুযোগে প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। (পাণ্ডু—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয় এবং কণ্ডূঘ্নবর্গে দারুহরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন। বিভিন্ন তিনটী বস্তু বৈদ্যকে রসাঞ্জন শব্দে অভিহিত হয়। (১) পিত্তলধাতুতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক লোহিত বর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পিটিলে উহা হইতে যে মল বিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম রসাঞ্জন—যথা—"রীত্যাস্তু ধ্মায়মানায়াং তৎকিট্টং তু রসাঞ্জনম্। তদভাবে তু কর্ত্তব্যং দার্ব্বীকাথ-সমুদ্ভবম্"। (**রাজনিঘণ্টু**) (২) যে কৃষ্ণপাষাণাকৃতি ধাতুদ্রব্য স্রোতোঽঞ্জন নামে খ্যাত তাহাও রসাঞ্জন শব্দ বাচ্য। যথা—"রসাঞ্জনং দ্বিবিধং, স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণপাষাকৃতি ধাতুদ্রব্যং, অন্যৎ দারুহরিদ্রাকাথেন কৃত্রিমং পীতলোহিতম্" (সুশ্রুত টীকায় **ডল্বণ**)। (৩) দারুহরিদ্রার ক্বাথ সমপরিমিত গোদুগ্ধের সহিত যাবৎ ঘনীভূত না হয় তাবৎ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাও বৈদ্যকে রসাঞ্জন নামে খ্যাত। যথা"দার্ব্বীকাথসমং ক্ষীরং দ্বয়ং পক্ত্বা যথাঘনম্। তদা রসাঞ্জনাখ্যং" (**ভাবপ্রকাশ**)। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকা রচয়িতা ডাঃ **উদয়চাঁদ** স্বগ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—রসাঞ্জন অর্থে "রসোৎ"ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের নিকট "রসোৎ" অপরিচিতহেতু তাঁহারা রসাঞ্জন শব্দে স্রোতোঽঞ্জন ব্যবহার করেন। রসাঞ্জন শব্দে স্রোতেঽঞ্জনের গ্রহণ অজ্ঞতার সূচক নহে, মতান্তরমাত্র। রক্তপ্রদরের ভূরিস্রাব রোধার্থ রসোৎ সেবন করাইয়া বহুশঃ ফললাভ করা গিয়াছে।

Constituents.—The root and wood contain in great abundance a yellow alkaloid berberine or berberina, oxyacanthine, fat, resin, tannin also berbamine and another alkaloid. The fruit contains malic and citric acids and tannin. **Actions and uses.**—The bark and stem—Tonic, diaphoretic, stomachic antiperiodic, and a gentle but certain aperient, used in malarial fevers, diarrhœa, dyspepsia, ague, during convalescence from fevers and acute diseases. As an alterative it is used in bilious complaints, torpid liver dropsy and jaundice. With gypsum it in given in metrorrhagia. The berries are coolih; and acid and used as refrigerant in febrile diseases, diarrhœa, &c. The extract (Rusot) is an anodyne, tonic and febrifuge internally used like the bark. Externally rusot, mixed with alum, rock salt, chebulic myrabolams and opium, is applied round the orbit in painful affections of the eye, as

in black eye, &c. Mixed with honey it is applied to ulcers in the mouth. It is also applied to relieve pain of cancer and of neuralgia. (R. N. Khory Part II., p. 34).

নব্যমত—দারুহরিদ্রার ত্বক্ ও কাষ্ঠ, বলপ্রদ, ঘর্ম্মকারী, পাচক, জ্বরনিবারক এবং ফলপ্রদ মৃদুরেচক। ইহা ইহা ম্যালেরিয়াজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, আমরক্তাতিসার, কম্পজ্বর, জ্বর এবং অন্যান্য তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। দোষহর (alterative) বলিয়া ইহা, পিত্তবিকার, যকৃদ্দোষ (torpid liver), শোথ এবং কামলারোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ, অম্ল এবং শীতল, ইহা জ্বর ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। **রসোৎ,**—বেদনাহর, বল্য ও জ্বরঘ্ন। দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ এবং ত্বক্ যে যে পীড়ায় প্রয়োজ্য ইহাও তত্তৎ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি, সৈন্ধব, হরীতকী এবং অহিফেনের যোগে রসোতের প্রলেপ, "ব্লাক্ আই" প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ অক্ষিরোগে অক্ষিগোলকের চতুঃপার্শ্বে প্রলিপ্ত করা হইয়া থাকে। আঘাতাদিহেতু অক্ষি বর্ণান্তরিত হইলে "ব্ল্যাক্ আই" বলে। রসোৎ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখের ক্ষতে এবং "ক্যান্সার" ও "নিউর্যালজিয়া"র যন্ত্রণা প্রশমনে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (আর্, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ)।

দুরালভা ও যবাস—दुरालभा यवासश्च।

दुरालभा, दुरालम्भा, धन्वयवासः (मरूद्भवा दुरालभा)—Alhagi Camelorum, *Fisch.* **यवासः, यासः**—Alhagi Maurorem, *D. C.*

अन्वर्थसंज्ञाः—'यवासस्य'—"त्रिपर्णिकाः," "अल्पकः," "सूक्ष्मपत्रः," "बहुकण्टकः," "विषकण्टकः," "दीर्घमूलः," "सुदूरमूलः," "विषघ्नः"। 'दुरालभायाः'—"धन्वयासः" (मरुद्भवा दुरालभा), "सूक्ष्मदला," "दुःस्पर्शा," "ताम्रमूली," "अजभक्ष्या," "उष्ट्रभक्षिका," "करभप्रिया"। 'दुरालभा' स्वादुशीता तिक्ता दाहविनाशनी। विषमज्वरतृट्च्छर्दिमेहमोहविनाशनी। 'यवासकः' स्वादुतिक्तो ज्वरतृड्रक्तपित्तनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ 'यवासशर्करा' मधुरकषाया तिक्तानुरसा श्लेष्महरी सरा चेति। (सुश्रुतः इक्षुवर्गः—सूः ४५ अः)। "यवासक्काथघनीभावात् शर्करा कृता यवासशर्करा"—डल्लणः॥ 'दुरालम्भा कटुस्तिक्ता सोष्णा क्षाराम्लिका तथा। मधुरा वातपित्तघ्नी ज्वरगुल्मप्रमेहजित्।

दुरालभा 'द्वितीया' च गौल्याऽस्रज्वरकुष्ठनुत्। श्वासकासभ्रमघ्नी च पारदे शुद्धिकारिका। 'यासो' मधुरतिक्तोऽसौ शीतः पित्तार्त्तिदाहजित्। वल्लीदीपन-कृत्तृष्णाकफच्छर्दिविसर्पजित्। राजनिघण्टुः॥ यासः स्वादुः सरस्तिक्त स्तुवरः शीतलो लघुः। कफमेदोमदभ्रान्तिपित्तासृक्कुष्ठकासजित्। तृष्णाविसर्पवातास्रवमिज्वरहरः स्मृतः। यवासस्य गुणैस्तुल्या बुधै रुक्ता दुरालभा। भावप्रकाशः॥ यासः सरो ज्वरच्छर्दिश्लेष्मपित्तविसर्पजित्। राजवल्लभः॥

वैद्यके व्यवहारः—'रक्तपित्ते' दुरालभा—"* दुरालभा पर्पटका मृणालम्। पृथक पृथक् चन्दनयोजितानि। तेनैव कल्पेन हितानि तत्र"। (चिः ४ अः)। (२) 'घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे' दुरालभामूलम्—"यवासमूलानि * नस्यम्"। (चिः ४ अः)। (३) 'मदात्यये' दुरालभा—"दुस्पर्शितेन * शृतं वापि दद्याद्दोषविपाचनं। एतदेव च पानीयं सर्व्वत्रापि मदात्यये। निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम्" (चिः १२ अः)। (४) 'कफजवमने' दुरालभा "दुरालभां वा मधुसम्प्रयुक्तां। लिह्यात् कफच्छर्द्दिविनिग्रहार्थम्"। (चिः २३ अः)। चरकः॥ 'मूत्राघाते' धन्वयासः—"रसं वा धन्वयासस्य"। (चिः ११ अः)। वाग्भटः॥ 'भ्रमरोगे' दुरालभा—"पिबेद्दुरालभाक्वाथं सघृतं भ्रमशान्तये"। (मूर्च्छा—चिः)। चक्रदत्तः॥

দুরালভার ভেদ—ধন্বযাস বা দুরালভা, ক্ষুদ্র দুরালভা এবং যবাস ভেদে যাস তিন প্রকার। নিঘণ্টুকার, দুরালভা বা দুরালম্ভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। ধন্বযাস শব্দের অর্থ মরুদেশজাত যাস। দুস্পর্শ ইহার পর্য্যায়। ভাবমিশ্র যবাস এবং দুরালভার গুণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে দুরালভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায় নহে। ভাবপ্রকাশে যাসের পর্য্যায়ে ধন্বযাস পঠিত হইয়াছে এবং সমুদ্রান্তা বোদিনী প্রভৃতি ছয়টী শব্দ দুরালভার পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিঘণ্টুর সহিত বিরোধ হইল। পারস্য, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি ভূভাগের মরুদেশজাত যাসকে ধন্বযাস বলে। ইহার হিন্দি নাম ধমাসা। আর যাহা গান্ধারদেশে (আফগানিস্থান বিশেষতঃ কান্দাহার) সুলভ তাহার নাম যবাস। ইহার হিন্দি নাম জবাসা। ইহা গঙ্গাতীরভূমিতেও জন্মিয়া থাকে। ভাবমিশ্র দুরালভার পর্য্যায়ে "গান্ধারী" শব্দ পাঠ করিয়াছেন, নরহরি, যবাসের পর্য্যায়ে "গান্ধারী" লিখিয়াছেন। সুতরাং দুরালভা শব্দে নিঘণ্টুমতে ধমাসা এবং ভাবমিশ্রের মতে জবাসা। আমরা দুরালভা শব্দ ধন্বযাসার্থে প্রয়োগ করিয়াছি। **सं—एलूकसाब्लिय।**

বর্ণন—দুরলভা এবং যবাসের নিঘণ্টুক্ত অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলিই উহাদের পরিচয়পক্ষে প্রচুর। **দুরালভা**—"মরুদ্ভব," "সূক্ষ্মদলা," "তীক্ষ্ণকণ্টক," 'তাম্রমূলী," 'অজভক্ষ্যা," "উষ্ট্রভক্ষিকা," এবং "করভপ্রিয়া।" **যবাস**—গান্ধারী" (গান্ধারদেশজ), "অল্পক," "সূক্ষ্ম-পত্র," "বহুকণ্টক," "বিষকণ্টক," "দীর্ঘমূল" "সুদূরমূল" ও "বিষঘ্ন।" দক্ষিণ আসিয়ার কোন কোন অংশে উষ্ণ রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া তত্রত্য লোকে যবাসের "টাটি" পর্দ্দার মত বাতায়নপথে স্থাপন করে। বসন্তের বারিপাতের পর যবাসক্ষুপ হইতে যে নির্য্যাস ক্ষরিত হইয়া সঞ্চিত হয় তাহার নাম "ম্যানা"। ডিমক্ বলেন কেবল মরুভূমিজ দুরালভা হইতেই ম্যানা নির্গত হইয়া থাকে। রক্স্বর্গ বলেন কান্দাহার, মীরাট্ অঞ্চলের যবাস-ক্ষুপ হইতেও ম্যানা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ বস্ত্রোপরি নাড়িলে, উহা হইতে ম্যানা পতিত হয়। ম্যানা দেখিতে শুভ্রবর্ণ রেণুবৎ। বম্বে প্রদেশে ম্যানা তরঞ্জাবীন্ নামে খ্যাত। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বম্বে নগরে ইহার আমদানী হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের আর্দ্র বায়ুতে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে না, সত্বর জমিয়া চট্‌চটে পিণ্ডাকৃতিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বাদ আদৌ মধুর পশ্চাৎ ঈষত্তিক্ত। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ নাড়িয়া মানা পাতিত করিবার পরও ক্ষুপে কিঞ্চিৎ ম্যানা থাকিয়া যায়, এই ক্ষুপ সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার শর্করা পাওয়া যায় তাহা অপকৃষ্ট ম্যানা। সুশ্রুত এবং চরক উভয়েই ইক্ষুবর্গে যাসশর্করার উল্লেখ করিয়াছেন। **চরক** বলেন—"কষায়মধুরা শীতা সতিক্তা **যাসশর্করা**।" **সুশ্রুত** বলেন—"যবাসশর্করা মধুরকষায়া তিক্তানুরসা শ্লেষ্মহরী সরাচেতি।" **ডিমক** বলেন—সংস্কৃতে দুরালভা ক্ষুপ হইতে ক্ষরিত ম্যানার উল্লেখ নাই। যে যাসশর্করার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুরালভাক্ষুপ-জাত ক্বাথ ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত। চরকটীকাকার **চক্রপাণি** এবং সুশ্রুতটীকাকার **ডল্বণ** যাসশর্ককার ঐ রূপ অর্থই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু যখন নিঘণ্টুতে মরুজাত দুরা-লভার পৃথক্ উল্লেখ ও গুণনির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং নিঘণ্টুকার ধন্বযাস ও যাসের পৃথক্ উল্লেখ করিলেও, যাস, যবাস শব্দ যখন ধন্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন, তখন যবাসশর্করা শব্দে যে কৃত্রিম যবাসশর্করাই আচার্য্যের অভিপ্রেত একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ ও যবাসশর্করা। অধুনা যে ক্ষুদ্র কণ্টকিত ক্ষুপ দুরালভা নামে বাজারে বিক্রীত হয় ইহা নিঘণ্টুক্ত দুরলভা নহে। ইহা নিঘণ্টুক্ত যবাস। এই সকল ক্ষুপ গঙ্গাতীরবর্ত্তী আর্দ্র ভূমিতে কুত্রাপি সজলস্থানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এই সকল ক্ষুপ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে—ইহারা ফলবান্ হইবার, ক্বচিৎ পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলবান্ অন্ততঃ পুষ্পিত যবাসক্ষুপই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দুরালভা শব্দে ম্যানাসমন্বিত মরুদেশজ দুরালভাক্ষুপ ব্যবহৃত হওয়াই শাস্ত্রানুমত। বঙ্গে ধন্বযবাস সুলভ নহে। অভাবে যবাস ব্যবহর্ত্তব্য। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা।

ক্বাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বকচূর্ণ—½ আনা হইতে ২ আনা। যবাসশর্করা ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দুরলভার বা যবাসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে দুরলভা—দুরলভা ও চন্দন সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শর্করাযোগে পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** দুরলভা—যবাসমূলের রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** দুরালভা—মরুদেশজাত দুরালভার ক্বাথ দোষপাচনার্থ পান করাইবে কিংবা পিপাসু মদাত্যয়রোগীকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত দুরলভাপানীয় পান করিতে দিবে। ইহা মদাত্যয়ের সর্ব্বাবস্থায় পেয়। এই পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক। (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **কফজবমনে** দুরালভা—কফজ-বমন নিবারণার্থ দুরালভাচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—মূত্রঘাতে** দুরালভা—যাহার—মূত্ররোধ হইয়াছে তাহাকে দুরালভার ক্বাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—ভ্রমরোগে** দুরালভা—ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া দুরালভা ক্বাথ পান করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়। (মূর্চ্ছা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অর্শোঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ এবং কাসহরবর্গে দুরলভা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Manna contains mannite and cane-sugar. **Actions and uses.**—The plant is laxative, diuretic and expectorant. The manna and the extract, cholagoque, aphrodisiac and demulcent, given in coughs. The fresh juice is diuretic and given in combination with aromatics in the suppression of urine; also used in opacities of the cornea, and snuffed up the nose in migraine. A poultice of the plant or its fumigation is used in the cure of piles. The plant is smoked with black dhatura, tobacco and bishops-weed seeds in asthma. (R. N. Khory, Part II., p. 189).

নব্যমত—দুরালভা ক্ষুপ রেচক, মূত্রপ্রদ এবং কফনিঃসারক। ম্যানা এবং যবাস-শর্করা যকৃৎ হইতে পিত্তস্রাববর্দ্ধক, বৃষ্য ও স্নিগ্ধ—ইহা কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুরালভার স্বরস মূত্রকরহেতু অন্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মূত্ররোগে সেব্য। অক্ষিরোগ বিশেষে (opaoity of the cornea) স্বরস হিতকর। দুরালভা ক্ষুপের প্রলেপ কিংবা ইহার ধূম অর্শের পক্ষে হিতকর! শ্বাসরোগী কৃষ্ণধুতুরা, তামাক এবং যমানীর সহিত দুরালভা ক্ষুপ কল্কেতে সাজিয়া খায়। (আর্, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৯)।

दूर्ब।—दूर्वा।

दूर्वा—Cynodon Dactylon, *Pers.* Panicum Dactylon, *Linn.* 'तद्भेदा:'—नीलदूर्व्वा, श्वेतदूर्व्वा (गोलोमी), गण्डदूर्व्वा, मालादूर्व्वा। अन्वर्थसंज्ञा—'नीलदूर्वाया:'—"हरितम्," "शतपर्वा"। 'श्वेतदूर्वाया:'—"श्वेतकाण्डा," "सितच्छदा," "सुपर्व्वा," "कच्छान्तरुहा," "दुर्मरा"। 'मालादूर्वाया:'—"ग्रन्थिला," "रोहत्पर्व्वा"। 'गण्डदूर्वाया:'—"सूचीपत्रा," "श्यामकाण्डा," "चित्रा"। 'दूर्व्वात्रय-(नीलश्वेतगण्डदूर्वा:) गुणा:'—दूर्वा शीता कषाया च रक्तपित्तकफापहा। अनुपत्ना कषाया च शीतला स्नेष्मवातला। अन्यच्च—दर्भ: शरो नलश्चैव तथा दूर्वात्रयं समम्। स्वादुतिक्तकषायाणि पित्तस्नेष्महराणि च। दाहतृष्णास्रवीसर्परक्तपित्तापहानि च। धन्वन्तरीयनिघण्टु:॥ 'नीलदूर्वा' तु मधुरा तिक्ता शिशिररोचनी। रक्तपित्तातिसारघ्नी कफवातज्वरापहा। 'श्वेतदूर्वा'ऽति शिशिरा मधुरा वान्तिपित्तजित्। आमातीसारकासघ्नी रुच्या दाहतृषापहा। 'वल्लीदूर्वा' (मालादूर्वा) सुमधुरा तिक्ता च शिशिरा च सा। पित्तदोषप्रशमनी कफवान्तितृषापहा। 'गण्डदूर्वा' तु मधुरा वातपित्तज्वरापहा। शिशिरा द्वन्द्वदोषघ्नी भ्रमतृष्णाश्रमापहा। दूर्वासाधारणगुणा:—दूर्वा: कषाया: मधुराश्च शीता:। पित्ततृषारोचकवान्तिहन्त्र्य:। सदाहमूर्च्छाग्रहभूतशान्ति।—स्नेष्मश्रमध्वंसनतृप्तिदाश्च। राजनिघण्टु:॥ 'नीलदूर्वा' हिमा तिक्ता मधुरा तुवरा हरेत्। कफपित्तास्रवीसर्पतृष्णादाहत्वगामयान्। 'श्वेतदूर्वा' कषाया स्यात् स्वाद्वी वल्या च जीवनी। तिक्ता हिमा विसर्पास्रतृट्पित्तकफदाहहृत्। 'गण्डदूर्वा' हिमा लोह-द्राविणी ग्राहिणी लघु:। तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत् कटुपाकिनी। दाहतृष्णावलासास्रकुष्ठपित्तज्वरापहा। भावप्रकाश:॥ दूर्वा तु रक्तपित्तघ्नी कण्डूत्वग्दोषनाशनी। राजवल्लभ:।

वैद्यके व्यवहार:—'घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे' दूर्वास्वरस:—"नस्यं * दूर्वास्वरसस्य चैव" (चि: ५ अ:)। (२) 'विसर्पे' दूर्वा—"दूर्वास्वरससिद्धञ्च घृतं स्याद्व्रणरोपणम्"। (चि: ११ अ:)। चरक:॥ 'रक्तपित्ते' दूर्वा—"लिह्याच्च दूर्वावटजांश्च पल्लवान्। मधुद्वितीयान्"। (उ: ४५ अ:)। सुश्रुत:॥ 'कच्छादिषु' दूर्वा—

"रसेन च दूर्वायाः पचेत्तैलं चतुर्गुणम्। कच्छूविचर्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) 'आर्त्तवलाभाय' दूर्वा—"दूर्वायाः पिष्टकं प्राश्य वनितालार्त्तवं लभेत्" (योनिव्याप—चिः)। चक्रदत्तः॥ 'मूत्राघाते' दूर्वा—"गोजानाम्नोमूलं पलमेकं क्वथितशोषितं पीतम्। छिन्ना मधु च सितश्च प्रणुदति मूत्रस्य संरोधम्"। (मूत्रघात—चिः)। भावप्रकाशः।

দূর্বার অম্বর্থসংজ্ঞা—নীলদূর্ব্বার—"হরিত", "শতপর্ব্বা" "শ্বেত-দূর্বার" শ্বেতকাণ্ডা, "সিতচ্ছদা", "সুপর্ব্বা," "কচ্ছান্তরুহা," "দুর্মরা"। মালা-দূর্ব্বার—"গ্রন্থিলা", "রোহৎপর্ব্বা" গণ্ডদূর্ব্বার—সূচীপত্রা," "শ্যামকান্তা," "চিত্রা"।

নীলদূর্বার ভাষানাম—বাঃ—দূর্বাঘাস। হিঃ—दूब। সিং—হলইতন। মঃ—হরণী। গুঃ—ধ্রো। কঃ—হসুগরুকে। তৈঃ—দূর্বালু। তাঃ—অরুগম্ পল্লু। উঃ—দূব্। **শ্বেতদূর্ব্বার**—বাঃ—শাদাদুর্ব্বা। হিঃ—सफेद दूब्। মঃ—শ্বেতহরণী। গুঃ—ধোলীধ্রো। তৈঃ—গরিকেগড্ডি। **গণ্ডদূর্ব্বার**—বাঃ—গেঁটেদূর্ব্বা। হিঃ—गाण्डरदूब्। মঃ—গণ্ডূরদূর্ব্বা। গুঃ—গণ্ডূরধ্রো। কঃ—হোন্নগুন্দে। তৈঃ—পোন্নগণ্ডী। **দূর্ব্বারভেদ**—নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা (গোলোমী), গণ্ডদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা।

বর্ণন—ইতস্ততঃ যে হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বা দেখা যায় তাহাই নীলদূর্ব্বা। নীল ও শ্বেতদূর্ব্বার কেবল বর্ণগত পার্থক্য বিদ্যমান্। মালাদূর্ব্বা নীলদূর্ব্বার তুল্য কেবল উহার ব্রততি মালাকৃতি। গণ্ডদূর্ব্বার ক্ষুপ হয়, ইহা কাসতৃণের তুল্য। গণ্ডদূর্ব্বায় ঘর ছাওয়া হয়। **ঔষধার্থে ব্যবহার**—সমগ্র লতা বা ক্ষুপ বিশেষতঃ মূল। **মাত্রা**—স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক বা চূর্ণ ২—৪ আনা। ক্বাথ ৫—১০ তোলা (সামান্যতঃ)।

বৈদ্যকে দূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** দূর্ব্বারস—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে দূর্ব্বা ঘাসের রসের নস্য করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **বিসর্পে** দূর্ব্বা—দূর্ব্বারসে যথাবিধি পক্বঘৃত বিসর্পব্রণরোপক। (চিঃ ১১ অঃ)। **সুশ্রুত**—**রক্তপিত্তে** দূর্ব্বা—রক্তপিত্তী দূর্ব্বাপত্রচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—**কচ্ছুরোগে** দূর্ব্বা—তৈলের চতুর্থাংশ দূর্ব্বা স্বরসের সহিত তিলতৈল যথাবিধ পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কচ্ছু বিচর্চিকাপামাদি চর্ম্মরোগ নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠঃ—চিঃ)। (২) **আর্ত্তবলাভার্থ** দূর্ব্বা—পিষ্টদূর্ব্বাঘাস তণ্ডুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। যে স্ত্রীর অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন হয় নাই কিম্বা যাহার

রজোরোধ হইয়াছে তাহাকে এই পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে। (যোনিব্যাপ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে** শ্বেতদূর্ব্বা—শ্বেতদূর্ব্বার মূল ৮ তোলা দুই সের জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশাবশিষ্ট রাখিবে। শীতল হইলে ইহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (মূত্রাঘাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক বর্ণ্য এবং প্রজাস্থাপনবর্গে দূর্ব্বা পঠিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত দোষ বিদ্যমান থাকিলে মৃত বা অল্পায়ু সন্তান প্রসূত হয়, যে সকল বস্তু সেবিত হইলে এই সকল দোষ বিনাশ পায় তাহাদের নাম প্রজাস্থাপন। বর্ণ্যবর্গে "সিতালতা" পঠিত হইয়াছে। চক্রপাণি বলেন "সিতা শ্বেতদূর্ব্বা, লতা শ্যামদূর্ব্বা"। সিতালতা পৃথক্ বস্তু স্বীকার না করিলে দশ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। আমরা যতগুলি নিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি কুত্রাপি লতা শব্দ শ্যামদূর্ব্বার পর্য্যায়ে পঠিত হইতে দেখি নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে সিতালতা শব্দ শ্বেত দূর্ব্বার পর্য্যায় যথা—"শ্বেতদূর্ব্বা তু গোলোমী শ্বেতদণ্ডা সিতালতা"। অতএব চারক বর্ণ্যবর্গের পাঠবিশুদ্ধত্ব চিন্ত্য।

Actions and uses.—Dmulcent, astringent, and acid; used in checking vomiting. As a diuretic it is given in dysuria, and as an astringent epistaxis and to stop bleeding from wounds. It is used as a substitute for triticum repens. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., page 640).

নব্যমত—দূর্ব্বা শীত, কষায় এবং অম্ল। ইহা বমন নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। মূত্রকর-হেতু ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেব্য। সঙ্কোচক বলিয়া ইহা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং শস্ত্রাদি ক্ষতের রক্তস্রাব রোধার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ক্ষোরি—২য়ঃ খণ্ড, ৬৪০ পৃঃ।)

দেবদারু—देवदारु।

देवदारु, सुराह्वम् स्निग्धदारु—Pinus Deodara, *Roxb.* Cedrus Libani, *Barrel.* 'तद्भेदौ'—स्निग्धदारु, काष्ठदारु च। देवदारु रसे तिक्तं स्निग्धोष्णं श्लेष्मवातजित्। आमदोषविबन्धाऽऽध्मप्रमेहविनिवर्त्तकम्। देवदार्व्वनिलं हन्ति स्निग्धोष्णं श्लेष्मपाकनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'देवकाष्ठन्तु तिक्तोष्णकञ्च श्लेष्मानिलापहम्। भूरि दोषापहं धत्ते लिप्तमङ्गेषु कालिकम्। 'तैलगुणाः'—तीक्ष्णं कटूष्णं पित्तजित्। अर्शःशुक्रक्रमिश्लेष्मकुष्ठमेदोऽनिलापहम्। राजनिघण्टुः॥ देवदारु लघु स्निग्धं तिक्तोष्णं कटुपाकि च। विबन्धाऽऽध्मान शोथामतन्द्राहिक्काज्वरास्रजित्। प्रमेहपीनसश्लेष्मकासकण्डूसमीरणुत्। भाव-

प्रकाश: ॥ * सरलदेवदारु * 'स्नेहा'स्तिक्ता कटुकषाया दुष्टव्रणशोधना: क्रिमिकफकुष्ठानिलहरास्च । सुश्रुत: ॥

वैद्यके व्यवहार:—'हिक्काश्वासयो:' देवदारु—"* क्वाथ मथवा देवदारुण:" (चि: २१ अ:)। चरक: ॥ 'ज्वरे' देवदारु—"* देवदारुणि। कषायं विधिवत्कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उ: ३९ अ:)। (२) शोथे देवदारु—"देवदारुशुण्ठीं वा मूत्रेण" (चि: २३ अ:)। सुश्रुत: ॥ 'कफकासे देवदारु-स्नेह:—"कफकासी पिबेद्दादौ सुरकाष्ठात् प्रदीपितात् स्नेहं परिस्रुतं व्योषयवक्षारावचूर्णितम्"। (चि: ३ अ:)। वाग्भट: ॥ 'वातव्रणे' सुरदारु—"सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातव्रणे हित:" (चि: २५ अ:)। हारीत: ॥ 'श्लीपदे' देवदारु—"हितस्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा * सुखोष्णो मूत्रपेषित:"। (श्लीपद—चि:)। चक्रदत्त: ॥ 'हृन्नते वाते' देवदारुसमायुक्तं नागरं परिपेषितम्। हृन्नातवेदनायुक्त: पीत्वा सुखमवाप्नुयात्"। (वातव्याधि—चि:)। भावप्रकाश: ॥ 'कफजगण्डमालायां' देवदारु—"देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रलेपनम्" (गलगण्ड—चि:। (२) 'श्लीपदे' देवदारु—"* देवदारु च। पिबेत् सर्षपतैलेन श्लीपदानां निवृत्तये"। (श्लीपद—चि:)। वङ्गसेन: ॥

দেবদারুর ভাষানাম—বাঃ—দেবদারু। हिः—देवदार। মঃ—তেল্যা-দেবদারু। গুঃ—দেবদার। কঃ—চোপড়াদেবদারু। তৈঃ—দেবদারুচেক্কা। ফাঃ—দেবদার। অঃ—শজর্ তুল্‌জীন্। **দেবদারুর ভেদ**—দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু। সুগন্ধি, ভারী, তৈলাক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণের নাম স্নিগ্ধদারু। ইহা পর্ব্বতে জন্মে! কাষ্ঠদারু—নির্গন্ধ, লঘুতর, রুক্ষ। ইহা যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে! উৎসবোপলক্ষ্যে ভবনাদি সজ্জীকরণার্থ লোকে যে গ্রাম্যদেবদারু শাখা ব্যবহার করে তাহাই কাষ্ঠদারু। বণিকগণ যে তৈলাক্ত গুরু সুগন্ধি কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা স্নিগ্ধদারু। বৈদ্যকে দেবদারু শব্দে স্নিগ্ধদারু গ্রাহ্য। গিরিচারী বায়ুর সৌরভ্যবর্ণনার্থ দেবদারুর উল্লেখ কাব্যপ্রসিদ্ধ। হিমগিরিবাহী বায়ু বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—"মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ"।

বর্ণন—পর্ব্বতে বহুযোজনব্যাপি দেবদারুর বন দৃষ্ট হয়। ইহার কাণ্ড ১২।১৩ হাত উচ্চ এবং ব্যাস প্রায় তিন হাত। কাণ্ড অতি সরল এবং মাছধরা ছিপের মত অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু ও শাখাগুলি ভূতলাভিমুখে আনত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—কাষ্ঠ, তৈল। **মাত্রা**—কাষ্ঠচূর্ণ—১—৪ আনা। তৈল ২০—৪০ বিন্দু।

বৈদ্যকে দেবদারুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে দেবদারু—হিক্কাশ্বাসরোগী দেবদারু কাষ্ঠের ক্বাথ পান করিবে। (চিঃ ২১ অঃ)। **সুশ্রুত—বিষমজ্বরে** দেবদারু—বিষমজ্বররোগী ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত দেবদারু ক্বাথ পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **শোথে** দেবদারু—শোথরোগী গোমূত্রপিষ্ট দেবদারু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। **বাগ্‌ভট—কফকাসে** দেবদারুস্নেহ—দেবদারু কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে কফকাসী ত্রিকটু ও যবক্ষারসহ সেই তৈল পান করিবে। (চিঃ ৩ অঃ)। **হারীত—বাতব্রণে** দেবদারু—দেবদারু ও শুণ্ঠীর প্রলেপ বাতজব্রণের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৩৫ অঃ)। **চক্রদত্ত—শ্লীপদে** দেবদারু—গোমূত্রপিষ্ট ঈষদুষ্ণ দেবদারুর প্রলেপ শ্লীপদে হিতকর। (শ্লীপদ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশ**—বায়ু হৃদয়গত হইলে দেবদারু—দুষ্টবায়ু হৃদয় আশ্রয় করিলে (যাহাকে লোকে প্যাল্‌পিটেশন্ অভ্‌ দি হার্ট বলে) দেবদারু ও শুণ্ঠী পেষণপূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। **বঙ্গসেন**—কফজগণ্ডমালায় দেবদারু—দেবদারু ও বিশালার (মাখাল). প্রলেপ কফজ-গণ্ডমালায় হিতকর। (গলগণ্ড—চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** দেবদারু—দেবদারুচূর্ণ সার্ষপ তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে দেবদারুর উল্লেখ নাই। সুশ্রুত ও নরহরি কথিত দেবদারু তৈলের গুণ এই প্রবন্ধের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। অচিরকর্ত্তিত দেবদারুসার এতাদৃশ স্নিগ্ধ থাকে যে উহা অঙ্গুলিস্পৃষ্ট হইলে চট্‌চট্ করে। বণিকগণ সচরাচর যে দেবদারু কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা অতি পুরাণ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প স্নেহান্বিত।

Constituents.—An acid resin. **Actions and uses.**—The wood is carminative, diaphoretic and diuretic ; given in fever, flatulence, drospy and urinary diseases as gravel. In ascites it is given in combination with shegata chhala and aghado. In gonorrhœa, syphilis, gout and rheumatism, the decoction (Devdari Kvatha) is given as a powerful alterative. With halada and gugala its paste is applied to indolent swellings. The tar is used as a favourite alterative and given in chronic skin diseases and in large doses, given in leprosy and also applied externally to ulcers. (R. N. Khory, Part II., p. 578).

নব্যমত—দেবদারু কাষ্ঠ, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রপ্রদ। ইহা জ্বর, উদরাধ্মান, শোথ, অশ্মরী প্রভৃতি মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়ায় সেব্য। দ্রব্যান্তরের সহিত উদররোগে প্রযোজ্য। দেবদারু ক্বাথ—গণোরিয়া, ফিরঙ্গ, বাত এবং আমবাতে বীর্য্যবান্ রসায়ন

(alterative) রূপে প্রযোজ্য। হরিদ্রা এবং গুগ্‌গুলুসহ ইহার প্রলেপ বেদনাহীন শোথের পক্ষে হিতকর। দেবদারুর **তৈল**—জনপ্রিয় রসায়ন। ইহা পুরাতন চর্ম্ম রোগে এবং অধিক মাত্রায় কুষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতেও ইহা প্রলেপার্থ প্রয়োগ করা হয়। (আম্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৭৮ পৃঃ)।

দ্রাক্ষা—দ্রাক্ষা।

द्राक्षा—Vitis Vinifera, *Linn.*

तद्भेदाः—(१) **द्राक्षा**—Crapes, **पक्वशुष्का द्राक्षा**—Sultanas. Raisins (२) **कपिलद्राक्षा**—Blaek large grape. (३) **क्षुद्रद्राक्षा, निर्वीजा**—Muscateles. (४) **गोस्तनी, मृद्वीका**—Raisins (Munakha). **अन्वर्थसंज्ञाः**—'द्राक्षायाः' "गुच्छफला," "चारुफला," "तापसप्रिया," "रसाला," "काश्मीरिका"। 'कपिलद्राक्षायाः'—उत्पत्तिबोधिका—"उत्तरापथिका"। 'द्राक्षा हृद्यरसा स्वर्य्या मधुरा स्निग्धशीतला। रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा। 'मृद्वीका' मधुरा स्निग्धा शीता वृष्या तु लोमनी। रक्तानिलश्वासकासभ्रमतृष्णाज्वरापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। 'द्राक्षा'तिमधुराम्ला च शीता पित्तार्त्तिदाहजित्। मूत्रदोषहरा रुच्या वृष्या सन्तर्पणी परा। 'गोस्तनी' मधुरा शीता हृद्या च मदहर्षिणी। दाहमूर्च्छाज्वरश्वासतृषाहृल्लासनाशिनी। शिशिरा श्वासहृल्लासनाशिनी जनवल्लभा। 'द्राक्षाविशेषगुणाः—द्राक्षा 'बालफलं' कटूष्णविषदं पित्तास्रदोषप्रदम्। 'मध्यं' चाम्लरसं 'रसान्तरगते' रुच्यातिवह्निप्रदम्। 'पक्वं' चेन्मधुरं तथाम्लसहितं तृष्णास्रपित्तापहं। पक्वं 'शुष्कतमं' श्रमार्त्तिशमनं सन्तर्पणं पुष्टिदम्। अपरञ्च—शीता पित्तास्रदोषं शमयति मधुरा 'स्निग्धपाका'तिरुच्या। चक्षुष्या श्वासकासश्रमवमिशमनी शोफतृष्णाज्वरघ्नी। दाहाध्मानभ्रमादीनपनयति परा तर्पणी 'पक्वशुष्का'। द्राक्षा सुचीर्णवीर्य्यानपि मदनकलाकेलिदक्षान् विधत्ते। राजनिघण्टुः॥ द्राक्षा 'पक्वा' सरा शीता चक्षुष्या बृंहणी गुरुः। स्वादुपाकरसा स्वर्य्या तुवरा सृष्टमूत्रविट्। कोष्ठमारुतकृद्वृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा। हन्ति तृष्णाज्वरश्वासवातास्रकामलाः। कृच्छ्रास्रपित्तसंमोहदाहशोषमदात्ययान्। 'आमा' स्वल्पगुणा गुर्व्वी सैवाम्ला रक्तपित्तकृत्। वृष्या 'स्वादु-

'गोस्तनी' द्राक्षा गुर्व्वी च कफपित्तनुत्। 'अवीजा'ऽन्या स्वल्पतरा गोस्तनी सदृशी गणैः। द्राक्षा 'पर्व्वतजा' यादृक् तादृशी करमर्द्दिका। भावप्रकाशः॥ द्राक्षा तु मधुरा स्निग्धा वृष्या शीतानुलोमनी। वल्या वृष्या क्षतक्षीणतृषा-वातास्रपित्तजित्। राजवल्लभः॥ तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्। वातपित्तमुदावर्त्तं स्वरभेदं मदात्ययम्। तिक्तास्यता मास्यशोषं कासञ्चाशु व्यपोहति। मृद्वीका वृंहणी वृष्या मधुरस्निग्धशीतला। चरकः—फः वः। तेषां द्राक्षा सरः स्वर्य्या मधुरा स्निग्धशीतला। रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाह-क्षयापहा। सुश्रुतः।

वैद्यकে व्यवहारः—'मूत्ररोधज उदावर्त्ते द्राक्षा—"* द्राक्षारसमथापि वा"। (उः ५५ अः)। सुश्रुतः॥ मदात्ययस्य 'पिपासायां द्राक्षा—"तृष्यते चाति-वलवद्वातपित्ते समुद्धते। दद्याद्द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्" (चिः ७ अः)। (२) 'मूत्रकृच्छ्रे द्राक्षा—"तोयेन कल्कं द्राक्षायाः पिवेत् पर्य्युषितेन वा" (चिः ११ अः)। वाग्भटः॥ 'रक्तपित्ते' द्राक्षा—"पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्द्धप्रस्थसाधितः। कामलागुल्मपाण्ड्वर्त्तिज्वरमेहोदरापहः। (रक्तपित्त—चिः)। चक्रदत्तः।

দ্রাক্ষাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—দ্রাক্ষার—"গুচ্ছফলা," "চারুফলা," "তাপ-সপ্রিয়া," "রসাল," "কাশ্মীরিকা" (উৎপত্তিবোধিকা)। কপিলদ্রাক্ষার—"উত্তরাপথিকা," (উৎপত্তিবোধিকা) ক্ষুদ্রদ্রাক্ষার—"নির্বীজা।

দ্রাক্ষার ভাষানাম—বাঃ—অঙ্গুর। হিঃ—আঙ্গুর। মঃ—কাঠেদ্রাক্ষ। গুঃ—ধরাখ। কঃ—বেডগণদ্রাক্ষে। তৈঃ—দ্রাক্ষা। তাঃ—কোডিমণ্ডি। ফাঃ—আঙ্গুর। অঃ—কার্ম্ম। সিং—মিদ্দিবেল্। কপিলদ্রাক্ষা—হিঃ—কালীদাখ্। নির্বীজা ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা—অঃ—কীস্‌মীস্। গোস্তনী—ফাঃ—মুনকা। দ্রাক্ষার ভেদ—দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) কপিলদ্রাক্ষা (কালীদাখ), ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা (কীস্‌মীস্), গোস্তনীদ্রাক্ষা (মুনেকা)। এতদ্ভিন্ন ভাবমিশ্র পর্ব্বতজা-দ্রাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি কাশ্মীর প্রদেশ দ্রাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। দ্রাক্ষার একটী নাম 'কাশ্মীরিকা"। কাবুল হইতেই এদেশে ভূরিপ্রমাণ অঙ্গুর আনীত হইয়া থাকে। নরহরি আম, অর্দ্ধপক্ব, পক্ব ও পক্বশুষ্ক দ্রাক্ষার গুণবিশিষ্টত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে কেবল মৃদ্বীকা এবং সুশ্রুতে কেবল দ্রাক্ষার গুণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঔষধার্থ ব্যবহার—আম ও শুষ্ক ফল।

বৈদ্যকে দ্রাক্ষার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** দ্রাক্ষা—যাহার মূত্রবেগধারণজন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে তাহাকে দ্রাক্ষার ক্বাথ পান করাইবে। (উঃ ৫৫ অঃ)। **বাগ্‌ভট**—মদাত্যয়ের **পিপাসায়** দ্রাক্ষা—তৃষিতমদাত্যয় রোগীর বাতপিত্তাধিক্য থাকিলে তাহাকে শীতল দ্রাক্ষাক্বাথ পান করা ইবে—ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুরাম্লবস্তুযোগে সংস্কৃত ছাগমাংস যূষ সহ ভোজন করিতে বলিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** দ্রাক্ষা পেষণ পূর্ব্বক বাসি জলের জলের সহিত পান করিলে মুত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)। **চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে** দ্রাক্ষা—দশবৎসরের পুরাণ ঘৃত /৪ সের, /১ পিষ্ট দ্রাক্ষা এবং ১৬ সের জলের সহিত যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্তকামলাদির পক্ষে হিতকর। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে, আসবযোনিফলবর্গের শিরোদেশে মৃদ্বীকা পঠিত হইয়াছে। কেবল ব্যাধিমোচনার্থ নহে শোকবিস্মরণ সুনিদ্রা এবং সংহর্ষণ লাভের জন্যও লোকে আসব পান করিত। **মহর্ষি,** যজ্জঃপুরুষীয়ে বলিয়াছেন—"মনঃশরীরাগ্নিবলপ্রদানাম্। অস্বপ্নশোকারুচিনাশনানাম্। সংহর্ষণানাং প্রবরাসবানাম্। অশীতিরুক্তা চতুরুত্তরৈষা"। মৃদ্বীকাজাতমদ্যের গুণবিবরণে **নরহরি** লিখিয়াছেন—"মাদ্বীকং লেখনং হৃদ্যং নাত্যুষ্ণং মধুরং সরং। অল্পপিত্তানিলং পাণ্ডু মেহার্শঃক্রিমিনাশনম্।

Constituents.—The pulp contains grape sugar, cream of tartar, gum and malic acid. The seeds contain a bland fixed oil and tannic acid; skin of the fruit contains tannic acid. **Actions and uses.**—Skin and stones from the grapes should be removed before use. Raisins are refrigerant, demulcent, cooling and also aperient, generally used to sweeten medicinal preparations and given to relieve thirst in fever and inflammatory affections and in constipation. The leaves are astringent and used in diarrhœa. The ashes of the wood are used as prophylactic against stone and in uric acid diathesis. The natives apply the paste of the ashes to swellings of testicles and to piles. Black raisin is generally used as an ingredient in purgative mixtures. Kishamis is used also as an ingredient of several confections (R. N. Khory, Part II., p. 137).

নব্যমত—ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবার-পূর্ব্বে আঙ্গুরের খোসা এবং বীজ পরিত্যাগ করিবে। **মুনেক্কা,** শ্রমহর, স্নিগ্ধশীত, মৃদুরেচক। ইহা প্রায় ভেষজ মধুরকরণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা জ্বরের পিপাসা, প্রদাহমূলক পীড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধরোগে সেব্য।

পত্র—কষায়, অতিসারে ব্যবহৃত হয়। **কাষ্ঠের ভস্ম,** অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপে এবং শরীরে ইউরিক্ এসিড্ সঞ্চয়হেতু ভাবিরোগোৎপাদনানুকূল অবস্থায় অনাগতাবাধপ্রতিষেধকরূপে অর্থাৎ ভাবী ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারিবে না বলিয়া, সেবিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকে কোষের স্ফীতি এবং অর্শে ইহার প্রলেপ দেয়। **কপিলদ্রাক্ষা** (কালীদাখ্) সচরাচর চেরক ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **কিস্‌মিস্,** বিবিধ খণ্ডমোদকাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)।

দ্রোণপুষ্পী—द्रोणपुष्पी।

द्रोणपुष्पी, कुतुम्बा, कुम्भयोनिः—L. Zeylanica, *Br.* Leucas Linifolia, *Spreng.* L. Aspera, *Spreng.* **महाद्रोणा, देवद्रोणी**—Leucas Cephalotes, *Spreny.*

अन्वर्थसंज्ञा—'द्रोणपुष्प्याः—"क्षवपत्री," "छत्रका," "फलेपुष्पा," "दीर्घपत्रा," "चित्राक्षुपः," "सुपुष्पा," "चित्रपत्रिका"। महाद्रोणायाः—"दिव्यपुष्पी"। द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पथ्या वातापहारिणी। 'देवद्रोणी' कटुस्तिक्ता मेध्या वातार्त्तिभूतनुत्। कफमान्द्यापहा चैव युक्त्या पारदशोधनी। राजनिघण्टुः॥ द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादूरुक्षोष्णा वातपित्तकृत्। सतीक्ष्णलवणस्वादुपाका कट्वी च भेदिनी। कफामकामलाशोथतमकश्वासजन्तुजित्। द्रोणपुष्पी'दलं' स्वादु रुक्षं गुरु च पित्तकृत्। भेदनं कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु। भावप्रकाशः॥ द्रोणपुष्पी कफार्शोघ्नी कामलाक्रिमिशोथजित्। राजवल्लभः॥ द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पक्षाघातस्य नाशिनी। शोढ़लनिघण्टुः।

वैद्यके व्यवहारः—'विषमज्वरे' द्रोणपुष्पीरसः—"द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान्" (ज्वर—चिः)। (२) 'कामलायां' द्रोणपुष्पीरसः—"अञ्जने कामलार्त्तानां द्रोणपुष्पीरसो हितः" (कामला—चिः)। भावप्रकाशः।

দ্রোণপুষ্পার অন্বর্থসংজ্ঞা—"ক্ষবপত্রী," "দীর্ঘপত্রা," "চিত্রপত্রিকা," "ছত্রকা," "চিত্রাক্ষুপ," "সুপুষ্পা," "ফলেপুষ্পা"। **মহাদ্রোণার**—"দিব্যপুষ্পী"।

দ্রোণপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ঘলঘসি, দণ্ডকলস। কোঃ—কাণশিসা। **হিঃ—গুমা।** মঃ—কুম্ভা, তুম্বা। গুঃ—কুবো। কঃ—তুম্ব। তৈঃ—লতুগতুম্মি। **সিং—গেটতুম্ব।**

বর্ণন—দ্রোণপুষ্পী ক্ষুদ্র **ক্ষুপ**। প্রায় হলকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। ইহার **পত্র** পুষ্প স্তরে স্তরে নিন্যস্ত থাকে। পাতা—সরু লম্বা, পত্রপ্রান্ত দন্তযুক্ত, মর্দ্দনে বিচিত্র তীব্র গন্ধযুক্ত। **পুস্প**—চোঙ্গের মত অতএব দ্রোণপুষ্পী নাম, শুভ্রবর্ণ, শীতে পুষ্পির হয়—নিদাঘের রৌদ্রে ক্ষুপ শুষ্ক হইয়া যায়। **কুণ্ড**—অতিসূক্ষ্ম দন্তিত, অগ্রভাভ "কলককাটার" মত। **ঔষধার্থ ব্যবহার**—পত্র, পুষ্প। স্বরস—½-তোলা।

বৈদ্যকে দ্রোণপুষ্পীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে দ্রোণপুষ্পীরস—মরিচচূর্ণসহ দ্রোণপুষ্পীর পত্রের রস বিষমজ্বরে হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) **কামলায়** দ্রোণপুষ্পীরস—কামলা-রোগীর নেত্রে কএক বিন্দু দ্রোণপুষ্পীপত্রের রস সেচন করিবে। (কামলা—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে কুতুম্বা (দ্রোণপুষ্পী) পঠিত হইয়াছে "দশেমানিতে" দ্রোণপুষ্পীর উল্লেখ নাই।

Constituents.—A small quantity of essential oil and an alkaloid. **Actions and uses.**—Stimulant, expectorant and aperient; given in jaundice, cough, nasal and intestinal catarrh. It is also externally applied in skin eruptions. (R. N. Khory, Part II., p. 585).

নব্যমত—দ্রোণপুষ্পী—উষ্ণ, কফনিসারক এবং রেচক। ইহা কামলা, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রবাহিকা ("আমাশয়") রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাত্রে কণ্ডু (চুলকণা) জন্মিলে ইহার রস মর্দ্দন করা হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

